শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের
শ্রীমুখ-নিঃসৃত কীর্ত্তনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

(সূচক-কীর্ত্তন)

বরাহনগর

শ্রীশ্রীল ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠবাড়ীস্থ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির হইতে
প্রকাশিত

দ্বিতীয় মুদ্রণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৮, রাসপূর্ণিমা

১৪০০ সাল ১৩ই অগ্রহায়ণ সোমবার

প্রকাশক :—
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের
প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্টের
"ট্রাষ্টী বোর্ড"
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর,
কলিকাতা—৩৫

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫
ফোন : ৫২-২১৩৩

২। শ্রীরাধারমণ বাগ (সমাজবাড়ী)
নবদ্বীপ, নদীয়া
ফোন : ১০৯

৩। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দির
প্রাচীন মায়াপুর
নবদ্বীপ, নদীয়া
ফোন : ১৯

মুদ্রাকর :—
শ্রীস্বপন কুমার ঘোষাল
বঙ্গবাসী লিমিটেড প্রেস
২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

ভিক্ষা—৮০ টাকা

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

নিবেদন

পরম করুণ শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণায় "শ্রীগুরু-কৃপার দান" ৩য় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইলেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তন সমূহ একত্র সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইলে তাহার নামকরণ করা হয় "শ্রীগুরু-কৃপার দান"। ইহার অন্যতম কারণ—পূর্ব্ব মহাজন কৃত পদপদাবলীর ব্যাখ্যাস্বরূপ পদপদাবলীর উপর শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ যে সকল আঁখর দিয়াছেন, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত। এ বিষয়ে তৃণাদপি শ্লোকের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীপাদের বক্তব্য—"শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া যেমনটি স্ফুরণ করাইয়াছেন, তেমনটিই আঁখররূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। অতএব ইহাতে আমার কোনরকম কর্ত্তৃত্ব নাই, সবই শ্রীগুরু-কৃপার দান।" তাই এই গ্রন্থের নাম রাখা হয় "শ্রীগুরু-কৃপার দান"। এই শ্রীগুরু-কৃপার দান গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রের মহাভাষ্য স্বরূপ। কারণ, সূত্রের সারার্থ বা তাৎপর্য্য নির্ণায়ক গ্রন্থের নাম ভাষ্য। যথা—"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥" সর্ব্বশাস্ত্রের মূল সূত্র বেদান্তের ভাষ্য হইতেছেন শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য হইতেছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকে ভাষ্যের ভাষ্য অর্থাৎ মহাভাষ্য বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুকৃপার দান গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তাৎপর্য্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত সকল সম্যক নিহিত হওয়ায় ইহাকেও মহাভাষ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সংস্কৃত শ্লোক ও পয়ারছন্দে রচিত বলিয়া যেমন সকলের নিকট পঠন পাঠনোপযোগীরূপে পরম আস্বাদ্য। শ্রীগুরু-কৃপার দান গ্রন্থও তেমনি আঁখর সমন্বিত পদ-পদাবলী বলিয়া সকলের নিকট সুরতাল যোগে কীর্ত্তনীয়রূপে পরম আস্বাদ্য। উভয় গ্রন্থ আস্বাদনের তাৎপর্য্য একই। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, গ্রন্থের ভূমিকায় তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রীগুরু-কৃপার দান গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডই কি প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ সকলেরই একান্ত প্রয়োজনরূপে গৃহীত হওয়ায় ভক্ত-সমাজে বিশেষ সমাদৃত। তৃতীয় খণ্ডটি বিগত শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৪ অর্থাৎ বঙ্গাব্দ

১৩৭৬ সনে প্রথম মুদ্রিত হন। অল্প দিনের মধ্যে উহা নিঃশেষিত হইলে প্রয়োজনানুভবী ভক্তগণ উহার পুনর্মুদ্রণের জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে থাকেন এবং তদভাবে দুঃখীত হইতে থাকেন। এমতাবস্থায় নানা বাধাবিঘ্নের কারণ পুনর্মুদ্রণের সদিচ্ছা থাকিলেও তাহা সম্ভবপর হয় নাই। পরিশেষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অশেষ কৃপায় ও ভক্তগণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পুনর্মুদ্রিত হইলেন বা সর্ব্বভক্তজন সমক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। ভক্তগণের প্রয়োজন মিটিল এবং দুঃখ দূরীভূত হইল। বর্তমান আকাশচুম্বি দ্রব্যমূল্য হেতু কাগজ এবং মুদ্রণ ব্যয় অধিক হওয়ায় গ্রন্থের ভিক্ষাও তুলনামূলকভাবে বর্দ্ধিত হইল। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের ভুল ত্রুটি সকল যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি যদি ভ্রমবশতঃ কোন মুদ্রণ দোষ অর্থাৎ ভুল ত্রুটি থেকে যায়, তাহা অদোষদরশী ভক্তগণ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন। গ্রন্থের পঠন পাঠন ও কীর্তনে রসাস্বাদনকারী রসপিপাসু ভক্ত-চকোরগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে ধন্য হইব। ইতি—

প্রকাশক

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাষ্ট পক্ষে

মাধবানন্দ দাস ব্যাকরণতীর্থ

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥



শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস দেব

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

ভূমিকা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

অশেষ করুণার্ণব শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের বিশেষ করুণায় তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত "শ্রীগুরুকৃপার দান" ৩য় খণ্ড (সূচক কীর্ত্তনাবলী) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেন। দুঃখিজনের দুঃখ ঘুচিল, আনন্দচন্দ্র উদয় হইল মানসাকাশে। এই শুভমুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ অনেকেই দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন, দিন গণিতে গণিতে অতিষ্ঠ হইতেছিলেন। আমরাও কম অতিষ্ঠ হই নাই, কম ক্লেশ পাই নাই, এখন আমাদেরও আনন্দ। সেই আনন্দে কিছু লিখিতে গিয়া শ্রীগুরুদেব যাহা লিখাইতেছেন তাহাই লিখিতেছি। নিজের অহংকারের দোষে যদি কিছু ধৃষ্টতা বা বাচালতা প্রকাশ পায় কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীভগবান্ বড় করুণাময়। তাঁহার করুণার অন্ত পাওয়া যায় না। শুক-সনক-নারদাদি মহামহারথীগণ ত পান নাই আমরা পাইব কি করিয়া? সে আমাদের মূর্খতা, অজ্ঞতা, যখন আমরা তাঁহার করুণাকে বিচারের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিতে বসি। বিচার চলে কোথায়, যেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকে। নিঃসন্দিগ্ধ ভগবানের করুণা, নিঃসীম তাঁহার কৃপার অবদান। তিনি যখন যাহা করেন সবই আমাদের প্রতি করুণাপরবশ হইয়াই করেন, তাঁহার নিজের জন্য করিবার কিছু প্রয়োজন হয় না। কারণ পূর্ণানন্দ তিনি, পূর্ণকাম তিনি।

তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছেন চিন্ময় রাজ্যের ত্র্যধীশ-সিংহাসনে। পূজার উপহার লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন নানা ব্রহ্মাণ্ডের লোকপালগণ তাঁহার দ্বারদেশে, অবকাশ পাইলে তাঁহারা তাঁহার শ্রীচরণকমল

পূজা করেন, কত স্তুতি কত নতি জানান সেই প্রভুর চরণে। নতি করিবার সময়ে তাঁহাদের মস্তকের মহামূল্য মুকুটশ্রেণী প্রভুর পাদপীঠের উপর বাজিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠে। তাঁহারা করজোড়ে অপেক্ষা করিতে থাকেন প্রভুর আদেশ। প্রভু আপ্তকাম। আপ্তকাম হইয়া সকলের সকল কামনা পূর্ণ করেন।

শত সহস্র লক্ষ্মী সম্ভ্রমের সহিত তাঁর পদসেবিকা। আবার সেই পদসেবা পাইবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সাধক সাধিকা কত কঠোর তপস্যায় রত আছেন। অসমোর্দ্ধ মহিমায় মহিমান্বিত প্রভু কিন্তু আমাদের কথা ভুলিয়া যান না। মায়াকবলিত অনন্ত কোটি জীব আমরা। মায়ার কবলে কবলিত হইয়া কত ক্লেশ না পাই! চিরসুখাকাঙক্ষী হইয়াও সুখের মুখ দেখিবার উপায় নাই আমাদের। তাই, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত সুখের মধ্যে থাকিয়াও প্রভুর প্রাণ আমাদের জন্য কাঁদিয়া উঠে। তাই তিনি করুণার বাঁধ খুলিয়া দেন। করুণার স্রোত বহিয়া আসে সেই চিন্ময় রাজ্য হইতে মৃণ্ময় এই মায়াময়রাজ্যে। সেই স্রোতের বৈভবেই গড়িয়া উঠিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যাহা দেখিতেছি ভূলোকে দ্যুলোকে, সবই প্রভুর করুণার দান। জল স্থল অনল অনিলাদি নদ-নদী পর্ব্বতাদি গ্রহনক্ষত্র-তারকাদি অনন্ত বিচিত্রময় এই জগৎ সবই প্রভুর করুণার অভিব্যক্তি, তাঁর করুণা ব্যতীত তিল আধ আমরা বাঁচিতে পারিনা। বৃক্ষের মধ্যে ফল, নদীর মধ্যে জল, আকাশের মধ্যে বাতাস ও চন্দ্রসূর্য্যাদি যাহা কিছু সবই আমাদের তুষ্টিপুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রভু রচিয়াছেন। কিন্তু এতই আমরা মূঢ়, তাঁর এত গাঢ় করুণার কথা অনুভবের মধ্যে আনিতে পারিনা। যদি বা আনি আবার নানা যুক্তিতর্ক দিয়া তাহা উড়াইয়া দিই। ভুলিতে বসি প্রভুর অহৈতুকী অলৌকিকী করুণার অবদান।

ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্ব শাস্ত্র অনেক প্রকার অনেক কিছু বলিয়াছেন, তাহা লইয়া নানা মুনির নানা মত বাহির হইয়াছে। তাহা বুঝিয়া শুনিয়া এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়াছে যে, প্রভুর করুণা স্মরণ রাখাই ধর্ম্ম, সেই করুণা ভুলিয়া যাওয়াই অধর্ম্ম।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন যাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

প্রভুর করুণাবিস্মৃতিরূপ অধর্ম্ম যখন মানুষের বাড়িয়া যায় তখন তার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে নিজে যেমন পাষণ্ড অপরকেও তেমনি পাষণ্ড বানাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে পাষণ্ডদের সংখ্যা। বাড়িতে বাড়িতে যখন চরম পর্য্যায়ে পৌছায় তখন ভগবৎ কৃপা-স্মরণকারী

সজ্জনগণ বড় ক্লেশ অনুভব করেন। স্বচ্ছন্দে ভগবৎস্মরণে বাধা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের ক্লেশ, আবার ভগবৎবিমুখীগণের অশেষ দুর্গতির কথা ভাবিয়াও তাঁহাদের ক্লেশ। সেই ক্লেশে তাঁহারা ক্রন্দন করেন, ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুকে আহ্বান করেন। বলেন—প্রভু! তুমি এস এস, স্বয়ং এস। তুমি না আসিলে পাষণ্ডদের পাষণ্ডস্বভাব যাইবে না, জগতের দুঃখ ঘুচিবে না, এস দুঃখহারী জগন্নাথ!

তাঁহাদের আহ্বানে তখন প্রভু সেই ত্র্যধীশ-সিংহাসন হইতে অবতরণ করেন দুঃখক্লিষ্ট এই মরজগতে বিশেষ করুণায় বিগলিত হইয়া। প্রভুর আগমন সার্থক হয়, পাষণ্ডদের পাষণ্ডস্বভাব নিপাত হয়। প্রভুর অপরূপ লীলা দর্শন করিয়া কতিপয় পাষণ্ডের মন হয় পরিবর্ত্তিত। যাহাদের মন বদলায় না প্রভু তাহাদের মস্তক কর্ত্তন করেন। সজ্জনগণ আনন্দের নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন প্রভুর কৃপা স্মরণ করিতে করিতে। ভূভারহারী প্রভু সেই সন্তানগণের কাছে ঘোষণা করেন—আমি আসিলাম, ভূভার হরণ করিয়া তোমাদের দুঃখ ঘুচাইলাম। এইভাবে যুগে যুগে আমি আসিব, আসিয়া অধর্ম্মের নিপাত করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্ম স্থাপনা করিয়া যাইব।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

প্রভুর ধর্ম্ম স্থাপনার রীতি আছে। যে যুগে যেরূপ আচরণ করিলে মানুষ ভগবদ্কৃপা স্মরণ করিতে সক্ষম হয়, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ঠিক সেইরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্থাপন করিয়া যান। যাইবার সময় বলিয়া যান, সতর্ক করিয়া দেন মানুষের তর্কনিষ্ঠ মনকে। দেখ, আমি তোমাদের উপযোগী ধর্ম্ম আচরণ করিলাম বলিয়া, আমি তোমাদের মত জন্মগ্রহণ করিলাম বলিয়া তোমরা আমাকে মানুষ মনে করিও না। আমি—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

আমি সমস্ত জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর। আমার জন্ম নাই আমি অজ, আমার কোন প্রকার ব্যয় নাই আমি অব্যয়, আমি সর্ব্বপ্রকার বিকাররহিত সনাতন। সুতরাং তোমাদের জন্ম থেকে আমার জন্ম ঢের তফাৎ, তোমাদের শরীর থেকে আমার শরীর সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা জীব। তোমরা কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ কর,

তোমরা একটি রক্তমাংসের পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া আর এক রক্ত মাংসের নূতন দেহ ধারণ কর। তাহাকেই বলা হয় জন্ম মৃত্যু। আর আমি কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ করি না। জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়াই আমি জন্মগ্রহণ করি—আমার নিত্য শাশ্বত চিদানন্দময় দেহ প্রকট করিয়া। তোমাদের জন্ম পাঞ্চভৌতিক পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন পাঞ্চভৌতিক দেহধারণ। আমার জন্ম সেই পুরাতন অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ দেহেতেই বৈকুণ্ঠ হইতে আবির্ভাব—প্রাতঃকালীন সূর্য্য উদয়ের মত।

ইহার পর ভগবান ভরসার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, যদি কেউ আর কিছু নাইই করে, কেবল আমার এই জন্ম কর্ম্মকে ঐরূপ দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মরূপে বিশ্বাস করে, তবে সে দেহত্যাগ করিয়া আর দেহ ধারণ করে না, তাহার মৃত্যুর পর সে আর জন্মগ্রহণ করে না। সে সোজাসুজি আমার সেই জরামৃত্যুবর্জ্জিত শোকদুঃখরহিত চির আনন্দময় রাজ্যে গমন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভগবান উপরোক্ত স্বীয় ঘোষণা অনুযায়ী যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যে যুগে যেরূপ আচরণ করিলে শ্রীভগবানের স্মরণ ও তাঁর কৃপাস্মরণ করিতে মানুষ সক্ষম হয়, ভগবান সেইরূপ ধর্ম্মই স্থাপন করিয়া যান। তাই প্রভু এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নাম সংকীর্তন-ধর্ম্মই প্রচার করিয়া স্থাপন করিলেন। কারণ, কলিযুগের মানুষ অন্য কোন উপায়ে ভগবানের স্মরণ করিতে পারিবে না। যত রকম দুর্ব্বলতা ও চঞ্চলতা সবই কলিযুগের মানুষের মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং সে কি করিয়া ধ্যানাদি কঠোর সাধনা দ্বারা ভগবানের স্মরণ করিবে? তাই প্রভু সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মকে এযুগে যুগধর্ম্মরূপে প্রচার করিলেন।

দ্বাপরে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান পূর্ণতম ভগবান বলিয়া ভাগবতাদি শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। সে ঘোষণার সার্থকতাও সুস্পষ্ট হইয়াছে। কারণ, এত বিচিত্রময়ী লীলা, এত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যমণ্ডিত লীলা অন্য কোন অবতারে দেখা যায় নাই। ভক্তবাৎসল্য লীলারও চূড়ান্ত ঘটিয়াছে কৃষ্ণাবতারে। তাই শুক মহামুনি বলিয়াছেন—

অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

নন্দগোপাদি ব্রজবাসীগণের ভাগ্যের অন্ত নাই। তাঁহাদের ভাগ্য দেখিলে

আশ্চর্য্য লাগে। কারণ, যিনি পরমানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তিনিই তাঁহাদের মিত্র হইয়াছেন। এমনটি করিয়া ভগবানকে কেউ পায় নাই। মহা মহা জ্ঞানীরাও ভগবানকে এমনভাবে ধরিবার ক্ষমতা ধরে নাই। আত্মারাম মুক্ত পুরুষেরা এই-রূপ সৌভাগ্য পায় নাই। কেবল এই ব্রজের ভক্তিমান ব্রজবাসীরা এ সুযোগ লাভ করিল।

সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণই ব্রজলীলার পরিকরদের লইয়া কলি-জীবের ভাগ্যবশে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। আরম্ভিলেন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন। কলিজীবের বড় মজা হইল। অশেষ পাপে পাপী বলিয়া বড় সাজা ছিল যাহার কপালে সে বেশ মজা লুটিল। খুব ঈর্ষা হইতে লাগিল সত্যাদি যুগের জীব সকলের। হায় হায়! কি হইল কি হইল বলিয়া তাহারা বড় আপশোষ করিতে লাগিল—কেন কলিতে জন্ম গ্রহণ করিলাম না, যে কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়া সংকীর্ত্তন লীলা প্রকট করিলেন। কি মজা না লুটিতেছে কলিজীব! তাহাতে স্থাবর-জঙ্গম হইয়া থাকিলেও সে মজা হইতে বঞ্চিত হইতাম না। স্বর্গের দেবতাগণেরও এইরূপ আপশোষ দশা ঘটিল।

এইরূপ ঘটিবার কথা। লীলাসিন্ধু ভগবানের রাসলীলা হইতেছে সমুদ্রোত্থিত নবনীতের মত। বাঁশীর সুরে গোপীদের লইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়া-ছিলেন তখন তিনি নাচিয়াছিলেন গাহিয়াছিলেন। এমনিই ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ লাবণ্যের সার মাধুর্য্যের পার, কোটিশরদিন্দুবিনিন্দী বদনমণ্ডল। তাহাতে যখন তিনি কথা বলেন তাহাতে মনে হয় যেন শতসহস্র কোকিলকণ্ঠকে জিনিয়া মধুর হইতে সুমধুর গান গাহিতেছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ এমনি, যখন স্বাভাবিকভাবে নূপুর পায়ে চলিয়া যান তখন মনে হয় তিনি যেন মধুর মধুর নাচিতেছেন। আবার যেমনি কৃষ্ণ তেমনি রাসলীলার পুরোধা শ্রীরাধা। সেই রাধাকৃষ্ণ যখন অনুরূপা রঙ্গিনী সঙ্গীনী গোপীদের মাঝে মণ্ডলী বন্ধন করিয়া নাচিয়াছিলেন তখন যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যামৃতের ফোয়ারা উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া শুনিয়া শিব-সনকাদিগণও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সে অমৃত পিব পিব করিবার জন্য আকুলি বিকুলী হইলেও তাঁহারা বিন্দু স্পর্শ করিতে পারিলেন না। কারণ, গোপীভাবে বিভাবিত না হইলে সে অমৃত আস্বাদনে অধিকার কাহারও আসে না। গোপী হওয়াও সোজা নয়, গোপী হওয়ার কৌশলটুকু শ্রুতিগণও খুঁজিতেছেন।

যাহা হউক, গমনে নটন বচনে গান যাঁহার, সেই শ্রীগোবিন্দ যখন রাধা সহ

জড়িত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় সংকীর্ত্তনলীলা আরম্ভ করিলেন, তখন সে লীলা রাসলীলাকেও ছাড়াইয়া গেল। রাসলীলাতে ত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ আলাদা আলাদা হইয়া নাচিয়াছিলেন, আলাদা আলাদা কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন কিন্তু এই নবদ্বীপের সংকীর্ত্তনে তাঁহারা ত আর আলাদা থাকে নাই। রাধা শ্যাম এক হইয়া নাচিতেছেন, এক হইয়া গাহিতেছেন—হরি বোল হরি বোল। সেই নটন, সেই কীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী পাগল হইয়া গেল। বংশীধ্বনি পরাজিত হইল এই সংকীর্ত্তনধ্বনির কাছে। বংশীধ্বনি সকলকে আকর্ষণ করিয়াছে বটে কিন্তু আকর্ষণ করিয়া রাসমণ্ডলীতে কতিপয় গোপী ব্যতীত অন্য কাউকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু এ যে আবাল বৃদ্ধ পুরুষনারী সকলকে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ত্তন রাসমণ্ডলীতে পৌঁছাইয়া দিল। আবার যে এই সংকীর্ত্তনে আসিল সেইই রাসবিলাসের পরিণতি রাইকানু একাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের মূরতি এবং সেই মূরতির নটন দেখিয়া, সেই শ্রীমুখনিঃসৃত গান শুনিয়া ব্রজগোপীর ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িল। আস্বাদিল শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কেবল রাসরস নয়, রাসরসের নির্য্যাস।

বড় ব্যথা লাগিয়াছে প্রভুর মনে। সেবারে রাসে রাসরসামৃত পিব পিব করিয়াও পান করিবার সৌভাগ্য পান নাই গোপীতর নরনারীগণ, শিবব্রহ্মাদি দেবতাগণ। তাই, এবারে তিনি রাসরসনির্য্যাসের মূর্ত বিগ্রহ হইয়া আসিয়াছেন। সংকীর্ত্তনধ্বনির তানে সবাইকে আহ্বান জানাইতেছেন। যে আসিতেছে সেইই রাসনির্য্যাস আস্বাদন করিতেছে। যে আসিতে পারিতেছে না, রাসনির্য্যাস প্রভু তাহার দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইতেছেন, হরিবোল হরিবোল বলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিতেছেন। তাহার চোখে চোখ মিলাইয়া, অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া চিরদিনের তরে তাহাকে আত্মসাৎ করিতেছেন। আর যে হরিবোল ধ্বনি শুনিয়াও ঘরের বাহির হইতেছে না, গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, প্রভু তাহার দরজায় করাঘাত করিতেছেন, সেই করাঘাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে ব্রহ্মাদির সুদুর্লভ গোপীপ্রেম দান করিতেছেন, দাতাশিরোমণি নাম সার্থক করিতেছেন।

প্রভুর এই কারুণ্যঘন প্রেম-পুরিত সংকীর্ত্তনলীলা কেবল নদীয়ানগরে আবদ্ধ থাকিল না। তাঁহার অভিন্নতনু ব্রজের বলরাম নদীয়ায় নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ যখন সেই সংকীর্ত্তনরস সমুদ্রে ডুবিয়া উঠিয়া সন্তরণ দিতে লাগিলেন, তখন তাহার তরঙ্গামালা হিমালয় হইতে কুমারিকা ভাসাইয়া এক প্রেম-বন্যা সৃষ্টি করিল। বন্যা যখন আসে তখন আর সে ছোট বড় বিচার রাখে না। তৃণলতা-

গুলিকে যেমন টানিয়া লয়, বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডকেও তেমনি গড়াইয়া গড়াইয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। আমাদের প্রভুর সংকীর্ত্তন-তরঙ্গোত্থ প্রেমবন্যা তাহাই করিল, সচল অচল সকল প্রকার প্রাণীকেই ভাসাইয়া লইয়া মহাভাবপ্রেমরস-ঘনাকৃতি গৌরগুণনিধির সঙ্গে মিলাইয়া দিল। সবাই হইল গোপনারী, বালকবৃদ্ধ পুরুষনারী ও স্থাবর জঙ্গম আদি যত দেহধারী সবাই গোপীপ্রেমের অধিকারী হইল। জয় জয়কার হইল কলিযুগের। অতি অসার কলিযুগ সর্ব্বযুগসার বলিয়া স্তুত হইল। সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের বাঞ্ছা করিল।

জীবের স্বভাব কল্যাণপথ ভুলিয়া যাওয়া। কলিজীবের সে স্বভাব আরও গাঢ়, তাই, আত্যন্তিক কল্যাণস্বরূপ নামসংকীর্ত্তনরূপ যে প্রভুর অবদান তাহা কালক্রমে জীব ভুলিয়া গেল। পথ ছাড়িয়া অপথে ধাবিত হইল কলিজীব। কি দুর্দ্দৈব কলিজীবের! সংকীর্ত্তনের মহিমা ভুলিল, তার পিছে পিছে সংকীর্ত্তন-পিতা গৌরহরি ও তাঁহার পরিকর নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরমদয়াল প্রভুগণেরও মহিমা ভুলিয়া গেল। তাই সংকীর্ত্তন-পিতা নিতাই গৌরকে বুকে ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেন দয়াল ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী। তাঁহার সংকীর্তনে তরু নাচিল, মরা বাঁচিল, পাষাণ গলিয়া গেল। সেই সংকীর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া গেল মানুষের জাতি কুলাদি বিদ্যাবত্তাদির অহমিকা। কত ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত সংকীর্ত্তনে অনুরাগী হইয়া ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে করিল। অট্টালিকানিবাসী হইল বৃক্ষতলবাসী। কত পতিত পতিতপাবন হইয়া সংকীর্ত্তনের দ্বারা শত শত পতিত উদ্ধার করিল। সকলেই নিতাইয়ের মহিমা, গৌরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া হা নিতাই হা গৌর বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমপারাবারে সাঁতার দিল।

এমনি এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন শ্রীরাধারমণ কিন্তু তাঁহার সংকীর্ত্তন ধারাকে তিনি এমন এক স্রোতস্বিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া গেলেন, যাহা শতসহস্রধারায় রূপায়িত হইয়া সহস্র সহস্র তাপিত প্রাণকে শীতল করিল। সেই স্রোতস্বিনীর উৎস হইতেছেন পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের প্রেরণায় ও শ্রীশ্রীরাধারমণের করুণায় শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ যে কীর্ত্তনময়-জীবন লাভ করিলেন তাঁহার তুলনা আর দেখিতে পাই না।

সর্ব্বশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত যুগোচিত উপাস্যরূপে সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গকেই কলিজীবের উপাস্যরূপে ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই উপাসনার প্রধান উপকরণরূপে সংকীর্ত্তনেরই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের

স্বরূপ কি? কেনই বা শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ কলিজীবের উপাস্য, সংকীর্ত্তনেই বা কেন তাঁহার উপাসনা হইবে, সংকীর্ত্তনেরও স্বরূপ কি? এই সকল প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই শ্রীমদ্ভাগবতে। ভাগবতের সার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদিতে ও পূজ্যপাদ গোস্বামিগণের গ্রন্থে সে রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া থাকিলেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে যে ধীরতা স্থিরতা ও সাধনসম্পত্তি আবশ্যক তাহার একান্ত অভাব আমাদের মত মূঢমতি মানবের। তাই, অযাচিত কৃপাকারী পরমকরুণার্ণব বাবাজী মহাশয় ব্রজরসসিন্ধুর অনন্তসুখময় সন্তরণ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মত কলিজীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া সপার্ষদ শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের যে নাম রূপ গুণ লীলা ও তাহার রহস্য সংকীর্ত্তন করিলেন, তাহাতে আমাদের অন্ধচক্ষু খুলিয়া গেল। বাবাজী মহারাজের সংকীর্ত্তনে আমাদের সকল প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট হইল। আমরা প্রত্যক্ষের মত দেখিতে পাইলাম শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া নীলাচল বৃন্দাবন লীলা। আমরা অনুভব করিলাম, আমরা যেমন পতিত তেমন পতিতপাবন নিতাই-গৌর, আমরা যেমন কাঙ্গাল, তেমনি কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই-গৌর, পরমদয়াল পরমপ্রেমধনপ্রদাতা নিতাই গৌর। নিতাই গৌরাঙ্গ বিনা আমাদের আর গতি নাই গতি নাই। হরিনাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন সাধন করিবার সামর্থ্য নাই। তাই, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের উপাস্য। তাই, সহজসাধ্য সংকীর্ত্তন তাঁহার উপাসনার উপকরণ। সুদুর্লভ-প্রেম একমাত্র সংকীর্ত্তন-ধর্ম্মেই সহজলভ্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ যে কলিজীবের উপাস্য এবং তাঁহাদের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণই যে সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠ তাহা এমন সহজ সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম হইত না, যদি করুণার্ণব বাবাজী মহারাজ করুণা করিয়া তাঁহার করুণার দান সংকীর্ত্তনের মাঝে উপদেশ না দিতেন। আবার কেবল উপদেশে মন ভরে না, যদি উপদেষ্টা সেইরূপ আচরণ না করেন। তাই বাবাজী মহারাজ নিতাই গৌরাঙ্গের ভজনা এমনভাবে করিতেন, দেখিয়া মনে হইত আমাদের মত দুর্গত জীবকে দেখাইয়া দিয়া শিখাইয়া দিতে নিতাইগৌরভজনই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন বাবাজী মহারাজরূপে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক আচরণ করিয়া শিক্ষা দিলেও শিক্ষার প্রাচীন আদর্শ না দেখাইলে গ্রহীতার হৃদয়ে গৃহীত শিক্ষা বদ্ধমূল হয় না। কালান্তরে তাহা সন্দেহের দোলায় পড়িয়া পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাই, আচার্য্যাগ্রগণ্য বাবাজী মহারাজ গৌরভজনের প্রাচীন আদর্শ দেখাইবার জন্য গৌর-পরিকর ও তাঁহার অনুগত প্রাচীন মহাজনগণের জীবনালেখ্যস্বরূপ তাঁহাদের

সূচককীর্ত্তন করিতেন। এমন দরদ দিয়া তিনি সে কীর্ত্তন করিতেন, তাহাতে শ্রোতাগণের মানসে গৌরভজনের এক এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। যেদিন যে মহাজন লীলাসম্বরণ করিয়াছেন, সেই তিথি ধরিয়া তাঁহার গুণগানরূপ সূচক কীর্ত্তনটী প্রতিবৎসরই শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ করিতেন। ইহা শ্রীপাদের কীর্ত্তনময় জীবনের এক বিশেষ নিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য দ্যোতনা করে। এই নিষ্ঠার দিক অনেক। যতটুকু অনুভবের মধ্যে আসিতেছে তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

মানুষ ভজন-সাধন করে কিন্তু অহমিকার প্রাচীর তাহাকে অগ্রসর হইতে দেয় না। নঙ্গর না তোলা নৌকায় যতই দাঁড় টান না কেন, সে যেখানে সেইখানেই রহিয়া যায়। তেমনি অহমিকাকে উৎখাত না করিলে যতই ভজন কর না কেন, প্রকৃতির পরপারে যাইবার তরীটী যেইখানে সেইখানেই রহিয়া যায়, ভজনকারীজনের স্বভাব যাহা উল্লিখিত আছে শাস্ত্রে, তাহা প্রতিফলিত হয় না অহমিকাপূর্ণ ভজনকারীর মধ্যে। তাই, তাহা দেখিয়া অনেক কটু সমালোচনাও করেন, ধর্মের নিন্দা, ভগবানের নিন্দা করেন। ভজনের কোন দাম নাই ভাবিয়া অনেকে ভজনবিমুখও হইয়া পড়েন। সর্ব্বনাশী এই অহমিকার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চোখের জলে ধুইয়া মুছিয়া যায় বাবাজী মহারাজের মুখে পূর্ব্বাপর কোন আচার্য্যের সূচক কীর্ত্তন শুনিলে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় রাজকুমারের ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে রাধাকুণ্ডতটে ৫৬ দণ্ড কঠোর ভজন করিতেন। ভজনে আলস্য যাহাতে না আসে তাহার জন্য অন্য কিছু না খাইয়া কেবল ৩ পল মাঠা দৈনিক সেবন করিতেন আর শুইতেন মাত্র ৪ দণ্ড। সেও ঠিক শোয়ার মধ্যে গণ্য নয়। কারণ, শুইয়া শুইয়া তিনি স্বপ্নযোগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাই অনুশীলন করিতেন। এই শ্রীদাস গোস্বামীর সূচকে তাঁহার এই জীবনালেখ্য যখন শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ শ্রোতাদের সম্মুখে ধরিয়া তুলিতেন আর ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে "সে দাস কই সে প্রভু কই" বলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন, তখন এমন শ্রোতা কেউ থাকিত না যে চোখের জলে ভাসিয়া না যাইত। ভজনের এমন অহঙ্কার কাহারও থাকিত না যাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সেই চোখের জলে ধুইয়া মুছিয়া না যাইত।

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাভিষিক্ত শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন প্রভু রাজৈশ্বর্য্য ও ভোগপ্রাচুর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নেঁড়া মাথায় ছেঁড়া কান্থায় বৃন্দাবনের এক এক বৃক্ষতলায় এক এক দিন বাস করিয়া কভু মাধুকরী, কভু উপবাসে অপতিত-

ভাবে যে ভজন সাধন করিয়াছেন, যে গ্রন্থরাজি লিখিয়াছেন যে ভাবে বৃন্দাবনের লুপ্ত কৃষ্ণলীলাস্থলী উদ্ধার করিয়াছেন এবং বিদ্যার্ণব হইয়াও যেভাবে দিগ্বিজয়ীকে বিনা বিচারে পরাজয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা বর্তমান মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করে। সেই লীলা তাঁহাদের সূচক-কীর্ত্তনে যখন বাবাজী মহারাজ অশ্রুকম্প পুলকাঙ্কিত কলেবরে ছন্দায়িত করুণ স্বরে কীর্ত্তন করিতেন আর গুমরি গুমরি কাঁদিতে কাঁদিতে গর্জন করিয়া বলিতেন "তারাই ত গৌরাঙ্গদাস, তারা আদর্শ গৌরাঙ্গদাস, আমরা নামেতে কলঙ্ক রটালাম, দাস বলে পরিচয় দিয়ে নামেতে কলঙ্ক রটালাম" তখন অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইত, আর যাহাদের বৈরাগ্যের অহংকার বা বিদ্যার অহংকার থাকিত তাহাদের সেই অহংকারের মঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অশ্রু জলে ভাসিয়া যাইত।

এইভাবে শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সূচকে শ্রীপাদ মানুষের শ্রীগুরুপদে বিকানোর অভিমান চূর্ণ করিয়া দিতেন। কারণ, এই মহাজনগণ গুরুপদে আত্মসমর্পণ করিয়া যে রূপ ফল পাইয়াছেন সেই ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত "আমি গুরুপদে বিকাইয়াছি, গুরু আমার সর্বস্ব" এইরূপ অহংকার মানুষের থাকিবে কেমন করিয়া ?

অহংকার ভয়ঙ্কর, ভগবদ্ ভজনের জন্য ধন জন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সব ত্যাগ করা যায় কিন্তু অহংকারকে ত্যাগ করা যায় না। রাজার নন্দন ভজনানুরাগী হইয়া ভিক্ষারী ও বৃক্ষতলবাসী হইয়াও অহংকারের হাত হইতে সহজে মুক্তিলাভ করে না।

সাধককে সাবধান করিতে সিদ্ধ পুরুষগণ অহংকার বরণ করেন। যাহার ফলে তাঁহারা প্রাপ্ত শ্রীভগবানকে হারাইবার ক্লেশ পান। তাই রাসস্থলীতে নিত্য-সিদ্ধ ব্রজরামাগণ সৌভাগ্যের অহংকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ পালাইয়া গেলেন। আবার যখন তাঁহারা কান্দিয়া কাটিয়া সৌভাগ্যের অহংকারকে ধূলিসাৎ করিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ ধরা দিলেন তাঁহাদের কাছে। এই আচরণে তাঁহারা সাধককে সাবধান করিতেছেন।

সাধকের সকল প্রকার অহংকারই চূর্ণ হইয়া যায় নিরহংকার আচার্য্যগণের চরিতানুশীলনে। তাই শ্রীপাদের আচার্য্যগণের সূচকের প্রতি এত নিষ্ঠা।

অপরপক্ষে পরম্পরা রক্ষা করিবার পরম উপায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিতানুশীলন। তাহার অভাবে কেবল ধর্মনীতি নয় রাজনীতি সমাজনীতি আদি সকল প্রকার নীতিই বিকল হইয়া যায়। যখন যে ধর্মের গ্লানি ঘটিয়াছে। তখন তাহার মূলে রহিয়াছে সেই ধর্মের পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিতানুশীলনের

অভাব। সেই অভাবে মানুষ ধর্মের পথ না পাইয়া বিপথে চলিতে থাকে। অধর্ম ধর্ম নামে অভিহিত হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত সুমহান্ প্রেমধর্মের অবস্থা তাহাই হইয়াছিল। সে ত্যাগ, সে বৈরাগ্য, সে সহিষ্ণুতা, সে নিরহংকারতাকে জলাঞ্জলি দিয়া কীর্তন গান করিতে করিতে মানুষ যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইল এবং নিজেকে পরিচয় দিল আমরা মহাপ্রভুর ধর্ম্মাবলম্বী। চৈতন্যচরিতামৃতাদির রহস্যপূর্ণ বাক্যগুলিকে তাহারা নিজের মনোবৃত্তির অনুকূলে ব্যাখ্যা করিল। যাহার ফলে জনসাধারণ ভ্রান্তি জালে পড়িয়া আত্মপাত করিতে লাগিল। শিক্ষিত ভদ্র সমাজ প্রকৃত রহস্য বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া এই ভ্রান্তিময় ধর্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম জ্ঞানে ইহা এক নিম্নস্তরের ধর্ম বলিয়া ধারণা করিল। তাই পূর্ব্বাশ্রমে বাবাজী মহারাজ বালকবয়সে যখন যুগোচিত এই সংকীর্তন ধর্মকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন প্রতিবেশী শিক্ষিত সমাজ আপ্‌শোষ করিতে লাগিল—ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষে রাধিকা নিম্ন লোকের ধর্ম লইল! বৈষ্ণব ধর্ম ছোট লোকেরাই গ্রহণ করে? কিন্তু সেই রাধিকা যখন প্রভু জগদ্‌বন্ধুর শিক্ষায় ও শ্রীশ্রীরাধারমণের দীক্ষায় লোকপূজ্য শ্রীল রামদাস বাবাজী হইয়া সেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যথার্থ ধর্মকে নিজের আচরণ দ্বারা সংকীর্ত্তন মাধ্যমে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং সূচককীর্ত্তনে আদর্শ গৌরাঙ্গদাস পূর্ব্বাচার্য্যগণের ত্যাগ বৈরাগ্যের চূড়ান্ত জীবনালেখ্য সাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন, তখন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের ভ্রান্তি-জাল ছিঁড়িয়া গেল। তাহারা সকল প্রকার অহমিকাকে বিসর্জন দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের দাস-খাতায় নাম লিখাইল। স্বধর্মের পরম্পরা রক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিতানুশীলন যে একান্ত আবশ্যক, জনসাধারণ তাহার জ্বলন্ত শিক্ষা পাইল। এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়া গিয়াছেন—

"মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণলীলা ইহাতে না কর হেলা
কায় মনে করিয়া সুসার।"

প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া মহাজনগণের পথে অনুরক্ত না হইলে, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সাধনপদ্ধতি স্মরণ ও তদনুরূপ আচরণ না করিলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হয় না। তাই লোকগুরু শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ লোক শিক্ষার জন্য যখন যাহা করিতেন পূর্ব্বাপর মহাজনগণের আনুগত্যেই করিতেন। তাঁহার জীবন আনুগত্যময় জীবন।

তাই তিনি পূর্ব্বাপর আচার্য্যগণের সাধন স্মরণ করিতেন এবং এই স্মরণকে অভীষ্ট লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। যাহার ফলে তিনি সেই স্মরণকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য সেই সেই আচার্য্যগণের চরিতানুশীলনরূপ সূচক কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীপাদের সূচক-কীর্ত্তনের প্রতি এত অনুরাগের আর এক গূঢ় রহস্য আছে বলিয়া মনে হয়। সেই কথা এখন তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি।

শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণ মুক্তিপ্রয়াসী হন না। ভক্তিরস আস্বাদনই তাঁহাদের পরম চরম পুরুষার্থ। দিবানিশি ভক্তিরস আস্বাদনেই তাঁহারা বিভোর হইয়া থাকিতে চান। ভক্তিরস বড় মধুর, এমন মধুর আর কোন পদার্থ নাই। তাই, তাহার মধুরতা ভগবান্‌কেও আকর্ষণ করিয়াছে। পূর্ণ পূর্ণতম ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগদাকর্ষক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেও আকর্ষণ করিল। তাই, তাঁহার ভক্তিরস আস্বাদনের সাধ জাগিল। কিন্তু ভক্তভাব না থাকিলে ভক্তিরস আস্বাদন হয় না। তাই, তাঁহাকে ভক্তগণের সর্ব্বাধিকা শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিতে হইল। শ্রীরাধিকার অঙ্গের কনককান্তি নিজের অঙ্গে জড়াইতে হইল। পক্ষান্তরে ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য ভগবানকেও ভক্তের আনুগত্য গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাহা না করিলে ভক্তিরস আস্বাদন হইবে না। তাই, শ্রীগৌরাঙ্গের দাসগণের ভক্তিরস আস্বাদনে এই আনুগত্যের পরম্পরা অব্যাহত। আদর্শ গৌরাঙ্গদাস শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ অশেষ বিশেষে ভক্তিরসের আস্বাদনে অভিলাষী। যে আচার্য্য যে ভাবে ভক্তিরস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার আনুগত্যে সেই ভাবের কক্ষায় দাঁড়াইয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা আস্বাদন করিতে চান। সেই আকাঙ্খা পূরণ করিবার জন্যই তিনি পূর্ব্বাচার্য্য গৌরাঙ্গগণের সূচক কীর্ত্তনের মাধ্যমে সেই ভাবের কক্ষায় দাঁড়াইয়া নিজে সেই ভাবের রস আস্বাদন করিয়া শ্রোতাগণকেও সেই আস্বাদনের অধিকারী করিয়া দিতেন। ইহাই হইল শ্রীপাদের সূচককীর্ত্তনাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য—লোকশিক্ষা আনুসঙ্গিক উদ্দেশ্য। লোকশিক্ষার মনোভাব লইয়া তিনি কোন কীর্ত্তনই করেন নাই। কোন যাজনই করেন নাই। ভক্তিরস আস্বাদনের জন্যই করিয়াছেন। কীর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে কেহ ডাকিয়া লইলে তাঁহার কাছে তিনি কৃতজ্ঞতার মনোভাবই প্রকাশ করিতেন—তুমি আমায় কৃপা করিলে, মহাপ্রভুর গুণ গাইবার সুযোগ দিলে।

তথাপি তাঁহার আচরণে ও সংকীর্ত্তনে জনসাধারণ শ্রীগৌরাঙ্গভজনের যে শিক্ষা লাভ করিত তাহার তুলনা দেখিতে পাই না।

পক্ষান্তরে দাতা যদি "কিছুদান করিতেছি" এই মনোভাব লইয়া দান করেন তবে তাঁহার দান ঠিক ঠিক হয় না। কারণ, ঐরূপ মনোভাবে অহংকারের অস্তিত্ব দ্যোতনা করে, যাহার ফলে দানের মহিমা খর্ব্ব হইয়া যায়। তাই শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ কিছুদান করিব বলিয়া মহাজনগণের সূচক কীর্ত্তন করিতেন না, কিন্তু গ্রহণ করিবার মানসেই তাহা করিতেন। তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত তাঁহার আচরণে।

এক এক মহাজনের ভক্তিরস আস্বাদনের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে। সকল মহাজনের সকল বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হইত, সকল মহাজনের চরিত্রানুশীলনরত বাবাজী মহারাজের আচরণমধ্যে। ঠাকুর হরিদাসের নামনিষ্ঠা, শ্রীল রূপ-সনাতনের ভক্তিরস-উপযোগী কবিত্ব পাণ্ডিত্য বৈরাগ্য, দাস রঘুনাথের পাষাণের রেখার মত ভক্ত্যঙ্গযাজনের নিয়ম নিষ্ঠা, রামচন্দ্র কবিরাজের গুরুনিষ্ঠা আদি বৈশিষ্ট্য-গুলি পরিলক্ষিত হইয়াছে বাবাজী মহারাজের ভজনাঙ্গ যাজনের মধ্যে। এই লোভে বোধহয় তাঁহার সূচক কীর্ত্তনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই, তিনি তাঁহার কীর্ত্তনময় জীবনকে এই সূচককীর্ত্তনেতেই সাঙ্গ করিলেন। শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সূচককীর্ত্তন করিয়াই তার পরদিন তিনি অপ্রকট হইলেন। সারা জীবন ভরিয়া শ্রীপাদ যত মধু আহরণ করিয়াছিলেন সবই ঢালিয়া দিলেন সেদিনের সেই শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সূচককীর্ত্তনে। ভাগ্যবান যাহারা তাহারাই সেই অপার্থিব মধুর রস আস্বাদন করিল এবং মধুআস্বাদনরত মধুমত্ত মধুব্রত বাবাজী মহারাজের অভূতপূর্ব্ব কম্পাশ্রু বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিক ভূষণ দেখিয়া জীবন ধন্য করিল।

শ্রীপাদ সারা জীবন ভরিয়া যে সব কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা "শ্রীগুরুকৃপার দান" নামে অভিহিত এবং উহা তিনভাগে বিভক্ত। নিত্যকীর্ত্তন, নৈমিত্তিক কীর্ত্তন এবং সেই নৈমিত্তিকের অন্তর্গত সূচককীর্ত্তন। নিত্যকীর্ত্তনে রহিয়াছে নাম-মহিমা, নিত্যানন্দ মহিমাদি কীর্ত্তন, নৈমিত্তিক কীর্ত্তনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও তাঁহার পরিকরগণের সাময়িক লীলা কীর্ত্তন, সূচককীর্ত্তন পূর্ব্বাপর মহাজনগণের গুণকীর্ত্তন। শ্রীগুরুদেবের করুণায় ও প্রেরণায় সেগুলি সংকলন করিয়াছিলেন প্রাতঃ স্মরণীয় নিত্যধামগত শ্রীহরিদাস ঘোষাল প্রমুখ মহোদয়গণ। তাহা না করিলে এরূপ "গুরু-কৃপার দান" অমূল্য সম্পৎ হইতে জগৎ বঞ্চিত হইত। তাই, তাঁহাদের কাছে শুধু আমরা নয়, সারা জগতই ঋণী। তাঁহাদের সেই সংকলিত

কীর্ত্তনাবলীর মধ্যে "শ্রীগুরু-কৃপার দান" নিত্য কীর্ত্তনগুলি শ্রীগুরুদেবের অশেষ করুণায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এখন তাঁহারই করুণায় অশেষ বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপারদান সূচককীর্ত্তনগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেন। সুতরাং তাহার একটি ভূমিকা লেখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রয়োজন থাকিলেই কাজ হয় না সাধ্যে কুলান চাই। এমন সাধ্য কার আছে জানি না যে বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনগ্রন্থের ভূমিকা লিখিবে। কারণ, ভূমিকা বলা হয় তাহাকে যাহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাঠক-পাঠিকাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে। সুতরাং গ্রন্থ অপেক্ষা গ্রন্থের ভূমিকার গুরুত্ব অধিক হওয়া চাই। অন্যের কথা বলিতে পারি না। আমি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সাধনা করিলেও সে শক্তিলাভ করিতে পারিব না, যাহাতে শ্রীপাদের গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে পারিব।

অপরপক্ষে শ্রীপাদের শ্রীগ্রন্থ স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত, আপন মহিমায় বিরাজিত। সুতরাং তাহার ভূমিকা লিখতে যাওয়া নিরর্থক এবং নির্বোধতার পরিচায়ক।

তথাপি একটী ভূমিকা লিখা যায় এই বলিয়া যে, শ্রীপাদ তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কীর্ত্তনরূপে যে কৃপা দান করিয়াছেন তাহার ভূমি কোথায়? তিনি কতখানি কৃপা করিয়াছেন? লোকে যেমন কোন জলাশয়ের জল মাপিবার জন্য মাপকাঠি গ্রহণ করে, তেমনি শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার কৃপা কত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে, তাহার মাপকাঠী হিসাবে একটী ভূমিকা লিখা যায়। কিন্তু সেও কম শক্তিসাধ্য নয়। তবু শ্রীগুরুদেব যদি কৃপাশক্তি প্রদান করেন, তবে সেই শক্তিতে তাঁহার কৃপা পরিমাপ করা যায়। তথাপি মাপা হইবে না। কারণ, সে কৃপার দান যে অনন্ত অতল। তথাপি এইটুকু বুঝিতে পারাই এখানে ভূমিকা লিখার সার্থকতা। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ জগতের হিতের জন্য সংকীর্ত্তন মাধ্যমে যে কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাহা সমুদ্রের মত অন্তর অপার। শুধু এইটুকু অনুভবের মধ্যে আসিয়া লিখনীর মধ্যে প্রকাশ পাইলেই লিখনীর সার্থকতা। কৃপাময় পাঠকগণ, ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণ! আমি ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা এই কৃপা করুন, যেন শ্রীগুরুদেবের কৃপার অনন্তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ইতি—

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী
দীন আশ্রম সেবক
বৈষ্ণবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ

তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীসূচক-কীর্ত্তন

—(*)—

সূচকের গৌরচন্দ্র

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়, শ্রী,—নিতাই তরঙ্গ তায়,"

আ'মরি,—প্রেমসিন্ধু গোরারায়

শ্রীরাধাকৃষ্ণ,—প্রেমবিকারের বারিময়—প্রেমসিন্ধু গোরারায়

আ'মরি,—শত শত ধারা বয়

বহে শত শত ধার

শ্রী,—কৃষ্ণলীলামৃতসার—বহে শত শত ধার

নিরন্তর,—যাহা হইতে দশদিকে—বহে শত শত ধার

আ'মরি,—অক্ষয় পারাবার

নানাভাব-রত্নালয়—আ'মরি,—অক্ষয় পারাবার

(আ'মরি,—মহাভাব রত্নালয়—অক্ষয় পারাবার)

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,"

আ'মরি,—হেলে দুলে খেলায় রে

ওরে ভাই রে আমার,—আমার নিতাই তরঙ্গ—হেলে দুলে খেলায় রে

ওরে ভাই রে আমার,—গৌরপ্রেমসিন্ধুহিয়ায়—হেলে দুলে খেলায় রে

(আ'মরি,—কতই না গরব ক'রে—হেলে দুলে খেলায় রে)

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,"

ওকি আহা-মরি,—"করুণা-বাতাস চারিপাশে"।

"তা'তে—"প্রেম উথলিয়া পড়ে"

আ'মরি রে,—করুণা-বাতাস-পরশে—প্রেম উথলিয়া পড়ে,

'আ'মরি,—করুণা-বাতাস-পরশে'—

আমার,—নিতাই-তরঙ্গসনে—অদ্বৈত,—করুণা-বাতাস-পরশে

ওরে ভাই রে আমার,—আমার,—নিতাই-তরঙ্গসনে—করুণা-বাতাস-

পরশে

"প্রেম উথলিয়া পড়ে,"

আ'মরি,—উথলিয়া ভাসায় রে

আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমসিন্ধু—উথলিয়া ভাসায় রে

আ'মরি,—প্রেমজলে ডুবায় রে

গৌর,—প্রেমসিন্ধু উথলিয়া—প্রেমজলে ডু-বায় রে

আ'মরি,—স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা—প্রেমজলে ডু-বায় রে

আহা,—"প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাফাল ছাড়ে,"

ওকি আহা-মরি,—"তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥"

সেই,—প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

গৌর,—প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত—সেই'—প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

নিতাই-তরঙ্গ-যোগে উছলিত—সেই,—প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

করুণা,—বাতাস-পরশে উদ্বেলিত—সেই,—প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

ওকি আহা-মরি,—"তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥"

ও ভাই দেখ দেখ,—"নিতাই চৈতন্য দয়াময়।"

এমন,—হয় নাই আর হবার নয় রে
ওরে ভাই রে আমার এমন,—পরম-করুণ প্রেমদাতা—হয় নাই আর-
হবার নয় রে

'এমন,—পরম-করুণ প্রেমদাতা'—
আমার,—প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গের মত—এমন,—পরম-করুণ-
প্রেমদাতা

আমার,—নিতাই-গৌরাঙ্গের মত—এমন,—পরম-করুণ প্রেমদাতা
হয় নাই আর হবার নয় রে
ও ভাই,—বড় অবতার রে
বড় অবতার রে

ওরে ভাই রে আমার,—প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গ—বড় অবতার রে
আ'মরি,—"পতিতেরে বিলাওল প্রেমেরই ভাণ্ডার রে ॥"
আ'মরি—যারে তারে যেচে দিল
চির,—অনর্পিত-প্রেমধন—যারে তারে যেচে দিল
গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—যারে তারে যেচে দিল
'গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে'—
দন্তে তৃণ, গলবাসে করজোড়ে—গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে
যারে তারে যেচে দিল
প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা—প্রেম দিল আচণ্ডালে
আপনাকে,—পুত্র, সখা, প্রাণ-পতি করা—প্রেম দিল আচণ্ডালে [ঝুমুর]
আপনাকে,—বশ ক'রে অধীন করা—প্রেম দিল আচণ্ডালে

প্রেম দিল আচণ্ডালে
আয় আয়,—কে নিবি আমায় কিনিবি ব'লে—প্রেম দিল আচণ্ডালে
[মাতন]
প্রেম দিল আচণ্ডালে
ও ভাই,—বড় অবতার রে

ও ভাই দেখ দেখ,—আমার,—"নিতাই চৈতন্য দয়াময়।"
আহা,—"ভক্ত-হংস-চক্রবাকে, তাঁরা,—পিব পিব বলি ডাকে,"
ভাই রে,—"পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়॥"
তা'তে,—"ডুবি রূপ সনাতন,"
ওরে ভাই রে আমার,—গৌরপ্রেমসিন্ধু-মাঝে—ডুবি রূপ সনাতন
তাঁরা,—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
এই,—দুর্ব্বাসনা-তরঙ্গময়-সংসার—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
কেমন ক'রে,—ডুব্‌তে হয় তাই দেখাবার লাগি—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
{ কেমন ক'রে,—ডুব্‌তে হয় তাই জানাবার লাগি—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
'কেমন ক'রে,—ডুব্‌তে হয় তাই জানাবার লাগি'—
শ্রী.—শিক্ষাগুরুরূপী তাঁরা—কেমন করে,—ডুব্‌তে হয় তাই জানাবার লাগি }
তাঁরা,—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
এই,—গৌরপ্রেমসিন্ধু-মাঝে—তাঁরা,—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
ওহে ও প্রাণ,—গৌরাঙ্গ যা' কর ব'লে—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
(প্রাণ,—গৌর হে যা' কর ব'লে—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল)
'প্রাণ,—গৌর হে যা' কর ব'লে'—
আমি তোমার হ'লাম—প্রাণ,—গৌর হে যা' কর ব'লে [মাতন]
তাঁরা,—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল
নইলে,—ডুবা ত' যায় না

সংসার-সাঁতার না ভুলিলে—ডুবা ত' যায় না
দুর্ব্বাসনা—তরঙ্গময় এই,—সংসার-সাঁতার না ভুলিলে—ডুবা ত' যায় না
আমি আমার না ঘুচিলে—ডুবা ত' যায় না
এ সংসারে,—আমি আমার না ঘুচিলে—ডুবা ত' যায় না
আমি তোমার না হইলে—ডুবা ত' যায় না
কায়মনোবাক্যে না বিকালে—ডুবা ত' যায় না
'কায়মনোবাক্যে না বিকালে'—
আমি তোমার হ'লাম ব'লে—কায়মনোবাক্যে না বিকালে
ডুবা ত' যায় না

"ডুবি রূপ সনাতন, তুলি নানা রত্নধন,"
ওকি আহা-মরি,—"যতনে গাঁথিল তার মালা।"

আ'মরি,—ডুব্ দিয়ে রত্ন তুলে
ওরে ভাই রে আমার,—গৌরপ্রেমসিন্ধুমাঝে—আ'মরি,—ডুব দিয়ে রত্ন তুলে
প্রাণ গৌর হে যা' কর ব'লে,—ডুব্ দিয়ে রত্ন তুলে
'প্রাণ গৌর হে যা' কর ব'লে'—
এবার আমি তোমার হ'লাম—প্রাণ গৌর হে যা' কর ব'লে [মাতন]
আ'মরি,—ডুব্ দিয়ে রত্ন তুলে

ওকি আহা-মরি, "যতনে গাঁথিল তার মালা।"
আ'মরি,—"ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি,"
এ রতন,—অন্য সূত্রে গাঁথা যায় না—
"ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি,"
এ মালা,—অন্য সূত্রে গাঁথা যায় না—
"ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি,"
"লহ জীব কণ্ঠ ভরি,"
আ'মরি,—"ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি, লহ জীব কণ্ঠ ভরি,
দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা॥" ভাই রে॥

মালা,—পর রে তর রে
এ যে—পর তর মালা—মালা,—পর রে তর রে
বিশুদ্ধ,—ভকতিসিদ্ধান্ত-রত্নমালা—মালা,—পর রে তর রে
'বিশুদ্ধ—ভকতিসিদ্ধান্ত-রত্নমালা'—
গৌর,—প্রেমসিন্ধুতে ডুব্ দিয়ে তোলা—বিশুদ্ধ,—ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালা
শ্রী,—রূপ-সনাতন-ডুবারুর তোলা—বিশুদ্ধ,—ভকতিসিদ্ধান্ত-রত্নমালা
মালা,—পর রে তর রে
কৃষ্ণে,—সুদৃঢ় মতি হবে—মালা,—পর রে তর রে
ভাই,—"দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা॥"

"সিদ্ধান্ত করিতে কভু না কর অলস। রে!
সিদ্ধান্তে লাগয়ে কৃষ্ণে সুদৃঢ়মানস ॥" রে !!
মালা,—পর রে তর রে
"দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা ॥" ভাই রে !!

আহা,—"লীলারস সঙ্কীর্ত্তন,"
ওরে ভাই রে আমার,—গৌরপ্রেমসিন্ধুমাঝে—
"লীলারস সংকীর্ত্তন,"
নিশিদিশি বিকসিত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ,—লীলারস-সঙ্কীর্ত্তন-পদ্ম—নিশিদিশি বিকসিত
যার,—মৃণাল খেয়ে জীবন ধরে
যত,—ভক্ত-হংস-চক্রবাক্—যার,—মৃণাল খেয়ে জীবন ধরে
কেউ বা ডুবে কেই সাঁতারে
আমার,—নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে—কেউ বা ডুবে কেউ সাঁতারে
'আমার,—নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে'—
করুণা-বাতাসে হেলে দুলে—আমার,—নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে [মাতন]
কেউ বা ডুবে কেউ সাঁতারে
যে,—সাঁতারে সে ব্রজলীলা ভোগ করে
যে,—ডুবে যায় সে নদীয়ালীলা পায়
এ ত,'—দুটী লীলা নয় রে
ব্রজলীলা আর নদীয়ালীলা—এ ত',—দুটী লীলা নয় রে
আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাসিন্ধু
তার,—উপরে ভাসে ব্রজলীলা
আর,—ডুবিলে নদীয়া-লীলা—তার,—উপরে ভাসে ব্রজলীলা
যে,—ডুবে যায় যে নদীয়ালীলা পায়
করুণা-বাতাস-পরশে,—নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে—যে,—ডুবে যায়-
সে নদীয়ালালা পায়

গৌরলীলায় সেই ডুব্‌তে পারে

ঠাকুর,—নরোত্তম ব'লেছেন—গৌরলীলায় সেই ডুব্‌তে পারে

যে,—রাধামাধব-অন্তরঙ্গ হবে—গৌরলীলায় সেই ডুব্‌তে পারে

সে,—পরিণতি ভোগ করে

মহারাস-বিলাসের—সে,—পরিণতি ভোগ করে

মূরতিমন্ত,—প্রেমবৈচিত্ত্য-লীলা হেরে

দেখে,—নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ

দেখে,—মিলনে দুই রসের খেলা

আমার,—নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা—মিলনে,—মিলা অমিলা রসের খেলা

আ'মরি,—বিলাস-বিবর্ত্ত-লীলা হেরে

হেরে,—রাই কানু একাকৃতি

স্বর্ণপঞ্চালিকা-ঢাকা নীলমণি—রাই কানু একাকৃতি

মহাভাব রসরাজ—রাই কানু একাকৃতি

কিন্তু,—বিপরীত-ভাবে অবস্থিতি

ব্রজের,—অপূর্ণসাধ পূরাইতে—কিন্তু,—বিপরীত-ভাবে অবস্থিতি

দেখে,—রাই কানু, কানু রাই

নাগরী নাগর, নাগর নাগরী—রাই কানু, কানু রাই }
(রমণী রমণ, রমণ রমণী—রাই কানু, কানু রাই) } [ঝুমুর]

রাই কানু কানু রাই

যা' দেখে,—রামরায় মূরছিত—রাই কানু, কানু রাই [মাতন]

যা' দেখে,—রামরায় মূরছিত

গোদাবরী-তীরে যা' দেখে—রামরায় মূরছিত [মাতন]

{ বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গ দেখে—রামরায় মূরছিত }
{ নানা,—বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ দেখে—রামরায় মূরছিত } [মাতন]

এ যে,—গম্ভীরার গুপ্তনিধি

মহা,—রাসবিলাসের পরিণতি—এ যে,—গম্ভীরার গুপ্তনিধি

বিলাস-বিবর্ত্ত-লীলা হেরে

ওগো,—"লীলারস-সঙ্কীর্ত্তন, বিকসিত পদ্মবন,"
ওকি আহা-মরি,—"জগত ভরিল যার বাসে।"
আহা,—"ফুটিল কমলবন, মাতিল ভ্রমরগণ"
তারা,—দলে দলে ছুট্‌ল
সঙ্কীর্ত্তন-কমলের গন্ধ পেয়ে—তারা,—দলে দলে ছুট্‌ল
'সঙ্কীর্ত্তন-কমলের গন্ধ পেয়ে'—
গৌর,—প্রেমসিন্ধুতে বিকসিত-লীলারস—সঙ্কীর্ত্তন-কমলের গন্ধ পেয়ে
তারা,—দলে দলে ছুট্‌ল
ভকত-ভ্রমর যত—তারা,—দলে দলে ছুট্‌ল
'ভকত-ভ্রমর যত'—
প্রেমমধু-পানে লুবধচিত—ভকত-ভ্রমর যত
তারা,—দলে দলে ছুট্‌ল
গৌর গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে—তারা,—দলে দলে ছুট্‌ল [ঝুমুর]
'গৌর গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে'—
প্রেমমধু পিবে ব'লে—গৌর গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে [মাতন]
'প্রেমমধু পিবে ব'লে'—
গৌরলীলা,—রস-সঙ্কীর্ত্তন-কমলের—প্রেমমধু পিবে ব'লে [মাতন]
তারা,—দলে দলে ছুট্‌ল
"ফুটিল কমলবন, মাতিল ভ্রমরগণ,"
হায় রে,—"পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে ॥"
আমার,—মনভ্রমর মাতল না রে
গৌর-প্রেমসিন্ধুতে,—লীলারস-পদ্ম ফুট্‌ল বটে—কিন্তু আমার,—মনভ্রমর-
মাতল না রে
গৌর-প্রেমসিন্ধুতে,—লীলারস-সঙ্কীর্ত্তন-কমল ফুট্‌ল বটে—কিন্তু আমার,—
মনভ্রমর মাতল না রে
বিষয়-কেতকীফুলে মজে রইল—কীর্ত্তন-কমলেতে মাতল না রে
'বিষয়-কেতকীফুলে মজে রইল'—

বাসনা,—কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েও—বিষয়-কেতকীফুলে মজে রইল

কীর্ত্তন-কমলেতে মাতল না রে

প্রেম-মধু পিয়ে ধন্য হ'ত—কীর্ত্তন-কমলেতে মাতল না রে

হায় হায়,—আমি এবার বঞ্চিত হ'লাম

এমন,—প্রেমসিন্ধু-অবতারে—হায় হায়,—আমি এবার বঞ্চিত হ'লাম

আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

(এমন,—প্রেমসিন্ধু-অবতারে—আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম)

এমন,—বিশ্বম্ভর-অবতারে—আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম
আমার,—নামে রুচি হ'ল না রে—আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত-হ'লাম } [মাতন]

(জগত ভাস্‌ল প্রেমের বন্যায়—আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম)

আমার,—একবিন্দু পরশ হ'ল না রে

আমি,—অভিমান-মঞ্চে বসে' রইলাম—আমার,—একবিন্দু পরশ-হ'ল না রে

'অভিমান-মঞ্চে বসে' রইলাম,—

ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত—এই,—অভিমান-মঞ্চে বসে' রইলাম

আমার,—একবিন্দু পরশ হ'ল না রে

আমি রইলাম বাকী রে

(জগত ভাস্‌ল প্রেমের বন্যায়—কেবল,—আমি রইলাম বাকী রে)

এমন,—প্রেমসিন্ধু-অবতারে—কেবল,—আমি রইলাম বাকী রে

প্রেম পে'তে রইলাম বাকী

শ্রীগুরুবৈষ্ণবে দিয়ে ফাঁকি—প্রেম পে'তে রইলাম বাকী [মাতন]

প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

আপন-দুর্দ্দৈব-দোষে—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম

এমন,—গোরাপহুঁ না ভজিলাম—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম [মাতন]

'এমন,—গোরাপহুঁ না ভজিলাম'—

ভক্ত-পদধূলি ভূষণ ক'রে—এমন,—গোরাপহুঁ না ভজিলাম [মাতন]

॥ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র

(মূলপদ)

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,
করুণা বাতাস চারিপাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাফাল ছাড়ে,
তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত–হংস-চক্রবাকে, পিব পিব বলি ডাকে,
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥
ডুবি রূপ সনাতন, তোলে নানা রত্নধন,
যতনে গাঁথিল তার মালা।
ভক্তি-সূত্রে গ্রন্থি করি, লহ জীব কণ্ঠ-ভরি,
দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা ॥
লীলারস-সঙ্কীর্ত্তন, বিকশিত পদ্মবন,
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কমলবন, মাতিল ভ্রমরগণ,
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে ॥

শ্রীশ্রীহরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ-কীর্ত্তন

(ভাদ্রশুক্লা চতুর্দ্দশী)

শ্রীশ্রীহরিদাস-ঠাকুরের মঠ হইতে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম লইয়া শ্রীশ্রীগম্ভীরায় গমন এবং কীর্ত্তন :—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।

আমাদের,—এই ধ্যান এই জপ এই ল'ব নাম ॥"

শ্রী,— শচীসুত গুণধাম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রী,—শচীসুত গুণধাম [মাতন]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রাণভ'রে বল ভাই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমাদের—পরাণের পরাণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমাদের,—সীতানাথের আনানিধি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমাদের,—নদীয়া-বিনোদিয়া—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমাদের,—প্রাণ-শচী-দুলালিয়া—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমাদের,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমাদের,—গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়া—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমাদের,—নরহরির চিতচোর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হা,—শ্রীসনাতনের গতি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হা,—শ্রীরূপ-হৃৎকেতন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হা,—শ্রীলোকনাথের হৃদ্‌বিহারী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হা,—শ্রীগোপালভট্টের পরাণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হা,—ভট্ট-রঘুনাথের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—শ্রীজীব-জীবনধন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—শ্রী,—প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—এই,—কাশীমিশ্রালয়-বাসী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—শ্রী,—সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—অমোঘের প্রাণদাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—রাজা,—প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(বল জয় শচীনন্দন)

(হা,—রাজা,—প্রতাপরুদ্রের উদ্ধারণ—বল জয় শচীনন্দন)
হা,—স্বরূপের সরবস—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—রামরায়ের চিতচোর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হা,—কাশীনাথের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
(হা,—বাণীনাথের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)
হা,—এই,—গম্ভীরার গুপ্তনিধি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

এই,—গম্ভীরার গুপ্তনিধি

রাধাভাবে বিভাবিত নিরবধি—এই,—গম্ভীরার গুপ্তনিধি

বিহরিছ নিরন্তর

{ রাধাভাবে হ'য়ে বিভোর—বিহরিছ নিরন্তর
নাই তোমার অবসর—বিহরিছ নিরন্তর
মহাভাব-ভোগের,—নাই তোমার অবসর—বিহরিছ নিরন্তর }

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ঠাকুর,—হরিদাসের বাসনা-পূরণ-কারী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমাদের,—প্রভু-নিতাই-পাগলকরা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
(আমাদের,—শ্রীনিত্যানন্দ-উন্মাদকারী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)
আমাদের,—পাগলের প্রাণধন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমার,—পরাণের পরাণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
(ও,—নাম নয় অমিয়াধাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)

(নিত্যলীলা-রসপূর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

ত্রিকালসত্য গৌরলীলা—শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে

এসেছি সেই আশাক'রে

জে'নে, -ত্রিকালসত্য গৌরলীলা -এসেছি সেই আশাক'রে -

আজ সেই দিন রে

গৌরের, -ভক্তবাঞ্ছা-পূরণের—আজ সেই দিন রে

আজ,—বাসনা পূরণের দিন

প্রাণের প্রাণ গৌরহরির -আজ,- বাসনা পূরণের দিন

প্রাণের প্রাণ হরিদাসের—আজ,- বাসনা পূরণের দিন

ত্রিকালসত্য তোমার লীলা

হা গৌর প্রাণ গৌর—ত্রিকালসত্য তোমার লীলা

সেই লীলা ভোগ করায়ো আজ

প্রাণের প্রাণ গৌরহরি -সেই লীলা ভোগ করায়ো আজ

বড়সাধে এসেছি মোরা)

আজ,—একবার দেখা দাও

হা গৌর প্রাণ গৌর—আজ,—একবার দেখা দাও

(আজ,—হরিদাসের বাসনা পূরণের দিন—আজ, -একবার দেখা দাও)

আজ,—হরিদাসের বাসনা পূরণের দিন

ত্রিকালসত্য-লীলায়—আজ,—হরিদাসের বাসনা পূরণের দিন

ত্রিকালসত্য লীলা তোমার

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি—ত্রিকালসত্য লীলা তোমার

(শ্রীগুরু-মুখে শুনে

এসেছি বড় আশাক'রে

হা,—ভক্ত-বৎসল গৌরহরি—এসেছি বড় আশাক'রে)

ত্রিকালসত্য লীলা জে'নে

দেখ্‌ব ব'লে আসি মোরা

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায় -দেখ্‌ব ব'লে আসি মোরা

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াব ব'লে—দেখ্‌ব ব'লে আসি মোরা

কিন্তু,—ব্যথা ল'য়ে ফিরে যাই

দেখিতে ত' নাহি পাই—কিন্তু,—ব্যথা ল'য়ে ফিরে যাই

দেখ্‌তে এসে ব্যথা ল'য়ে যাই

ব্যথা ল'য়ে ফিরে গেছি

শ্রীরথযাত্রায় এসে—ব্যথা ল'য়ে ফিরে গেছি

আবার,—আশায় আশায় এসেছি

আশা পূরণ ক'র্‌বে কি ?

ও,—মহাভাব-প্রেমরস-বারিধি—আশা পূরণ ক'র্‌বে কি ?

তেম্‌নি ক'রে চল প্রভু

(তোমার,—ত্রিকালসত্য-লীলায়—তেম্‌নি ক'রে চল প্রভু)

স্বরূপাদি,—প্রিয়গণ সঙ্গে ল'য়ে—তেম্‌নি ক'রে চল প্রভু

ঠাকুর,—হরিদাসের বাসনা পূরাইতে—তেম্‌নি ক'রে চল প্রভু

(তেম্‌নি ক'রে চল প্রেমতরঙ্গে

তোমার নিজগণ সঙ্গে—তেম্‌নি করে' চল প্রেমতরঙ্গে

অনুভবানন্দে গাই মোরা

তোমার ভক্তবাৎসল্য-লীলা—অনুভবানন্দে গাই মোরা)

প্রাণভ'রে দেখ্‌ব মোরা

তোমার,—ভকতবাৎসল্য-লীলা—প্রাণভ'রে দেখ্‌ব মোরা

পাগলা-প্রভুর পিছে থেকে—প্রাণভ'রে দেখ্‌ব মোরা

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে—প্রাণভ'রে দেখ্‌ব মোরা

তেম্‌নি ক'রে চল প্রভু

তোমার,—প্রিয়গণ সঙ্গে ল'য়ে—তেম্‌নি ক'রে চল প্রভু

(যায় প্রভু নিজগণ-সাথে)

(ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—যায় প্রভু নিজগণ-সাথে)

প্রভু,—যায় নিজগণ-সাথে

ঠাকুর,—হরিদাসের বাসনা পূরাইতে—প্রভু—যায় নিজগণ-সাথে

শ্রীগম্ভীরা হইতে যাত্রা এবং সিদ্ধবকুল-তলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের
অন্ত্যলীলার ১১শ পরিচ্ছেদ হইতে কীর্ত্তন :—

—— ০ ——

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

———

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।"

একবার,—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

(ভাই রে আমার,—প্রেমাবতার-গৌরহরির—একবার,—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই)

[মাতন]

ভক্তবৎসল-গৌরহরির—একবার,—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই [মাতন]

ভক্তবৎসল-গৌরহরি

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী—ভক্তবৎসল-গৌরহরি **[মাতন]**

একবার,—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় হে, — জয়াদ্বৈত-প্রিয় নিত্যানন্দ-প্রিয় জয়॥
জয় হে,— জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাস-নাথ।
জয় হে,— জয় গদাধর-প্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ॥
জয় হে,— জয় কাশীশ্বর-প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় হে,— জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর॥
জয় হে,— জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
গৌর হে,— কৃপা করি' দেহ প্রভু নিজপদ দান॥
নিতাই হে,— জয় নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
সীতানাথ,— স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য॥
জয় গৌর-ভক্তগণ গৌর যাঁর প্রাণ।

গৌরগণ,— "সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল জয় ছয় মোর নাথ ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন ॥
এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন-বিলাস ॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥"

নিভৃত-গম্ভীরায় বসি' রে
(মহাভাবে ভোরা গোরা—নিভৃত-গম্ভীরায় বসি' রে)
রাধাভাবে ভোরা গোরা— নিভৃত-গম্ভীরায় বসি' রে
(স্বরূপ,—রামরায়-সনে রসাস্বাদন—নিভৃত-গম্ভীরায় বসি' রে)
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে—নিভৃত-গম্ভীরায় বসি' রে
'স্বরূপ-রামানন্দ-সনে'—
যাঁ'রা তাঁ'র মরম জানে—স্বরূপ-রামানন্দ-সনে

নিভৃত-গম্ভীরায় বসি' রে
স্বরূপ রামরায়, ললিতা বিশাখা
প্রভু আমার শ্রীরাধিকা—স্বরূপ রামরায়, ললিতা বিশাখা
(ভাবনিধি,—গৌর আমার শুদ্ধরাধা—স্বরূপ রামরায়, ললিতা বিশাখা)
সেই,—স্বরূপ-রামানন্দ-সনে
নিভৃত-গম্ভীরায় বসি, রে
(নিভৃত-গম্ভীরা-ঘরে
শ্রীকাশীমিশ্রাবাসে—নিভৃত-গম্ভীরা-ঘরে)

জাগিয়া রজনী পোহায়
(কৃষ্ণ,—বিরহিণী প্রাণ-গোরারায়—জাগিয়া রজনী পোহায়)
মহাভাবে ভোরা গোরারায়—জাগিয়া রজনী পোহায়
(শ্রীরাধাভাবে ভোরা গোরা—জাগিয়া রজনী পোহায়)
গম্ভীরা-ভিতরে গোরারায়—জাগিয়া রজনী পোহায় [মাতন]

কাঁদিয়া রজনী পোহায়

স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধরি'—কাঁদিয়া রজনী পোহায়

(শ্রী,—রাধাভাবে প্রাণ-গোরারায়—কাঁদিয়া রজনী পোহায়

বঁধু কই,—এল না এল না ব'লে—কাঁদিয়া রজনী পোহায় [মাতন]

গৌর আমার বিরহিণী রাধা

কৃষ্ণ-বিরহে কাঁদে সদা—গৌর আমার বিরহিণী রাধা

কাঁদিয়া রজনী পোহায়

বিরহিণী রাধা প্রাণ-গোরারায়—কাঁদিয়া রজনী পোহায়

এবার,—আস্বাদিতে এ'সেছে

শ্রীরাধার প্রেম কেমন—এবার,—আস্বাদিতে এ'সেছে

হ'য়েছে বিরহিণী রাধা

পূরাইতে অপূর্ণ সাধা—হ'য়েছে বিরহিণী রাধা

কাঁদিয়া রজনী পোহায়

স্বরূপ,—রামরায়ের কণ্ঠ ধরি'—কাঁদিয়া রজনী পোহায়

সেই ললিতা সেই বিশাখা

আপনি বিরহিণী রাধা—সেই ললিতা সেই বিশাখা

কাঁদিয়া রজনী পোহায়)

ভাসে,—গৌর-কিশোরীমণি নয়নজলে,

স্বরূপ-রামরায়ের ধরি' গলে—ভাসে,—গৌর-কিশোরীমণি নয়নজলে

বঁধু কই,—এল না এল না ব'লে—ভাসে,—গৌর-কিশোরীমণি নয়নজলে

[মাতন]

(কাঁদিয়া রজনী পোহায়)

"রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস আস্বাদন ॥"
এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।

আমার,—গৌরহরি ভাবের খনি

যেন,—বিরহিণী কিশোরীমণি

রাধাভাবে মত্ত দিবা-রজনী—যেন,—বিরহিণী কিশোরীমণি

"এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা-উদ্বেগ-প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়॥
স্বরূপ-গোসাঞি আর রামানন্দ-রায়।
রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়॥"

(স্বরূপ-গোসাঞি আর রামানন্দ-রায়
অনুকূল-প্রসঙ্গ করে
ভাবনিধির ভাব জে'নে—অনুকূল-প্রসঙ্গ করে)

ভাব-অনুকূল-কথা-প্রসঙ্গে
(ভাবনিধির,- ভাব-অনুকূল করে সহায়
ভাব-অনুকূল-প্রসঙ্গ ক'রে—ভাবনিধির,—ভাব-অনুকূল করে সহায়
শ্রীমুখ দে'খে বুক জে'নে
তাঁর,—ভাবের অনুকূল সহায় করে—শ্রীমুখ দে'খে বুক জে'নে)

"রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়॥"
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
ঠাকুর,— হরিদাসে দিতে আইলা আনন্দিত হৈয়া॥
গোবিন্দ,— "দেখে হরিদাস-ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।"

সে' ত,—এই সিদ্ধ-বকুল-তলে
প্রাণ,—গৌর-মনোবৃত্তির বিকাশ
হরিদাসে,—রৌদ্রবৃষ্টি হ'তে রক্ষার লাগি
সিদ্ধ-বকুল-রূপে প্রকাশ

গোবিন্দ,— "দেখে হরিদাস-ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
শ্রীহরিদাস,—মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন॥
গোবিন্দ কহে—উঠ' আসি' করহ ভোজন।
হরিদাস কহেন—আজ করিব লঙ্ঘন॥
সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন নাহি পূরে কেমতে খাইব।
ও গোবিন্দ,—মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব॥

হরিদাস,—এত বলি' মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লৈয়া তার করিল ভক্ষণ॥"

শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে
এমন,—ভজন-নিষ্ঠা না হইলে—শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে,
এমন,—নামে রুচি না হইলে—শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে
তাই বলিয়াছে কবিরাজ

"সেই নামামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল-জীবন।" রে!!
"আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঁই আইলা॥"

(নিতুই আসেন গৌরহরি
মহাপ্রভু আমার নিতুই আসে
ঠাকুর,—হরিদাসে দেখা দিতে—মহাপ্রভু আমার নিতুই আসে)
প্রভু আমার,—দেখা দিতে নিতুই আসে

{ এই সিদ্ধ-বকুল-তলে—প্রভু আমার,—দেখা দিতে নিতুই আসে
প্রাণ-প্রিয়-হরিদাসে- প্রভু আমার,—দেখা দিতে নিতুই আসে
জগন্নাথের,—মঙ্গল-আরতি দর্শন ক'রে—প্রভু আমার,—দেখা দিতে নিতুই আসে }
জগন্নাথের মঙ্গল-আরতির শেষে—প্রভু আমার,—দেখা দিতে নিতুই আসে
ঠাকুর হরিদাসের আগে—প্রভু আমার,—দেখা দিতে নিতুই আসে
হরিদাস,—মন্দিরে যান না দৈন্যবশে—প্রভু আমার—দেখা দিতে নিতুই-
আসে
হরিদাসের মনে এই ভাব সদাই
যেন জগন্নাথের,—সেবক আমায় দেখ্‌তে না পায়
আমি অদৃশ্য অস্পৃশ্য
আমায়,—দে'খে যাবে শ্রীমন্দিরে
করিবে জগন্নাথের সেবা
আমি হ'ব অপরাধী
তা'রা ত' কিছু জান্‌বে না—আমি হ'ব অপরাধী

এই স্বভাবে থাকেন নির্জ্জনে
হরিদাস মহাদৈন্যে—এই স্বভাবে থাকেন নির্জ্জনে
যেন আমায়,—দেখ্‌তে পায় না কোন সেবক-জনে—এই স্বভাবে-
থাকেন নির্জ্জনে
থাকেন,—গম্ভীরা-নিকটে নির্জ্জন-বনে
নিশিদিশি,—মহামন্ত্র করেন সাধনে
প্রাণে ধরি' প্রাণ-গৌরাঙ্গ-ধনে—নিশিদিশি,—মহামন্ত্র করেন সাধনে
হরিদাস যান না অচলে দেখ্‌তে
জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—হরিদাস যান না অচলে দেখ্‌তে
দেখিবার,—সাধ করে কিন্তু দৈন্যবশে—হরিদাস যান না অচলে দেখ্‌তে
তাই,—সচল আসে দেখাদিতে
দুই স্বরূপে বিহরে
লীলাময় শ্রীবিগ্রহ—দুই স্বরূপে বিহরে
মধুর-নীলাচলপুরে—দুই স্বরূপে বিহরে
সচল আর অচল—দুই স্বরূপে বিহরে
গৌর আর জগন্নাথ—এই,—দুই স্বরূপে বিহরে

দুই স্বরূপে দুই দান
সচল দেন নাম-প্রেমামৃত
আর,—অচল দানে অধরামৃত—সচল দেন নাম-প্রেমামৃত

অচল দেখ্‌তে আসেন না হরিদাস
তাই,—অচল রূপে পূরাণ আশ'—অচল দেখ্‌তে আসেন না হরিদাস

(দেখা দিতে নিতুই আসে
প্রাণ প্রিয়-হরিদাসে—দেখা দিতে নিতুই আসে
হরিদাস,—মন্দিরে যান না দৈন্যবশে—দেখা দিতে নিতুই আসে)

প্রভু আমার নিতুই আসে
হরিদাসে দেখা দিবার আশে'—প্রভু আমার নিতুই আসে

তাঁ'রে,—না দেখা দিয়ে কি রইতে পারে

যে জন স"পেছে সর্ব্বস্ব তাঁ'রে—তাঁ'রে,—না দেখা দিয়ে কি রইতে পারে,

তাঁ'রে,—না দেখিলে কি প্রাণ বাঁচে

তাই,—প্রভু আমার নিতুই আসে

বিভোর হ'য়ে ভক্তবাৎসল্য-রসে—তাই প্রভু আমার নিতুই আসে

কিছু বুঝা ত' যায় না

(দেখা দিতে আসে কি দেখ্‌তে আসে—কিছু বুঝা ত' যায় না)

প্রাণ-গৌর-লীলা-রহস্য—কিছু বুঝা ত' যায় না

(নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—কিছু বুঝা ত' যায় না

বড় ভোগী গৌর আমার

এবার,—মহাভোগের অবতার—বড় ভোগী গৌর আমার)

প্রাণ-গৌর-লীলা-রহস্য

নিতুই, —অভিনব-রস-ভোগ-লোলুপ—প্রাণ-গৌর-লীলা-রহস্য

কিছু বুঝা ত' যায় না

{ নিগম-নিগূঢ়-গৌরলীলা—কিছু বুঝা ত' যায় না
শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা বিনে—কিছু বুঝা ত' যায় না }

দেখা দিতে আসে কি দেখ্‌তে আসে—কিছু বুঝা ত' যায় না

{ (দেখা দিলে ত' দেখা আপনি হ'য়ে যায়
মহাভাবনিধির কিবা আশয়) }

প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

(প্রভু —হরিদাসে দেখ্‌তে আসে—প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে)

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

(দেখা দিতে আসে না দেখ্‌তে আসে—আমার,—প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে)

এ যে,—ভোগময়-লীলা রে

ভাবনিধি-গৌরাঙ্গ-লীলা —এ যে,—ভোগময়-লীলা রে

অশেষ-বিশেষে আস্বাদনময়—এ যে,—ভোগময়-লীলা রে

ভোগ ছাড়া থাকে না

(এ যে,—মহাভোগের অবতার— ভোগ ছাড়া থাকে না)

বড় ভোগী গৌর আমার—ভোগ ছাড়া থাকে না

(অশেষ-বিশেষে ভোগ ক'র্‌তে আসে)

এবার লীলার এই ত' ধারা

অন্তর বাহ্য দুই-রূপ

অন্তরে রস আস্বাদন

বাহিরে জীব-উদ্ধারণ—অন্তরে রস আস্বাদন

উদ্দেশ্য,—নিজ-মাধুরী আস্বাদন

আনুসঙ্গে নাম-প্রেম বিতরণ—উদ্দেশ্য,—নিজ-মাধুরী আস্বাদন

তাই বলি,—গৌর আমার দেখ্‌তেই আসে

বিশেষ-রস আস্বাদন আশে'—তাই বলি,—গৌর আমার দেখ্‌তেই আসে

এবার লীলা গৌরাঙ্গ-রূপেতে

অশেষ-বিশেষে আপনায় আস্বাদিতে—এবার লীলা গৌরাঙ্গ-রূপেতে

সদা,—অভিনব ভোগ-লালসা

ভোগময়-গৌর-স্বরূপে—সদা,—অভিনব ভোগ-লালসা

কেবল ভোগের আশে,'—হরিদাসের কাছে আসা—সদা,—অভিনব-
ভোগ-লালসা

প্রভু আমার,—হরিদাসে দেখ্‌তে আসে

হরিদাস,—দেখে তা'রে অনায়াসে—কিন্তু,—প্রভু আমার,—
হরিদাসে দেখ্‌তে আসে

(না দেখ্‌লে রইতে নারে—তাই,—প্রভু আমার,—হরিদাসে দেখ্‌তে আসে)

হরিদাসে দেখাই গৌর-আশয়

দেখা দিতে আশা মর্ম্ম নয়—হরিদাসে দেখাই গৌর-আশয়

আনুসঙ্গে হ'য়ে যায়

দেখ্‌তে আসলে দেখা দেওয়া—আনুসঙ্গে হ'য়ে যায়

ইচ্ছা ক'রে ক'রতে হয় না—আনুসঙ্গে হ'য়ে যায়

শ্রীগুরু-কৃপায় এই হয় অনুভব

প্রাণ-গৌরাঙ্গের মনের ভাব—শ্রীগুরু-কৃপায় এই হয় অনুভব

হরিদাসে দেখ্‌তে গৌর আসে

(কেন এত আকর্ষণ

জগন্নাথ করি' দরশন,—হরিদাসের কাছে আসেন—কেন এত আকর্ষণ)

কি লোভেতে আসে বল ?

নিতুই নিতুই ছুটে ছুটে—কি লোভেতে আসে বল

জগন্নাথে দেখি' হরিদাসে দেখ্‌তে—কি লোভেতে আসে বল

(এ যে অতি-ভোগ-অবতার

এ যে,—ভোগময়-অবতার

তাইতে—হরিদাসে দেখ্‌তে আসে

রাধাভাবে করেন জগন্নাথ দরশন

শ্রী,—মঙ্গল-আরতি করে দরশন)

শ্রীগুরু-প্রেরণায় এই ত' জাগে

(প্রভু আমার যান শ্রীমন্দিরে

শ্রী,—জগন্নাথের মঙ্গল-আরতি দেখ্‌তে—প্রভু আমার যান শ্রীমন্দিরে

বড়-সিংহারেব আরতি দেখে

জগন্নাথ-শ্যামের,—কি বল শ্রেষ্ঠ-ভূষণ

মঙ্গল-আরতি-কালে,—জগন্নাথের যেই বেশ

তা'রেই বড়-সিংহার বলে

সেই ত' বটে শ্রেষ্ঠ-বেশ

সেই ত' বড়-বেশ মানি

রসরাজ্যের-অনুশীলনে—সেই ত' বড়-বেশ মানি

সেই ত' সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-বেশ

নাগরেন্দ্র-শিরোমণির—সেই ত' সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-বেশ

সেই ত' তা'র বড়-বেশ

নিকুঞ্জ-বিলাস-চিহ্নে হয় বিভূষিত—সেই ত' তা'র বড়-বেশ

এই,—বড়-ভূষণে ভূষিত জগন্নাথ

মঙ্গল-আরতি-কালে—এই,—বড়-ভূষণে ভূষিত জগন্নাথ

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

সেই শ্যামের বড়-সিংহার

সেই ত',—জগন্নাথ-শ্যামের শ্রেষ্ঠ-স্বরূপ

সেই শ্যামের গূঢ়-স্বরূপ

রজনী-বিলাস-চিহ্ন হয়—সেই শ্যামের গূঢ়-স্বরূপ [মাতন]

তাইতে ছুটে ছুটে আসে

পাণিশঙ্খের শব্দ শুনে—তাইতে ছুটে ছুটে আসে
এই স্বরূপ দেখ্‌বে ব'লে—তাইতে ছুটে ছুটে আসে
প্রাণ-গৌর-কিশোরী—তাইতে ছুটে ছুটে আসে

সেই ত' বটে বড়-সিংহার

রসময়-শ্রীগোবিন্দের—সেই ত' বটে বড় সিংহার [মাতন]
নিকুঞ্জ,—ভোগ-বিলাস-চিহ্নময়—সেই ত' বটে বড়-সিংহার [মাতন]

তাই দেখ্‌তে নিতুই আসে

প্রাণের প্রাণ শ্যাম-সুন্দরের—তাই দেখ্‌তে নিতুই আসে
জগন্নাথ-শ্যামের—তাই দেখ্‌তে নিতুই আসে

সেই বেশ ভোগ করে

ভোগময়-স্বরূপেতে—সেই বেশ ভোগ করে)

মঙ্গল-আরতি দর্শন করে

নিতুই নিতুই গৌর আমার—মঙ্গল-আরতি দর্শন করে
পরাণ-নাথ-জগন্নাথের—মঙ্গল-আরতি দর্শন করে
অভিলষিত-স্বরূপ দেখ্‌বার তরে—মঙ্গল-আরতি দর্শন করে
বড়-সিংহার ভোগের তরে—মঙ্গল-আরতি দর্শন করে

বড়-সিংহার ভোগের তরে

(জগন্নাথ-শ্যামের—বড়-সিংহার ভোগের তরে)
নিকুঞ্জ,—বিহার-জনিত-চিহ্ন-যুত—বড়-সিংহার ভোগের তরে
মঙ্গল-আরতি দর্শন করে—বড়-সিংহার ভোগের তরে

মঙ্গল,—আরতিতে দেখি' জগন্নাথ-মাধুরী

যা' ভোগ হয় প্রাণ-গৌর-কিশোরীর
তা'তে তাঁ'র বুকে জাগে
শুধু বুকে জাগা নয়
সর্ব্বাঙ্গেতে বিকাশ হয়
সেই ভোগ-মাধুরী—সর্ব্বাঙ্গেতে বিকাশ হয়
বিশেষ-বিকাশ শ্রীমুখেতে
ভাব-রাজ্যের এই ত' স্বভাব
বুকেতে যা' ভোগ হয়
মুখেতে তা' প্রকাশ পায়—বুকেতে যা' ভোগ হয়
রসিক যে জন হয়
মুখ দে'খে বুক ভোগ করয়—রসিক যে জন হয়
গৌরের,—শ্রীমুখেতে ঝলমল্ করে
যে ভোগ হয় তার অন্তরে—গৌরের,—শ্রীমুখেতে ঝলমল্ করে
বুকের ভোগ মুখে ফুটে—গৌরের,—শ্রীমুখেতে ঝলমল্ করে
তা'তে হয় অপূর্ব্ব-স্বরূপ
এই,—ভোগময়-স্বরূপ ল'য়ে
(আসেন হরিদাসের কাছে—এই,—ভোগময়-স্বরূপ ল'য়ে)
হরিদাসের সম্মুখে এ'লে
সেই,—ভোগ-আবেগে গৌরহরি—হরিদাসের সম্মুখে এ'লে
সেই,—ভোগ-গৌরবময়-মাধুরী ল'য়ে—হরিদাসের সম্মুখে এ'লে
(হরিদাস যে স্বচ্ছ দর্পণ
অম্নি হয় প্রতিফলিত—হরিদাস যে স্বচ্ছ দর্পণ)
হয় তা'তে প্রতিবিম্বিত
ভোগের সেই অপূর্ব্ব-স্বরূপ—হয় তা'তে প্রতিবিম্বিত
হরিদাস যে স্বচ্ছ দর্পণ—হয় তা'তে প্রতিবিম্বিত
হরিদাসের হৃদয়ে পশিয়া
ভোগমাধুরীময়-গৌর-স্বরূপ—হরিদাসের হৃদয়ে পশিয়া
নয়নের দ্বার দিয়া—হরিদাসের হৃদয়ে পশিয়া

(অম্‌নি হয় প্রতিফলিত

নয়ন-দ্বারে প্রবেশ হ'য়ে—অম্‌নি হয় প্রতিফলিত
সেই ভোগময়-স্বরূপ—অম্‌নি হয় প্রতিফলিত
প্রাণ-গৌরাঙ্গ-জগন্নাথের,—সেই ভোগময়-স্বরূপ—অম্‌নি হয় প্রতিফলিত

সেই স্বরূপ হৃ'দে ধ'রে

মহাভোগী হরিদাস—সেই স্বরূপ হৃ'দে ধ'রে

হরিদাস,—অশেষ-বিশেষে ভোগ করে
বিকাশ পায় তার শ্রীমুখেতে
হরিদাসের মুখে ফুটে

হস্ত-মুখাদি-সর্ব্বাঙ্গে—হরিদাসের মুখে ফুটে
ভোগময়-স্বরূপের ভোগের ভোগ—হরিদাসের মুখে ফুটে [মাতন]

যা',—মুখে ফুটে তা' জাগে বুকে
জাগে বুকে মুখে ফুটে
যা,'—বুকে ওঠে তা' মুখে ফুটে)
দেয় তা'রে মাতাইয়া

হরিদাস,—নব-আনন্দ ভোগ করে
গৌরের,—ভোগমাধুরী ভোগ-ক'রে—হরিদাস,—নব-আনন্দ ভোগ করে

সেই নব-ভোগ-উল্লাস
হরিদাসের,—শ্রীমুখে হয় বিকাশ
ফুটে হরিদাসের মুখে

হরিদাসের বুকের ভোগ—ফুটে হরিদাসের মুখে [মাতন]

(তাই প্রভু ছুটে আসে

সেই স্বরূপ ভোগের লাগি—তাই প্রভু ছুটে আসে
নিজ-ভোগের ভোগ ভোগ-করিতে—তাই প্রভু ছুটে আসে
নিতুই হরিদাসের কাছে—তাই প্রভু ছুটে আসে

গৌর আমার ভোগ করে

হরিদাসের মুখ হে'রে—গৌর আমার ভোগ করে) [মাতন]

নিরন্তর আস্বাদিতাম্

আমি যদি হরিদাস হ'তাম্—নিরন্তর আস্বাদিতাম্

সদা ভোগ ক'র্‌তে পে'তাম্

আমার এই ভোগমাধুরী—সদা ভোগ ক'র্‌তে পে'তাম্

তাই ব'লেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ

অবতি ত' নাই রে

ভোগ নিতুই নিতুই বাড়ে—অবধি ত' নাই রে [মাতন]

"আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
সুস্থ হও হরিদাস' তাঁহারে পুছিলা ॥
নমস্কার করি' তিঁহ কৈল নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর—অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥
প্রভু কহে কোন-ব্যাধি কহত নিশ্চয়।
তেঁহ কহে সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন না পূরয় ॥"

আমার,—পরাণ-গৌরাঙ্গগণ

আরে আরে আরে আমার—পরাণ-গৌরাঙ্গগণ

আরে আরে আমার গুণের—পরাণ-গৌরাঙ্গগণ

গৌর-গোবিন্দ-পরায়ণ—পরাণ-গৌরাঙ্গগণ

তাঁরা,—দেহ-ব্যাধি ব্যাধি না গণে

(পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—দেহ-ব্যাধি ব্যাধি না গণে)

কৃপার দান করি' মানে—দেহ-ব্যাধি ব্যাধি না গণে [মাতন]

ভজন-বিঘ্ন ব্যাধি মানে—দেহ-ব্যাধি ব্যাধি না গণে [মাতন]

তা'রেই ত' দুর্দ্দিন কয়

গৌর-ভজন যে-দিন নাহি হয়—তা'রেই ত' দুর্দ্দিন কয়

"প্রভু কহে—বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
ও হরিদাস,—সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥
হরিদাস,—লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥"

(অদ্ভুত চরিত্র তোমার

আমি,—একমুখে কিবা ব'ল্‌ব—অদ্ভুত চরিত্র তোমার

গৌর আমার ভোগ করে

ভোগ্য-স্বরূপের ভোগের ভোগ—গৌর আমার ভোগ করে

নিতুই নিতুই ছুটে আসে

এই ভোগ ক'র্‌বার আ'শে—নিতুই নিতুই ছুটে আসে
মঙ্গল-আরতি হে'রে—নিতুই নিতুই ছুটে আসে

তাই পে'য়ে ছুটে আসে
বড়,—ভোগী আমার গৌরহরি

ভোগ-লালসায় ফিরে নিরবধি—বড়,—ভোগী আমার গৌরহরি

তাই,—আসে হরিদাসের কাছে

আপন,—ভোগের ভোগ ভোগ-করিতে—তাই,—আসে হরিদাসের কাছে [মাতন]

ভোগের ভুখা গৌরহরি
দেখা দিতে আসে না দেখ্‌তে আসে)
প্রাণগৌর আমার তা'ই ত' দেখে
কখনও ভোগ ক'র্‌তে ত' পায় না

নিজ-ভোগের কি মাধুরী—কখনও ভোগ ক'র্‌তে ত' পায় না

আজ তাই,—অনিমিখে গৌর দেখে

হরিদাসের বদন হে'রে—আজ তাই,—অনিমিখে গৌর দেখে
নিজ ভোগ-মাধুরীর ভোগ—আজ তাই,—অনিমিখে গৌর দেখে

তাই ছুটে ছুটে আসে

নিতুই নিতুই গৌর আমার—তাই ছুটে ছুটে আসে
আপন,—ভোগমাধুরী-ভোগের ভোগ-আ'শে—তাই ছুটে ছুটে আসে

বুঝি অধিক সুখ পায়

জগন্নাথ-দরশন হ'তেও—বুঝি অধিক সুখ পায়
ঠাকুর,—হরিদাস-দরশনে—বুঝি অধিক সুখ পায়

নৈলে বা আস্‌বে কেন

ভোগলিপ্সু গৌর আমার—নৈলে বা আস্‌বে কেন

হরিদাসে দর্শন ক'রে
লুব্ধ হ'য়ে সেই ভোগে
গৌরের অন্তরে বাসনা জাগে
আমি যদি হরিদাস হ'তাম

(যা'রা তোমায়,— বাইশ-বাজারে করিল প্রহার
তুমি,—মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা করিলে তা'র—যা'রা তোমায়,— বাইশ-বাজারে
করিল-প্রহার
বাইশ-বাজারে মারিল যা'রা
তোমার,—কৃপার পাত্র হইল তা'রা—বাইশ-বাজারে মারিল যা'রা) [মাতন]
তুমি সঙ্কল্প করিলে
স্মঙরি প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে—তুমি সঙ্কল্প করিলে
কাজির শাসনেতে—তুমি সঙ্কল্প করিলে

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ।
তথাপি না ছাড়িব বদনে হরিনাম॥"

না ছাড়িব হরিনাম
তা'তে যায় যা'ক্ প্রাণ—না ছাড়িব হরিনাম

আবার,—নাম-কীর্ত্তন-প্রভাব-বলে
তুমি,—হীরা-বেশ্যা উদ্ধারিলে—আবার,—নাম-কীর্ত্তন-প্রভাব-বলে

(হীরা-বেশ্যা করিলে উদ্ধার
রামচন্দ্রখানের প্রেরিত—হীরা-বেশ্যা করিলে উদ্ধার

তা'রে করিলে নাম-পরায়ণ
তা'র,—দুর্ব্বাসনা করি ক্ষালন—তা'রে করিলে নাম-পরায়ণ)

বেশ্যা মহাবৈষ্ণবী হ'ল
তা'র,—দুর্ব্বাসনা দূরে গেল—বেশ্যা মহাবৈষ্ণবী হ'ল [মাতন]
বিষধর-অজগর পলাইল
তোমার, —নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবেতে—বিষধর-অজগর পলাইল

মায়া সাক্ষাৎ শিষ্যা হ'ল
মায়া,—বিকাইল পদতলে
তোমার,—নাম-ভজন-নিষ্ঠাবলে—মায়া,—বিকাইল পদতলে

"এবে অল্প-সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে—শুন মোর সত্য-নিবেদন॥"

(প্রভু হে,—) হীন-জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন-কর্ম্মে রত মুঞি অধম-পামর॥
অদৃশ্য-অস্পৃশ্য-মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হৈতে কাড়ি বৈকুণ্ঠে চড়াইলা॥"

প্রাণ-গৌরগণ যত
দৈন্য-ভূষণে সদা ভূষিত—প্রাণ-গৌরগণ যত

ভূষিত-থাকেন সর্ব্বক্ষণ
দৈন্য-ভূষণে গৌরগণ—ভূষিত-থাকেন সর্ব্বক্ষণ

তা'র,—অন্য ভূষণে নাই প্রয়োজন
গৌরাঙ্গ,—নাম যা'র সদা ভূষণ—তা'র,—অন্য-ভূষণে নাই প্রয়োজন
(প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগ্‌ছে
গুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগ্‌ছে

হরিদাসের আশ্রয়েতে
দৈন্য যায় ধন্য হ'তে—হরিদাসের আশ্রয়েতে

বুঝি তাঁ'দের আশ্রয় লয়
দৈন্য বুঝি ধন্য হয়—বুঝি তাঁ'দের আশ্রয় লয়)

[মাতন]
আপনাকে হীন মানে
পরাণ-গৌরাঙ্গগণে—আপনাকে হীন মানে
সর্ব্বোত্তম হইয়াও—আপনাকে হীন মানে

এই দৈন্যেই গৌর বশ
করে গৌর বশীকরণ
হরিদাসের এই দৈন্য-ভূষণ—করে গৌর বশীকরণ

(শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে
এমন স্বভাব না হইলে—শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে) [মাতন]

প্রভু হে— রৌরব হৈতে কাড়ি বৈকুণ্ঠে চড়াইলে ॥"
"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়।
জগত নাচাও যৈছে যারে ইচ্ছা হয় ॥

প্রভু হে,— অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ-পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া ॥"

যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচি
আমি তোমার খেলার পুতুল—যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচি [মাতন]
কেবল তোমার সুখের লাগি—যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচি [মাতন]

"এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
প্রভু হে,—লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে ॥"

আমি,—সে-দিন হ'তে জে'নেছি
(যে-দিন—সীতানাথের হেঁয়ালী-পত্র শুনেছি—আমি,—সে-দিন হ'তে জে'নেছি)
যে-দিন,—সীতানাথের তর্জ্জা শুনেছি—আমি, সে-দিন হ'তে জেনেছি
সীতানাথের হেঞালি-পত্র
হাটে না বিকায় চাউল
বাউলকে কহিও কহিয়াছে বাউল— হাটে না বিকায় চাউল

এ-পত্র শুনে জে'নেছি
(আমি, – সেইদিন হইতে জে'নেছি
প্রভু হে লীলা সম্বরিবে তুমি – আমি,—সেইদিন হইতে জে'নেছি)

তুমি ফাঁকি দিয়ে লুকাইবে
সুখের হাট ভে'ঙ্গে যাবে—তুমি,— ফাঁকি দিয়ে লুকাইবে [মাতন]

"সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
প্রভু হে,—আপনার আগে মোর এ দেহ পাড়িবা ॥"

(সেই লীলা প্রকটের আগে
আমি,—দেহ ছাড়িব তোমার আগে -সেই লীলা প্রকটের আগে [মাতন]

আমার,—এই বাসনা পূরাইতে হ'বে
যদি, —নিজগুণে দিয়েছ আশ্রয়—আমার,—এই বাসনা পূরাইতে হ'বে
'যদি,—নিজগুণে দিয়েছ আশ্রয়'—
অদৃশ্য অস্পৃশ্য জে'নে—যদি,—নিজগুণে দিয়েছ আশ্রয়)

এই বাসনা পূরণ ক'রতে হ'বে
যদি,—নিজগুণে ক'রেছ অঙ্গীকার—এই বাসনা পূরণ ক'রতে হ'বে
দীনবৎসল-স্বভাবেতে—এই বাসনা পূরণ ক'রতে হ'বে

এই বাসনা পূরণ ক'রতে হ'বে
আমি মরিব তোমার আগে—এই বাসনা পূরণ ক'রতে হ'বে [মাতন]
যেন,—জ্বালাইও না আমায়
এই মিনতি রাঙ্গা-পায়—যেন,—জ্বালাইও না আমায়
তোমার বিরহ-জ্বালায়—যেন,—জ্বালাইও না আমায়

প্রভু হে,—"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ।
প্রভু হে,—নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন ॥
প্রভু হে,—জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
প্রভু হে,—এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥"

(আমার বাসনা পূরাইতে হ'বে
ভকত-বৎসল প্রভু—আমার বাসনা পূরাইতে হ'বে
এই মত সাধ ছা'ড়্ব পরাণ)
তোমার,— নাম ল'য়ে ছা'ড়্ব পরাণ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তোমার এই,—নাম ল'য়ে ছা'ড়ব পরাণ
('শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই —নাম ল'য়ে ছা'ড়ব পরাণ
হৃদে,—ধ'র্ব চরণ হে'র্ব বয়ান—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—নাম ল'য়ে ছা'ড়্ব পরাণ
[মাতন]
অনুভব কর ভাই রে
ঠাকুর —হরিদাসের চরিত্রে—অনুভব কর ভাই রে

প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ ব'লে
'হরে কৃষ্ণ' নাম-সাধন-ফলে —প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ ব'লে) [মাতন]

আমার এই বাসনা মনে

নিবেদিলাম অভয়-চরণে—আমার এই বাসনা মনে

প্রভু হে,—"মোর এই ইচ্ছা, যদি তোমার প্রসাদ হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমা-আগে।
প্রভু হে,—এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর, তোমা'তেই লাগে ॥"

এই বাসনা পূরণ কর্‌তে হ'বে
আমার,—প্রাণ যাবে এই দেহ হ'তে

তোমার,—যুগল-চরণ ধরি' হৃদে—আমার,—প্রাণ যাবে এই দেহ হ'তে
তোমার,—মধুর নাম ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—আমার,—প্রাণ যাবে এই দেহ হ'তে
তোমার,—চাঁদমুখ দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে—আমার,—প্রাণ যাবে এই দেহ হ'তে

"প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।"

(অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

আমার,—প্রাণ-গৌর কি সুখে সুখী

কি সুখ দেন বা হরিদাস—আমার,—প্রাণ-গৌর কি সুখে সুখী

প্রাণ-গৌরাঙ্গের সব সুখ কি ?

মহাভাবনিধি—প্রাণ-গৌরাঙ্গের সব সুখ কি

আমার,—প্রাণ-গৌর কি সুখ পায়

ঠাকুর,—হরিদাস তারে কি সুখ দেয়—আমার,—প্রাণ-গৌর কি সুখ পায়

তা'র বল কিবা সুখ
তা'র বল কিসে সুখ
একবার ভে'বে দেখ

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—একবার ভে'বে দেখ

বিরহিণী-কিশোরী

আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গ—বিরহিণী-কিশোরী

বিরহিণী-গৌর-কিশোরী)

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ বিচ্ছেদ বাড়ে নিরন্তর॥"

(সর্ব্বদাই আছেন বিভোর

কৃষ্ণের বিরহ-দশায়—সর্ব্বদাই আছেন বিভোর

তা'র কিসে সুখ হয়

হরিদাস সদাই অনুভব করে—তা'র কিসে সুখ হয়

বিরহিণীর তবে সুখ হয়

যদি মিলন-প্রসঙ্গ পায়—বিরহিণীর তবে সুখ হয়

তাইতে তা'র সুখ বটে

যদি শ্যাম-সঙ্গ ঘটে—তাইতে তা'র সুখ বটে

হরিদাস সেই সুখ দিচ্ছেন

বিরহিণী কিশোরীকে—হরিদাস সেই সুখ দিচ্ছেন

নিরন্তর ভোগ করান

ঠাকুর শ্রীহরিদাস—নিরন্তর ভোগ করান্
মহামন্ত্র-নাম শুনায়ে—নিরন্তর ভোগ করান্
শ্রীরাধারাণীর দশমী-দশায়—নিরন্তর ভোগ করান্

নিরন্তর শুনাইছেন

হরিনাম-মহামন্ত্র—নিরন্তর শুনাইছেন

মহামন্ত্র-নাম প্রকাশ হয়

শ্রী,—রাধারাণীর-দশমী-দশায়-মহামন্ত্রের প্রকাশ হয়

নিকুঞ্জ-রহস্য-ভোগময়

এই মহামন্ত্র হয়—নিকুঞ্জ-রহস্য-ভোগময়

নিশিদিশি শুনাইছে

শ্রীমহামন্ত্র-হরিনাম—নিশিদিশি শুনাইছে

অপূর্ব্ব-রহস্যময়

এই মহামন্ত্র হরিনাম—অপূর্ব্ব-রহস্যময়

নিজ গুণে জানা'য়েছেন

নিগূঢ়-নামের নিগূঢ় রহস্য—নিজ-গুণে জানা'য়েছেন
শ্রীগুরুদেব কৃপা-ক'রে—নিজ গুণে জানা'য়েছেন
হরিনামের রহস্য—নিজ-গুণে জানা'য়েছেন

প্রথম-হরে পূর্ব্বরাগ ভোগ করায়

কদম-বনে বাঁশী-শুনায়ে—প্রথম-হরে পূর্ব্বরাগ ভোগ করায়

প্রথম-হরে পূর্ব্বরাগ জাগায়

কদম-বনে বাঁশী শুনায়ে—প্রথম-হরে পূর্ব্বরাগ জাগায়

শেষ-হরে মহারাস দেখায়—প্রথম-হরে পূর্ব্বরাগ জাগায় [মাতন]

তাইতে হ'য়েছে বিরহ

শ্যাম-সঙ্গ হারাইয়ে—তাইতে হ'য়েছে বিরহ

সেই কথা শুন্‌তে পায়

প্রাণ-সঙ্গে বিলাস হয়—সেই কথা শুন্‌তে পায়

তাইতে তা'র সব-সুখ

গৌর-কিশোরীকে সেই সুখ দেয়

হরিদাস-ঠাকুর আমার—গৌর-কিশোরীকে সেই সুখ দেয়

মহামন্ত্র শুনাইয়ে—গৌর-কিশোরীকে সেই সুখ দেয়

শ্রীমুখে ব'লেছেন প্রভু

তোমায় ল'য়ে সব-সুখ—শ্রীমুখে ব'লেছেন প্রভু

নিরন্তর পিয়াও মোরে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাস—নিরন্তর পিয়াও মোরে)

তাইতে প্রভুর সব-সুখ

হরিদাস,—নিরন্তর দেয় বাঞ্ছিত-ভোগ—তাইতে প্রভুর সব-সুখ

হরিদাস,—নাম শুনায় নিরন্তর

ব্রজলীলারসপূর—হরিদাস,—নাম শুনায় নিরন্তর

(হরিদাস কে বটে

প্রাণে প্রাণে ভাব' ভাই—হরিদাস কে বটে

'প্রাণে প্রাণে ভাব' ভাই—

গুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—প্রাণে প্রাণে ভাব' ভাই

হরিদাস কে বটে

প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

ঠাকুর-হরিদাসের স্বরূপ—প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

কেউ বলুক্ বা নাই বলুক্

তা'র মাঝে একজন হ'বে

যাঁ'রা কৃষ্ণ-নাম শুনা'য়েছিল—তা'র মাঝে একজন হ'বে

যাঁ'রা কৃষ্ণ-নাম শুনা'য়েছিল'—

শ্রীরাধিকার দশমী-দশায়—যাঁ'রা কৃষ্ণ-নাম শুনা'য়েছিল

শুনায়ে লীলা রেখেছিল—যাঁ'রা কৃষ্ণনাম শুনা'য়েছিল

তা'র মাঝে একজন বটে

শ্রীঠাকুর হরিদাস—তা'র মাঝে একজন বটে

তা'দের মাঝে একজন

ঠাকুর,—হরিদাস নিশ্চয় হ'ন—তা'দের মাঝে একজন

তাই এখনও শুনাইছে

বিরহিণী,—গৌরকিশোরীকে সুখ দিতে—তাই এখনও শুনাইছে

গৌরকিশোরী,—প্রাণভ'রে ভোগ করে

হরিদাসের মুখে নাম শুনে—গৌরকিশোরী,—প্রাণভ'রে ভোগ করে

প্রাণবঁধুর সঙ্গে মিলন রঙ্গ—প্রাণভ'রে ভোগ করে

তাই প্রভু ব'লেছেন)

"কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাও আমারে ছাড়িয়া ॥"

(এ ত',—ছাড়াছাড়ি নয় ভাই

এ ত'—অভিনয় বটে—এ ত',—ছাড়াছাড়ি নয় ভাই

ত্রিকাল-সত্য গৌরলীলা

কেবল ভোগের লাগি রে

আবির্ভাব তিরোভাব,—কেবল ভোগের লাগি রে)

"চরণে ধরি' কহে হরিদাস—না করিও মায়া।
অবশ্য মো-অধমে প্রভু করিবে এই দয়া ॥
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটী-ভক্ত হয় ॥
আমা-হেন এক-কীট যদি মরি' গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ॥"

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

প্রাণ-গৌরগণের দৈন্যের—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

(প্রাণ-গৌরগণ যত

দৈন্য-ভূষণে সদা ভূষিত—প্রাণ-গৌরগণ যত) [মাতন]

তৃণাদপি-আসনে সদা উপবেশন

পরাণ গৌরাঙ্গের গণ—তৃণাদপি-আসনে সদা উপবেশন

"ভক্তবৎসল প্রভু তুমি, মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখি' কালি আসি', দিবেন দরশনে ॥
তবে মহাপ্রভু তারে করি' আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি' সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব ত্যজিয়া ॥"

আজ সেই দিন রে

হরিদাসের বাসনা-পূরণের—আজ সেই দিন রে

(আজ সেই প্রাতঃকাল

হরিদাসের বাসনা-পূরণের দিন—আজ সেই প্রাতঃকাল)

এই সেই স্থান বটে

হরিদাসের বাসনা-পূরণের—এই সেই স্থান বটে

এই ত,—হরিদাসের বসতি-ভূমি

তা'র নিদর্শন এই সিদ্ধ-বকুল—এই ত',—হরিদাসের বসতি-ভূমি

(তা'র নিদর্শন এই সিদ্ধ-বকুল

প্রাণ-গৌরাঙ্গের মনোবৃত্তি-বিকাশ—তা'র নিদর্শন এই সিদ্ধ-বকুল

'প্রাণ-গৌরাঙ্গের মনোবৃত্তি-বিকাশ'—

বকুল-বৃক্ষরূপে হইল প্রকাশ—প্রাণ-গৌরাঙ্গের মনোবৃত্তি-বিকাশ

সিদ্ধ,—বকুলরূপে হইলা প্রকাশ

রৌদ্র.—বৃষ্টিকালে আবরণ দিবার লাগি'—সিদ্ধ,—বকুলরূপে হইলা প্রকাশ

এই সিদ্ধ-বকুল-তলে
ঠাকুর,—হরিদাসের বসতি-ভূমি—এই সিদ্ধ-বকুল-তলে)

"হরিদাসের আগে আসি' দিলা দরশন।
হরিদাস বন্দিল—প্রভু আর বৈ ষ্ণব-চরণ॥"

বলে এই,—কৃপা কর প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ
যেন,—হয় আমার বাসনা পূরণ—বলে এই,—কৃপা কর প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ

"প্রভু কহে—ও হরিদাস, কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার॥"

অমি,—নিবেদিয়ে হ'য়েছি খালাস
কর যা'তে সুখ হয় তোমার
আমি চরণে দিয়েছি ভার—কর যা'তে সুখ হয় তোমার

তখন,——"অঙ্গণে আরম্ভিল প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন।"

হরিদাসের বাসনা পূরাবে ব'লে
সঙ্কীর্ত্তন,—আরম্ভিলা এই বকুল-তলে—হরিদাসের বাসনা পূরাবে ব'লে

এই সিদ্ধ-বকুল-তলে
গৌরের,—ভক্ত-বাৎসল্যের প্রধান নিদর্শন—এই সিদ্ধ-বকুল-তলে

ভক্তবাৎসল্যের প্রধান নিদর্শন
হরিদাস থাকেন এই উদ্যানে
নির্জ্জনে অনাবৃত-স্থানে—হরিদাস থাকেন এই উদ্যানে
রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য ক'রে—হরিদাস থাকেন এই উদ্যানে

পরম-করুণ-প্রভু মনে গণয়
হরিদাস দুঃখ পায়
রৌদ্র-বর্ষাতে আমার—হরিদাস দুঃখ পায়

হরিদাসের দুঃখ অনুভব নাই
হরিদাসের দেহ-স্মৃতি নাই—হরিদাসের দুঃখ অনুভব নাই
নিশিদিশি নাম-রসে মত্ত—হরিদাসের দুঃখ অনুভব নাই

কিন্তু,—দুঃখ পান চৈতন্য-গোসাঞিঃ
কি করিলে বাঁচান যায়
রৌদ্র-বৃষ্টি হ'তে হরিদাসে—কি করিলে বাঁচান যায়
গৃহবাসী হ'বেন না হরিদাস
তবে কি উপায় করা যায়
এত,—মনে ভাবি প্রাণ-গৌরহরি
একদিন,—মঙ্গল-আরতি দর্শন করি'
উপনীত হরিদাসের আগে
শ্রী,—জগন্নাথের দন্তকাষ্ঠ ল'য়ে—উপনীত হরিদাসের আগে
বকুল-বৃক্ষের প্রসাদী-দাঁতন
নিজ,—মনোবৃত্তি সঞ্চারি' ক'র্লেন রোপণ—বকুল-বৃক্ষের প্রসাদী-দাঁতন
সেই,—দাঁতন হৈল বৃক্ষরূপী
হইলা বৃহৎ বকুল-বৃক্ষ
শাখাপত্র পল্লবিত—হইলা বৃহৎ বকুল-বৃক্ষ
হরিদাসে রক্ষা কৈলা
বকুল,—বৃক্ষরূপে গৌরহরি—হরিদাসে রক্ষা কৈলা
রৌদ্র-বর্ষার হাত হ'তে—হরিদাসে রক্ষা কৈলা
এই সেই সিদ্ধ বকুল
গৌরের মনোবৃত্তি-প্রকাশ—এই সেই সিদ্ধ-বকুল
এই সেই সিদ্ধ-বকুল-তলে
এই সেই অঙ্গণে—এই সেই সিদ্ধ-বকুল-তলে

"অঙ্গণে আরম্ভিল প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন।"

আজও আমার গৌর না'চ্ছে
ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—আজও আমার গৌর না'চ্ছে
এই বকুল-তলে এই অঙ্গণে—আজও আমার গৌর না'চ্ছে
হরিদাসের বাসনা-পূরণ-লীলায়—আজও আমার গৌর না'চ্ছে
মহা-সঙ্কীর্ত্তনানন্দে—আজও আমার গৌর না'চ্ছে

ভাগ্যবান্ জনে দে'খ্ছে

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে—ভাগ্যবান্ জনে দে'খ্ছে

যা'র,—প্রেমনেত্রের বিকাশ হ'য়েছে—সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দে'খ্ছে

আমরা কি দে'খতে পা'ব না

আমাদের কি দেখাবে না

পরম-করুণ শ্রীগুরু-সোণা—আমাদের কি দেখাবে না

"অঙ্গণে আরম্ভিলা প্রভু মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥"

(ত্রিকাল-সত্য লীলা তোমার

হা-গৌর প্রাণ-গৌর—ত্রিকাল-সত্য লীলা তোমার

গণ-সনে না'চ্ছ তুমি

হরিদাসের বাসনা পূরাইতে—গণ-সনে না'চ্ছ তুমি)

"রামানন্দ সার্ব্বভৌম এ সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥"

(আজ সুযোগ পে'য়েছে

প্রভুর মনে বড় সাধ ছিল—আজ সুযোগ পে'য়েছে

হরিদাসের,—গুণের কথা ত' ব'ল্তে পারে না

ঠাকুর-হরিদাসের আগে—হরিদাসের,—গুণের কথা ত, ব'ল্তে পারে না

আজ সুযোগ পে'য়েছে

তাই,—প্রাণ-ভ'রে গুণ শুনাইছে—আজ সুযোগ পে'য়েছে

আশ'-মিটান-লীলা রে

এ যে,—হরিদাসের নির্য্যাণ নয়—আশ'-মিটান-লীলা রে
মহাভোগী প্রাণ-গৌরাঙ্গের—আশ'-মিটান লীলা রে

সেই আশ' মিটাইছে

হরিদাসের নির্য্যাণ ছলে- সেই আশ' মিটাইছে

প্রাণ-ভ'রে গুণ গাইছে

স্বরূপ-রামানন্দ-আগে—প্রাণ-ভ'রে গুণ গাইছে

না জানি সে কতই মধুর)

আ'মরি,—না জানি সে কতই সুধা

প্রভু-মুখে,—হরিদাসের গুণগাথা—আ'মরি,—না জানি সে কতই সুধা

আজ,—আস্বাদন ক'র্‌ছেন

রস-পিপাসু গৌর আমার—আজ,—আস্বাদন ক'র্‌ছেন

ভক্ত-গুণগানে কত সুখ—আজ,—আস্বাদন ক'র্‌ছেন

(আস্বাদিছে ভোগী গোরা

ভক্ত-গুণগানে কত সুখ—আস্বাদিচ্ছে ভোগী গোরা)

এ যে,—কেবল আস্বাদনের লীলা

আস্বাদিতে এ'সেছেন

রসময় গৌরহরি—আস্বাদিতে এ'সেছেন

নব-নব-রস এবার—আস্বাদিতে এ'সেছেন

আজ,—আনন্দ আর ধরে না

নিজ-ভক্ত-গুণ-গানে—আজ,—আনন্দ আর ধরে না

"হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু, হৈলা পঞ্চমুখ।"

আশা যেন মিট্‌ছে না

একমুখে,—হরিদাসের গুণ গেয়ে—আশা যেন মিট্‌ছে না

যেন,—মনে মনে ক'র্‌লেন স্মরণ

হরিদাসের গুণ গাইতে মন—যেন,—মনে মনে ক'র্‌লেন স্মরণ

(যেন,—প্রাণে প্রাণে ডা'ক্‌লেন

আইস আইস পঞ্চানন

পঞ্চমুখে গুণ গাইব—আইস আইস পঞ্চানন

'পঞ্চমুখে গুণ গাইব'—

প্রাণের প্রাণ হরিদাসের—পঞ্চমুখে গুণ গাইব)

আই আসই পঞ্চানন

প্রাণ-ভ'রে করি—হরিদাসের গুণ বর্ণন—আইস আইস পঞ্চানন [মাতন]

"কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ ॥"

(ভোগের লাগি অবতার

প্রেমাবতার গৌর আমার—ভোগের লাগি অবতার

মনে মনে কেবল ভোগ-ইচ্ছা

নিতুই নিতুই নব-নব—মনে মনে কেবল ভোগ-ইচ্ছা

মনে কেবল ভোগ-লালসা

যত ভোগ করে বাঢ়ে আশা—মনে কেবল ভোগ-লালসা)

"হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হইল মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥"

বলে,—হরিদাস কর এই করুণা

যেন,—পাই তোমার সৌভাগ্য-কণা—বলে,—হরিদাস কর এই করুণা

তখন,—"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু রে বসাইল।"

বলে,—একবার এস হে

(আমার,—প্রাণের প্রাণ গৌরসুন্দর—বলে,—একবার এস হে)
ওহে আমার প্রাণ-গৌর—বলে,—একবার এস হে
এ-দাসের,—শেষ-বাসনা পূরণ কর—বলে,—একবার এস হে
এবারকার-মত এ-নিবেদন রাখ—বলে,—একবার এস হে

এস এস আমার সম্মুখে ব'স

{ আমার এই শেষ-নিবেদন রাখ—এস এস আমার সম্মুখে ব'স
আজকার-মত দে'খে লই—এস এস আমার সম্মুখে ব'স
এবারকার-মত আশ' মিটাও—এস এস আমার সম্মুখে ব'স }

আশ' মিটায়ে দে'খে লই

ঐ,—হরিবোলা রসের বদন—আশ' মিটায়ে দেখে লই

তোমার,—হরিবোলা রসের বদন

(অখিল-রসামৃত-সদন—তোমার,—হরিবোলা রসের বদন)
অখিল-লাবণ্যামৃত-ধাম—তোমার,—হরিবোলা রসের বদন

একবার,—শেষ-দেখা দে'খে লই

(তোমার ঐ,—হরিবোলা রসের বদন—একবার,—শেষ-দেখা দে'খে লই)

আর দে'খ্‌তে পাই কি না পাই—একবার,—শেষ-দেখা দে'খে লই

(এস আমার সম্মুখে ব'স)

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু রে বসাইল।

হরিদাস,—নিজ-নেত্র দুই ভৃঙ্গ (প্রভুর) মুখপদ্মে দিল ॥"

বলে,—যা'রে আমার নেত্র-ভৃঙ্গ

(ওরে,—এ-দেহে আর থাকিস্ না—বলে,—যা'রে আমার নেত্র-ভৃঙ্গ)

প্রাণ-গৌর-মুখ-পদ্মে—বলে,—যা'রে আমার নেত্র-ভৃঙ্গ

(গৌর মুখ,—পদ্ম-মধু পান করিতে—বলে,—যা'রে আমার নেত্র-ভৃঙ্গ

যা'—যা' মেতে থাক্ গা

গৌর, মুখ-পদ্ম-মধু-পানে—যা' যা' মেতে থাক্ গা)

যা',—যা'রে গৌর-মুখ-পদ্মেতে

নিজ-জনম সার্থক ক'র্‌তে—যা',—যা'রে গৌর-মুখ-পদ্মেতে

(মধু পান ক'রে মেতে থাক্—যা',—যা'রে গৌর-মুখ-পদ্মেতে)

পান ক'রে নে রে

ওরে,—ওরে আমার নয়ন-ভৃঙ্গ—পান ক'রে নে রে

গৌর-মুখ-পদ্ম-মধু—পান ক'রে নে রে

এবারকার-মত আশ' মিটায়ে—পান ক'রে নে রে

এ সুযোগ আর পা'বি না—পান ক'রে নে রে

পান ক'রে থাক্ মেতে

আসিস্ না আর এ-দেহেতে—পান ক'রে থাক্ মেতে [মাতন]

"স্বহৃদয়ে আনি' ধরিল প্রভুর চরণ।"

বলে,—একবার দাও হে

ওহে,—আমার প্রাণের প্রাণ-গৌর—বলে,—একবার দাও হে

অভয় ঐ,—রাতুল-চরণ হৃ'দে ধরি—বলে,—একবার দাও হে

এবারকার শেষ-নিবেদন রাখ—বলে,—একবার দাও হে

(রাতুল-চরণ হৃ'দে ধরি

গোরারসের বদন হেরি—রাতুল-চরণ হৃ'দে ধরি)

ঐ,—কমল-চরণ হৃ'দে ধরি

ভাগ্যবতী-ধরণীর-সুসম্পদ—ঐ, -কমল-চরণ হৃ'দে ধরি

একবার দাও হে

শেষ নিবেদন রাখ—একবার দাও হে
এই নিবেদন রাখ—একবার দাও হে
'এই নিবেদন রাখ'—
ওহে আমার প্রাণের গৌর—এই নিবেদন রাখ

(একবার দাও হে)

"স্বহৃদয়ে আনি' ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥"

বলে,— প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ দয়া কর
স'বে,—পদধূলি দাও মোর শিরে

(পরাণ গৌরাঙ্গগণ—স'বে,—পদধূলি দাও মোর শিরে)
এবার যাবার কালে—স'বে,—পদধূলি দাও মোর শিরে
(ভুবন-পাবন গৌরাঙ্গগণ—স'বে,—পদধূলি দাও মোর শিরে

পদধূলি দাও মোরে

পতিত-পাবন গৌরাঙ্গগণ—পদধূলি দাও মোরে)

এই কৃপা কর হে

(ভুবন-পাবন গৌরাঙ্গগণ—এই কৃপা কর হে)
পদধূলি দিয়ে শিরে—এই কৃপা কর হে
পতিত-পাবন গৌরাঙ্গগণ—এই কৃপা কর হে
ব'লতে,—ভয় পাই তোমরা নিজ-গুণে—এই কৃপা কর হে
পতিত-বৎসল গৌরাঙ্গগণ—এই কৃপা কর হে
যেন,—ও-চরণে পরাণ বাঁধা থাকে—এই কৃপা কর হে

যেন,—জন্মে জন্মে পাই হে

(তোমাদের সঙ্গে গৌরলীলা—যেন,—জন্মে জন্মে পাই হে)
তোমাদের সনে চৈতন্য-গোসাঞি—যেন,—জন্মে জন্মে পাই হে

সর্ব্বভক্তপদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥"
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বলে বার বার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥"

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ হয়

এ যে,—মহা মহা মিলন-ময়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ হয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ঐ,—নামেই ত' স্বরূপ আছে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

সেই ত' বটে চৈতন্য

শ্রী মিলিত কৃষ্ণ—সেই ত' বটে চৈতন্য

মহা-মিলন-রঙ্গ রে

হরিদাসের নির্য্যাণ নয়—মহা-মিলন-রঙ্গ রে)

প্রাণে প্রাণে বলে রে

মুখে কিছু ব'ল্তে নারে—প্রাণে প্রাণে বলে রে

আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে

ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বলে—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
হা গৌর প্রাণ গৌর—আর কি দে'খতে পা'ব হে
তোমার ঐ,—হরিবোলা রসের বদন—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে [মাতন]
(হরিবোলা,—রসের সদন ঐ বদন—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥"

(এই সিদ্ধ-বকুল-তলে

নামের সঙ্গে ছা'ড়্‌ল প্রাণ—এই সিদ্ধ-বকুল-তলে

নামের সঙ্গে গেল রে

হরিদাসের নামময়-প্রাণ—নামের সঙ্গে গেল রে)

ঐ চ'লে গেল রে

গৌর-নাম ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—ঐ চ'লে গেল রে

ঐ,—নামের সহিত গেল রে

হরিদাসের নামময়-প্রাণ—ঐ,—নামের সহিত গেল রে [মাতন]

এ জগৎ হ'তে গেল চ'লে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব'লে—এ জগৎ হ'তে গেল চ'লে

এ যে,—বড়ই বিরুদ্ধ লাগে

ঠাকুর,—হরিদাসের ব্যবহার—বড়ই বিরুদ্ধ লাগে

(অনুভব কর ভাই রে

নিগম-নিগূঢ় গৌরলীলা—অনুভব কর ভাই রে

'হরে কৃষ্ণ' নাম করিলেন সাধন

ঠাকুর,—হরিদাস আজীবন—'হরে কৃষ্ণ' নাম করিলেন সাধন

'হরে কৃষ্ণ' নাম কৈলা সাধন

ঠাকুর,—হরিদাস সারা-জনম—'হরে কৃষ্ণ' নাম কৈলা সাধন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব'লে ছা'ড়্ল জীবন—আজীবন,—'হরে কৃষ্ণ' নাম কৈলা-

সাধন [মাতন]

(অনুভব কর ভাই রে

শ্রী,—গুরুচরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে)

অপরূপ রহস্য ভাই

শ্রীগুরু-প্রেরণায় বলি—অপরূপ রহস্য ভাই

দেখাইলেন ঠাকুর-হরিদাস

প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ ব'লে

'হরে কৃষ্ণ' নাম সাধন-ফলে—প্রাণ যায় গৌরাঙ্গ ব'লে [মাতন]

সাধ্য-সাধন নির্ণয় হ'ল

ঠাকুর,—হরিদাসের চরিতে—সাধ্য-সাধন নির্ণয় হ'ল
সাধ্য শ্রীচৈতন্য-চরণ
সাধন,—'হরে কৃষ্ণ' নামকীর্ত্তন—সাধ্য শ্রীচৈতন্য-চরণ [মাতন]

শ্রীচৈতন্য-চরণ মিলে

'হরে কৃষ্ণ' নাম সাধন-ফলে—শ্রীচৈতন্য-চরণ মিলে

অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ

এ কথার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ

ঠাকুর হরিদাসের জীবন—এ কথার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ

তাই,—গৌর-নামের সঙ্গে গেল রে

ঠাকুর,—হরিদাসের গৌরময়-প্রাণ—তাই,—গৌর-নামের সঙ্গে গেল রে

[মাতন]

"মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ॥
হরিকৃষ্ণ শব্দে স'বে করে কোলাহল॥"

ও ত' হরিকৃষ্ণ বলা নয়

হরিকৃষ্ণ নয়, হা কৃষ্ণ

গৌরগণ সবাই বলে

ঠাকুর-হরিদাসের-নির্য্যাণে—গৌরগণ সবাই বলে

হায় কৃষ্ণ কি করিলে

হরিদাসের সঙ্গ ছাড়া করিলে—হায় কৃষ্ণ কি করিলে

হায় কৃষ্ণ কি করিলে

হরিদাসে কে'ড়ে নিলে—হায় কৃষ্ণ কি করিলে

তারেই দুঃখ-মধ্যে গণে

ভক্তবিরহে যে দুঃখ—তারেই দুঃখ-মধ্যে গণে

আজ স'বে হায় হায় করে

প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ যত—আজ সবে হায় হায় করে

"হরিকৃষ্ণ শব্দে স'বে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥"

গৌরের প্রেম নন্দ হ'ল

হরিদাস ছেড়ে গেল—গৌরের প্রেমানন্দ হ'ল

মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ হ'ল

হরিদাস চ'লে গেল—মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ হ'ল

ছেড়ে গেল হরিদাস

আজ,—মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস

এ ত' বড় বিরুদ্ধ কথা

এ যে বড় বিরুদ্ধ ভাষ

হরিদাসের নির্য্যাণে প্রভুর উল্লাস—এ যে বড় বিরুদ্ধ ভাব

প্রভুর দুঃখ হবার কথা
তবে কেন আনন্দ

দুঃখের পরিবর্ত্তে—তবে কেন আনন্দ

(এ বা কিসের আনন্দ
তাই বুঝি আনন্দ

অপূর্ণ-সাধ পুরাইছে—তাই বুঝি আনন্দ

নিগম-নিগূঢ় লীলা
আস্বাদন কর ভাই রে
অনুভব কর ভাই রে
হরিদাস চ'লে গেল

মহাপ্রভুর উল্লাস হ'ল—হরিদাস চ'লে গেল

[মাতন]
কেন এত আনন্দ

হরিদাসের-নির্য্যাণে—কেন এত আনন্দ

আস্বাদনের মূরতি

চিতচোর গৌর আমার—আস্বাদনের মূরতি

কখনও ত' পায় নাই

প্রাণে প্রাণে সাধ ছিল—কখনও ত' পায় নাই

হরিদাস দূরে দূরে থাকে
কাছে ত' আসে না

অতি-দৈন্যে হরিদাস—কাছে ত' আসে না
দৈন্য-বশে হরিদাস—কাছে ত' আসে না

প্রভুর বড় মনে সাধ
অনেক-দিনের সাধ ছিল

হরিদাসে বুকে ধরিতে—অনেক-দিনের সাধ ছিল

গৌরহরির বাসনা ভারি

হরিদাসে বুকে ধরি—গৌরহরির বাসনা ভারি

[মাতন]
কখনও সুযোগ হয় না
আজ সুযোগ পে'য়েছে)

(বাসনা পূরাইতে

বড় ভোগী গৌর আমার—বাসনা পূরাইতে

আজ সুযোগ পে'য়েছে

হরিদাসে, বুকে ধ'রেছে—আজ সুযোগ পে'য়েছে

আজ আশ' মিটাইছে

হরিদাসের নির্য্যাণ ক'রে—আজ আশ' মিটাইছে
হরিদাসে,—বুকে ধ'রে নাচ্ছে—আজ আশ' মিটাইছে

আজ বড় আনন্দ

হরিদাসে বুকে ধ'রে—আজ বড় আনন্দ
হরিদাসে বুকে ধ'রে—তাই প্রভুর আনন্দ

এ ত',—হরিদাসের নির্য্যাণ নয়

হরিদাসের,—বাসনা-পূর্ত্তি-লীলা হয়—এ ত',—হরিদাসের নির্য্যাণ নয়
'এ যে,—বাসনা-পূর্ত্তি-লীলা হয়'
ভকত-বাৎসল্যময়—এ যে,—বাসনা পূর্ত্তি-লীলা হয়

এ ত',—হরিদাসের নির্য্যাণ নয়
এ যে,—গৌরাঙ্গের গূঢ় অভিনয়

এ ত',—হরিদাসের নির্য্যাণ নয়—এ যে,—গৌরাঙ্গের গূঢ় অভিনয়
এ যে,—মহা-মহা-ভোগময়—এ যে,—গৌরাঙ্গের গূঢ় অভিনয়

হরিদাসের নির্য্যাণ নয়

প্রভুর,—ভোগের লাগি এই অভিনয়—হরিদাসের নির্য্যাণ নয়)

প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল

হরিদাসের চরিত্রে—ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল
নামের মহিমা-প্রচার—ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল

(হরিদাসের,—নির্য্যাণ-লীলা প্রকট জগতে

গৌরের,—মনোসাধ পূরাইতে—হরিদাসের,—নির্য্যাণ-লীলা প্রকট জগতে
হরিদাসের বাসনা পূরাইতে—হরিদাসের,—নির্য্যাণ-লীলা প্রকট জগতে

ভকতবাৎসল্য দেখাইতে—হরিদাসের,—নির্য্যাণ-লীলা প্রকট জগতে
নামের মহিমা প্রচারিতে—হরিদাসের,—নির্য্যাণ-লীলা প্রকট জগতে)

ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল
তাইতে প্রভুর আনন্দ
শুধুই কি গৌরের আনন্দ
এক সঙ্গে দু'জন আছে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

নিতাই জড়িত গৌরহরি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

উল্লাস বল্'তে দুয়েরই উল্লাস
নিতাই-চাঁদের হ'ল উল্লাস

গৌর-নামের মহিমা দে'খে—নিতাই-চাঁদের হ'ল উল্লাস

গৌরনামের মহিমা দেখা'লেন

নিজ-চরিত্রে হরিদাস—গৌরনামের মহিমা দেখা'লেন

তাই নিতাই চাঁদের উল্লাস

হরিদাস কৈলেন,—গৌরনামের মহিমা প্রকাশ—তাই নিতাইচাঁদের উল্লাস

"হরিদাসের তনু, প্রভু কোলে লৈলা উঠাইয়া।"

ভক্তপ্রীতি দেখাইছেন

হরিদাসের দেহ কাঁধে করি'—ভক্তপ্রীতি দেখাইছেন

পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইঙ্গিত আছে
আমার ভক্তের দেহ বড়

আমার দেহ হ'তেও—আমার ভক্তের দেহ বড়

এবার,—প্রত্যক্ষ দেখাইলেন

হরিদাসের নির্য্যাণেতে—এবার,—প্রত্যক্ষ দেখাইলেন
ভক্তদেহ কত প্রিয়—এবার,—প্রত্যক্ষ দেখাইলেন

আবার,—সাবধান ক'রে দিলেন

হরিদাসের তনু কোলে লইয়া—আবার,—সাবধান ক'রে দিলেন

যেন বিচার আসে না

হরিদাসের মৃতদেহ ব'লে—যেন বিচার আসে না

ভক্তদেহ অপ্রাকৃত

'জীয় বা মর বা সাধু'—ভক্তদেহ অপ্রাকৃত
নির্য্যাণ কেবল লীলামাত্র—ভক্তদেহ অপ্রাকৃত

প্রাণে প্রাণে আর কিছু জাগে

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রেরণায়—প্রাণে প্রাণে আর কিছু জাগে

বুঝি তারই ফল দিলেন

হরিদাসে কোলে ক'রে—বুঝি তারই ফল দিলেন

দৈন্য-ব্যবহার দেখাইলেন

হরিদাস জনম-ভ'রে—দৈন্য-ব্যবহার দেখাইলেন
অদৃশ্য-অস্পৃশ্য-বোধে—দৈন্য-ব্যবহার দেখাইলেন

সেই দৈন্য-যাজনের বলে

প্রাণ-গৌর,—হরিদাসে কৈলা কোলে—সেই দৈন্য-যাজনের বলে

যেন জগতে দেখাইছেন
যে,—সাধন করে তৃণাদপি

আমি তারে বুকে রাখি—যে,—সাধন করে তৃণাদপি

"হরিদাসের তনু, প্রভু কোলে লৈলা উঠাইয়া।
অঙ্গণে নাচয়ে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥"

(কিছু,—বুঝা ত' যায় না

নিগম-নিগূঢ় গৌরলীলা—কিছু,—বুঝা ত' যায় না

প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রেমানন্দ

ঠাকুর,—হরিদাস ছেড়ে গেল—প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রেমানন্দ

এ যে বড় বিরুদ্ধ কথা

হরিদাস,—ছেড়ে গেল গৌরের আনন্দ—এ যে বড় বিরুদ্ধ কথা

অনুভব কর ভাই রে

পূরণ হয় নিজ-অভীষ্ট

প্রভু আমার প্রেমাবিষ্ট —পূরণ হয় নিজ-অভীষ্ট

প্রাণ-গৌরাঙ্গ প্রেমাবিষ্ট

(প্রেমাবতার প্রাণ-গৌরাঙ্গ)

গৌর নাচে প্রেম-হিল্লোলে

হরিদাসের তনু করি' কোলে—গৌর নাচে প্রেম-হিল্লোলে

একদিন নেচেছিলেন শিব

সতীদেহ স্কন্ধে করি'—একদিন নেচেছিলেন শিব

না জানি কি সুখে—একদিন নেচেছিলেন শিব

এ যে দেখি তারি আস্বাদন

(আজ পূর্ণ হ'য়েছি

ঠাকুর-হরিদাসে বুকে ধ'রেছি—আজ পূর্ণ হ'য়েছি)

নাচে প্রাণ-গৌরহরি

হরিদাসের তনু কাঁধে করি'—নাচে প্রাণ-গৌরহরি

নিশ্চয়,—প্রাণে কিছু ভোগ করি'—নাচে প্রাণ-গৌরহরি

প্রভুর কি ভোগ বল দেখি

হরিদাসের তনু কোলে করি'—প্রভুর কি ভোগ বল দেখি

প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—প্রাণে প্রাণে এই ত' জাগে

প্রাণে প্রাণে ছিল প্রভুর

হরিদাসে বুকে ধ'র্‌ব—প্রাণে প্রাণে ছিল প্রভুর

(প্রভুর,—বহুদিন হ'তে প্রাণে সাধ ছিল

একবার,—হরিদাসে বুকে ধ'র্‌ব—প্রভুর,—বহুদিন হ'তে প্রাণে সাধ ছিল

সেই সাধ ত' পূরণ হয় নাই

হরিদাসও কাছে আসেন্ নাই—সেই সাধ ত' পূরণ হয় নাই)

বাসনা পূর্ণ হয় নাই

বুকে ধরা দূরের কথা

কাছেও ত' আসে নাই

হরিদাসে ডাকিলেও—কাছেও ত' আসে নাই

হরিদাস দৈন্যবশে— কাছেও ত' আসে নাই

আজ,—সেই বাসনা পূর্ণ হ'ল

হরিদাসে,—বুকে ধরি' না'চ্‌ল—আজ,—সেই বাসনা পূর্ণ হ'ল

(এ যে,—অপরূপ লীলা রে

আমার,—নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—এ যে,—অপরূপ লীলা রে

তাইতে প্রভুর আনন্দ

হরিদাসের নির্য্যাণে

প্রভু আমার প্রেমাবিষ্ট

হরিদাসের তনু কোলে লইয়া—প্রভু আমার প্রেমাবিষ্ট

পূরণ হ'ল নিজ-অভীষ্ট

প্রভু আমার প্রেমাবিষ্ট—পূরণ হ'ল নিজ-অভীষ্ট

হরিদাসে বুকে ধ'রেছে

তাইতে প্রভু আবিষ্ট হ'য়েছে—হরিদাসে বুকে ধ'রেছে)

আনন্দ আর ধরে না

আজ তা'রে বুকে পে'য়েছে

ডাকিলেও যা'রে পান নাই কাছে—আজ তা'রে বুকে পে'য়েছে

সারা-জীবন যে সব দিয়েছে—আজ তা'রে বুকে পে'য়েছে

আজ,—চির-সাধ পূর্ণ কৈলা

হরিদাসের নির্য্যাণ করি' ছলা—আজ,—চির-সাধ পূর্ণ কৈলা

আজ ভোগ ক'র্‌ছেন প্রভু

বড় ভোগী গৌর আমার—আজ ভোগ ক'র্‌ছেন প্রভু

হরিদাসের অঙ্গ-সঙ্গ—আজ ভোগ ক'র্‌ছেন প্রভু

নিজ,—ভোগ-মাধুরী ভোগের আধার হরিদাস

তাই,—তা'র পরশে প্রভুর উল্লাস—নিজ, ভোগ-মাধুরী ভোগের আধার-হরিদাস

শুধু গৌরের আশা মিটা নয়

হরিদাসেরও আশা মিট্‌ল

নিতাই ছিলেন সব-উপরে

অনঙ্গ-মঞ্জরী-আবেশে—নিতাই ছিলেন সব-উপরে

প্রাণ-কিশোরীরে আবরণ ক'রে—নিতাই ছিলেন সব-উপরে

সইল না সইল না

হরিদাসের প্রাণে কিন্তু—সইল না সইল না

প্রাণে প্রাণে সাধ ছিল

আমি আবরণ দিব

নিতাই-অঙ্গে লা'গ্‌তে না দিব —আমি আবরণ দিব

আজ,—সেই বাসনা পূরণ হ'ল

ঠাকুর শ্রীহরিদাসের—আজ,—সেই বাসনা পূরণ হ'ল

নিতাই-গৌর,—জড়িত মূরতি হৃ'দে ধ'র্‌ল—আজ,—সেই বাসনা পূরণ হ'ল

হরিদাসে কাঁধে করা নয়

যেন,—গৌর পরিল ওড়নায়—হরিদাসে কাঁধে করা নয়

(লীলা নয় গূঢ়-অভিনয়

কেবল আপন-ভোগময়—লীলা নয় গূঢ়-অভিনয়)

এ ত',—লীলা নয় অভিনয়

হরিদাসের নির্য্যাণ অভিনয়—এ ত',—লীলা নয় অভিনয়

এই নিগূঢ়-আস্বাদনের লাগি—এ ত',—লীলা নয় অভিনয়

ভক্ত-বাৎসল্য-লীলাময়—এ ত',—লীলা নয় অভিনয়

"অঙ্গণে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥
প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব্বভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সবে নাচেন করেন কীর্ত্তনে ॥
এই মত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে করাইল সাবধান ॥
হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।"

{ বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

চিত্তচোর-প্রাণগৌরাঙ্গের—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

এই,— ভকত-বাৎসল্য-লীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই }

"সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া ॥
অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥"

নেচে যায় প্রাণ-গৌরহরি
ঠাকুর,—হরিদাসে বিমানে ধরি'—নেচে যায় প্রাণ-গৌরহরি
বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
গৌরের,—ভক্ত-বাৎসল্য-লীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই [মাতন]

—০—

শ্রীশ্রীসিদ্ধ-বকুল হইতে সমুদ্রতীরে গমন

—০—

"হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইল।"

হরিদাসে স্নান করা'ল
অশেষ-বিশেষে আশ' মিটা'ল—হরিদাসে স্নান করা'ল
সেবা-সুখ-আশ' মিটাইছে
প্রভু আমার,—হরিদাসে স্নান করা'য়ে—সেবা-সুখ-আশ' মিটাইছে [মাতন]

"প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥"

সমুদ্র মহাতীর্থ হ'ল
নিজ-মুখে গৌরহরি বলে—সমুদ্র মহাতীর্থ হ'ল
আজ মহাতীর্থ হ'ল
এতদিন তীর্থ ছিল—আজ মহাতীর্থ হ'ল
হরিদাসের চরণ-পরশ পে'ল—সমুদ্র মহাতীর্থ হ'ল [মাতন]

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।"

সবাই ভাসে নয়ন-জলে
আর কি সঙ্গ পা'ব ব'লে—সবাই ভাসে নয়ন-জলে [মাতন]

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন॥"

—০—

সমুদ্রতীর হইতে সমাধিতে গমন

—০—

"ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাঁহা শোয়াইল ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।"

সবাই বলে হরি হরি

হরিদাসের সৌভাগ্য হেরি'—সবাই বলে হরি হরি [মাতন]

"চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।"

ও ত'—হরিবোল বলা নয়

পরাণ-গৌরাঙ্গের—ও ত'—হরিবোল বলা নয়

প্রভু করে হায় হায়

হরিদাস চ'লে যায়—প্রভু করে হায় হায়

ব্যাকুল হ'য়ে গৌর কাঁদে

হরিদাসের সঙ্গ হারাইয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে গৌর কাঁদে [মাতন]

"হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥"

(আ'মরি কি লীলা রে

লীলার,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই—আ'মরি কি লীলা রে

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

গৌর-ভক্তবাৎসল্যের—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
পরাণ-গৌরাঙ্গ-লীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই)

ভাসি' দু'টী নয়ন-ধারায়

ভক্ত-বিরহে হিয়া জর জর—ভাসি' দু'টী নয়ন-ধারায়

"আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥"

(কেউ কি শুনেছ কোথা'

এমন,—কারুণ্য-অবতার-কথা—কেউ কি শুনেছ কোথা')

"আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা-আবরণ কৈল ॥"

(ভক্ত-বাৎসল্যের নিদর্শন

সিন্ধুতীরে বিরাজিত,—ভক্তবাৎসল্যের নিদর্শন)

দেখ দেখ ভাই রে

শ্রী,—হরিদাসের সমাধি—দেখ দেখ ভাই-রে

শ্রী,—হরিদাসের সমাধি

ভক্ত-বাৎসল্যের অবধি—শ্রী,—হরিদাসের সমাধি

[মাতন]

ভাই সব কর দরশন
কর সবে দরশন

জগজন কর দরশন

ভক্ত-বাৎসল্যের নিদর্শন—জগজন কর দরশন

[মাতন]

(এই সমাধি কর দরশন

ভক্ত-বাৎসল্যের নিদর্শন—এই সমাধি কর দরশন)

[মাতন]

—০—

সমাধি পরিক্রমা

—০—

"তাঁহা বেড়ি' প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিল স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥"

(বড় আশ' মিটাইছে

হরিদাসের,— পদজলে কেলি করিছে—বড় আশ' মিটাইছে

তা'রি ত' অনুভব আছে

এতে,—গৌর কত সুখ পায়—তা'রি ত' অনুভব আছে
এ,—গৌর যে হৃদে ধরিছে—তা'রি ত' অনুভব আছে

সেই ত' ভোগ করিছে
সমুদ্র-জলে কেলি করে

গৌর সহ পরিকরে—সমুদ্র-জলে কেলি করে

গৌর জল-কেলি করে

হরিদাস-পদ-পরশে— গৌর জল-কেলি করে

জলকেলিয়া গৌর গুণমণি

হরিদাসের পাদোদক জানি—জলকেলিয়া গৌর গুণমণি)

সবে,—জলকেলি করে হরষে

হরিদাসের পদজল-পরশে—সবে,—জলকেলি করে হরষে

(যাই হরিদাস বলিহারি

জয়—ভক্তবৎসল গৌরহরি —যাই হরিদাস বলিহারি [মাতন]

জয় ঠাকুর হরিদাস

নাম-মহিমা কৈলা প্রকাশ—জয় ঠাকুর হরিদাস [মাতন]

বল জয় গৌরহরি

হরিদাসের বাসনা পূরণকারী—বল জয় গৌরহরি) [মাতন]

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥"

—o—

সিংহদ্বারে গমন ও কীর্ত্তন

—o—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

("জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈত-প্রিয় নিত্যানন্দ-প্রিয় জয়॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর শ্রীহরিদাস-নাথ।
জয় গদাধর-প্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ॥
জয় কাশীশ্বর-প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে
সমুদ্রে করিল স্নান জলকেলি রঙ্গে॥")
"হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে॥"

(সবাই বলে জয় গৌরহরি

মধুর-নীলাচল ভরি'—সবাই বলে জয় গৌরহরি [মাতন]
হরিদাসের বাসনা-পূরণকারী—সবাই বলে জয় গৌরহরি) [মাতন]

"হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে॥
এই—সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঁঞি।
(আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥)
আচল পাতিয়া ভিক্ষা মাগয়ে এথাই॥
তবে,—হরিদাসঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত' আমারে॥"

(যাই রে লীলার বলিহারি

প্রেমাবতার গৌরহরির—যাই রে লীলার বলিহারি)

এই জগন্নাথের সিংহদ্বারে
আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে

(মহাপ্রভু এই সিংহদ্বারে—আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে
প্রাণগৌর এই সিংহদ্বারে—আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে
ভকতবাৎসল্য-ভরে—গৌর আমার,—আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে)

আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে

ভক্ত-বৎসল গৌরহরি—আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে
(হরিদাসের মহোৎসবের তরে—প্রভু আমার,—আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে

প্রভু আমার ভিক্ষা ক'র্ছেন

জগন্নাথের এই সিংহদ্বারে—প্রভু আমার ভিক্ষা ক'র্ছেন

ভক্তবাৎসল্যের বলিহারি যাই

ভক্তবৎসল চৈতন্য-গোসাঞি—ভক্তবাৎসল্যের বলিহারি যাই

বলে দে দে,—পসারি আমায় ভিক্ষা দে রে

গৌর আমার,—অাঁচল পে'তে ভিক্ষা করে—বলে দে দে,—পসারি আমায়-

ভিক্ষা দে রে

ভক্তবৎসল গৌরহরি বলে—দে দে,—পসারি আমায় ভিক্ষা দে রে)

পসারি আমায় ভিক্ষা দে রে

গৌর,—দাঁড়ায়ে বলে এই সিংহদ্বারে—পসারি আমায় ভিক্ষা দে রে

হরিদাসের মহোৎসবের তরে—পসারি আমায় ভিক্ষা দে রে [মাতন]

(জগন্নাথের সিংহদ্বারে,—গৌরাঙ্গ ভিখারী

সিংহদ্বারে গৌর-ভিখারী)

আজ,—বিশ্বম্ভর ভিখারী

বিশ্বের পালন-পোষণ-কর্ত্তা—সেই,—বিশ্বম্ভর ভিখারী

হরিদাসের প্রেমে বাঁধা পড়ি'—আজ,——বিশ্বম্ভর ভিখারী

যাই রে লীলার বলিহারি—আজ,—বিশ্বম্ভর ভিখারী

(কেউ কি ভাই দেখেছ তোমরা

ত্রিকালসত্য গৌরলীলা—কেউ কি ভাই দেখেছ তোমরা

আজ,—হরিদাসের নির্য্যাণের তিথি

সিংহদ্বারে পসারির ঠাঞি বলে—আজ,—হরিদাসের নির্য্যাণের তিথি

গৌর আমার ভিক্ষা ক'র্ছেন

জগন্নাথের এই সিংহদ্বারে—গৌর আমার ভিক্ষা ক'র্ছেন

দেখা দাও গৌর-ভিখারী

হরিদাসের প্রেমে বাঁধা পড়ি,—দেখা দাও গৌর ভিখারী

হৃদি-পটে এঁ্যাকে ল'ব

ভক্ত বাৎসল্যের নিদর্শন—হৃদি-পটে এঁ্যাকে ল'ব

ভাগ্যবান্‌-জনে দে'খ্‌ছে

ত্রিকালসত্য-লীলায়—ভাগ্যবান্‌-জনে দে'খ্‌ছে
গৌরাঙ্গ-ভিখারীকে —ভাগ্যবান্‌-জনে দে'খ্‌ছে।

এ কি ভক্তবাৎসল্য রে

আ'মরি ম'রে যাই—এ কি ভক্তবাৎসল্য রে

জগজনে এই ত' জানে

দাস প্রভুর সেবা করে—জগজনে এই ত' জানে

এ কথা কি শুনেছ

প্রভু দাসের সেবা করে—এ কথা কি শুনেছ

বড় সেবক গৌর আমার

ঠাকুর-শ্রীহরিদাসের—বড় সেবক গৌর আমার

হরিদাসের সেবা কৈলা

পরাণ-গৌরাঙ্গ আমার—হরিদাসের সেবা কৈলা

(অশেষ-বিশেষে সেবা করে

আজ প্রভু দাসকে—অশেষ-বিশেষে সেবা করে

ভক্তসেবা দেখ ভাই

আমার গৌরাঙ্গ-সুন্দরের—ভক্তসেবা দেখ ভাই।

হরিদাসের সেবা কৈলা

নিতুই নিতুই দর্শন দিয়া—হরিদাসের সেবা কৈলা

'সেবা' অর্থ সুখ দেওয়া
হরিদাসের,—দে'খ্‌তে কি সাধ ছিল না

মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথে—হরিদাসের,—দে'খ্‌তে কি সাধ ছিল না

প্রাণে প্রাণে সাধ ছিল
অচলে দে'খ্‌তে সাধ ছিল

সচল এসে সাধ মিটাল—অচলে দে'খ্‌তে সাধ ছিল [মাতন]
তাই বলি,—দর্শন দিয়ে ক'র্‌লেন সেবা
আবার,—সিদ্ধ-বকুলরূপে ক'র্‌লেন সেবা

রৌদ্র-বর্ষা হ'তে,—হরিদাসে রক্ষা ক'রে—আবার,—সিদ্ধ-বকুলরূপে-

ক'র্‌লেন সেবা

প্রকট লীলার এই দুই সেবা

অপ্রকটে কত সেবা

কোলে করি' নাচিলা

হরিদাসের দেহ ল'য়ে—কোলে করি' নাচিলা

নিজ-হস্তে বালু দিলা

তাঁর পিণ্ডা বাঁধাইলা

আজ,—আঁচল পে'তে ভিক্ষা করে

আরো সেবা আছে ভাই

পরে পরে শু'ন্‌তে পাবে—আরো সেবা আছে ভাই

কা'র গুণ গাইব রে

দাসের গুণ কি প্রভুর গুণ—কা'র গুণ গাইব রে

গাইব বল কা'র গুণ

গুণেতে কেউ নয় ঊন—গাইব বল কা'র গুণ

কত-গুণের প্রভু আমার

শচী-দুলাল গৌরহরি—কত-গুণের প্রভু আমার

সাধে কি,—গুণ শুনি' শিলা গলে

এত,—গুণনিধি না হইলে—সাধে কি,—গুণ শুনি' শিলা গলে

"শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আইসে সবে আনন্দিত হৈয়া॥"

পসারির ভাগ্যের সীমা নাই

যা'দের কাছে,—ভিক্ষা মাগে চৈতন্য গোসাঞি—পসারির ভাগ্যের সীমা নাই

"স্বরূপ গোসাঞি পসারিরে নিষেধিলা।"

(বড়ই ব্যাকুল দে'খে

হরিদাসের নির্য্যাণেতে—বড়ই ব্যাকুল দে'খে)

"চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিলা ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইলা।"

বড়ই উন্মাদনা দে'খে
বড়ই ব্যাকুল দে'খে

হরিদাসের বিরহে—বড়ই ব্যাকুল দে'খে

"স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইলা।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গেতে রাখিলা ॥
স্বরূপ গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
একএক দ্রব্যের একএক পুঞ্জা আনি' দেহ মোরে ॥
এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বাঁধাইয়া।
লঞা আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া ॥"

বলে,—জয় হরিদাস বলিহারি

তোমার,—প্রেমের দায়ে গৌর ভিখারী—বলে,—জয় হরিদাস বলিহারি

"বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥"

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

গৌরের ভক্ত-বাৎসল্য-লীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
(ভকত-বাৎসল্যের—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

যাই রে লীলার বলিহারি
যাই যাই বলিহারি

ভকত-বাৎসল্য-লীলার—যাই যাই বলিহারি
বালাই লইয়া মরি—যাই যাই বলিহারি
গৌরের,—ভক্তবাৎসল্য-লীলার—যাই যাই বলিহারি)

পরিবেষ্টা গৌরহরি

হরিদাসের মহোৎসবে—পরিবেষ্টা গৌরহরি

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।"

ভূরিদাতা প্রভু রে

(পরাণ-গৌরাঙ্গ আমার—ভূরিদাতা প্রভু রে)
প্রাণ গৌর বিশ্বম্ভর—ভূরিদাতা প্রভু রে
প্রেমাবতার গৌরহরি—ভূরিদাতা প্রভু রে

আমার,—ভূরিদাতা গৌরহরি

চির,—অনর্পিত অর্পণকারী—আমার,—ভূরিদাতা গৌরহরি

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।
একএক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥
স্বরূপ কহে—প্রভু, বসি' কর দরশন।
আমি ইহাঁ সবা লঞা করি পরিবেশন ॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিন কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইল প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া ॥
পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল ॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সবার করাইল ভোজন।
'দেহ দেহ' বলি' প্রভু বলেন বচন ॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥
প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মনপ্রাণ ॥"

শ্রীমুখে প্রাণ-গৌর বলে

নিজভক্ত-মহিমা জানাইতে—শ্রীমুখে প্রাণ-গৌর বলে

আমার,— "হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যেই তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন ॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মহোৎসবে যেই করিল ভোজন ॥

"অচিরে হইবে তা' সবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
আমার,—হরিদাস-দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥"

ব্যাকুল হ'য়ে গৌর কাঁদে

স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠধরি'—ব্যাকুল হ'য়ে গৌর কাঁদে

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

আজ,—আপনি ভোগ করিছেন প্রভু

ভক্ত-বিরহে কত দুঃখ তাই—আজ,—আপনি ভোগ করিছেন প্রভু

জানাইলেন রামরায়ের মুখে

ভক্ত-বিরহই শ্রেষ্ঠ-দুঃখ—জানাইলেন রামরায়ের মুখে

আজ,—আপনি তা' ভোগ করিছেন

ব্যাকুল হ'য়ে গৌর বলে

"হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনু রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥"

পৃথিবী রত্ন-শূন্য হইল

হরিদাস ছেড়ে গেল,—পৃথিবী রত্ন-শূন্য হইল

"হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণে বাঁচা ভার রে।
দিনে রেতে নাম শুনাত তিন-লক্ষবার রে॥" [মাতন]

প্রাণ-গৌর কেঁদে আকুল হ'ল

আমায়,—আর নাম কে শুনাবে বল

হরিদাস ছেড়ে গেল—আমায়,—আর নাম কে শুনাবে বল

"জয় হরিদাস বলি' কর জয়ধ্বনি।"

সবে মিলি হরি বল

আপনি বলেন গৌরহরি—সবে মিলি' হরি বল

হরিদাসের জয় দিয়ে —সবে মিলি' হরি বল [মাতন]

"জয় হরিদাস বলি' কর জয় ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥"

গৌর নাচে হেলে দুলে

জয় হরিদাস ব'লে—গৌর নাচে হেলে দুলে [মাতন]

"সবে গায় জয় জয়, জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিলা প্রকাশ॥"

বলে,—জয় ঠাকুর হরিদাস

নাম-মহিমা কৈলা প্রকাশ —বলে,—জয় ঠাকুর হরিদাস [মাতন]

জয় হরিদাস বলিহারি

নাম-মহিমা-প্রচারকারী—জয় হরিদাস বলিহারি [মাতন]

(জয়,- ভক্তবৎসল গৌরহরি

জয় হরিদাস বলিহারি—জয়,—ভক্তবৎসল গৌরহরি) [মাতন]

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল [মাতন]

—॰—

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—

প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয়!

প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়!

করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয়!

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয়!

খোল-করতালকী জয়!

শ্রীনবদ্বীপধামকী জয়!

শ্রীনীলাচলধামকী জয়!

শ্রীবৃন্দাবনধামকী জয়!

চারিধামকী জয়!

চারি-সম্প্রদায়কী জয়!

অনন্ত-কোটি-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয় !
শ্রীশ্রীহরিদাসঠাকুর-মহারাজকী জয় !
আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয় !
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন—
শিশুপশুপালক-বালকজীবন-শ্রীমদ্‌রাধারমণকী জয় !

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল

—০—

(পুরী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া উক্ত কীর্ত্তনের পর নিম্নোক্ত আপেক্ষ :—)

—০—

সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা
তখন জনম হয় নাই
যখন গৌরের প্রকটবিহার—তখন জনম হয় নাই
দেখিতে ত' পাই নাই
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা— দেখিতে ত' পাই নাই
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—পাষাণ-গলান-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই
স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই
দেখা শুনা হয় নাই
গমনে নটন বচনে গান—দেখা শুনা হয় নাই
বড়ই ব্যথা বুকের মাঝে
শুনেছিলাম শ্রীগুরু-শ্রীমুখে
ত্রিকালসত্য গৌরলীলা—শুনেছিলাম শ্রীগুরু-শ্রীমুখে
সেই কথা হৃ'দে ধ'রে
যাই আমরা ভাই ভাই মিলে
গৌরের যখন যেখানে যে লীলাকাল—যাই আমরা ভাই ভাই মিলে
এই ত' আমরা গিয়াছিলাম
হরিদাসের নির্য্যাণোৎসবে—এই ত' আমরা গিয়াছিলাম

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

সিংহদ্বারে গৌর-ভিখারী—বড় সাধ দে'খ্‌ব বলে

সিংহদ্বারে গৌর-ভিখারী

হরিদাসের প্রেমে বাঁধা পড়ি—সিংহদ্বারে গৌর-ভিখারী [মাতন]

গৌর দে'খ্‌তে পেলাম না

মহাপ্রসাদ ভিক্ষা হ'ল বটে—গৌর দে'খ্‌তে পেলাম না

আবার প্রাণে আশা জাগিল

নিশ্চয় দে'খ্‌তে পা'ব

মহামহোৎসবের কালে—নিশ্চয় দে'খ্‌তে পা'ব

মহামহোৎসবের কালে'—

ঠাকুর-শ্রীহরিদাসের—মহামহোৎসবের কালে

নিশ্চয় দে'খ্‌তে পা'ব

গেলাম শ্রীউৎসবস্থানে

ক্রমে ক্রমে হ'ল সমাগত

বৈষ্ণব-গোসাঞি শত শত—ক্রমে ক্রমে হ'ল সমাগত

বসিলেন সবে সারি সারি

হতাশ-প্রাণে আশা জাগিল

এবার বুঝি দে'খ্‌তে পা'ব

চিতচোর-প্রাণগৌরাঙ্গ—এবার বুঝি দেখ্‌তে পা'ব

উৎসব-পংক্তিতে ঘু'র্‌তে লা'গ্‌লাম

কতই না খুঁজিলাম

কোথায় করেন পরিবেশন

ভক্তবৎসল-শচীনন্দন—কোথায় করেন পরিবেশন

কোথায় পরিবেশন করে

প্রাণে প্রাণে ডা'ক্‌লাম

কোথা বা আছে হে

দেখা দাও দয়া করি'

পরিবেষ্টা গৌরহরি—দেখা দাও দয়া করি' [মাতন]

কই দে'খ্‌তে ত' পেলাম না
গৌর দে'খ্‌তে পেলাম না

মহামহোৎসব শেষ হ'ল—গৌর দে'খ্‌তে পেলাম না
যা'রে দে'খ্‌তে নীলাচলে গেলাম—সেই,—গৌর দে'খ্‌তে পেলাম না

ব্যাকুল হ'য়ে ডা'ক্‌লাম
কে আমারে দেখাইবে

কে এমন বান্ধব আছে—কে আমারে দেখাইবে

আমার ব'ল্‌তে আর কে আছে
পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব
ওগো তুমি কোথায় গো
কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

কোথা নীলাচল সেথা কি বা লীলা—কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না
(কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ—কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না)

নিজ-গুণে ল'য়ে গেলে

অহৈতুকী-কৃপা-স্বভাবে—নিজগুণে ল'য়ে গেলে
(সংসার-কূপ হ'তে তুলে—নিজ-গুণে ল'য়ে গেলে)

গৌরলীলা জানাইলে
(এনেছ যদি নিজ-গুণে
ভকতবাৎসল্য-লীলা
হৃদিপটে এঁ্যাকে দাও)
দেখা'বে ব'লে ব'লেছিলে
ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে
লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

প্রাণের প্রাণ গৌর ল'য়ে—লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

একবার দেখা দাও

হরিদাসের নির্য্যাণোৎসবে—একবার দেখা দাও
পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—একবার দেখা দাও

হৃদিপটে এঁ্যাকে নে'ব

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহার—হৃদিপটে এঁ্যাকে নে'ব

পাগল হ'য়ে গাইব

জয় হরিদাস বলিহারি

জয় ভক্তবৎসল-গৌরহরি—জয় হরিদাস বলিহারি

[মাতন]

দেখা ত' দিলে না

কেন বা দেখা দিবে

আমি স্বতন্তরী অপরাধী—কেন বা দেখা দিবে

তোমার,—আজ্ঞা পালন করি নাই—কেন বা দেখা দিবে

এই কৃপা কর হে

দেখা না দাও দুঃখ নাই—এই কৃপা কর হে

তোমার চরণ হৃ'দে ধরি'

যেন,—নিশিদিশি ঝু'র্‌তে পারি

গৌরের,—ভক্তবাৎসল্য স্মঙরি—যেন,—নিশিদিশি ঝু'র্‌তে পারি

যেন,—কেঁদে কেঁদে জনম যায়

এই কৃপা কর হে—যেন,—কেঁদে কেঁদে জনম যায়

যেন,—প্রাণে প্রাণে রা'খতে পারি

তোমার অমূল্য-দান—যেন,—প্রাণে প্রাণে রা'খ্‌তে পারি

তোমার অমূল্য-দান

শ্রীহরিদাসের সেবা—তোমার অমূল্য-দান

অযোগ্যকে ক'রেছ দান—তোমার অমূল্য-দান

তা'র কি অধিকার

মায়াগুরুর সেবায়—তা'র কি অধিকার

মায়ার,—লাথি খাওয়া স্বভাব যা'র—তা'র কি অধিকার

অযোগ্যকে ক'রেছ দান

তোমার অমূল্য-নিধি—অযোগ্যকে ক'রেছ দান

অহৈতুকী-কৃপা-স্বভাবে—অযোগ্যকে ক'রেছ দান

এই কৃপা কর হে

যেন,—বুকে ধ'রে ম'র্‌তে পারি

তোমার অমূল্য-দান—যেন,—বুকে ধ'রে ম'র্‌তে পারি

তোমার,—কৃপাদত্ত-নামে হ'য়ে বলী—যেন,—বুকে ধ'রে ম'র্‌তে পারি

এই কৃপা কর স'বে

মহানগরী-বাসী নরনারী—এই কৃপা কর স'বে

(ওগো গঙ্গাতীরবাসী—এই কৃপা কর স'বে

নিতাই গৌর,—পদাঙ্কিত-ভূমিনিবাসী—এই কৃপা কর স'বে

নিশিদিশি ঝুরে মরি

গুরু-চরণ হৃ'দে ধরি'—নিশিদিশি ঝুরে মরি

গৌরের,—ভক্তবাৎসল্যলীলা স্মঙরি—নিশিদিশি ঝুরে মরি

এই কৃপা কর স'বে

এসেছে কাঙ্গাল তোমাদের দ্বারে

ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে—এসেছে কাঙ্গাল তোমাদের দ্বারে

আর কিছু চায় না ভিখারী

দয়া ক'রে নাম শুনাও

কা'রো কথা শুনো না

নাম-ভুলা'বার অনেক আছে—কা'রো কথা শুনো না

নিজধর্ম্ম ভুলো না

দেখি' মায়ার ছলনা—নিজধর্ম্ম ভুলো না

আত্মরক্ষা কর ভালমতে

কামিনী-কাঞ্চনের হাত হ'তে—আত্মরক্ষা কর ভালমতে

যদি,—সেবা-সুখভোগে সাধ থাকে—আত্মরক্ষা কর ভালমতে

যদি,—প্রাকৃত-ভোগে মাত তবে

সেবাসুখে বঞ্চিত হ'বে

সুদুর্ল্লভ হরিদাসের—সেবাসুখে বঞ্চিত হ'বে

সুদুর্ল্লভ হরিদাসের সেবা

হরিদাস-ঠাকুর হন

জগৎ-সেব্য-গৌরের সেব্য-ধন—হরিদাস ঠাকুর হন

সাবধানে কর ভাই

গৌরের সেব্য-স্বরূপের সেবা—সাবধানে কর ভাই
শ্রীগুরুচরণ ধরি' হিয়ায়—সাবধানে কর ভাই
আমার শ্রীসেবা-ভাগ্য নাই— তোমরা,—সাবধানে কর ভাই

"শ্রীসেবা-ভাগ্য নাই মুঞি অভাগিয়া।
সুখী হব সুসেবা-বার্ত্তা পাইয়া॥" [মাতন]

(পাগল হ'য়ে বেড়াই মোরা

ভাই ভাই একপ্রাণে—পাগল হ'য়ে বেড়াই মোরা

জয়'—ভক্তবৎসল গৌরহরি

জয় হরিদাস বলিহারি—জয়,—ভক্তবৎসল গৌরহরি [মাতন]

গৌর আমার,—হরিদাসের উৎসব করে

সিংহদ্বারে ভিক্ষা ক'রে—গৌর আমার,—হরিদাসের উৎসব করে)

প্রাণভ'রে গাও ভাই

হরিদাসের সেবা-বল পে'য়ে—প্রাণভ'রে গাও ভাই

(প্রাণ ভ'রে গান করি

গুরু-চরণ হৃ'দে ধরি'—প্রাণভ'রে গান করি
তাঁর কৃপাদত্ত নাম—প্রাণভ'রে গান করি)

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল [মাতন]
শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল

—०—

শ্রীশ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদের
সূচক-কীর্ত্তন

(গুরুপূর্ণিমা)

শ্রীশ্রীহরিদাস-ঠাকুর-মঠ

—·—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল"
"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

—·—

(১)

আহা,—"রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।"

শ্রীসনাতন বন্দীশালে

শ্রীরূপের বৈরাগ্যকালে—শ্রীসনাতন বন্দীশালে [মাতন]

"বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।"

আক্ষেপিছেন এই ভাবে

সনাতন বন্দীশালে—আক্ষেপিছেন এইভাবে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বলে,—"রূপেরে করুণা করি', ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥"

ত্রাণ কৈলা গৌরহরি

শ্রীরূপেরে করুণা করি'—তুমি,—ত্রাণ কৈলা গৌরহরি

"মো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥"

আমাকে না স্মরণ কৈলে

আমি,—বন্দী হইলাম বন্দীশালে—আমাকে না স্মরণ কৈলে

"মো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥"

রূপেরে উদ্ধার কৈলে

গৌরহরি দয়া ক'রে—রূপেরে উদ্ধার কৈলে
সংসার-পারাবার হ'তে—রূপেরে উদ্ধার কৈলে
এ-অধমে কি ভুলে গেলে—রূপের উদ্ধার কৈলে

যদি পড়িতাম তোমার স্মরণে

ঘুচিত মায়ার বন্ধনে—যদি পড়িতাম তোমার স্মরণে

না না প্রভু, তোমার কোন দোষ নাই

অপার,—করুণা-বারিধি গৌরহরি—না না প্রভু,—

তোমার কোন দোষ নাই

আমার,—কর্ম্মফল ভোগ ক'র্‌ছি

তোমার কোন দোষ নাই ছিঃ ছিঃ—আমার,—কর্ম্মফল ভোগ ক'র্‌ছি
আপন-দোষে বঞ্চিত আমি—আমার,—কর্ম্মফল ভোগ ক'র্‌ছি

"মোর কর্ম্ম দোষ ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বাঁধে,
আমায়,—"রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি'।"

নিজ-কর্ম্মে নিজে বাঁধা

কোন দোষ নাই তোমার—নিজ-কর্ম্মে নিজে বাঁধা
অধিকার নাই ছিঁড়ে যা'বার—নিজ-কর্ম্মে নিজে বাঁধা

আমায়,—"রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।"

"আপনে করুণা-পাশে, দৃঢ় করি' ধরি' কেশে,
চরণ-নিকটে লেহ তুলি ॥"

বিলাপিছেন সনাতন

বন্দীশালে ব্যাকুল হ'য়ে—বিলাপিছেন সনাতন

আর আমার কেউ নাই হে

বন্দীশালে সনাতন কাঁদে—আর আমার কেউ নাই হে

গৌরহরি তোমা বিনে—আর আমার কেউ নাই হে

এই-সংসার,—কূপ হ'তে তুলে নিতে—আর আমার কেউ নাই হে

দারুণ,—সংসার-কূপ হ'তে তু'ল্‌তে—আর আমার কেউ নাই হে

করুণ-স্বরে সনাতন কাঁদে—আর আমার কেউ নাই হে

পতিতপাবন তুমি বিনে—আর আমার কেউ নাই হে

চরণ-নিকটে লেহ তুলি' ॥"

চরণ-নিকটে লেহ তুলি'

গৌরহরি দয়া করি'—চরণ-নিকটে লেহ তুলি'

আর আমায় রেখো না ফেলি'—চরণ-নিকটে লেহ তুলি' [মাতন]

আমার,—সেই দশা হ'য়েছে প্রভু

তুমি,—সকলই জান তবু জানাই—আমার,—সেই দশা হ'য়েছে প্রভু

সেই দশা হ'য়েছে আমার

হা গৌর প্রাণ গৌর—সেই দশা হ'য়েছে আমার

"পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,"

কোন-দিকে পথ নাই

আমার,—সেই দশা হ'য়েছে প্রভু

আমার সেই,—হরিণীর দশা হ'য়েছে প্রভু

আমার,—সেই হরিণীর দশা হ'য়েছে

আমার ঘা'ধার,—উপায় নাই কোন-দিকে—আমার,—সেই-

হরিণীর দশা হ'য়েছে

আমায়,—এ-বিপদে উদ্ধার কর—আমার,—সেই হরিণীর দশা হ'য়েছে

"এইবার কর পরিত্রাণ ॥"

গৌর,—তোমা বিনে কে আছে জগতে

আমায়,—এ-বিপদে উদ্ধারিতে—গৌর,—তোমা বিনে কে আছে জগতে

আমায়,—"এইবার কর পরিত্রাণ ॥

জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।"

পতিত-উদ্ধার প্রভু তুমি

সেই ভরসায় দাবী করি—পতিত-উদ্ধার প্রভু তুমি

"এ-দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনে নাহি হেন আর ॥"

আর আমার কেউ নাই

আমার,—আর কেউ নাই গৌরহরি

এ-বিপদে ত্রাণকারী—আমার,—আর কেউ নাই গৌরহরি
তোমা বিনে ও করুণা-বারিধি—আমার,—আর কেউ নাই-গৌরহরি [মাতন]

এইরূপে বিলাপিছেন

সনাতন বন্দীশালে—এইরূপে বিলাপিছেন

বিলাপিছেন সনাতন

এইরূপে বন্দীশালে—বিলাপিছেন সনাতন

"হেনকালে একজনে, অলখিতে সনাতনে,
পত্রী দিলা রূপের লিখন।"

আর কি প্রভু রইতে পারে

সনাতন কাঁদে কাতরে—আর কি প্রভু রইতে পারে

সনাতনে আকর্ষিলেন

শ্রীরূপের পত্রী-দ্বারে—সনাতনে আকর্ষিলেন

শ্রীরূপের পত্রী-দ্বারে

সংসারের অনিত্যতা-সূচক—শ্রীরূপের পত্রী-দ্বারে

এইরূপে পত্রী লেখা
যদুপতেঃ ক গত মধুপুরী
এই সেই পত্রীর মর্ম্ম
ত্বরা করি' আইস হে

নশ্বর জগত বটে—ত্বরা করি' আইস হে
কৃষ্ণ-ভজন কর্ত্তব্য জীবের—ত্বরা করি' আইস হে

অনিত্যতা-বার্ত্তা জানায়ে

এ-সংসার-পারাবারের—অনিত্যতা-বার্ত্তা জানায়ে

"পত্রী দিলা রূপের লিখন।
এ-রাধাবল্লভ-দাসে, মনে হইল আশ্বাসে,"

আশ্বাস হ'ল সনাতন মনে

শ্রীরূপের পত্রী পে'য়ে—আশ্বাস হ'ল সনাতন মনে
শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা জে'নে—আশ্বাস হ'ল সনাতন মনে

সনাতন,—"পত্রী পড়ি' করিলা গোপন॥"

—০—

(২)

"শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞি,
পাত্সার উজীর হৈয়াছিলা।"

বাদ্শা শ্রীহোসেন্সার

"পাত্সার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হইতে পলাইয়া,"

আর কি সনাতন রইতে পারে

গৌরহরি ডেকেছেন তা'রে—আর কি সনাতন রইতে পারে
'গৌরহরি ডেকেছেন তা'রে'—
শ্রীরূপের পত্রী-দ্বারে—গৌরহরি ডেকেছেন তা'রে

আর কি সনাতন রইতে পারে
তা'র কি বন্ধন থা'কৃতে পারে
গৌরহরি ডেকেছেন যা'রে—তা'র কি বন্ধন থা'কৃতে পারে
বেঁধে রা'খ্‌বে তা'রে কোন-বন্ধনে
গৌর বেঁধেছে যা'রে নয়ন-কোণে—বেঁধে রা'খ্‌বে তা'রে কোন-বন্ধনে
আর কি রহিতে পারে
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের পাগল—আর কি রহিতে পারে [মাতন]

"শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হইতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা ॥"

শুনিয়াছেন সনাতন
প্রভু গিয়াছিলেন বৃন্দাবন—শুনিয়াছেন সনাতন
গিয়াছিলেন বৃন্দাবন
ঝারিখণ্ড-পথ দিয়ে—গিয়াছিলেন বৃন্দাবন
ফিরিয়াছেন ব্রজ হ'তে
মিলিয়াছেন শ্রীরূপের সাথে
প্রয়াগে ত্রিবেণী-তীরে—মিলিয়াছেন শ্রীরূপের সাথে
পাঠায়েছেন তা'রে ব্রজপুরে
ফিরিতেছেন নীলাচলে
এত শুনি সনাতন
পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌লেন পথে
মুক্ত হ'য়ে বন্দী হ'তে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌লেন পথে
প্রাণ-গৌরাঙ্গ-অনুরাগে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌লেন পথে
দীনহীন-কাঙ্গালের বেশে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌লেন পথে
হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌লেন পথে [মাতন]
মনে মনে গণে সদাই
কতক্ষণে প্রভুর দেখা পাই—মনে মনে গণে সদাই

সনাতনের দেহ-স্মৃতি নাই

আহার নাই নিদ্রা নাই—সনাতনের দেহ-স্মৃতি নাই

অনশনে শীর্ণ তনু

প্রাণ-গৌরাঙ্গ-অনুরাগে—অনশনে শীর্ণ তনু

চ'লেছে গৌর-প্রেমের পাগল

আহার নাই নিদ্রা নাই—চ'লেছে গৌর-প্রেমের পাগল
দু'নয়নে বহে শতজল—চ'লেছে গৌর-প্রেমের পাগল
দু'নয়নে বহে ধারা অবিরল—চ'লেছে গৌর-প্রেমের পাগল
সোণার গৌর প্রভু ব'লে—চ'লেছে গৌর-প্রেমের পাগল [মাতন]

উপনীত কাশীধামে

হা,—গৌর ব'লে কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে—উপনীত কাশীধামে
অজ্ঞাত-আকর্ষণে—উপনীত কাশীধামে

কে যেন নিল টেনে

সনাতনে কাশীধামে—কে যেন নিল টেনে

এসেছেন প্রাণ-গৌরহরি

ব্রজপুরী হ'তে কাশীপুরী—এসেছেন প্রাণ-গৌরহরি

বুঝি,—সেই টানে আপনি গেছে

প্রাণে প্রাণে টান পড়েছে—বুঝি,—সেই টানে আপনি গেছে

সনাতন,—উপনীত কাশীধামে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আকর্ষণে—সনাতন,—উপনীত কাশাধামে

সেথা পরস্পর শু'ন্‌তে পেলেন
প্রভু আছেন এইখানে
প্রভু আছেন কাশীধামে

শ্রী,—চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের ঘরে—প্রভু আছেন কাশীধামে

তখন,—ত্বরা করি' গেলেন সনাতন

শ্রী,—চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের ভবন—ত্বরা করি' গেলেন সনাতন
ক'র্‌বে ব'লে প্রাণ-গৌর দরশন—ত্বরা করি' গেলেন সনাতন

বসিলেন গিয়া দ্বারদেশে

শ্রী,—চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের ঘরের—বসিলেন গিয়া দ্বারদেশে
প্রাণগৌর-দরশন-আশে—বসিলেন গিয়া দ্বারদেশে
প্রাণ-গৌর-চরণ স্মরিয়ে—বসিলেন গিয়া দ্বারদেশে

ভিতরে ছিলেন প্রাণগৌরাঙ্গ
হঠাৎ,—প্রাণ যেন কেমন হ'ল

প্রাণে প্রাণে টান পড়িল তাই—হঠাৎ,—প্রাণ যেন কেমন হ'ল

জা'ন্‌লেন প্রভু প্রাণে প্রাণে

তা'র প্রাণের সনাতন এসেছে—জা'ন্‌লেন প্রভু প্রাণে প্রাণে
এসেছে আমার সনাতন—জা'ন্‌লেন প্রভু প্রাণে প্রাণে

আদেশিলেন একজনে
আজ্ঞা দিলেন একজনে
যাও যাও ত্বরা ক'রে

এই ঘরের দুয়ারে—যাও যাও ত্বরা ক'রে

দে'খে এস দ্বারদেশে

কে সেথা ব'সে আছে—দে'খে এস দ্বারদেশে
এক-বৈষ্ণব বুঝি ব'সে আছে—দে'খে এস দ্বারদেশে

এক-বৈষ্ণব আছে বসিয়ে

ত্বরা করি' দেখ গিয়ে—এক-বৈষ্ণব আছে বসিয়ে
ত্বরায় দেখ বাহিরে গিয়ে—এক-বৈষ্ণব আছে বসিয়ে

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পে'য়ে

বার্ত্তাবহ গেলেন ত্বরা ক'রে—মহাপ্রভুর আজ্ঞা পে'য়ে

দেখিলেন ব'সে আছে

এক ফকীর দীনবেশে—দেখিলেন ব'সে আছে

ফিরিয়া সে বলিল বার্ত্তা
আসি,'—নিবেদিলেন প্রভুর কাছে

বৈষ্ণব নয় এক দরবেশ আছে—আসি,'—নিবেদিলেন প্রভুর কাছে
এক দরবেশ ব'সে আছে—আসি,'—নিবেদিলেন প্রভুর কাছে

দ্বারে আছে এক দরবেশ
তা'র, —নিরন্তর ভাবাবেশ—দ্বারে আছে এক দরবেশ

ভাসে দু'টী নয়ন-জলে
হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—ভাসে দুটী নয়ন-জলে

ত্বরা করি' ডাক তা'রে
জানিলেন প্রভু প্রাণে প্রাণে
এ আমারই সনাতন বটে
আসিয়াছে কাঙাল সে'জে—এ আমারই সনাতন বটে

আর কি প্রভু রইতে পারে
সনাতন আসিয়াছে দুয়ারে—আর কি প্রভু রইতে পারে

এত বলি গৌরহরি
আগুসরি গেলেন ছুটে
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে—আগুসরি গেলেন ছুটে

আপনি আসিলেন বহির্দ্বারে
সনাতনে মিলিবার তরে —আপনি আসিলেন বহির্দ্বারে

বাহু পসারি' ছুটিলেন প্রভু
এস' আমার সনাতন ব'লে—বাহু পসারি' ছুটিলেন প্রভু

স্বর শুনি' সনাতন
চিনিতে পারিলেন
আমার প্রভুর কণ্ঠস্বর—চিনিতে পারিলেন

অম্‌নি চেয়ে দে'খ্‌লেন
সম্মুখে সেই প্রাণের ঠাকুর—অম্‌নি চেয়ে দে'খ্‌লেন

দূর হ'তে দে'খ্‌তে পেয়ে
সনাতন নিজ-প্রাণনাথে—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'য়ে

ব্যাকুল হ'য়ে উ'ঠ্‌ল কেঁদে
এতদিনে দয়া হ'ল কি ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে উ'ঠ্‌ল কেঁদে

"কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা ॥"

"ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি"

আমার প্রভু সনাতনের

"ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে ॥"

আমার প্রভু সনাতনের
বয়ান ভাসে নয়নজলে

শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন চেয়ে—বয়ান ভাসে নয়নজলে

"নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।"

মুখের কথায় কি গৌর মিলে

এত অনুরাগ না হ'লে—মুখের কথায় কি গৌর মিলে

"নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুইগুচ্ছ তৃণ করি', একগুচ্ছ দন্তে ধরি,"

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

প্রাণ-গৌরাঙ্গগণের দৈন্যের—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

গৌরগণের নিজস্বধন

গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি—গৌরগণের নিজস্বধন
ভক্তিরাজ্যের দৈন্যরতন—গৌরগণের নিজস্বধন

এ দৈন্য কি আর জগতে আছে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের দাস বিনে—এ দৈন্য কি আর জগতে আছে
গৌরহরি বশ এই দৈন্যেতে—এ দৈন্য কি আর জগতে আছে

"দুই গুচ্ছ তৃণ করি', এক গুচ্ছ দন্তে ধরি,'
পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে ॥"

যেন,—চির অপরাধীর মত

কোন অপরাধ নাই তবু—যেন,—চির অপরাধীর মত

গৌরদাসের এই ত' স্বভাব

পেয়েও সদা মানে অভাব—গৌরদাসের এই ত' স্বভাব

পড়িল গৌর-পদতলে

ভাসি' দু'টী নয়ন-জলে—পড়িল গৌর-পদতলে

তোমার,—ক্রীতদাস এসেছে ব'লে—পড়িল গৌর-পদতলে [মাতন]

"পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে ॥

দরবেশ-রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি",

প্রভুর ছল ছল আঁখি

সনাতনের বেশ দেখি'— প্রভুর ছল ছল আঁখি

"বাহু পসারিয়া আইসে ধাইয়া।"

আইস আইস আইস ব'লে

আমার প্রাণ সনাতন—আইস আইস আইস ব'লে

অমিয়া মাখান বোলে—আইস আইস আইস ব'লে

প্রেমভরা নেত্রে হে'রে—আইস আইস আইস ব'লে

ভাসি দু'টী নয়নজলে—আইস আইস আইস ব'লে

"বাহু পসারিয়া আইসে ধাইয়া।"

"সনাতনে করে কোলে,"

করুণা-বাহু পসারিয়ে

আইস সনাতন আইস ব'লে—করুণা-বাহু পসারিয়ে

প্রভু আমার,—সনাতনে যায় করিতে কোলে—করুণা-বাহু পসারিয়ে

"সনাতনে করে কোলে, কাতরে গোসাঞি বলে,
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া ॥
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার মন্দ হীন,
নীচ-সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর-জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥"

সনাতন বলেন কাতরে

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

কাতরে সনাতন বলে—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

অস্পৃশ্য পামর মুঞি—আমার তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

যবন-সেবী পামর আমি—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমি—তোমা' স্পর্শের যোগ্য নই

আমি অস্পৃশ্য বিষয়-সেবী—আমি,—তোমা' স্পর্শের যোগ্য নই

আমার পরাণ গৌরাঙ্গগণ

দৈন্য-ভূষণে ভূষিত অনুক্ষণ—আমার পরাণ গৌরাঙ্গগণ

দৈন্য-ভূষণে সদা ভূষিত

প্রাণ-গৌরগণ যত দৈন্য-ভূষণে সদা ভূষিত

সেই দৈন্য স্বভাবেতে

তা'রা আপনাকে হীন মানে

জগৎ তা'দের সর্ব্বোত্তম দেখে—কিন্তু,—তা'রা আপনাকে হীন মানে

জগজীবে সর্ব্বোত্তম দেখে—আর,—তা'রা আপনাকে হীন মানে

দৈন্য সদাই অলঙ্কার

প্রাণ-গৌরগণ-সবাকার—দৈন্য সদাই অলঙ্কার

সেই স্বভাবে সনাতন বলে

"যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥"

মানিলেন না কোন বারণ

গৌরহরি সনাতনের—মানিলেন না কোন বারণ

সনাতনে করেন কোলে

বাহু পসারি' গৌরহরি—সনাতনে করেন কোলে

বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

গৌরহরি সনাতনে—বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

প্রভু বলেন শুন সনাতন

তুমি কর দৈন্য সম্বরণ—প্রভু বলেন শুন সনাতন

তুমি কর দৈন্য সম্বরণ

তোমার দৈন্যে মোর ফাটে মন—তুমি কর দৈন্য সম্বরণ

চেয়েছিলাম তোমার পথ-পানে

আমার,—সনাতন আ'সবে কতক্ষণে—চেয়েছিলাম তোমার পথ-পানে

'আমার,—সনাতন আ'সবে কতক্ষণে'—

ঐ যে,—রূপ গেল ব্রজবনে—আমার,—সনাতন আ'সবে কতক্ষণে

চেয়েছিলাম তোমার পথ-পানে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলা

"ভোট-কম্বল দেখি' গায় প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,"

প্রভু দেখাবেন জগতেরে

নিজ-জন-শ্রীসনাতন-দ্বারে—প্রভু দেখাবেন জগতেরে

ত্যাগ বৈরাগ্য কারে বলে—প্রভু দেখাবেন জগতেরে

তাই মহাপ্রভুর এই রীত

"ভোট-কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।"

প্রাণে প্রাণে জানিলেন

প্রভুর ভাল নাহি লা'গ্ছে

আমার গায়ে ভোট-কম্বল আছে—প্রভুর ভাল নাহি লা'গ্ছে

প্রভুরে নাহিক ভায়

ভোট-কম্বল আমার গায়—প্রভুরে নাহিক ভায়

এ-রাজ্যের এ-রীতি নয়—তাই, প্রভুরে নাহিক ভায়

এ ত' বৈরাগ্যের চিহ্ন নয়

আমার অঙ্গে ভোট-কম্বল হয়—এ ত' বৈরাগ্যের চিহ্ন নয়

মহাপ্রভুর ইচ্ছা নয়

ভোট-কম্বল রাখি গায়—মহাপ্রভুর ইচ্ছা নয়

"লজ্জিত হইলা সনাতন।"

"গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া",

সুরধুনীর তীরে গিয়া

প্রভুর আশয় জানিয়া—সুরধুনীর তীরে গিয়া

"গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কন্থা লঞা,"
বৈরাগ্যের অনুকূল-বেশ—"ছেঁড়া এক কন্থা লঞা,"
প্রভু-স্থানে পুনঃ আগমন ॥"

করুণাসিন্ধু গৌর-অবতার
তা'র,—ভোগ-শেষ রাখেন না আর
কৃপাদিঠে যা'রে হেরে একবার—তা'র,—ভোগ-শেষ রাখেন না আর
প্রভু জানাইলেন জগতেরে
প্রিয়-শ্রীসনাতন-দ্বারে—প্রভু জানাইলেন জগতেরে
আমায় কেউ পে'তে নারে
ভোগ-শেষ থাক্‌লে পরে—আমায় কেউ পে'তে নারে
"প্রভু-স্থানে পুনঃ আগমন ॥"

প্রভুর আনন্দিত মন
আমার মন বুঝেছে সনাতন—প্রভুর আনন্দিত মন
তা'রাই ত' গৌরাঙ্গদাস
প্রভুর মন বুঝে করে কাজ—তা'রাই ত' গৌরাঙ্গদাস
নামে কলঙ্ক রটালাম
গৌর-পরিচয় দিয়ে—নামে কলঙ্ক রটালাম

"গৌরাঙ্গ করুণা করি', রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ-সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,"

ত্বরা করি' যাও ব্রজে
ও প্রাণের সনাতন্—ত্বরা করি' যাও ব্রজে
লুপ্ত-ব্রজ উদ্ধার কর গিয়া
শ্রীরূপে সঙ্গে লইয়া—লুপ্ত-ব্রজ উদ্ধার কর গিয়া
ব্যথা যে লাগিল প্রাণে
প্রভুর এই বাক্য শুনে—ব্যথা যে লাগিল প্রাণে
বিরহ হইবে জে'নে—ব্যথা যে লাগিল প্রাণে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

যা'বার কালে চরণ ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আর,—কতদিনে দে'খ্‌তে পা'ব

হা গৌর প্রাণ গৌর—আর,—কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে

হা গৌর প্রাণ গৌর—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
ঐ হরিবোলা রসের বদন—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে [মাতন]

যায় সনাতন ব্রজের পথে

গৌর-আজ্ঞা ধরি' মাথে—যায় সনাতন ব্রজের পথে
হা গৌর ব'লে কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে—যায় সনাতন ব্রজের পথে

যায় যায় ফি'রে চায়

গৌরমুখচন্দ্র-পানে—যায় যায় ফি'রে চায়

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

প্রাণ,—গোরাচাঁদের বদন হে'রে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কতদিনে দে'খ্‌তে পা'ব ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
পদ আগু ফে'ল্‌তে পিছে পড়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

কেমনে বল চ'ল্‌বে পা

প্রাণ ত' যেতে নাহি চায়—কেমনে বল চ'ল্‌বে পা

প্রাণ ত' যে'তে চায় না

ছেড়ে প্রাণের গৌরাঙ্গসোণা—প্রাণ ত' যে'তে চায় না

"প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে ॥
কভু কাঁদে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,"

তাই প্রেমানন্দে ভাসে

প্রভু ব'লেছেন ব্রজে যে'তে—তাই প্রেমানন্দে ভাসে

"কভু কাঁদে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।"

দেহস্মৃতি নাই রে

গৌর ব'লে সদাই কাঁদে—দেহস্মৃতি নাই রে

"ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ-গুণগাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্ব্বাস ॥"

পরিচয় দেয় লোকের পাশ

পরিধানে ছেঁড়া কাঁথা বহির্ব্বাস—পরিচয় দেয় লোকের পাশ

আমি শ্রীচৈতন্যের দাস—পরিচয় দেয় লোকের পাশ [মাতন]

কেহ,—পরিচয় জিজ্ঞাসিলে বলে—আমি শ্রীচৈতন্যের দাস [মাতন]

লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে—আমি শ্রীচৈতন্যের দাস [মাতন]

"ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা পরা বহির্ব্বাস রে।
লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে মুঞি, চৈতন্যের দাস রে ॥" [মাতন]

তা'রাই ত' চৈতন্যদাস

আদর্শ চৈতন্যদাস

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন—আদর্শ চৈতন্যদাস

আদর্শ গৌরাঙ্গদাস

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন—আদর্শ গৌরাঙ্গদাস

দাস সে'জে লোক ভাঁড়ালাম

নামে কলঙ্ক রটালাম—দাস সে'জে লোক ভাঁড়ালাম

নামে কলঙ্ক রটালাম

দাস ব'লে পরিচয় দিয়ে—নামে কলঙ্ক রটালাম [মাতন]

মন ত' কাঙ্গাল হ'ল না রে

বেশে কাঙ্গাল সাজ্‌লাম বটে—মন ত' কাঙ্গাল হ'ল না রে

"গিয়া গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বৃন্দাবন-মাধুরী দে'খে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বলে,—এ কি কৃপা কৈলে মোরে

পাঠাইলে ব্রজপুরে—বলে,—এ কি কৃপা কৈলে মোরে

তোমার,—অহৈতুকী-কৃপার যাই বলিহারি

আমায় দেখাইলে ব্রজ-মাধুরী—তোমার,—অহৈতুকী-কৃপার যাই-
বলিহারি

ও করুণাবারিধি গৌরহরি—তোমার,—অহৈতুকী-কৃপার যাই বলিহারি

"গিয়া গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।"

না জানি সে কি আনন্দ

রূপ-সনাতনের ব্রজে মিলন-রঙ্গ—না জানি সে কি আনন্দ

অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

"ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধ'রে,
কহে রূপ গদগদ বচন॥"

আনন্দ আর ধরে না রে

গৌর-কৃপা স্মঙরিয়া—আনন্দ আর ধরে না রে

আনন্দ ধরে না মনে

গুণনিধি-রূপ-গোসাঞির—আনন্দ ধরে না মনে

পাইয়া শ্রীসনাতনে—আনন্দ ধরে না মনে

'পাইয়া শ্রীসনাতনে'—

শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপা-বলে—পাইয়া শ্রীসনাতনে

আনন্দ ধরে না মনে

মুখে কথা সরে না রে

শ্রীসনাতনে প্রভুর কৃপা হে'রে—মুখে কথা সরে না রে

গৌর-গুণ স্মরণ ক'রে—মুখে কথা সরে না রে

"কহে রূপ গদগদ বচন॥"

"গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি' ডাকে।"

কাঁদে রে গৌরাঙ্গ-গুণে

রূপ সনাতন ব্রজবনে—কাঁদে রে গৌরাঙ্গ-গুণে

রূপ সনাতন দুইজনে—কাঁদে রে গৌরাঙ্গ-গুণে

নিরজনে বসি' দু'জনে—কাঁদে রে গৌরাঙ্গ-গুণে
পরস্পর গলা ধ'রে—কাঁদে রে গৌরাঙ্গ-গুণে

কাঁদে গৌর-গুণ স্মঙরি'

রূপ সনাতন গলা ধরি'—কাঁদে গৌর-গুণ স্মঙরি'

তা'দের,—দেহ আছে বটে ব্রজবনে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা-ক্রমে—তা'দের,—দেহ আছে বটে ব্রজবনে
তা'দের,—প্রাণ আছে গৌর-চরণে—তা'দের,—দেহ আছে বটে ব্রজবনে

ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে

ব্রজে তা'দের বসতি বটে—কিন্তু,—ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
ব্রজের,—যুগল-বিলাসে ডুবে থেকে—ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
সেই চিত্র স্মরণ ক'রে—ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
'সেই চিত্র স্মরণ ক'রে'—
যা' নীলাচলে দে'খে এসেছে—সেই চিত্র স্মরণ ক'রে

ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
গৌর তা'দের সর্ব্বস্ব-ধন
এই মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে

শ্রীরূপের চৈতন্যাষ্টকে—এই মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে

"হা নাথ হা নাথ বলি' ডাকে।"

কাঁদে গৌর-গুণ স্মঙরি'

রূপ সনাতন গলা ধরি'—কাঁদে গৌর-গুণ স্মঙরি'

বলে,—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে

আমার,—সোণার গৌরাঙ্গ-প্রভু—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
প্রাণ-গৌরাঙ্গ তোমায়—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
হরিবোলা রসের বদন—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
[মাতন]

"হা নাথ হা নাথ বলি' ডাকে।

"ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,"

করেন,—ব্রজবনে মাধুকরী

রাজভোগ দূরে পরিহরি—করেন,—ব্রজবনে মাধুকরী

ব্রজে,—মাধুকরী মে'গে খায়

তা'দেরই চরিত্র তা'দের পরিচয়—ব্রজে,—মাধুকরী মে'গে খায়

নরোত্তম কৈলেন প্রার্থনা

ক'র্‌ব ব্রজে মাধুকরী

ষড়্রস-ভোজন পরিহরি—ক'র্‌ব ব্রজে মাধুকরী

এর আদর্শ শ্রীরূপ সনাতন

যে-প্রার্থনা কৈলেন ঠাকুর-নরোত্তম—এর আদর্শ শ্রীরূপ সনাতন

"ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে কতদিন থাকে ॥
তাহা ছাড়ি' কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি' পুঞ্জে পুঞ্জে
ফলমূল করয়ে ভক্ষণ।"

প্রভু,—পাঠায়েছেন দুইজনে

লুপ্ত-ব্রজ উদ্ধার-তরে—প্রভু,—পাঠায়েছেন দুইজনে

নিজ-শক্তি সঞ্চারিয়ে—প্রভু,—পাঠায়েছেন দুইজনে

ব্রজবনে বিহরে

গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—ব্রজবনে বিহরে

সনাতন মনে মনে গণে

আমায় পাঠায়েছেন প্রভু

ব্রজের,—লুপ্তধন উদ্ধার লাগি'—আমায় পাঠায়েছেন প্রভু

আমি ত' তা' কিছু জানি না

কোথা' কোন-লীলা-ভূমি—আমি ত' তা' কিছু জানি না

ভ্রমে,—গোসাঞি ব্রজের বনে বনে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

গৌর আজ্ঞা শিরে ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

গোসাঞি ব্রজবনে ফিরে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেরে

প্রভু পাঠায়েছেন মোরে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

কোথা' আছ,—কৃষ্ণের লীলাস্থলী
কোথা' বা আছ হে
ওহে কৃষ্ণের লীলাস্থলী—কোথা' বা আছ হে
তোমরা,—কোথা বা আছ হে
কৃপা ক'রে দাও পরিচয়
লীলাস্থলী তোমরা কে কোথায়—কৃপা ক'রে দাও পরিচয়
কোথায় আছ কোন-লীলাস্থলী—কৃপা ক'রে দাও পরিচয়
প্রভু পাঠায়েছেন আমাদের
তোমাদের প্রকাশের তরে—প্রভু পাঠায়েছেন আমাদের
প্রভু পাঠায়েছেন মোরে
তোমাদের প্রকাশের তরে—প্রভু পাঠায়েছেন মোরে
কৃপা ক'রে পরিচয় দাও তোমরা
তোমাদের,—প্রকাশ-তরে প্রভু দিয়েছেন আজ্ঞা—কৃপা ক'রে পরিচয়-
দাও তোমরা
নৈলে,—কেমনে প্রভু-আজ্ঞা পালন ক'র্‌ব—কৃপা ক'রে পরিচয় দাও-
তোমরা
কৃপা ক'রে করাও স্ফুরণ
কিম্বা সাক্ষাৎ দাও দরশন—কৃপা ক'রে করাও স্ফুরণ
এইরূপে ভ্রমে ব্রজবনে
এইরূপে ব্রজবনে ফিরে
দুই গোসাঞি অতি-কাতরে—এইরূপে ব্রজবনে ফিরে
মন নাই আহারেতে
ফলমূল ভক্ষণ করে
কেবল,—দেহরক্ষা ক'র্‌বার তরে—ফলমূল ভক্ষণ করে
'কেবল,—দেহ রক্ষা ক'র্‌বার তরে'—
প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে হ'বে—কেবল,—দেহ রক্ষা ক'র্‌বার তরে
ফলমূল ভক্ষণ করে

"ফলমূল করয়ে ভক্ষণ।"

"উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি' কাঁদে,

এইরূপে থাকে কতদিন ॥"

ব্যাকুল-ক্রন্দনের ফলে

দেখা দিলেন বিগ্রহরূপে

মদনমোহন-স্বরূপে—দেখা দিলেন বিগ্রহরূপে

"কতদিন অন্তর্ম্মনা, ছাপ্পান্নদণ্ড ভাবনা,

চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।

শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে

এমন ক'রে,—তিলে তিলে না ভজিলে—শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে

এমন ক'রে না ডাকিলে—শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে

"স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম-গানে সদা থাকে,"

তা'দের,—বৃথা নিদ্রা নয় ভাই

"স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম-গানে সদা থাকে,

অবসর নাহি এক তিলে ॥

কখনও বনের শাক, অলবণে করি' পাক,

মুখে দেন দুই এক গ্রাস।"

এখনও নিদর্শন আছে

সনাতনের বৈরাগ্যের—এখনও নিদর্শন আছে

মদনমোহনের নিত্যভোগে—এখনও নিদর্শন আছে

আঙ্গাকড়ি নাম তা'র

শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য প্রচার—আঙ্গাকড়ি নাম তা'র

"ছাড়ি' ভোগ-বিলাস, তরুতলে কৈলা বাস,

এক দুই তিন উপবাস ॥"

থাকেন গোসাঞি অনশনে

বিরহ জাগিলে পরে—থাকেন গোসাঞি অনশনে

"সূক্ষ্ম-বস্ত্র বাজে গায়, এবে ধুলায় লোটায় কায়,
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ-দাস, বড় মনে অভিলাষ,
কবে হ'ব তাঁর দাসের দাস ॥"

তোমরা,—কোথা' বা লুকালে
পরাণ-গৌরাঙ্গগণ তোমরা—সব,—কোথা' বা লুকালে
একে একে সব কোথা' লুকালে
পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—একে একে সব কোথা' লুকালে
আমাদের,—কাল-কলির কবলে ফে'লে—প্রাণ-গৌর ল'য়ে কোথা' লুকালে
আমাদের,—কার কাছে রে'খে গেলে
আমাদের,—দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই গো—কার কাছে রে'খে গেলে
শুধাইতে কেউ নাই গো
মুখ মলিন দেখি' দুঃখ জানি'—শুধাইতে কেউ নাই গো
কোলে নিতে কেউ নাই গো
মলিন-মুখ দেখি' বাহু পসারি'—কোলে নিতে কেউ নাই গো
কেন বাপ কি হ'য়েছে ব'লে—কোলে নিতে কেউ নাই গো
জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো
গৌর-কথা ব'লে শু'নে—জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো
'গৌর-কথা ব'লে শু'নে'—
দগ্ধ-হৃদয় শান্তকারী—গৌর-কথা ব'লে শু'নে
জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো
জুড়াইবার উপায় নাই
গৌর-কথা,—ব'ল্‌বার শু'ন্‌বার প্রাণ নাই—জুড়াইবার উপায় নাই
একে একে পলা'ল সবাই—গৌর-কথা,—ব'ল্‌বার শু'ন্‌বার প্রাণ নাই
শু'ন্‌তে পাই না ব'ল্‌তে পাই না
প্রাণারাম গৌরাঙ্গ-কথা—শু'ন্‌তে পাই না ব'ল্‌তে পাই না

কা'রে ব'ল্ব দুঃখের কথা—শু'ন্‌তে পাই না ব'ল্‌তে পাই না

কা'রে ব'ল্ব দুঃখের কথা

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
হা,—নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥

ভাই রে,—যে সব করিলা লীলা,"

মধুর নদীয়া আর নীলাচলে

সেই সুরধুনী আর, এই সিন্ধু-কূলে—মধুর নদীয়া আর নীলাচলে

"যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।"

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না রে

'প্রেমোন্মত্তকারী লীলা'—

ঝারিখণ্ড-পথে ব্রজে যে'তে—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা

সবার জাগা'ল স্বরূপ

দেখায়ে স্বরূপ জাগান-রূপ—সবার জাগা'ল স্বরূপ

কৈ,—দেখিতে ত' পেলাম না

প্রেমে একাকার করা লীলা—কৈ,—দেখিতে ত' পেলাম না

'প্রেমে একাকার করা লীলা'—

দেখায়ে স্বরূপ জাগান-আকার—প্রেমে একাকার করা লীলা

কৈ,—দেখিতে ত' পেলাম না

কীর্ত্তন-নটন-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না

'কীর্ত্তন-নটন-লীলা'—

সুরধুনীর তীরে তীরে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

সুরধুনী-পুলিনে—কীর্ত্তন-নটন-লীল।
আমার,—চিতচোর প্রাণগৌরাঙ্গের—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

ও,—"গমন-নটন-লীলা,"

ওগো আমার,—সীতানাথের আনানিধির—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—নদীয়া-বিনোদিয়ার—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—প্রাণ-শচীদুলালিয়ার—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়ার—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়ার—গমন-নটন-লীলা
সংকীর্ত্তন,—কেলিরস-বিনোদিয়ার—গমন-নটন-লীলা
সংকীর্ত্তন,—রাসরস-উন্মাদিয়ার—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—নবদ্বীপ-পুরন্দরের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—নরহরির চিতচোরের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—রসময়-গৌরকিশোরের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—শ্রীরূপ-হৃৎকেতন-গোরার—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—শ্রীসনাতনের গতি-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—লোকনাথের হৃদ্‌বিহারীর—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—গোপাল-ভট্টের প্রাণগৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—রঘুনাথ-ভট্টের গতি-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—শ্রীজীব-জীবন-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধনের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতার—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—রাজা-প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারির—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—গজপতি-উদ্ধারণের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—রামরায়ের চিতচোরের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—স্বরূপের সর্ব্বস্বধনের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—নিতাই-পাগল-করা-গোরার—গমন-নটন-লীলা

[মাতন]

ও,—"গমন-নটন-লীলা,"

চ'লে যে'তে নে'চে যায়

নাটুয়া মূরতি গৌর আমার—চ'লে যে'তে নে'চে যায়

আমার প্রাণগৌরাঙ্গের,—নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চ'লে যে'তে নে'চে যায়

মহা,—ভাবনিধি-গৌরাঙ্গ আমার—চ'লে যে'তে নে'চে যায়

ভাবনিধি-গোরা,—ভাব-হিল্লোলে হে'লে দু'লে—চ'লে যে'তে নে'চে যায়

ও,—"গমন-নটন-লীলা বচন-সঙ্গীতকলা,"

সঙ্গীতেতে কথা কয়

রসের গোরা,—চ'লে যে'তে নে'চে যায়—সঙ্গীতেতে কথা কয়

ওগো আমার,—রসের গোরা চিতচোরা—সঙ্গীতেতে কথা কয়

গমনে নটন বচনে গান

নদীয়-বিনোদ-গৌরাঙ্গের—গমনে নটন বচনে গান

গমনই নটন, বচনই গান

শচীদুলাল-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমনই নটন, বচনই গান

চ'লতে নাচে ব'লতে গায়

কে দেখেছে কে শুনেছে কোথায়—চ'লতে নাচে ব'লতে গায়

রসময়-গৌরাঙ্গ-রায়—চ'লতে নাচে ব'লতে গায় [মাতন]

সঙ্গীতেতে কথা কয়

যেন,—কত-শত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চমরাগ জিনি' যেন,—কত-শত-কোকিল কুহরিছে

না না তা'তে তুলনা হয় না

যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগত,—অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

গৌরহরি হরি বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে [মাতন]

ও,—"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।"

তা'রই আঁখি-মন হরিছে

একবার,—হরিবোলে যা'র পানে চাইছে—তা'রই আঁখি-মন হরিছে

সে অমনি ঢ'লে প'ড়্ছে

ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে প'ড়্ছে

ভাবেতে অবশ হ'য়ে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে প'ড়্ছে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

রসের গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—বিলাসি-গৌরাঙ্গ নাচে

যে,—ঢ'লে পড়ে তা'রে বুকে ধ'রে—আমার,—বিলাসি-গৌরাঙ্গ নাচে

[মাতন]

ও,—"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।"

ও,—"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

ওগো আমার,—রঙ্গিয়া-প্রাণগৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

ওগো আমার,—অনঙ্গ-মোহন-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

রঙ্গের মন্দির-গোরার—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

'রঙ্গের মন্দির গোরা'—

নবীন-কামের কোঁড়া—রঙ্গের মন্দির গোরা [মাতন]

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

ও,—"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ,"

প্রতি-অঙ্গে অনঙ্গ-শর

শর,—বরিষণের নাহি অবসর—প্রতি-অঙ্গে অনঙ্গ-শর

শর,—বরষিছে নিরন্তর

নিজ,—পারিষদ-উপর শর—বরষিছে নিরন্তর

পারিষদ হইল জর জর

নিরন্তর শর-বরিষণে—পারিষদ হইল জর জর

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

অভাবের সঙ্গ করে না

মহা,—ভাবনিধি-প্রাণ-গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ-ভাবুক-সঙ্গে—নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

"রসময় দেহেরি গঠন ॥ রে !"

গৌর-কিশোর-বর

আরে আরে আরে আমার—গৌর-কিশোর-বর

আরে,—আরে আমার—গৌর-কিশোর-বর

রসে তনু ঢর ঢর—গৌর-কিশোর-বর

'রসে তনু ঢর ঢর'—

শ্রী,—নবদ্বীপ-পুরন্দর—রসে তনু ঢর ঢর [মাতন]

দেখা শুনা হ'ল না

কারে ব'ল্ব দুঃখের কথা—দেখা শুনা হ'ল না

গমনে নটন বচনে গান—দেখা শুনা হ'ল না [মাতন]

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

"যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,"

তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।"

দেখিতে ত' পেলাম না

পাষাণ-গলান-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না

'পাষাণ-গলান-লীলা'—

মধুর-শ্রীনীলাচলে—পাষাণ-গলান-লীলা

জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—পাষাণ-গলান-লীলা

আমার,—চিতচোর-প্রাণগৌরাঙ্গের—পাষাণ-গলান-লীলা

দেখিতে ত' পেলাম না
কিছুই দে'খ্‌তে পাই নাই
তখন,—ভাগ্যে জনম হয় নাই—কিছুই দে'খ্‌তে পাই নাই
কা'র কাছে কাঁ'দ্‌ব দুঃখের কান্না
কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না—কা'র কাছে কাঁ'দ্‌ব দুঃখের কান্না
দে'খ্‌লাম কেবল লীলার সাক্ষী
পাষাণেতে পদচিহ্ন—দে'খ্‌লাম কেবল লীলার সাক্ষী
দে'খ্‌লাম না সে কমল আঁখি—দে'খ্‌লাম কেবল লীলার সাক্ষী
অদ্যাপি তা'র নিদর্শন আছে
ওযে',—লীলায় শিলা গ'লেছে—অদ্যাপি তা'র নিদর্শন আছে
এই,—জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—অদ্যাপি তা'র নিদর্শন আছে
সেই-লীলার সাক্ষী দিছে
পাষাণে শ্রীপদচিহ্ন—সেই-লীলার সাক্ষী দিছে
পাষাণ-গলান-লীলা

"গৌর-সুন্দর নটরাজ।"

আরে আমার
আরে আরে আরে আমার
পরাণের পরাণ আমার

"গৌর-সুন্দর নটরাজ।"
"শ্রীলজগন্নাথ-আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে
নাচে পরি' ভাব-রত্ন-সাজ॥"

ভাব-ভূষণে বিভুষিত
ভাবনিধি-শচীসুত—ভাব-ভূষণে বিভুষিত
একদিন আমার গৌরহরি
করিছেন জগন্নাথ দরশন
গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে—করিছেন জগন্নাথ দরশন

রাধিকা-ভাবিত-মতি

ভাবনিধি গৌর আমার—রাধিকা-ভাবিত-মতি
জগন্নাথের বদন চে'য়ে—রাধিকা-ভাবিত-মতি

করিছেন জগন্নাথ দরশন

"বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,"

স্বর্ণ-বর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জগন্নাথের বদন চে'য়ে—স্বর্ণ-বর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জ জ জ জ গ গ করে

জগন্নাথ ব'ল্‌তে নারে—জ জ জ জ গ গ করে

"বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।
এই সপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম্ম॥"

গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত

সাত্ত্বিক-বিকার যত—গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত

গৌর-অঙ্গ বিভূষিত

নানা,—ভাবাবলি-ভূষণেতে—গৌর-অঙ্গ বিভূষিত

বিরাম নাই, বিরাম নাই

অবিরল-নয়ন-ধারার—বিরাম নাই, বিরাম নাই
যেন,—শ্রাবণ-মেঘের ধারা—বিরাম নাই, বিরাম নাই

যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্র-ধারা

প্রাণগৌরাঙ্গের নয়ন-ধারা—যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্র-ধারা
এক এক ধারায় শত শত ধারা—যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্র-ধারা

ভাসিল রে মুখ-কমল

অবিরল-নয়ন-ধারায়—ভাসিল রে মুখ-কমল

পড়িল হৃদয়-কমলে

মুখকমল ভাসাইয়ে—পড়িল হৃদয়-কমলে

হৃদয়-কমল ভাসাইয়ে—পড়িল চরণ-কমলে
চরণ-কমল পাখালিয়ে—নিম্ন-খাল পূর্ণ কৈল
গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বদেশের—নিম্ন-খাল পূর্ণ কৈল
শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-ধারায়—নিম্ন-খাল পূর্ণ হ'ল

পাষাণ গলিয়া গেল

সেই গৌরের পদ-পরশে—পাষাণ গলিয়া গেল

পাষাণ-গলান গোরা

প্রাণ-ভ'রে বল ভাই তো'রা—পাষাণ-গলান গোরা [মাতন]

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

হায় রে,—"তখনে না হইল জন্ম,"

ভাই রে,—দুঃখের কথা কা'রে বা ব'লব

ভাই রে,—দুঃখের কথা কা'রে বা ব'লব—"তখনে না হইল জন্ম"

"তখনে না হইল জন্ম, এবে ভেল ভব-বন্ধ,"

তখন জনম হ'ল না মোদের

যখন হ'ল প্রকট-বিহার—তখন জনম হ'ল না মোদের

তখন,—কেন জনম দিলি না বিধি

এখন,—সেই জনম দিলি যদি—তখন,—কেন জনম দিলি না বিধি

আমরা,—দে'খ্‌লে তোর কি ক্ষতি ছিল

আমরা কি তোর বাদ সেধেছি—আমরা,—দে'খ্‌লে তোর কি ক্ষতি ছিল
তখন কেন না জনম দিলি—আমরা,—দেখ্‌লে তোর কি ক্ষতি ছিল

প্রেম-পাথারে সাঁতার দিতাম

অকূল-পাথার শ্রীগৌরাঙ্গ—প্রেম-পাথারে সাঁতার দিতাম
নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে—প্রেম-পাথারে সাঁতার দিতাম

সাঁতার ভুলে ডুবে যে'তাম

দুর্ব্বাসনা-তরঙ্গময়-সংসার—সাঁতার ভুলে ডুবে যে'তাম
গৌর আমায় ধর ব'লে—সাঁতার ভুলে ডুবে যে'তাম

"সে না শেল রহি গেল চিতে ॥"

নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

সেই-লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের,—লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

তুষানলের মত ধিকিধিকি—নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

পাঁজর পুড়ে ঝাঁজর হ'ল

আমরা,—হে'সে খে'লে বেড়াইছি বটে—পাঁজর পুড়ে ঝাঁজর হ'ল

কা'রে বা দেখাব বল—পাঁজর পুড়ে ঝাঁজর হ'ল

হা,—"প্রভু সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।"

তোমরা সব কোথা' বা গেলে

তোমরা সব কোথা' লুকালে

হা,—পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—তোমরা সব কোথা' লুকালে

আমাদের,—কালকলির কবলে ফে'লে—তোমরা সব কোথা' লুকালে

দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই গো

আমাদের,—কা'র কাছে রে'খে গেলে—দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই গো

আমরা—কত না ডেকেছি

আমরা,—কত না খুঁজেছি

ভাই ভাই মিলে ব্রজবনে গিয়ে—কত না খুঁজেছি

আমরা,—কত না ডেকেছি

তোমাদের বসতি-স্থানে গিয়ে—আমরা,—কত না ডেকেছি

কোথা' আছ,—প্রভু রূপ সনাতন ব'লে—আমরা,—কত না ডেকেছি

কোথা' আছ,—ভট্টযুগ শ্রীজীব গোসাঞি ব'লে—আমরা,—কত না ডেকেছি

কোথা' আছ,—লোকনাথ ভূগর্ভ গোসাঞি ব'লে—আমরা,—কত না ডেকেছি

আমরা,—কত না খুঁজেছি—কত না ডেকেছি

শ্রী,—রাধাকুণ্ড-তীরে গিয়ে—কত না ডেকেছি

আমরা,—কত না কেঁদেছি

কোথায় আছ দাস-গোসাঞি ব'লে—আমরা,—কত না কেঁদেছি

কোথায় আছ দাস-গোসাঞি

এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর—কোথায় আছ দাস-গোসাঞি [মাতন]

কত না ডেকেছি

কেউ ত' দেখা দিলে না

তখন,—মনে মনে অনুমান ক'র্‌লাম

বৃন্দাবনে তোমাদের দেখা না পেয়ে—তখন,—মনে মনে অনুমান ক'র্‌লাম

গিয়েছ তোমরা সবাই মিলে

ইষ্টগোষ্ঠী ক'র্‌বার তরে—গিয়েছ তোমরা সবাই মিলে

দাস-রঘুনাথের কাছে—গিয়েছ তোমরা সবাই মিলে

অনুমানে গেলাম সবাই মিলে

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে—অনুমানে গেলাম সবাই মিলে

ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

কোথায় আছ দাস-গোসাঞি ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

একবার দেখা দাও ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

একবার দেখা দাও

এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর—একবার দেখা দাও [মাতন]

দাস-গোসাঞি দেখা দাও

কোথা' বা কাঁ'দ্‌ছ

কবিরাজের গলা ধ'রে—কোথা' বা কাঁ'দ্‌ছ

গুঞ্জামালা,—গিরিধারী বুকে ধ'রে—কোথা' বা কাঁ'দ্‌ছ

কোথা' গৌর গৌর ব'লে—কোথা' বা কাঁ'দ্‌ছ

কেউ ত' দেখা দিলে না

"ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।

এ সকল প্রভু মিলি,' যে সব করিলা কেলি,

বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ ॥"

কা'রো দেখা পেলাম না রে
হায় রে—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
প্রাণ,—গৌর-লীলা তা'র গণের খেলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
সবে হৈলা অদর্শন—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
পরাণ-গৌরাঙ্গ-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
গৌরাঙ্গের,—ভকত-বাৎসল্য-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

ভকত-বাৎসল্যের সাক্ষী
এই হরিদাসের সমাধি—ভকত-বাৎসল্যের সাক্ষী [মাতন]

দেখিতে ত' পেলাম না
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—ভকত-বাৎসল্য-লীলা— দেখিতে ত' পেলাম না

এই ত তা'র নিদর্শন
ভাই রে তোমরা কর দর্শন—এই ত তা'র নিদর্শন

প্রত্যক্ষ নিদর্শন
ভক্ত-বাৎসল্য-লীলার—প্রত্যক্ষ নিদর্শন
শ্রীহরিদাসের সমাধি—প্রত্যক্ষ নিদর্শন

ভিক্ষা করি' উৎসব কৈলেন
সিংহদ্বারে আঁচল পে'তে—ভিক্ষা করি' উৎসব কৈলেন
শ্রীহস্তেতে সমাধি দিলেন—ভিক্ষা করি' উৎসব কৈলেন

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না
কোথা' প্রাণ শচীনন্দন
এই ত তোমার,—ভক্ত-বাৎসল্যের নিদর্শন—কোথা' প্রাণ শচীনন্দন

দেখ্‌ছি কেবল লীলার সাক্ষী
এই শ্রী,—হরিদাসের সমাধি—দেখ্‌ছি কেবল লীলার সাক্ষী
দে'খ্‌তে পেলাম না সে কমল-আঁখি—দে'খ্‌ছি কেবল লীলার সাক্ষী

শ্রীগুরু-বাক্য হৃ'দে ধ'রে
আজও সেই-লীলা হ'তেছে—শ্রীগুরু বাক্য হৃ'দে ধ'রে

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াব ব'লে
এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
বড় আশায় বুক বেঁধে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
এই মধুর-নীলাচলে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
সেই,—লুকান-খেলা দে'খ্‌ব ব'লে—এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

বড় সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে

শ্রীগুরুদেবের পিছে দাঁড়ায়ে—বড় সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে
রথের আগে গৌরের নটন-রঙ্গ—বড় সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে
নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া
লীলা অদর্শন শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

আজও হ'তেছে সেই লীলা

শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি মোরা—আজও হ'তেছে সেই লীলা

এসেছি সেই আশা ক'রে

রথ-যাত্রায় নীলাচলে—এসেছি সেই আশা ক'রে
রথযাত্রাকালে ভাই ভাই মিলে—এসেছি সেই আশা ক'রে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

ও,—"নীলাচলে যব মঝুনাথ। দেখিব আপনে জগন্নাথ ॥
রামরায় স্বরূপ লইয়া। নিজ-ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥
মোর কি হইবে হেন দিনে। সে কথা কি শুনিব শ্রবণে ॥
পুনঃ কিয়ে জগন্নাথ-দেবে। গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি' যাবে ॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়। করিবে কীর্ত্তন উভরায় ॥
মহানৃত্য-কীর্ত্তন-বিলাস। সাত ঠাঁই হইবে প্রকাশ ॥"

জগন্নাথের রথের আগে

হায় রে,—"মোর কি এমন দশা হ'ব। সে লীলা কি নয়নে হেরিব ॥"

এই,—আশা ক'রে মনে মনে

এসেছিলাম ভাই ভাই মিলে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

রথের আগে গৌর-নর্ত্তন—বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

ও,—"নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন,"

দেখে রূপ সনাতন

রাধা-প্রেমের কত বল তাই—দেখে রূপ সনাতন

'রাধা-প্রেমের কত বল'—

নাগরে নাগরী কৈল—রাধা-প্রেমের কত বল [মাতন]

তাই,—দেখে রূপ সনাতন

"গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায়-রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,"

ভাবনিধির ভাব জে'নে

চেয়ে,—মহাভাব-প্রকটিত-বদন-পানে—ভাবনিধির ভাব জে'নে

"গায় রায়-রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥
প্রভুর দক্ষিণ-পাশে, নাচে নরহরি দাসে,
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাইয়া পড়ে কভু,
আবেশে ধরয়ে দু'হার কর ॥
নিত্যানন্দ-মুখ হেরি', বলে পহুঁ হরি হরি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উচ্চৈঃস্বরে।
স্মঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,"

এই-ভাবে ভোরা গোরা

জগন্নাথের বদন হে'রে—এই-ভাবে ভোরা গোরা

যেন,—পেয়েছে নব-বৃন্দাবনে

আপন-পরাণ-ধনে —যেন,—পেয়েছে নব-বৃন্দাবনে

প্রভাস-মিলনে যেন—পেয়েছে নব-বৃন্দাবনে

পেয়েও আশা মি'ট্‌ছে না

আক্ষেপে করিছেন উক্তি

"সেই তুমি সেই আমি সে নব-সঙ্গম হে।

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন হে॥"

তাই,—"স্মঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,

আবেশে ধরয়ে রায়ের করে॥"

বলে,—এ-দাসীরে কৃপা কর

স্বরূপ-রামরায়ের,—বদন-পানে চেয়ে বলে—এ-দাসীরে কৃপা কর

এ-দাসীরে সদয় হও

বলে,—বৃন্দাবনে কর লীলা—এ-দাসীরে সদয় হও [মাতন]

দেখিতে ত' পেলাম না

রথের আগে কত খুঁ'জ্‌লাম—দেখিতে ত' পেলাম না

কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম—দেখিতে ত' পেলাম না

কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা

দেখিতে ত' পেলাম না

ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

রথের আগে কত খুঁ'জ্‌লাম—ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

কোথা',—প্রভু রূপ সনাতন ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

কোথা' প্রভু রূপ সনাতন

কোথা',—দাঁড়ায়ে দে'খ্‌ছ গৌর-নটন—কোথা' প্রভু রূপ সনাতন

কোথা' দাঁড়ায়ে দে'খ্‌ছ

চিতচোর-প্রাণগৌরাঙ্গে—কোথা' দাঁড়ায়ে দে'খ্‌ছ

কোন সাড়া পেলাম না
হতাশ-প্রাণে ফিরে এসেছি
কেউ ত' কথা কইলে না
দেখা দিলে না দেখালে না—কেউ ত' কথা কইলে না
বসতি কর তোমরা দু'জনে
নীলাচলে এলে—এই হরিদাসের স্থানে—বসতি কর তোমরা দু'জনে
বসতি কর একস্থানে
তোমাদের,—একই ভাব তিন-জনের—তাই,—বসতি কর একস্থানে
আছ ত' এখানে
ত্রিকাল-সত্য-লীলায় এসেছ দু'জনে—আছ ত' এখানে
একবার দেখাও হে
দেখাও প্রাণ-শচীনন্দন
কোথা' প্রভু রূপ সনাতন—দেখাও প্রাণ-শচীনন্দন
কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা
সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা
কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না
প্রাণ,—গৌর-লীলা তা'র-গণের খেলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না
"সবে হৈলা অদর্শন."
ভাই রে,—আমাদের দুর্ভাগ্য-দোষে—
"সবে হৈলা অদর্শন,"
"শুন্য ভেল ত্রিভুবন,"
একে একে সবে লুকাইল
যা'রা গৌর-কথা শুনাইতে ছিল—তা'রা,—একে একে সবে লুকাইল
"অন্ধ ভেল সবাকার আঁখি।"
আঁখি আর,—কেমন ক'রে দে'খ্‌বে বল
আঁখি,—তারা হারা'ল জ্যোতি হারা'ল,—আঁখি আর,—কেমন ক'রে
দে'খ্‌বে বল

আঁখি,—তারা-গৌরগণ হারা'ল

দর্শনশক্তি-গৌর হারা'ল—আঁখি,—তারা-গৌরগণ হারা'ল

আঁখি আর,—কেমন ক'রে দে'খ্‌বে বল

না না,—সে আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল

গৌর-লীলা,—দর্শনে যে বঞ্চিত হ'ল—তা'র,—আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল

গৌরগণের,—দর্শনে যে বঞ্চিত হ'ল—তা'র,—আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল

দে'খ্‌বার কি আছে আর দে'খ্‌বে বল

নয়ন-রঞ্জন সব লুকাল

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগণ—নয়ন-রঞ্জন সব লুকাল

আঁখি মিলে কিবা দে'খ্‌ব

আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল

"কাহারে কহিব দুঃখ,"

ব্যথার ব্যথী কে বা আছে

"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,"

আমার,—মুখ কেউ দেখো না

আমি,—গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী প্রাণ—আমার,—মুখ কেউ দেখো না

দে'খ্‌লে আমার মত হবে—আমার মুখ কেউ দেখো না

দুই-লীলায় বঞ্চিত আমি

গৌরলীলা আর গুরুলীলা—দুই-লীলায় বঞ্চিত আমি

"আছি যেন মরা পশু পাখী ॥"

আমায়,—মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে

দে'খ্‌তে মানুষের আকার বটে—কিন্তু আমায়,—মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে

মানুষ হ'লে ভালবাসা থা'কৃত

একদিন কি প্রাণ থা'কৃত

তা' হ'লে,—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত

যদি মনুষ্যত্ব থা'কৃত,—তা হ'লে,—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত

সে সুখ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত
প্রাণ-গৌর-লীলায় বঞ্চিত হ'য়ে—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত
সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত
'সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে,'—
অদোষ-দরশী শ্রীগুরুদেবের—সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে
এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত
পিছে পিছে প্রাণ যে'ত চ'লে
যদি আমি মানুষ হ'তাম—পিছে পিছে প্রাণ যে'ত চ'লে
হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—পিছে পিছে প্রাণ যে'ত চ'লে [মাতন]

"আছি যেন মরা পশু পাখী ॥
অন্ন জল বিষ খাই, কৈ,—মরিয়া নাহিক যাই,"

এখনও অন্ন জল রুচিছে
একে একে সবাই ছেড়ে গেছে—এখনও অন্ন জল রুচিছে
'একে একে সবাই ছেড়ে গেছে'—
আমার ব'ল্‌তে যা'রা ছিল—একে একে সবাই ছেড়ে গেছে
'আমার ব'ল্‌তে যা'রা ছিল'—
যা'রা মুখ দেখে দুঃখ বে'ছে নিত—আমার ব'ল্‌তে যা'রা ছিল
যা'রা ভাল বা'স্‌বে তা'রা গেল চ'লে—আমার ব'ল্‌তে যা'রা ছিল
একে একে সবাই ছেড়ে গেছে
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগণ—একে একে সবা'ই ছেড়ে গেছে
সকল সুখের আশা ফুরায়েছে—একে একে সবাই ছেড়ে গেছে
এখনও অন্ন জল রুচিছে

"অন্ন জল বিষ খাই, কৈ,—মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নিলাজ পরাণ।"

এ ছার-জীবনে শতধিক্ রে
একে একে সবাই ছেড়ে গেছে—এ ছার-জীবনে শতধিক্ রে
আর,—কি সুখে বা আছ রে
ওরে রে নিলাজ-পরাণ—আর,—কি সুখে বা আছ রে

ওরে,—গুরু-গৌর-বৈমুখী প্রাণ—আর,—কি সুখে বা আছ রে
একে একে,— সবে যদি গেল ছেড়ে—আর,—কি সুখে বা আছ রে
সে' সুখে বঞ্চিত হ'য়ে—আর,—কি সুখে বা আছ রে
বঞ্চিত হ'য়ে সে' সুখ হ'তে—আর,—কি সুখে বা আছ রে
'বঞ্চিত হ'য়ে সে' সুখ হ'তে'—
এখন,—প'ড়ে প'ড়ে মায়ার লাথি খেতে—বঞ্চিত হ'য়ে সে' সুখ হ'তে
বাসনার কিঙ্কর হ'য়ে এখন,—প'ড়ে প'ড়ে মায়ার লাথি খেতে—
বঞ্চিত হ'য়ে সে' সুখ হ'তে
আর,—কি সুখে বা আছ রে

ওরে রে কৃতঘ্ন পরাণ—আর,—কি সুখে বা আছ রে
গেলেই ত' ভাল রে

এখনও ভা'লে ভা'লে—গেলেই ত' ভাল রে
'এখনও ভা'লে ভা'লে'—
না জানি কি আছে কপালে—এখনও ভা'লে ভা'লে
এখন,—গেলেই ত' ভাল রে
প্রাণ তোরে মিনতি করি

"যতক্ষণ এই দেহে থাক, হা গুরু গৌর ব'লে ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

নিশিদিশি ডাক রে

হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—নিশিদিশি ডাক রে
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

ওরে রে কৃতঘ্ন পরাণ—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে
অহৈতুকী কৃপা স্মঙরি—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে
'অহৈতুকী কৃপা স্মঙরি'—
অদোষ-দরশী শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী কৃপা স্মঙরি
পরম-করুণ শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী কৃপা স্মঙরি
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

কি ব'ল্‌ব তোমার গুণের কথা

হা শ্রী গুরুদেব—কি ব'ল্‌ব তোমার গুণের কথা

বিষয়-বিষ-কূপে ডুবে ছিলাম

জোর ক'রে তু'লে আনিলে

কৃপারজ্জু কেশে বেঁধে—জোর ক'রে তু'লে আনিলে

বিষয়-সংসার-কূপ হ'তে—জোর ক'রে তু'লে আনিলে

নীলাচলে নিয়ে এলে

এই রথযাত্রাকালে—নীলাচলে নিয়ে এলে

কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ—কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

এই নীলাচলে গৌরের কিবা লীলা—কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এলে

সংসার-কূপ হ'তে তুলে—সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এলে

রথযাত্রায় নীলাচলে—সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এলে

গৌরলীলা জানাইলে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—গৌরলীলা জানাইলে

আবার,—অপ্রকটে করিছ কত কৃপা

অমূল্য-নিধি দান কৈলা

এই শ্রী,—হরিদাসের সমাধি-সেবা—অমূল্য-নিধি দান কৈলা

জে'নেও সম্পূর্ণ অযোগ্যতা—অমূল্য-নিধি দান কৈলা

মায়া-গুরুর সেবা দিলে

মায়ার লাথি খাওয়া স্বভাব জে'নেও—মায়া-গুরুর সেবা দিলে

তোমার কৃপার যাই বলিহারি

হা শ্রীগুরুদেব,—অহৈতুকী-কৃপাকারী—তোমার কৃপার যাই বলিহারি

দেখাবে ব'লে বলেছিলে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে—দেখাবে ব'লে বলেছিলে

লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

এসে অবধি খুঁজে বেড়ালাম—তুমি,—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
প্রাণ-গৌর ল'য়ে এই নীলাচলে—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

একবার দেখা দাও

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—একবার দেখা দাও
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—একবার দেখা দাও

দেখা দাও প্রাণ-গৌর-সঙ্গে

হৃদিপটে এঁ্যাকে ল'ব

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহার—হৃদিপটে এঁ্যাকে ল'ব [মাতন]

পাগল হ'য়ে বেড়াব

ভাই ভাই একপ্রাণে—পাগল হ'য়ে বেড়াব

এই কৃপা কর হে

যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি

তোমার অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি—যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি

যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

তোমার চরণ হৃদে ধরি'—যেন,—প্রাণভ'রে গান করি
তোমার,—কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

যা'রে দেখি তা'রে বলি

কণ্ঠহার কর রে

শ্রীগুরু-দত্ত নামাবলী—কণ্ঠহার কর রে

পাগল হ'য়ে গাও রে

পাগলা প্রভু হৃদে ধ'রে—পাগল হ'য়ে গাও রে
ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হ'য়ে গাও রে

যারে দেখ্‌ব' তা'রে ব'ল্‌ব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]
"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণী-কী জয় !
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাই-চাঁদ-কী জয় !
করুণাসিন্ধু গৌরভক্তবৃন্দ-কী জয় !
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-কী জয় !
খোল-করতাল-কী জয় !
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-কী জয় !
শ্রীনীলাচল-ধাম-কী জয় !
শ্রীবৃন্দাবন-ধাম-কী জয় !
চারি-ধাম-কী জয় !
চারি-সম্প্রদায়কী জয় !
শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মহারাজ-কী জয় !
শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ-কী জয় !
পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব-কী জয় !
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণ-কী জয় !
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।"

—•—

শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের
সূচক-কীর্ত্তন

(*শ্রাবণা শুক্লা দ্বাদশী*)

—০—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

—০—

"আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

প্রভু শ্রীরূপ-গোসাঞির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

কতই-গুণের নিধি রে

গৌরপ্রিয় শ্রীরূপ-গোসাঞি—কতই-গুণের নিধি রে

"আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে আর কেহ নাই॥"

জয় জয় শ্রীরূপ-গোসাঞি

জানাইতে আর কেহ নাই—জয় জয় শ্রীরূপ-গোসাঞি

শ্রীরূপ-গোসাঞি প্রকাশ কৈলা

গৌর-মনোবৃত্তি-মাখা—শ্রীরূপ-গোসাঞি প্রকাশ কৈলা

প্রভুর মনোবৃত্তি-কথা—শ্রীরূপ-গোসাঞি প্রকাশ কৈলা

মনোবৃত্তি প্রকাশ শ্রীরূপ-হৃদে

নিগম-নিগূঢ় শ্রীচৈতন্যের—মনোবৃত্তি প্রকাশ শ্রীরূপ হৃদে

শ্রীরূপ-গোসাঞি-রূপে বিহরে

গৌরের মনোবৃত্তি মূরতি ধ'রে—শ্রীরূপ-গোসাঞি-রূপে বিহরে

তা'র—প্রত্যক্ষ প্রমাণ নালাচলেতে
নীলাচলে বসতি কালে
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন —নীলাচলে বসতিকালে

থাকিতেন ঠাকুর-হরিদাসের কাছে
তিনজনের এক মনের ভাব
কেউ যাইতেন না শ্রীমন্দিরে
হরিদাস শ্রীরূপ সনাতন—কেউ যাইতেন না শ্রীমন্দিরে
অদৃশ্য-অস্পৃশ্য-বোধে দৈন্য-বলে—কেউ যাইতেন না শ্রীমন্দিরে
নিত্য আসিতেন গৌরহরি
মঙ্গল-আরতি দে'খে দেখা দিতে—নিত্য আসিতেন গৌরহরি
একদিন প্রাণ গৌরহরি
আসিয়াছেন সিদ্ধ-বকুল-তলে
ঠাকুর-হরিদাসের কাছে—আসিয়াছেন সিদ্ধ-বকুল-তলে
অকস্মাৎ তাঁর প'ড়্‌ল দৃষ্টি
কি লেখা এক-তালপত্র-প্রতি—অকস্মাৎ তাঁর প'ড়্‌ল দৃষ্টি
তালপত্রে লেখা দেখেন
আপনার মনোবৃত্তি—তালপত্রে লেখা দেখেন
'আপনার মনোবৃত্তি'—
সেই শ্লোকরূপে স্ফূর্ত্তি—আপনার মনোবৃত্তি
তালপত্রে লেখা দেখেন
বিস্মিত শ্রীগৌরহরি
কে জানিল আমার মনোবৃত্তি
প্রভু,—জিজ্ঞাসিলেন ঠাকুর-হরিদাসে
আমার মনোবৃত্তি লিখিল কে—প্রভু,—জিজ্ঞাসিলেন ঠাকুর-হরিদাসে
শুনি হরিদাসের মুখে
সেই শ্লোকের প্রকাশ শ্রীরূপ-দ্বারে—শুনি হরিদাসের মুখে

বাহু পসারি' ক'র্লেন কোলে

ভাসি' দু'টী নয়ন-জলে—বাহু পসারি' ক'র্লেন কোলে

আইস আমার শ্রীরূপ ব'লে—বাহু পসারি' ক'র্লেন কো'লে

কেমন ক'রে জা'ন্লে তুমি

আমার এই মনোবৃত্তি—কেমন ক'রে জা'ন্লে তুমি

জানাইলেন জগতেরে

গৌরহরি এইরূপে—জানাইলেন জগতেরে

আমার,—মনোবৃত্তি প্রকাশ শ্রীরূপ করে—জানাইলেন জগতেরে

শ্রীরূপ-রূপে বিহরই

আমার মনোবৃত্তি এই—শ্রীরূপ-রূপে বিহরই

কতই-গুণের গোসাঞি শ্রীরূপ

গৌরাঙ্গ-মনোবৃত্তি-রূপ—কতই-গুণের গোসাঞি শ্রীরূপ

শ্রীরূপ-রূপে ধ'রেছে মূরতি

গৌরাঙ্গ-নিগূঢ়-মনোবৃত্তি—শ্রীরূপ-রূপে ধ'রেছে মূরতি

শ্রীরূপ-গোসাঞির যাই বলিহারি

গৌরমনোবৃত্তি প্রকাশকারী—শ্রীরূপ-গোসাঞির যাই বলিহারি [মাতন]

"বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপাম,
তাতে বিহরে,—সর্ব্ব-অবতারী নন্দসুত।
তাঁর কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তার সখীগণ-সঙ্গ-যুথ ॥
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হইতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা।"

আর পা'বার উপায় নাই

শ্রীরূপের করুণা বিনে—আর পা'বার উপায় নাই

আর কোন উপায় নাই

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বার—আর কোন উপায় নাই [মাতন]

আর জানবার উপায় নাই

শ্রীরূপের চরণ আশ্রয় বিনে—আর জানবার উপায় নাই

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কেলি-রহস্য—আর জানবার উপায় নাই [মাতন]

আর জানবার উপায় নাই

কেউ ত' জা'নৃত না

যুগল-লীলা-রহস্য-কথা—কেউ ত' জা'নৃত না

সখী আর মঞ্জরী বিনা—কেউ ত' জানৃত না

তারা ত' বটে বোবার দল

শ্রীরাধিকার সহচরী সকল—তারা ত' বটে বোবার দল

প্রকাশ হ'বার আশা ছিল না

নিকুঞ্জ-বিলাস-রহস্য-কথা—প্রকাশ হ'বার আশা ছিল না

সেই,—বোবাদের বুকে থা'কৃত লুকানা—প্রকাশ হ'বার আশা ছিল না

এবার,—প্রেমসিন্ধু-অবতারে

আমাদের সৌভাগ্য বশে—এবার,—প্রেমসিন্ধু-অবতারে

সেই বোবারা বাচাল হ'ল

তার মধ্যে প্রধান বোবা

এবে শ্রীরূপ-গোসাঞি আখ্যা—তার মধ্যে প্রধান বোবা

শ্রীরূপ-গোসাঞিকে জান কি ভাই

সেই ত' শ্রীরূপ-মঞ্জরী—শ্রীরূপ-গোসাঞিকে জান কি ভাই

শ্রীরাধিকার প্রাণ-সহচরী—শ্রীরূপ-গোসাঞিকে জান কি ভাই

জগতেতে প্রচার কৈল

শ্রীরূপ-মঞ্জরী শ্রীরূপ-গোসাঞি—জগতেতে প্রচার কৈল

যুগল-কেলি-রহস্য-কথা—জগতেতে প্রচার কৈল

উন্নত-উজ্জ্বল-রহস্য-কথা—জগতেতে প্রচার কৈল

যুগল-সেবা পা'বার উপায়—জগতেতে প্রচার কৈল

'যুগল-সেবা পা'বার উপায়'—

রাগমার্গ অনুগমনে—যুগল-সেবা পা'বার উপায়
সখী-আনুগত্যে গোপীদেহে—যুগল-সেবা পা'বার উপায়

জগতেতে প্রচার কৈল
কলিহত-জীবে জানাইল

শ্রীগৌরাঙ্গের মনোবৃত্তি—কলিহত-জীবে জানাইল
'শ্রীগৌরাঙ্গের মনোবৃত্তি'—
রাগমার্গে যুগল-সেবা প্রাপ্তি—শ্রীগৌরাঙ্গের মনোবৃত্তি

কলিহত-জীবে জানাইল

গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে—কলিহত-জীবে জানাইল

নৈলে,—কে বা জা'নৃত বল

যদি,—শ্রীরূপ-গোসাঞি না জানাত—নৈলে,—কে বা জা'নৃত বল
ব্রজলীলায় প্রবেশের সুকৌশল—নৈলে,—কে বা জা'নৃত বল

কেউ ত' সন্ধান পেত না

যুগল-রহস্যে প্রবেশের উপায়—কেউ ত' সন্ধান পেত না
যদি শ্রীরূপ,—না জানাত করি' করুণা—কেউ ত' সন্ধান পেত না

কেউ ত' কখনও পায় না

রাগমার্গে উপাসনা—কেউ ত' কখনও পায় না
সখী আনুগত্য বিনা—কেউ ত' কখনও পায় না
আমার শ্রীরূপের পদাশ্রয় বিনা—কেউ ত' কখনও পায় না

যুগল-সেবা,—প্রাপ্তির উপায় নাই অন্যথা

শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে সর্ব্বথা—যুগল-সেবা,—প্রাপ্তির উপায় নাই অন্যথা

একমাত্র শ্রীরূপের কৃপা ভরসা

রাগমার্গে পা'বার পন্থা—একমাত্র শ্রীরূপের কৃপা ভরসা
'রাগমার্গে পা'বার পন্থা'—
যুগলকিশোরের সেবা—রাগমার্গে পা'বার পন্থা

একমাত্র শ্রীরূপের কৃপা ভরসা
তাই,—ব'লেছেন ঠাকুর নরোত্তম

যুগল-সেবা কারেও না মিলে

শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপা না হ'লে -- যুগল-সেবা কারেও না মিলে

কিশোরী অঙ্গীকার করেন তারে

শ্রীরূপ দেয় যারে হাতে ধ'রে—কিশোরী অঙ্গীকার করেন তারে

'শ্রীরূপ দেয় যারে হাতে ধ'রে'—

এই আমার নব-দাসী ব'লে—শ্রীরূপ দেয় যারে হাতে ধ'রে

কিশোরী অঙ্গীকার করেন তারে

শ্রীরাধাচরণ,—পা'বার আর উপায় নাই

শ্রীরূপের কৃপা বিনে ভাই—শ্রীরাধাচরণ,—পা'বার আর উপায় নাই

কেউ ত' অধিকার পায় না

যুগল-লীলায় প্রবেশ ক'র্‌বার—কেউ ত' অধিকার পায় না

আমার শ্রীরূপের করুণা বিনা—কেউ ত' অধিকার পায় না

"এ হেন দয়ালু ভাই, কোথাও যে দেখি নাই,"

কি ব'ল্‌ব করুণার কথা

গৌর-মনোবৃত্তি শ্রীরূপ-গোসাঞির—কি ব'ল্‌ব করুণার কথা

স্মঙরিলে প্রাণ কেঁদে উঠে—কি ব'ল্‌ব করুণার কথা

প্রাণ,—গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে

লুপ্তব্রজ উদ্ধার তরে—প্রাণ,—গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে

বাস কৈল ব্রজপুরে

অতুল-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে—বাস কৈল ব্রজপুরে

শুধু কেবল ঐশ্বর্য্য নয়

বিষয় ত্যাগ কি ছার কথা

প্রাণ,—গৌর-সঙ্গ ত্যাগ ক'রে

প্রাণ-সরবস-নিধি—প্রাণ,—গৌর-সঙ্গ ত্যাগ ক'রে

বাস করিলেন ব্রজবনে

নিজ,—ভোগ্যনিধি-সঙ্গ হারা হ'য়ে—বাস করিলেন ব্রজবনে

গৌর-বিরহ ভোগ ক'রে—বাস করিলেন ব্রজবনে
কেবল আমাদের তরে—বাস করিলেন ব্রজবনে
আমাদের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে—বাস করিলেন ব্রজবনে
আমাদের দুঃখ মুছাবার তরে—বাস করিলেন ব্রজবনে
'আমাদের দুঃখ মুছাবার তরে'—
যুগল-লীলা-রহস্য জানাইয়ে—আমাদের দুঃখ মুছাবার তরে

বাস করিলেন ব্রজবনে

"এ হেন দয়ালু ভাই, কোথাও যে দেখি নাই,
তাঁর পদ করহ ভাবনা ॥"

শ্রীরূপের পদ কর ভাবনা

যদি থাকে মনে বাসনা—শ্রীরূপের পদ কর ভাবনা
'যদি থাকে মনে বাসনা'—
রাগমার্গের উপাসনা—যদি থাকে মনে বাসনা [মাতন]
শ্রী,—রাধাকৃষ্ণের উপাসনা—যদি থাকে মনে বাসনা [মাতন]

শ্রীরূপের পদ কর ভাবনা
যদি,—যুগল-রহস্য জা'নতে চাও
জে'নে যদি,—যুগল-সেবা পেতে চাও

শ্রীরূপের পদে শরণ লও—জে'নে যদি,—যুগল-সেবা পেতে চাও

যুগল-সেবা মি'ল্‌বে না

অনুরূপ স্বরূপ স্বভাব না পে'লে—যুগল-সেবা মি'ল্‌বে না
শ্রীরূপের পদাশ্রয় বিনা—যুগল-সেবা মি'ল্‌বে না

শ্রীরূপ-গোসাঞি আমার গুণনিধি

শ্রীচৈতন্য-করুণা-বারিধি—শ্রীরূপ-গোসাঞি আমার গুণনিধি

কলিহত-জীবে পিয়াইলা

যুগল-উজ্জ্বলরস-লীলামৃত—কলিহত-জীবে পিয়াইলা
কৃপাদিঠে স্বভাব জাগাইয়ে—কলিহত-জীবে পিয়াইলা

'কৃপাদিঠে স্বভাব জাগাইয়ে'—
স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন ব'লে—কৃপাদিঠে স্বভাব জাগাইয়ে
কলিহত-জীবে পিয়াইলা

"তাঁর পদ করহ ভাবনা ॥"

ভাই,—জান কি গোসাঞির অভিমত
ব্রজলীলা-গ্রন্থ প্রকাশের—ভাই,—জান কি গোসাঞির অভিমত
গোসাঞি আমার,—জানাইলেন জগতেরে
ব্রজলীলা-গ্রন্থ বর্ণন ক'রে—গোসাঞি আমার,—জানাইলেন জগতেরে
তাঁর পরাণ-সর্ব্বস্ব গৌরে—গোসাঞি আমার,—জানাইলেন জগতেরে
সব গ্রন্থ প্রকাশের এই ত' মর্ম্ম
ব্রজলীলা-পরিণতি গৌর জানান—সব গ্রন্থ প্রকাশের এই ত' মর্ম্ম
গৌর,—কেমন ক'রে বু'ঝ্‌বে বল
ব্রজলীলায় না ডুবিলে—গৌর,—কেমন ক'রে বু'ঝ্‌বে বল
তবে ত' এখানে উ'ঠ্‌বে
সেখানে ডু'ব্‌তে পেলে—তবে ত' এখানে উ'ঠ্‌বে
প্রকাশিলা গ্রন্থরূপে
গুণনিধি শ্রীরূপ গোসাঞি—প্রকাশিলা গ্রন্থরূপে
নিগূঢ়-ব্রজলীলা-রহস্য—প্রকাশিলা গ্রন্থরূপে
জানাইতে গোরা-রসভূপে—প্রকাশিলা গ্রন্থরূপে [মাতন]
এই আশয় না হইলে
ব্রজলীলা-গ্রন্থ প্রকাশের—এই আশয় না হইলে
কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে
মধুর-ব্রজবনে ব'সে—কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে
আর কি দে'খ্‌তে পাব ব'লে—কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে [মাতন]
'আর কি দে'খ্‌তে পাব ব'লে'—
চিতচোর প্রাণ-গৌর—আর কি দে'খ্‌তে পাব ব'লে [মাতন]

কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে
প্রাণ বাঁধা গৌর-চরণে

আছেন বটে বৃন্দাবনে—প্রাণ বাঁধা গৌর-চরণে
শ্রীরূপের অষ্টক তার প্রমাণে—প্রাণ বাঁধা গৌর-চরণে
'শ্রীরূপের অষ্টক তার প্রমাণে'—
সদোপাস্য আদি ক'রে—শ্রীরূপের অষ্টক তার প্রমাণে

প্রাণ বাঁধা গৌর-চরণে
বাস করে ব্রজপুরে

সরবস-গৌর ছেড়ে—বাস করে ব্রজপুরে
গৌর,—পাবার পথ দেখাবার তরে—বাস করে ব্রজপুরে

শ্রীরূপ,—জানাইলেন জগতেরে

আমার গৌর কে বটে—শ্রীরূপ,—জানাইলেন জগতেরে

নৈলে কে বা জা'ন্‌ত

যদি,—শ্রীরূপ গোসাঞি না বর্ণিত—নৈলে কে বা জা'ন্‌ত
'যদি,—শ্রীরূপ গোসাঞি না বর্ণিত,—
অনর্পিত আদি শ্লোকে—যদি,—শ্রীরূপ গোসাঞি না বর্ণিত

নৈলে—কে বা জা'ন্‌ত

গৌর-লীলার গূঢ়-রহস্য—নৈলে কে বা জা'ন্‌ত

কার বা অনুভব হ'ত

যদি,—নিজকৃত-শ্লোকে না বর্ণিত—কার বা অনুভব হ'ত
পরতত্ত্ব-সীমা শ্রীচৈতন্য—কার বা গোচর হ'ত

কার বা লক্ষ্য হ'ত

পরিণতি-লীলার দিকে—কার বা লক্ষ্য হ'ত

গৌর-লীলা,—ভোগে কে মুগ্ধ হ'ত

পরিণতি ভোগ ব'লে কে বা বু'ঝ্‌ত—গৌর-লীলা,—ভোগে কে মুগ্ধ হ'ত
গোসাঞি যদি,—শ্লোকাকারে না বর্ণিত—গৌর-লীলা,—

ভোগে কে মুগ্ধ হ'ত

'গোসাঞি যদি,—শ্লোকাকারে না বর্ণিত'—

সেই-লীলা ভোগে মুগ্ধ হ'য়ে—গোসাঞি যদি,—শ্লোকাকারে না বর্ণিত

আর কি দে'খ্‌তে পাব ব'লে—গোসাঞি যদি,—শ্লোকাকারে না বর্ণিত

নিজ-কৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকে—গোসাঞি যদি,—শ্লোকাকারে না বর্ণিত

গোসাঞি,—মগ্ন যুগল-বিলাস-ভোগে

বৃন্দাবনের বনে ব'সে—গোসাঞি,—মগ্ন যুগল-বিলাস-ভোগে

তা'তে,—গৌর-ভোগের লালসা জাগে—গোসাঞি,—মগ্ন যুগল-বিলাস-ভোগে

জানাইলেন জগতেরে

গৌরলীলা-ভোগ পরিণতি-ভোগ ব'লে—জানাইলেন জগতেরে

যদি,—গৌর-রহস্য জা'ন্‌তে চাও

ব্রজলীলার পরিণতি—যদি,—গৌর-রহস্য জা'ন্‌তে চাও

শ্রীরূপের পদে শরণ লও—যদি,—গৌর-রহস্য জ'ান্‌তে চাও

গৌর-রহস্য জ'ান্‌তে পাবে না

শ্রীরূপের পদে শরণ বিনা—গৌর-রহস্য জ'ান্‌তে পাবে না

যদি,—গৌর-ভোগে থাকে বাসনা

শ্রীরূপের পদ কর ভাবনা—যদি,—গৌর-ভোগে থাকে বাসনা

"তাঁর পদ করহ ভাবনা ॥"

---

(২)

"ও মোর জীবন গতি, শ্রীরূপ গোস্বামী অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, শ্রীচৈতন্য-চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ॥
পরম বৈরাগ্য যাঁর, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য্য তেয়াগিয়া।

মহাপ্রভুর আগমন, শুনি গোসাঞি সেইক্ষণ,
প্রয়াগে চলিলা হর্ষ হইয়া ॥
অনুজ বল্লভ সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,"

প্রয়াগে ত্রিবেণীর তীরে

"মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া ॥"

তোমার,—ক্রীতদাস এসেছে ব'লে

চাও হে করুণা-নয়ন-কোণে

"ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া ॥
পুনঃ পুনঃ দুই জনে, নিরখিয়া প্রভু পানে,
প্রেমজলে ভরিল নয়ান।"

প্রেমসিন্ধু উথলিল

গৌর-মুখ-ইন্দু হে'রে—প্রেমসিন্ধু উথ'লিল

"প্রেমজলে ভরিল নয়ান।
দন্তে তৃণগুচ্ছ করি, দৈন্য করে বেরি বেরি,
যা শুনিতে বিদরে পরাণ ॥
শ্রীরূপেরে নিরখিয়া, প্রভু প্রেমে মত্ত হৈয়া,
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ ভব দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
তাহা রূপের মস্তকে ধরিলা ॥"

শ্রীরূপের মাথায় চরণ দিলা

আইস আমার রূপ ব'লে—শ্রীরূপের মাথায় চরণ দিলা

"তাহা রূপের মস্তকে ধরিলা ॥
প্রেম বশে গৌররায়, উঠ উঠ বলি তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।"

বাহু পসারি' কৈল কোলে

আইস আইস আইস ব'লে—বাহু পসারি' কৈল কোলে

"শ্রীরূপ দুই হাত জুড়ি, স্তুতি করে বেরি বেরি,
তাহা কিছু না যায় বর্ণন ॥"

তোমার কৃপার যাই বলিহারি

ও করুণা-বারিধি গৌরহরি—তোমার কৃপার যাই বলিহারি

বলাৎকারে আনিলে কাড়ি'

বিষয়-সংসার-কূপ হ'তে—বলাৎকারে আনিলে কাড়ি'

"তাহা কিছু না যায় বর্ণন ॥
তবে প্রভু রূপে লৈয়া, নিকটেতে বসাইয়া,
সনাতনের পুছে সমাচার।"

বল বল শ্রীরূপ বল

সনাতনের কি সমাচার—বল বল শ্রীরূপ বল

"সনাতনের পুছে সমাচার।"

মহাপ্রভুর প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে

করুণা-বারিধির প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে

সনাতন কোথা' রইল—করুণা-বারিধির প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে

প্রভু আমার,—'সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্যদেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি তার ॥"

অচিরে বন্ধন মুক্ত করিবে

করুণা-বারিধি শ্যামসুন্দর—অচিরে বন্ধন মুক্ত করিবে

"কহে কিছু চিন্তা নাহি তার ॥
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া, কতদিন কাছে থুইয়া,
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব শিখাইলা।"

প্রয়াগে ত্রিবেণী-তীরে

শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিলা—প্রয়াগে ত্রিবেণী-তীরে

"রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব শিখাইলা।
পরম-আনন্দ মন, রূপে করি আলিঙ্গন,"

আইস আমার রূপ ব'লে

"বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলা ॥
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয়,
শুনি প্রভু মহাহর্ষচিতে।
কহেন মধুরবাণী, সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনঃ সে আসিবা ব্রজ হৈতে ॥"

সদা সঙ্গে আছ তুমি

আমি,—তোমার সঙ্গ ছাড়া নই—সদা সঙ্গে আছ তুমি

"পুনঃ সে আসিবা ব্রজ হৈতে ॥
এই মত কহি কত, তবে প্রভু শচী-সুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীচন্দ্র-মুখ, নয়নে হেরিয়া রূপ,
ভুমে পড়ে মুরছিত হইয়া ॥"

মূরছিত ত্রিবেণী-তীরে

হা-গৌর ব'লে শ্রীরূপ-গোসাঞি—মূরছিত ত্রিবেণী-তীরে

"ভূমে পড়ে মূরছিত হইয়া ॥
সে সময়ে ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥"

যায় যায় ফিরে চায়

শ্রীরূপ গোসাঞি বৃন্দাবনের পানে—যায় যায় ফিরে চায়
বয়ান ভাসে নয়ন-ধারায়—যায় যায় ফিরে চায়

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

হরিবোল। রসের বদন—কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

"বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥
অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে, শীঘ্র আইলা মথুরাতে,
বুসুদ্ধি মিশ্রের দেখা পাইলা।

মিশ্র আনন্দিত হৈয়া, দুইজনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ বন দেখাইলা ॥”

ব্যাকুল হ’য়ে শ্রীরূপ গোসাঞি কাঁদে
বনমাধুরী দর্শন ক’রে—ব্যাকুল হ’য়ে শ্রীরূপ গোসাঞি কাঁদে

“দ্বাদশ বন দেখাইলা ॥
বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহার মিলন,
দোঁহে প্রেমে আপনা না জানে ॥”

ব্যাকুল হ’য়ে কাঁদে রে
পরস্পর গলা ধ’রে—ব্যাকুল হ’য়ে কাঁদে রে

রূপ-সনাতন কাঁদেন দু’জনে
স্মঙরি শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণে—রূপ-সনাতন কাঁদেন দু’জনে

“আলিঙ্গন করি দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি পাষাণ মিলায়।”

গলা ধ’রে কাঁদে দু’জনে
স্মঙরি শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণে—গলা ধ’রে কাঁদে দু’জনে

“যাহা শুনি পাষাণ মিলায়।
আনন্দ হইল চিতে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কাঁদি দোঁহে ধরণী লোটায় ॥”

ব্রজরজে লোটায় দু’জনে
হা গৌর প্রাণ গৌর ব’লে—ব্রজরজে লোটায় দু’জনে

“কাঁদি দোঁহে ধরণী লোটায় ॥
অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমেতে উল্লাস।
ফল মূল মাধুকরী, বিপ্র গৃহে ভিক্ষা করি,
ভুঞ্জে কভু কভু উপবাস ॥”

ছিঁড়া কন্থা বহির্ব্বাস, এইমাত্র রহে পাশ,
তরুতলে করেন শয়ন।"

কি ব'লব তাঁদের বৈরাগ্যের কথা
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা

মুখে গৌরগুণ গাথা—ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা

"ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা পরা বহির্ব্বাস রে।
লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে মুঞি শ্রীচৈতন্যের দাস রে॥" [মাতন]

"তরুতলে করেন শয়ন।"

কি ব'লব আমাদের দুর্দ্দৈবের কথা
প্রাণ ত' কাঁদে না

অনুরাগের কথা শুনে—প্রাণ ত' কাঁদে না

"তরুতলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপে রাধা কৃষ্ণ নাম,
ভাবভরে করয়ে নর্ত্তন॥
ক্ষণে করে ভক্তি পুনঃ, অন্তর্ম্মনা অনুক্ষণ,
কি কব ভজন-রীতি তাঁর।"

শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

এমন অনুরাগে না ভজিলে—শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

"প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত গ্রন্থ,
প্রেমময় অক্ষর যাঁহার॥
মহাধীর তনু যাঁর, কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যাইয়া।
হা শচীনন্দন বলি, কাঁদে দুই বাহু তুলি,"

বলে,—আর কি দেখা দিবে না

আমার,—চিতচোর প্রাণ গৌর—আর কি দেখা দিবে না

"হা শচীনন্দন বলি, কাঁদে দুই বাহু তুলি,
ডাকে রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া॥

অতি সুকোমল দেহ, সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিব একমুখে।
অধম পামরগণ, পতিত দুঃখিত জন,
নিজগুণে কৃপা করে তাকে ॥
আমি বড় দুরাচার, মোরে কর অঙ্গীকার,
তাপেতে হৈলাম সদা ভোর।
ও পদ-পঙ্কজে মন, রহে যেন অনুক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর ॥
পতিত-পাবন নাম ধর, পতিতে নিস্তার কর,
করি নিজ করুণা বিস্তার।
কহে দাস নরহরি, রাখ মোরে কেশে ধরি,
তোমা বিনা গতি নাহি আর ॥"

—০—

এইবার মোরে কৃপা কর

দয়ানিধি শ্রীরূপ গোসাঞি—এইবার মোরে কৃপা কর

"এমন দয়ালু ভাই, কোথাও ত' দেখি নাই,
তাঁর পদ করহ ভাবনা ॥
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাইয়া,"

বিষয় তেয়াগিয়া ব্রজবনে গিয়া

"শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাইয়া, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত,"

গৌর-প্রেমসিন্ধুতে ডুব্ দিয়ে

প্রাণ গৌর হে যা কর ব'লে—গৌর-প্রেমসিন্ধুতে ডুব্ দিয়ে

"তাহা উঠাইয়া কত, নিজগ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি ॥"

জীবে দিলেন প্রেমচিন্তামণি

শ্রীরূপ গোসাঞি প্রেমভক্তির খনি—জীবে দিলেন প্রেমচিন্তামণি

প্রকাশি উজ্জ্বল নীলমণি—জীবে দিলেন প্রেমচিন্তামণি

পেয়ে উজ্জ্বল নীলমণি—জীব পেল প্রেমচিন্তামণি

নৈলে কে বা জা'নৃত

যুগল-উজ্জ্বল-রস—নৈলে কে বা জা'নৃত

'যুগল-উজ্জ্বল-রস'—

প্রাণ-রাধা-রাধারমণের—যুগল-উজ্জ্বল-রস

যদি,—গ্রন্থাকারে না প্রকাশ হ'ত—যুগল-উজ্জ্বল-রস

'যদি,—গ্রন্থাকারে না প্রকাশ হ'ত'—

উজ্জ্বল নীলমণি নাম দিয়ে—যদি,—গ্রন্থাকারে না প্রকাশ হ'ত

নৈলে কে বা জা'নৃত

"জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি ॥

শ্রী—রাধাকৃষ্ণ-রসকেলি, নাট্যগীত পদাবলী,

শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।

শ্রীচৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,

আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥"

আপনি,—আচরিয়ে দেখাইলেন

গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে—আবার আপনি,—আচরিয়ে দেখাইলেন

যুগল-রহস্য-ভোগের পথ—আবার আপনি,—আচরিয়ে দেখাইলেন

যুগল-রহস্য আস্বাদিয়ে—আবার আপনি,—আচরিয়ে দেখাইলেন

গোসাঞি স্থাপন করিলা ক্ষিতি

শ্রীচৈতন্যের মনোবৃত্তি-মূরতি—গোসাঞি স্থাপন করিলা ক্ষিতি

শুদ্ধ পরকীয়া তত্ত্ব—গোসাঞি স্থাপন করিলা ক্ষিতি

'শুদ্ধ পরকীয়া তত্ত্ব'—

যাতে হয় রসাধিক্য—শুদ্ধ পরকীয়া তত্ত্ব

ব্রজ বিনা যা নাই অন্যত্র—শুদ্ধ পরকীয়া তত্ত্ব

গোসাঞি জগতে প্রচার কৈলা

নৈলে কে বা জা'নৃত

ব্রজলীলার রসোৎকর্ষ—নৈলে কে বা জা'নৃত
যদি,—পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে না বর্ণিত—নৈলে কে বা জা'নৃত
'যদি,—পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে না বর্ণিত'—
প্রাণ গৌরাঙ্গের ইঙ্গিত পেয়ে—যদি,—পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে না বর্ণিত
ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব—যদি,—পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে না বর্ণিত

নৈলে কে বা জা'নৃত
রসোৎকর্ষ কে বা জা'নৃত

মধুর-শ্রীব্রজলীলার—রসোৎকর্ষ কে বা জা'নৃত

কে বা পে'ত রে

ব্রজের,—যুগল-কেলি-বিলাস-রসাস্বাদ—কে বা পে'ত রে

"আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥
চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।"

ব্রজরজে দেয় গড়াগড়ি

গোসাঞি আমার,—আহার নিদ্রা পরিহরি—ব্রজরজে দেয় গড়াগড়ি
প্রাণ-গৌরাঙ্গের গুণ স্মঙরি—ব্রজরজে দেয় গড়াগড়ি
হা,—সোণার গৌর প্রভু বলি'—ব্রজরজে দেয় গড়াগড়ি

নিশিদিশি কাঁদে রে

গৌরের নীলাচল-বিহার স্মঙরিয়ে—নিশিদিশি কাঁদে রে
এক এক লীলা বর্ণন ক'রে—নিশিদিশি কাঁদে রে
অষ্টকেতে প্রতি শ্লোক ক'রে—নিশিদিশি কাঁদে রে

অষ্টকেতে প্রতি শ্লোক ক'রে
পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্

স চৈতন্যঃ কিং মে—পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্

আর কি দে'খ্‌তে পাব নয়নে

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীরূপ-গোসাঞি কাঁদে—আর কি দে'খ্‌তে পাব নয়নে
গম্ভীরার গুপ্তধনে—আর কি দে'খ্‌তে পাব নয়নে

আর কি দে'খ্‌তে পাব গোরা

রাধাভাবে কৃষ্ণবিরহে ভোরা—আর কি দে'খ্‌তে পাব গোরা

স্বরূপ-রামরায়ের কর-ধরা—আর কি দে'খ্‌তে পাব গোরা

দেখিতে কি পাব পুনঃ

সেই মহাভাবে ভোরা শচীনন্দন—দেখিতে কি পাব পুনঃ

করিবে কি আমার নয়ন ধন্য

রথের আগে নটনপর শ্রীচৈতন্য—করিবে কি আমার নয়ন ধন্য

'রথের আগে নটনপর শ্রীচৈতন্য'—

আমার পরাণ-বঁধু পেলাম ব'লে—রথের আগে নটনপর শ্রীচৈতন্য

করিবে কি আমার নয়ন ধন্য

হবে কি আমার নয়ন-গোচর

সিন্ধুতট-বিহারী গৌরসুন্দর—হবে কি আমার নয়ন-গোচর

সিন্ধুতীরে সদা বিহরে

শ্রীযমুনাতীর উদ্দীপনে—সিন্ধুতীরে সদা বিহরে

'শ্রীযমুনাতীর উদ্দীপনে'—

সিন্ধুর কালজল হে'রে—শ্রীযমুনাতীর উদ্দীপনে

সিন্ধুতীরে সদা বিহরে

এইরূপে,—কাঁদে গোসাঞি নিশিদিনে

নিরজনে ব'সে মধুর-বৃন্দাবনে—এইরূপে,—কাঁদে গোসাঞি নিশিদিনে

'নিরজনে ব'সে মধুর-বৃন্দাবনে'—

শ্রীসনাতন গোপালভট্ট সনে—নিরজনে ব'সে মধুর-বৃন্দাবনে

এইরূপে,—কাঁদে গোসাঞি নিশিদিনে

গৌরের,—নীলাচল-লীলা কীর্ত্তন ক'রে—এইরূপে,—কাঁদে

গোসাঞি নিশিদিনে

"তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ-হিয়ে তাপ ॥"

এইবার মোরে কৃপা কর
মনোবৃত্তিরূপ শ্রীরূপ গোসাঞি—এইবার মোরে কৃপা কর

—০—

বিঃ দ্রষ্টব্য—অতঃপর প্রতিসূচককীর্ত্তনের শেষে নিম্নোক্ত—

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর"

ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ পদগুলি অবশ্য কীর্ত্তনীয় ॥

—০—

তোমরা,—কোথা' বা লুকালে
পরাণ গৌরাঙ্গগণ—তোমরা,—কোথা' বা লুকালে
একে একে সব কোথা' লুকালে
পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—একে একে সব কোথা' লুকালে
প্রাণ,—গৌর ল'য়ে কোথা' লুকালে
আমাদের,—কাল-কলির কবলে ফে'লে—প্রাণ,—গৌর ল'য়ে
কোথা' লুকালে
আমাদের,—কা'র কাছে রেখে গেলে
আমাদের আর,—দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই গো—আমাদের,—কা'র
কাছে রেখে গেলে
শুধাইতে আর কেউ নাই গো
মুখ,—মলিন দে'খে দুঃখ জানি'—শুধাইতে আর কেউ নাই গো
কেন,—কি হ'য়েছে বাপ আয় ব'লে—শুধাইতে আর কেউ নাই গো
কোলে নেবার কেউ নাই গো
মুখ,—মলিন দেখি' বাহু পসারি'—কোলে নে-বার কেউ নাই গো
কেন,—বল্ কি হ'য়েছে ব'লে—কোলে নেবার কেউ নাই গো
আর,—জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো
প্রাণ,—গৌর-কথা ব'লে শু'নে—আর,—জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো

'প্রাণ,—গৌর-কথা ব'লে শু'নে'—
দগ্ধ-হৃদয় শান্তকারী—প্রাণ,—গৌর-কথা ব'লে শু'নে

জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো
জুড়াইবার উপায় নাই

গৌর-কথা,—ব'ল্‌বার শু'ন্‌বার প্রাণ নাই—জুড়াইবার উপায় নাই
একে একে পলা'ল সবাই—গৌর-কথা,—ব'ল্‌বার শু'ন্‌বার প্রাণ নাই

শু'ন্‌তে পাই না ব'ল্‌তে পাই না

প্রাণারাম গৌরাঙ্গ-কথা—শু'ন্‌তে পাই না ব'ল্‌তে পাই না
কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—শু'ন্‌তে পাই না ব'ল্‌তে পাই না

আজ,—সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা

কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—আজ,—সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা

আর,—কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা

আহা,—"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
হায়,—নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
আহা,—সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
আরে হা,—দামোদর পরমানন্দ পুরী॥

হায় রে,—"যে সব করিলা লীলা,"

মধুর নদীয়া আর নীলাচলে—যে সব করিলা লীলা
'মধুর নদীয়া আর নীলাচলে'—
সুরধুনী আর সিন্ধুকূলে—মধুর নদীয়া আর নীলাচলে

হায় রে,—"যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
আরে হা,—তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।"

হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—প্রেমপুরুষোত্তম-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
স্থাবর জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

'স্থাবর জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা'—

ঝারিখণ্ড-পথে ব্রজে যেতে—স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা
দেখিতে ত' পেলাম না

পাষাণ-গলান-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না

কীর্ত্তন-নটন-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না

'কীর্ত্তন-নটন-লীলা'—

সুরধুনী-পুলিনে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

সুরধুনীর তীরে তীরে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

আমার,—চিতচোর-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

ও,—"গমন-নটন-লীলা"

ওগো আমার,—সীতানাথের আনানিধির—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—নদীয়া-বিনোদিয়ার—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—প্রাণ-শচীদুলালিয়ার—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়ার—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়ার—গমন-নটন-লীলা

সঙ্কীর্ত্তন,—কেলিরস-বিনোদিয়ার—গমন-নটন-লীলা

সঙ্কীর্ত্তন,—রাসরস-উন্মাদিয়ার—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—নরহরির চিতচোরের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—রসময়-গৌরকিশোরের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—নবদ্বীপ-পুরন্দরের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—শ্রীরূপ-হৃৎকেতন-গোরার—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—শ্রীসনাতনের গতি-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—লোকনাথের হৃদ্‌বিহারীর—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—গোপাল-ভট্টের প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—রঘুনাথ-ভট্টের প্রাণারাম-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—শ্রীজীব-জীবন-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধনের—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—সার্ব্বভৌমের চৈতন্য-দাতার—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—রাজা প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারীর—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—গজপতি-উদ্ধারণের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—রামরায়ের চিতচোরের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার,—স্বরূপের সর্ব্বস্ব-ধনের—গমন-নটন-লীলা
ওগো আমার—নিতাই-পাগল-করা গোরার—গমন-নটন-লীলা [মাতন]
ও,—"গমন-নটন-লীলা।"

চ'লে যে'তে নে'চে যায়

নাটুয়া-মূরতি গৌর আমার—চ'লে যে'তে নে'চে যায়
আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—

চ'লে যে'তে নে'চে যায়

মহা,—ভাবনিধি-গৌরাঙ্গ আমার—চ'লে যে'তে নে'চে যায়
ভাবনিধি গোরা,—ভাব-হিল্লোলে হে'লে দু'লে—চ'লে-যে'তে নে'চে যায়
ও,—"গমন-নটন-লীলা, বচন-সঙ্গীত-কলা,"

সঙ্গীতেতে কথা কহিছে

রসের গোরা,—চ'লে যে'তে নে'চে যেছে—সঙ্গীতেতে কথা কহিছে
ওগো আমার,—রসের গোরা চিতচোরা—সঙ্গীতেতে কথা কহিছে

গমনে নটন বচনে গান

নদীয়া-বিনোদ গৌরাঙ্গের—গমনে নটন বচনে গান

গমনই নটন বচনই গান

শচীদুলাল প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমনই নটন বচনই গান

চ'লতে নাচে ব'লতে গায়

কে দেখেছে কে শুনেছে কোথায়—চ'লতে নাচে ব'লতে গায়
রসময় গৌরাঙ্গরায়—চ'লতে নাচে ব'লতে গায় [মাতন]

সঙ্গীতেতে কথা কয়

যেন,—কত-শত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চমরাগ জিনি'—যেন,—কত-শত-কোকিল কুহরিছে

না না তা'তে তুলনা হয় না
যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগত,—অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে
গৌরহরি হরি বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে [মাতন]

ও,—"মধুর চাহনি আকর্ষণ।"

তা'রই আঁখি মন হরিছে

হরি ব'লে যা'র পানে চাইছে—তা'রই আঁখি মন হরিছে
'হরি ব'লে যার পানে চাইছে'—
রসের গোরা নে'চে নে'চে—হরি ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]

তা'রই আঁখি মন হরিছে
সে, অমনি ঢ'লে পড়িছে

ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে, অমনি ঢ'লে প'ড়ছে
ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে পড়িছে
ভাবেতে অবশ হ'য়ে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে পড়িছে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ
রসের গৌরাঙ্গ নাচে
আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রসোন্মাদী—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে
যে,—ঢ'লে পড়ে ত'ারে বুকে ধ'রে—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

[মাতন]

ও,—"মধুর চাহনি আকর্ষণ।"

ও,—"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—রঙ্গিয়া প্রাণ-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া
অনঙ্গমোহন গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া
রঙ্গের মন্দির গোরার—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

'রঙ্গের মন্দির গোরা'—

নবীন-কামের কোঁড়া—রঙ্গের মন্দির গোরা [মাতন]

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

প্রতি-অঙ্গে অনঙ্গ-শর

শর,—বরিষণের নাহি অবসর—প্রতি-অঙ্গে অনঙ্গ-শর

শর,—বরষিছে নিরন্তর

নিজ,—পারিষদ উপর শর—বরষিছে নিরন্তর

পারিষদ হইল জর-জর

নিরন্তর শর বরিষণে—পারিষদ হইল জর-জর

ও,—"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

অভাবের সঙ্গ করে না

আমার,—ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

মহা,—ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

নানা,—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—নানা,—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ-ভাবুক-সঙ্গে—নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

"রসময় দেহেরই গঠন ॥" রে !!

গৌর কিশোর-বর

আরে আরে আরে আমার—গৌর কিশোর-বর

আরে,—আরে আমার—গৌর কিশোর-বর

আরে আমার চিতচোর—গৌর কিশোর-বর

রসে তনু ঢর-ঢর—গৌর কিশোর-বর

'রসে তনু ঢর-ঢর'—

শ্রী,—নবদ্বীপ-পুরন্দর—রসে তনু ঢর-ঢর [মাতন]

দেখা শুনা হ'ল না

কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—দেখা শুনা হ'ল না
গমনে নটন বচনে গান—দেখা শুনা হ'ল না [মাতন]

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

হায় রে,—"যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।"

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
দেখিতে ত' পেলাম না রে

পাষাণ-গলান-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না রে
'পাষাণ-গলান-লীলা'—
আমার,—চিতচোর প্রাণ-গৌরাঙ্গের—পাষাণ-গলান-লীলা

দেখিতে ত' পেলাম না রে
অদ্যাপি তা'র নিদর্শন আছে

ওযে,—লীলায় শিলা গ'লেছে—অদ্যাপি তা'র নিদর্শন আছে
মধুর শ্রীনালাচলে—অদ্যাপি তা'র নিদর্শন আছে
জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—অদ্যাপি তা'র নিদর্শন আছে

আজও,—সেই লীলার সাক্ষী দিছে

পাষাণে শ্রীপদচিহ্ন—আজও,—সেই লীলার সাক্ষী দিছে

"গৌর-সুন্দর নটরাজ।"

আরে আমার
আরে আরে আরে আমার
পরাণের পরাণ আমার

"গৌর-সুন্দর নটরাজ।"
"শ্রীল জগন্নাথ-আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি' ভাব-রত্ন-সাজ ॥"

ভাব-ভূষণে বিভূষিত

ভাবনিধি শচীসুত—ভাব-ভূষণে বিভূষিত

একদিন আমার গৌরহরি
করিছেন জগন্নাথ দরশন
গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে—করিছেন জগন্নাথ দরশন
রাধিকা-ভাবিত-মতি
ভাবনিধি গৌর আমার—রাধিকা-ভাবিত-মতি
শ্রী,—জগন্নাথের বদন চেয়ে—রাধিকা-ভাবিত-মতি
করিছেন জগন্নাথ দরশন
"বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,"
স্বর্ণ-বর্ণ হ'ল বিবর্ণ
জগন্নাথের বদন চে'য়ে—স্বর্ণ-বর্ণ-হ'ল বিবর্ণ
না জানি কি কইতে কইতে—স্বর্ণ-বর্ণ হ'ল বিবর্ণ
জ-জ-জ-জ গ-গ করে
জগন্নাথ ব'লতে নারে—জ-জ-জ-জ গ-গ করে
জ-জ-জ-জ গ-গ বলে
জগন্নাথ ব'লতে নারে—জ-জ-জ-জ গ-গ বলে
"বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।
এই সপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম্ম॥"
গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত
সাত্ত্বিক-বিকার যত—গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত
গৌর-অঙ্গ বিভূষিত
নানা,—ভাবাবলি-ভূষণেতে—গৌর-অঙ্গ বিভূষিত
বিরাম নাই বিরাম নাই
অবিরল-নয়ন-ধারার—বিরাম নাই বিরাম নাই
যেন,—শ্রাবণ-মেঘের ধারা—বিরাম নাই বিরাম নাই
যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্র-ধারা
শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-ধারা—যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্র-ধারা
এক-এক-ধারায় শত-শত-ধারা—যেন,—পিচ্‌কারী-জলযন্ত্র-ধারা

ভাসিল রে মুখ-কমল

অবিরল-নয়ন-ধারায়—ভাসিল রে মুখ-কমল

পড়িল হৃ'দ্-কমলে

মুখ-কমল ভাসাইয়ে—পড়িল হৃ'দ্-কমলে
হৃ'দ্-কমল ভাসাইয়ে—পড়িল চরণ-কমলে
চরণ-কমল পাখালিয়ে—নিম্ন-খাল পূর্ণ হ'ল
শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-ধারায়—নিম্ন-খাল পূর্ণ হ'ল
গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বদেশের—নিম্ন-খাল পূর্ণ হ'ল

পাষাণ গলিয়া গেল

সেই গৌরের পদ-পরশে—পাষাণ গলিয়া গেল

পাষাণ-গলান গোরা

প্রাণভ'রে বল ভাই তো'রা—পাষাণ-গলান গোরা [মাতন]

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে
কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা
সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা
তখন জনম হ'ল না মোদের

যখন হ'ল প্রকট বিহার—তখন জনম হ'ল না মোদের

নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

লীলা-অদর্শন শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

আজও হ'তেছে সেই লীলা
শ্রীগুরুমুখের কথা স্মঙরি
গিয়াছিলাম নীলাচলে

রথ-যাত্রাকালে ভাই ভাই মিলে—গিয়াছিলাম নীলাচলে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

গিয়াছিলাম নীলাচলে—বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

ও,—"নীলাচলে যব মঝুনাথ।
দেখিব আপনে জগন্নাথ ॥

রামরায় স্বরূপ লইয়া।
নিজ-ভাব কহে উঘাড়িয়া॥
মোর কি হইব হেন দিনে।
সে কথা কি শুনিব শ্রবণে॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিব কীর্ত্তন উভরায়॥"

জগন্নাথের রথের আগে

হায় রে,—"মোর কি এমন দশা হ'ব।
সে লীলা কি নয়নে হেরিব॥"

এই,—আশা ক'রে মনে মনে
গিয়াছিলাম শ্রীনীলাচলে

ভাই-ভাই-ভাই মিলে—গিয়াছিলাম শ্রীনীলাচলে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

রথের আগে গৌর-নর্ত্তন—বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

ও,—"নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন,"

দেখে রূপ সনাতন

রাধাপ্রেমের কত বল—তাই,—দেখে রূপ সনাতন
'রাধাপ্রেমের কত বল'—
নাগরে নাগরী কৈল—রাধাপ্রেমের কত বল [মাতন]

তাই,—দেখে রূপ সনাতন

গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায়-রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ,"

ভাবনিধির ভাব জে'নে

চেয়ে,—মহাভাব-প্রকটিত-বদন-পানে—ভাবনিধির ভাব জে'নে

"গায় রায়-রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥
প্রভুর দক্ষিণ-পাশে, নাচে নরহরিদাসে,
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।"

"নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাইয়া পড়ে কভু,
আবেশে ধরয়ে দোঁহার কর ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি,' বলে পহুঁ হরি হরি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উচ্চৈঃস্বরে।
স্মঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,"

জগন্নাথে জগন্নাথ হে'রে

সেইভাবে ভোরা গোরা—জগন্নাথে জগন্নাথ হে'রে

যেন,—পেয়েছে নব-বৃন্দাবনে

সেইভাবে ভোরা গোরা—যেন,—পেয়েছে নব-বৃন্দাবনে
আপন-পরাণ-ধনে—যেন,—পেয়েছে নব-বৃন্দাবনে
প্রভাস-মিলনে—যেন,—পেয়েছে নব-বৃন্দাবনে

পেয়ে আশা মিট্‌ছে না
আক্ষেপে করিছেন উক্তি

"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম হে।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন হে ॥"
তাই,—"স্মঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,
আবেশে ধরয়ে রায়ের করে ॥"

বলে,—এ দাসীরে কৃপা কর

স্বরূপ-রামরায়ের,—বদন-পানে চেয়ে—বলে,—এ দাসীরে কৃপা কর

এ দাসীরে সদয় হও

বলে,—বৃন্দাবনে কর লীলা—এ দাসীরে সদয় হও [মাতন]

দেখিতে ত' পেলাম না

রথের আগে কত খুঁজ্‌লাম—দেখিতে ত' পেলাম না
কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম—দেখিতে ত' পেলাম না
কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—দেখিতে ত' পেলাম না

হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

হায় রে,—"তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
হায় রে,—তখনে না হৈল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ,
সে না শেল রহি গেল চিতে॥"

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

হায় রে,—"প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
হায় রে,—ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।"

আবার,—গিয়াছিলাম বৃন্দাবনে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায়—আবার,—গিয়াছিলাম বৃন্দাবনে

ভাই রে,—কারো দেখা পেলাম না
ভাই ভাই মিলে কত খুঁজেছি

শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায়—ভাই ভাই মিলে কত খুঁজেছি

কত না ডে'কেছি

তাঁদের বসতিস্থানে গিয়ে—কত না ডে'কেছি
কোথায় আছ রূপ সনাতন ব'লে—কত না ডে'কেছি
কোথায় আছ,—ভট্টযুগ শ্রীজীব গোসাঞি ব'লে—কত না ডে'কেছি
কোথায় আছ,—ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ ব'লে—কত না ডে'কেছি

কত না ডে'কেছি

শ্রী,—রাধাকুণ্ড-তীরে গিয়ে—কত না ডে'কেছি

কত না কেঁ'দেছি

দাস-গোসাঞি কোথায় আছ ব'লে—কত না কেঁ'দেছি [মাতন]

কেউ ত' কথা কইলে না
কেউ ত' দেখা দিলে না

কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম—কেউ ত' দেখা দিলে না

"এ সকল প্রভু মিলি, যে সব করিলা কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ॥"

কিছুই দে'খতে পেলাম না
প্রাণ,—গৌরলীলা তার গণের খেলা—কিছুই দেখ'তে পেলাম না

এবে,—"সবে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধভেল সবাকার আঁখি।"

আঁখি আর,—কেমন ক'রে দে'খ্‌বে বল
আঁখি,—তারা হারা'ল জ্যোতি হারা'ল—আঁখি আর,—কেমন ক'রে-
দে'খ্‌বে বল
আঁখি,—তারা গৌরগণ হারা'ল
দর্শন-শক্তি গৌর হারা'ল—আঁখি,—তারা গৌরগণ হারাল
আঁখি আর,—কেমন্ ক'রে দে'খ্‌বে বল
সে,—আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল
গৌরলীলা,—দরশনে যে বঞ্চিত হ'ল—সে,—আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল

"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,"

ব্যথার ব্যথী কে বা আছে
একে একে সব লুকায়েছে—ব্যথার ব্যথী কে বা আছে

"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,"

আমার,—মুখ কেউ দেখ না
আমি,—গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী—আমার,—মুখ কেউ দেখ না [মাতন]
"আছি যেন মরা পশুপাখী ॥"

মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে
দেখিতে মানুষের আকার বটে—কিন্তু,—মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে
মানুষ হ'লে ভালবাসা থা'কৃত
একতিল কি প্রাণ থা'কৃত
সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে—একতিল কি প্রাণ থা'ক্‌ত
সে সুখে বঞ্চিত হ'য়ে—একতিল কি প্রাণ থা'ক্‌ত
পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে

হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে [মাতন]

"আছি যেন মরা পশুপাখী ॥

অন্নজল-বিষ খাই, তবু,—"মরিয়া নাহিক যাই,

ধিক্ ধিক্ নিলাজ পরাণ।"

আর,—কি-সুখে বা আছ রে

ওরে রে নিলাজ-পরাণ—আর,—কি-সুখে বা আছ রে

গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী প্রাণ—আর,—কি-সুখে বা আছ রে

বঞ্চিত হ'য়ে সে-সুখ হ'তে—আর,—কি-সুখে বা আছ রে

'বঞ্চিত হ'য়ে সে-সুখ হ'তে'—

এখন,—প'ড়ে প'ড়ে মায়ার লাথি খেতে—বঞ্চিত হ'য়ে সে সুখ হ'তে

আর,—কি-সুখে বা আছ রে

গেলেই ত' ভাল রে

এখনও ভালয় ভালয়—গেলেই ত' ভাল রে

হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—গেলেই ত' ভাল রে

ওরে,—প্রাণ তোরে মিনতি করি

"যতক্ষণ এই দেহে থাক, হা,—গুরু গৌর ব'লে ডাক,

তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

নিশিদিশি ডাক রে

হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—নিশিদিশি ডাক রে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

ওরে রে কৃতঘ্ন-পরাণ—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

'অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি'—

অদোষ-দরশী শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

প্রাণভ'রে গাও রে

কণ্ঠহার কর রে

শ্রীগুরু-দত্ত নামাবলী—কণ্ঠহার কর রে

ব্যাকুল হ'য়ে গাও রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে গাও রে

পাগল হ'য়ে বেড়াব

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হ'য়ে বেড়াব

গৌরপ্রেমের পাগল হ'য়ে—দেশবিদেশে বেড়াব

যারে দে'খ্‌ব তারে ব'ল্‌ব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" [মাতন]

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

ও ভাই,—বোল হরিবোল—নিতাই গৌরহরি বোল [মাতন]

বোল হরিবোল—গৌর হরিবোল

গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল ॥

—o—

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয়।

প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়।

করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয়।

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয়।

শ্রীখোল-করতালকী জয়।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামকী জয়।

শ্রীনীলাচল-ধামকী জয়।

শ্রীবৃন্দাবনধামকী জয়।

চারিধামকী জয়।

চারি-সম্প্রদায়কী জয়।

অনন্তকোটী বৈষ্ণবকী জয়।

আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয়।

প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-

শিশুপশুপালক-বালকজীবন-শ্রীমদ্‌রাধারমণদেবকী জয়।

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥

—o—

শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদের সূচক-কীর্ত্তনের

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥
"জয় জগতারণ-কারণধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দরাম ॥"

নিতাই-চাঁদের জয় দাও ভাই
জগতারণ-কারণধাম—নিতাই-চাঁদের জয় দাও ভাই
শ্রী,—গৌর-সেবা-শ্রীবিগ্রহ—নিতাই-চাঁদের জয় দাও ভাই

শ্রী,—গৌর-সেবা-শ্রীবিগ্রহ
আনন্দকন্দ শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রী,—গৌর-সেবা-শ্রীবিগ্রহ

আপন কাজ সব করেন পূরণ
বিশ্বম্ভর গৌরহরি—আপন কাজ সব করেন পূরণ
প্রভু-নিত্যানন্দ-দ্বারে—আপন কাজ সব করেন পূরণ

"ডগ মগ লোচন, কমল ঢুলায়ত,"
গৌর-প্রেম-মদিরা পানে

"ডগ মগ লোচন, কমল ঢুলায়ত,
সহজে অথির গতি দিঠি মাতোয়ার।"

গৌর-প্রেমে মা'তা নিতাই আমার
প্রেমভরে সদাই অধীর—গৌর-প্রেমে মা'তা নিতাই আমার

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদের সূচককীর্ত্তনে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র হয় না, কেবল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র হয়। ইহাই মহাজনী প্রথা।

"সহজে অথির গতি দিঠি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি', ঘন ঘন গরজই,
গৌর-প্রেমভরে চলই না পার॥"

গৌর-প্রেমে মা'তা নিতাই আমার

চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে—গৌর-প্রেমে মা'তা নিতাই আমার

"গদ গদ আধ, মধুর বচনামৃত,"

বচন নয় অমিয়া-বর্ষণ

গৌর-প্রেমে মত্ত নিতাইচাঁদের—বচন নয় অমিয়া-বর্ষণ

"গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত,
লহু লহু হাস বিকসিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন, শ্রীভুজ-মণ্ডন,
কনয়া-খচিত অবলম্বন-দণ্ড॥
কলিযুগ-কাল, ভুজঙ্গম দংশল,
দগধল থাবর জঙ্গম পেখি'।"

জগজীবে জর-জর দে'খে

কলিযুগ,—কাল-ভুজঙ্গ-দংশনে—জগজীবে জর-জর দে'খে

দংশন-জ্বালা জুড়াইতে

কলিকাল-ভুজঙ্গের—দংশন-জ্বালা জুড়াইতে

"প্রেম-সুধারস, জগভরি' বরিখল,"

জগজীবের তাপ দূর কৈল

প্রেম-সুধারস বরিষণে—জগজীবের তাপ দূর কৈল

গৌর প্রেমে ডগমগ কৈল

ভুবন-পাবন নিতাই আমার—গৌর-প্রেমে ডগমগ কৈল

"প্রেম-সুধারস, জগভরি' বরিখল,
গোবিন্দদাসে কাহে উপেখি॥"

গোবিন্দদাসে কেন বঞ্চিত কৈলে

জগভরি' প্রেম বিতরিলে—গোবিন্দদাসে কেন বঞ্চিত কৈলে [মাতন]

—০—

শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদের সূচক-কীর্ত্তন

(পৌষ-শুক্লা তৃতীয়া)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল"
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

—০—

"শ্রীজীব গোসাঞি মোর প্রেমরত্ন-সাগর,"

গৌর-প্রেমরত্ন-সাগর

শ্রীজীব-গোসাঞি আমার—গৌর-প্রেমরত্ন-সাগর
শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র—গৌর-প্রেমরত্ন-সাগর
প্রিয়-অনুপমের পুত্র—গৌর-প্রেমরত্ন-সাগর
প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায়—গৌর-প্রেম-রত্ন-সাগর

"ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুঞি ত পামর-জনে, বড় সাধ করি মনে,
তুয়া গুণ গাইবার তরে॥"

এই কৃপা কর মোরে

হা প্রভু শ্রীজীব গোসাঞি—এই কৃপা কর মোরে
যেন,—তোমার গুণ স্ফুরে অন্তরে—এই কৃপা কর মোরে
সেই ত আমার শ্রীজীব গোসাঞি

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, অনুপম সুমধ্যম,
শ্রী,—রাম-পদে দৃঢ় যাঁর মতি।
তাঁহার তনয় জীব, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
প্রকাশিল শ্রীরূপ-সংহতি॥"

বলে,—আর ঘরে থা'কৃব না

রূপ-সনাতন ছাড়ি গেলা—আর ঘরে থা'কৃব না

গৃহে কেন থা'কৃব বল

সে-সঙ্গ-প্রসঙ্গ হারাইয়ে—শূন্য,—গৃহে কেন থা'কৃব বল

আমার,—কাজ কি এই প্রাকৃত-ধনে

আমি বিকাব গৌর-চরণে—আমার,—কাজ কি এই প্রাকৃত-ধনে

আমি বিকাব গৌর-চরণে

পাব রূপ-সনাতনে—আমি বিকাব গৌর-চরণে [মাতন]

নিশিদিশি ঝুরে রে

শ্রীজীব-গোসাঞি আমার—নিশিদিশি ঝুরে রে
নিরজনে বসি' বসি'—নিশিদিশি ঝুরে রে
শ্রীরূপ-সনাতনের গুণ স্মঙরি—নিশিদিশি ঝুরে রে

প্রাণ কেঁদে উঠে রে

বলে,—কবে গিয়ে শরণ ল'ব

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের—কবে গিয়ে শরণ ল'ব
শ্রীরূপ-সনাতনের কাছে—কবে গিয়ে শরণ ল'ব

কবে যাব সেই-পথে

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীজীব কাঁদে—কবে যাব সেই-পথে
শ্রীরূপ,—সনাতন গেছেন যেই-পথে—কবে যাব সেই-পথে
সবাই গেছেন যে-পথে—কবে যাব সেই-পথে [মাতন]

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীজীব কাঁদে

বলে,—এই-কৃপা কর প্রাণগৌর

যাবার আমার আশা নাই—বলে,—এই-কৃপা কর প্রাণগৌর
তোমার,—কৃপা পাবার যোগ্য নই—বলে,—এই-কৃপা কর প্রাণগৌর
কবে শ্রীরূপ-সনাতন পাব—এই-কৃপা কর প্রাণগৌর [মাতন]

"বৈরাগ্য জন্মিল মনে রাজ্য ছাড়ি সেইক্ষণে,
চলিলা শ্রীনবদ্বীপ-পুরী।"

কি ব'ল্‌ব শ্রীজীবের কথা

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ ঃ—

"ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কত-ভঙ্গী জানে।
রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে ॥
গণসহ সনাতন-রূপে কৃপা করি'।
রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥
শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি-প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল ॥
শ্রীজীব-চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে।
প্রভু-রূপ-মাধুরী সদাই চিন্তা করে ॥
শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে ॥
কৃষ্ণ-বলরাম-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
করিতেন পূজা পুষ্প-চন্দনাদি দিয়া ॥
কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়।
একাকী ও দোঁহে লইয়া নির্জ্জনে খেলায় ॥
শয়ন-সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে।
মাতাপিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥
যে হইতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।
সেই হইতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥
নিরন্তর শ্রীজীবের এই চিন্তা মনে।
ঘর হৈতে বাহির হইব কতক্ষণে ॥
একদিন একাকী বসিয়া সন্ধ্যাকালে।
শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সিক্ত হয় নেত্রজলে ॥
করয়ে যতন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি' কহে বারে বারে ॥
ওহে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
ওহে করুণাসিন্ধু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥
ওহে কৃপাময় প্রভুর শ্রীপ্রিয়গণ।
মো-হেন পতিতে কর কৃপার ভাজন ॥"

হা ভুবন-পাবন গৌরগণ

কর নিজ-কৃপার ভাজন—হা ভুবন-পাবন গৌরগণ

"ঐছে কত কহে কণ্ঠ রুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে।
নিশি শেষ হৈল নিদ্রা নাহিক নয়নে॥
শ্রীভকতবৎসল প্রভু, প্রভুর ইচ্ছায়।
শ্রীজীব দেখয়ে স্বপ্ন কিঞ্চিৎ নিদ্রায়॥
রামকেলি-গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে।
সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্র গণসনে॥
সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে নৃত্য করে গৌররায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেমে জগৎ মাতায়॥
লক্ষ লক্ষ লোক ধাইয়া আইসে চারিপাশে।
হরি হরি ধ্বনি হয় এ ভুমি আকাশে॥
ঐছে দেখা দিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
স্বপ্নভঙ্গে জীবের ব্যাকুল হৈল প্রাণ॥"

দেখা দিয়ে কোথা লুকালে

কাঁদিয়া শ্রীজীব বলে—দেখা দিয়ে কোথা লুকালে

"পুনঃ শ্রীজীবের নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
শ্রীজীব দেখয়ে কিবা অপূর্ব্ব স্বপন॥
হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ বলরাম।
শ্যাম শুক্ল রূপ দোঁহে আনন্দের ধাম॥
দোঁহার অদ্ভুত বেশ কন্দর্প-মোহন।
অঙ্গের ভঙ্গীতে মত্ত করে ত্রিভুবন॥
ঐছে দোঁহে দেখি পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ।
ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ-স্বর্ণ॥
দুহুঁ-অঙ্গ-সৌরভে ব্যাপিল ত্রিভুবন।
তাহে ধৈর্য্য ধরে ঐছে নাহি কোন জন॥
শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার।
অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার॥
ভাসয়ে দীঘল দু'টী নয়নের জলে।

লুটাইয়া পড়ে দুই প্রভু-পদতলে ॥
করুণা-সমুদ্র গৌর-নিত্যানন্দ-রায়।
পাদপদ্ম দিলেন জীবের মাথায় ॥
পরম-বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন।
কহিল অমৃতময় প্রবোধ-বচন ॥
শ্রীগৌর-সুন্দর মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু নিত্যানন্দ-পদে দিল সমর্পিয়া ॥
নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বার বার।
এই মোর প্রভু হোক্ সর্ব্বস্ব তোমার ॥
ঐছে প্রভু-অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে।
দোঁহে অদর্শন দেখি, নারে স্থির হৈতে ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
দেখা দিয়ে কোথা লুকালে
প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গ—দেখা দিয়ে কোথা লুকালে

"নিদ্রাভঙ্গ হৈতে দেখে নিশি পোহাইল।
অধ্যয়ন-ছলে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥
নবদ্বীপ প্রবেশিতে এই ধ্বনি হইল।
সনাতন-শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আইল ॥
শ্রীজীব বিহ্বল হইয়া করয়ে গমন।
সেই-পথে আইসে বৈষ্ণব কতজন ॥
শ্রীজীবে দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে।
শীঘ্র গেলা শ্রীপণ্ডিত-শ্রীবাস-আবাসে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু তথা প্রিয়গণ সঙ্গে।
বসিয়া আছেন মহাপ্রেমানন্দ-রঙ্গে ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয়।
শ্রীজীব আসিবে মোর মনে হেন লয় ॥
প্রভু-আগে সে বৈষ্ণব কহে ধীরে ধীরে।
শ্রীজীব আইলা প্রভু ভবন-বাহিরে ॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোকদ্বারে আনাইলা ॥

শ্রীজীব অধৈর্য্য হৈলা প্রভুর দর্শনে।
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥"
"প্রভু নিত্যানন্দ দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
পড়িল চরণ-যুগে ধরি' ॥"

বল বল প্রভু নিতাই

চরণ-যুগ ধরি' বলে—বল বল প্রভু নিতাই
অগতির গতিদাতা—বল বল প্রভু নিতাই

বল নিত্যানন্দরাম

জগত-তারণ-কারণ-ধাম—বল নিত্যানন্দরাম

ব'ল্‌তে আমার লাজ-বাসে

বাসনা জাগিছে মনে—ব'ল্‌তে আমার লাজ-বাসে
প্রার্থনা জাগিছে মনে—ব'ল্‌তে আমার লাজ-বাসে

বল নিত্যানন্দরাম

আমি কি গৌরাঙ্গ পাব—বল নিত্যানন্দরাম [মাতন]

আমি কি গৌরাঙ্গ পাব

শ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যে—আমি কি গৌরাঙ্গ পাব [মাতন]

মনে মনে এই ত' গণে

শ্রীজীব-গোসাঞি আমার—মনে মনে এই ত' গণে

আমি ত' যোগ্য নই

পরাণ-গৌরাঙ্গ পাবার—আমি ত' যোগ্য নই

যদি,—কৃপা ক'রে দেন সঙ্গ

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন—যদি,—কৃপা ক'রে দেন সঙ্গ

তবে তাঁদের সঙ্গ-গুণে

আমি ধনী হ'ব গৌর-ধনে—তবে তাঁদের সঙ্গ-গুণে

"পড়িল চরণ-যুগে ধরি' ॥
নিতাই,—মস্তকে চরণ দিয়া, দুই বাহু পসারিয়া"

দায়ভাগ-সূত্রে দাবী আছে

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের পরিচয়ে—দায়ভাগ-সূত্রে দাবী আছে

তাই নিতাই,—"মস্তকে চরণ দিয়া, দুই বাহু পসারিয়া,
উঠাইয়া করিলেন কোলে।"

বাহু পসারি' কৈল কোলে

স্বাভাবিক-প্রীতির স্বভাবে—বাহু পসারি' কৈল কোলে

আইস বাপ জীব আইস ব'লে—বাহু পসারি' কৈল কোলে

প্রেমে গদগদ স্বরে

আমার প্রভু নিত্যানন্দ—প্রেমে গদগদ স্বরে

শ্রী,—রূপ-সনাতনের সম্বন্ধ স্মঙরি—প্রেমে গদগদ স্বরে

শ্রীজীবে কোলে করে—প্রেমে গদগদ স্বরে

"উঠাইয়া করিলেন কোলে।"

নিতাই ভাসে নয়নজলে

গৌর-কৃপা স্মঙরিয়ে—নিতাই ভাসে নয়নজলে

গৌর-কৃপা স্মঙরিয়ে

সবংশে উদ্ধারিলে—গৌর-কৃপা স্মঙরিয়ে

নিতাই ভাসে নয়নজলে

"উঠাইয়া করিলেন কোলে।"

শ্রীজীব,—"প্রেমে গদগদ হঞা,"

নিতাইচাঁদের অঙ্গ-পরশ পাইয়া

প্রেমের মূরতির আলিঙ্গন পাইয়া

শ্রীজীব,—"প্রেমে গদগদ হঞা, দৈন্য ভাব প্রকাশিয়া"

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমি,—তোমা-স্পর্শের যোগ্য নই—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

শ্রীজীব,—"প্রেমে গদগদ হঞা, দৈন্যভাব প্রকাশিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু বলে॥
প্রভু নিত্যানন্দ নাম, জগতের পরিত্রাণ,
সব-জীবে আনন্দ করিলা।"

জয় প্রভু নিত্যানন্দরাম

জগৎ-তারণ-কারণ-ধাম—জয় প্রভু নিত্যানন্দরাম

নিতাই তুমি ভুবন-পাবন

প্রেমে জগৎ কৈলে প্লাবন—নিতাই তুমি ভুবন-পাবন

"সব-জীবে আনন্দ করিলা।
মো-হেন পতিত-জনে, কৃপা কৈলা নিজ-গুণে,
ব্রহ্মার দুর্ল্লভধন দিলা ॥"

চাই নাই তুমি যেচে দিলে

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম-ধন—চাই নাই তুমি যেচে দিলে

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম দিলে

অহৈতুকী-কৃপা-বলে—ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম দিলে
অস্পৃশ্যে স্পর্শ ক'রে—ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম দিলে

প্রেম-স্বরে নিতাই বলে

শ্রীজীবের দৈন্য-বাণী শু'নে—প্রেম-স্বরে নিতাই বলে
শ্রীজীবেরে করি' কোলে—প্রেম-স্বরে নিতাই বলে

দৈন্য সম্বরণ কর

ওহে আমার প্রাণের শ্রীজীব—দৈন্য সম্বরণ কর

তুমি আমার প্রাণ হ'তেও প্রিয়

রূপ-সনাতনের সম্বন্ধে—তুমি আমার প্রাণ হ'তেও প্রিয়

তোমার আবার কিসের ভাবনা

ও বাপ শ্রীজীব ব্যাকুল হ'য়ো না—তোমার আবার কিসের ভাবনা

তোমায় কর্ত্তব্য বলি

শুন শুন বাপ শ্রীজীব—তোমায় কর্ত্তব্য বলি

আর কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারিব
তোমার,—কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ আছে

আমি কিবা উপদেশ দিব—তোমার,—কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ আছে

"মহাপ্রভু তোমার গণে, দিয়াছেন দত্তভূমে,"

দিয়েছেন বাস ব্রজবনে

মহাপ্রভু তোমার গণে—দিয়েছেন বাস ব্রজবনে

গিয়েছেন তোমার পিতৃব্যগণে

পাঠায়েছেন প্রাণ গৌরহরি—গিয়েছেন তোমার পিতৃব্যগণে

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে—গিয়েছেন তোমার পিতৃব্যগণে

"মহাপ্রভু তোমার গণে, দিয়াছেন দত্তভূমে,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।"

কর ব্রজভূমে বসতি

প্রভু দিয়াছেন তোমাদের গণে—কর ব্রজভূমে বসতি [মাতন]

তুমিও যাও ব্রজপুরে

কাল-বিলম্ব না ক'রে—তুমিও যাও ব্রজপুরে

পিতৃব্যদ্বয়ের অনুক্রমে—তুমিও যাও ব্রজপুরে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে—তুমিও যাও ব্রজপুরে

নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন

পরম-করুণ গৌরহরি—নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন

ওহে শ্রীজীব তোমার কর্ত্তব্য—নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন

রূপ-সনাতনে ব্রজে পাঠায়ে—নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন

তোমারও ত' সেই-পথ

রূপ-সনাতন গেছে যে-পথে—তোমারও ত' সেই-পথ

"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া, আনন্দ হইল হিয়া,"

আজ,—শ্রীজীবের মনে বড় আনন্দ

আজ্ঞা পেয়ে মনের মত—আজ,—শ্রীজীবের মনে বড় আনন্দ

"শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া, আনন্দ হইল হিয়া,
ব্রজপুরে করিল গমন॥"

জয় গৌরহরি ব'লে

মন-সাধ পূরাইলে—জয় গৌরহরি ব'লে [মাতন]

হইলা,—সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত

অনুপমের তনয় জীব—হইলা,—সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত

শ্রীরূপের কৃপা-শিক্ষা পেয়ে—হইলা,—সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত

"বৈরাগ্য জন্মিল মনে রাজ্য ছাড়ি সেইক্ষণে,"

আর কি ঘরে রইতে পারে

রূপ-সনাতনের সঙ্গ হারাইয়ে—আর কি ঘরে রইতে পারে

আর কি রইতে পারে ঘরে

শ্রীরূপ-সনাতন গেল ছেড়ে—আর কি রইতে পারে ঘরে

শ্রীজীব-গোসাঞি ব্রজে যায়

নিতাইচাঁদের করুণায়—শ্রীজীব-গোসাঞি ব্রজে যায়

অনুভব কর ভাই রে

গোস্বামীগণের চরিত্রে—অনুভব কর ভাই রে

ব্রজে যাবার এই ত' সম্বল

একমাত্র নিতাই-কৃপা-বল—ব্রজে যাবার এই ত' সম্বল

সবাই গেলেন ব্রজপুরে

চরিত্র অনুশীলন কর—সবাই গেলেন ব্রজপুরে

নিতাই-কৃপা হৃ'দে ধ'রে—সবাই গেলেন ব্রজপুরে

মূলে নিতাই-করুণা না হইলে

এত-শকতি কোথায় মিলে—মূলে নিতাই-করুণা না হইলে

তাই,—ব'লেছেন ঠাকুর নরোত্তম

শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই

শ্রী,—নিতাই-কৃপা বিনে ভাই—শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই

আজ,—শ্রীজীব-গোসাঞি চলে ব্রজপুরে

নিতাই-কৃপা-আজ্ঞা ধরি' শিরে—আজ,—শ্রীজীব-গোসাঞি চলে ব্রজপুরে

'নিতাই-কৃপা-আজ্ঞা ধরি' শিরে'—

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—নিতাই-কৃপা-আজ্ঞা ধরি' শিরে

শ্রীজীব-গোসাঞি চলে ব্রজপুরে
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
নিতাই-বদন-পানে চে'য়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
বলে,—আর কি দে'খ্‌তে পাব হে
গৌর-প্রেমের মূরতিখানি—আর কি দেখ্‌তে পাব হে
শ্রীজীব-গোসাঞি ব্রজে যায়
ফি'রে ফি'রে নিতাই-বদন চায়—শ্রীজীব-গোসাঞি ব্রজে যায়

"কৃষ্ণনাম সদা মুখে, নেত্র-জল বহে বুকে,
এইরূপে পথে চলি' যায়।"

ব্রজে যাবার পথে চলে
গুণনিধি শ্রীজীব-গোসাঞি—ব্রজে যাবার পথে চলে
হা নিতাই প্রাণ নিতাই ব'লে—ব্রজে যাবার পথে চলে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
ব্রজে যাবার পথে যেতে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা নিতাই এ কি কৃপা কৈলা
আমায় ব্রজবনে পাঠাইলা—হা নিতাই এ কি কৃপা কৈলা
ভাসে দু'টী নয়ন-ধারায়
শ্রীজীব ব্রজের পথে যায়—ভাসে দু'টী নয়ন-ধারায়
নিতাই-কৃপা ধরি' হিয়ায়—ভাসে দু'টী নয়ন-ধারায়

মনে মনে গণে রে
ব্রজে যাবার পথে যেতে—মনে মনে গণে রে

কতক্ষণে ব্রজে যাব
শ্রীরূপ-সনাতনের দর্শন পাব—কতক্ষণে ব্রজে যাব [মাতন]

হা—"প্রভু রূপ সনাতন, কবে পাব দরশন,
প্রাণ মোর রাখ মহাশয়॥"

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
শ্রীজীবের স্বাভাবিক-প্রীতির—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

শ্রীজীবের স্বাভাবিক-প্রীতি

শ্রীরূপ-সনাতন-প্রতি—শ্রীজীবের স্বাভাবিক-প্রীতি

প্রীতির,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

মনে মনে এই ত' গণে

আমি ত' যোগ্য নই

পরাণ গৌরাঙ্গ পাবার—আমি ত' যোগ্য নই

যদি,—কৃপা ক'রে দেন সঙ্গ

শ্রীরূপ সনাতন—যদি,—কৃপা ক'রে দেন সঙ্গ

তবে তাঁদের সঙ্গ-গুণে

আমি,—ধনী হ'ব গৌরাঙ্গ-ধনে—তবে তাঁদের সঙ্গ-গুণে

"প্রাণ মোর রাখ মহাশয় ॥"

পলকে প্রলয় গণে

শ্রীরূপ-সনাতনের দর্শনোৎকণ্ঠায়—পলকে প্রলয় গণে

শ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে—পলকে প্রলয় গণে

কতক্ষণে সঙ্গ পাব

ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করে

নিতাই-প্রিয় শ্রীজীব-গোসাঞি—ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করে

অনুরাগে ব্রজের পথে চলে—ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করে

ত্বরায় ল'য়ে চল বৃন্দাবন

হা প্রভু রূপ সনাতন—ত্বরায় ল'য়ে চল বৃন্দাবন

প্রাণ রাখ দিয়া দরশন—ত্বরায় ল'য়ে চল বৃন্দাবন

"প্রাণ মোর রাখ মহাশয় ॥

কভু করু জল-পান, কভু চানা চর্ব্বণ,"

আহার-নিদ্রায় আবেশ নাই

শ্রীরূপ-সনাতনের দর্শন উৎকণ্ঠায়—আহার-নিদ্রায় আবেশ নাই

ব্যাকুল-প্রাণে কাঁদে সদাই—আহার-নিদ্রায় আবেশ নাই

শ্রীজীবের নাই ক্ষুৎ-পিপাসা
কেবল,—শ্রীরূপ-সনাতনের দর্শন-আশা—শ্রীজীবের নাই ক্ষুৎ-পিপাসা

কেবল,—অভ্যাসেতে ভোজন-পান
দেহেতে আবেশ নাই—কেবল,—অভ্যাসেতে ভোজন-পান

শুধু কি,—মুখের কথায় নিধি মিলে
এত অনুরাগ না হইলে—শুধু কি,—মুখের কথায় নিধি মিলে

"কভু করু জল-পান, কভু চানা-চর্ব্বণ,
কতদিনে মথুরা পাইলা।
দেখি শোভা মধুপুরী,"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
হা নিতাই এ কি কৃপা কৈলে
মধুপুরীতে নিয়ে এলে—হা নিতাই এ কি কৃপা কৈলে
মধুপুরী-মাধুরী দেখাইলে—হা নিতাই এ কি কৃপা কৈলে } [মাতন]

"দেখি শোভা মধুপুরী, প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি,"

ব্রজে যাবার এই ত' স্বভাব
যাওয়া যায় শ্রীব্রজপুরে
এ-স্বভাব প্রাণে জা'গ্‌লে পরে—যাওয়া যায় শ্রীব্রজপুরে

"দেখি শোভা মধুপুরী, প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি,
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি আইলা ॥"

বিশ্রামঘাটে উপনীত
মধুপুরী হে'রে প্রেমে পুলকিত—বিশ্রামঘাটে উপনীত
মধুপুরী প্রবেশ করি'—বিশ্রামঘাটে উপনীত

"যমুনাতে কৈলা স্নান, করি' কিছু জলপান,"

কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে
যমুনার জল পান করে—আর,—কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে

আমার,—বাসনা পূরণ করো যমুনা
যেন,—দেখা পাই দুইজনার—আমার,—বাসনা পূরণ কর যমুনা

"যমুনাতে কৈলা স্নান, করি' কিছু জল-পান,
সেই রাত্রে তাঁহা কৈল বাস।"

রজনীতে নিদ্রা নাই
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কতক্ষণে নিশি প্রভাত হ'বে

মধুর-বৃন্দাবনে যাব—কতক্ষণে নিশি প্রভাত হ'বে

যাব মধুর-বৃন্দাবনে

নিশি-পরভাতে উঠি'—যাব মধুর-বৃন্দাবনে
দে'খ্‌ব রূপ-সনাতনে—যাব মধুর-বৃন্দাবনে

"প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে,"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বৃন্দাবনে প্রবেশিয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

এই ত' এলাম বৃন্দাবনে

কোথা প্রভু রূপ সনাতন—এই ত' এলাম বৃন্দাবনে

"প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে, দেখি রূপ-সনাতনে,
বলে,—প্রভু সব পুরাইলা আশ॥"

আমার,—সকল আশা পূর্ণ হ'ল

শ্রীরূপ-সনাতনের দেখা মিলিল—আমার,—সকল আশা পূর্ণ হ'ল

লুটাইয়া প'ড়্‌ল পদে

ভাসি' দু'টী নয়ন-জলে—লুটাইয়া প'ড়্‌ল পদে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

শ্রীরূপ-সনাতনের পদে প'ড়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
তোমাদের ক্রীতদাস এসেছে ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কৃপা ক'রে টেনে আ'ন্‌লে ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

দু'জনে ভাসে নয়ন-নীরে

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন—দু'জনে ভাসে নয়ন-নীরে
শ্রীজীবেরে কোলে ক'রে—দু'জনে ভাসে নয়ন-নীরে
নিতাই-কৃপা মনে ক'রে—দু'জনে ভাসে নয়ন-নীরে } [মাতন]

শ্রী,—রূপ-সনাতন কাঁদেন দু'জনে

শ্রীজীবেরে দর্শন করি'—শ্রী,—রূপ-সনাতন কাঁদেন দু'জনে

শ্রীজীবেরে দেখে নয়নে—শ্রী,—রূপ-সনাতন কাঁদেন দু'জনে

স্মঙরি শ্রীগৌরাঙ্গ-ধনে—শ্রী,—রূপ-সনাতন কাঁদেন দু'জনে [মাতন]

জয় প্রভু শচীনন্দন

প্রাণে প্রাণে বলে দু'জন—জয় প্রভু শচীনন্দন

জয়,—ভুবন-পাবন শচীনন্দন

শ্রীজীবে মিলাইলে রূপ সনাতন—জয়,—ভুবন-পাবন শচীনন্দন

"প্রভু সব পূরাইলা আশ ॥"

কি ব'ল্ব শ্রীজীব-গোসাঞির কথা

কত-গুণের শ্রীজীব-গোসাঞি

নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে

শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গ পেয়ে—নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে

শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপা-বলে—নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন ক'রে

"শ্রীগোপাল চম্পূনাম, গ্রন্থ কৈল অনুপম,
ব্রজ-নিত্য-লীলা-রসপূর।"

নৈলে কেবা জা'ন্ত রে

এমন,—লীলারস-পরিপাটী—নৈলে কেবা জা'ন্ত রে

গ্রন্থাকারে না প্রকাশিলে—নৈলে কেবা জা'ন্ত রে

শ্রীজীব-দ্বারে প্রকাশ পেলেন

মহারত্ন-গ্রন্থরাজি—শ্রীজীব-দ্বারে প্রকাশ পেলেন

মহারত্ন-গ্রন্থরাজি

ব্রজ-নিত্য-লীলা-রসপূর—মহারত্ন-গ্রন্থরাজি

শ্রীজীব-দ্বারে প্রকাশ পেলেন

জান কি গোসাঞির অভিমত

ব্রজলীলা-গ্রন্থ-প্রকাশের কি মর্ম্ম—জান কি গোসাঞির অভিমত

গোস্বামীগণের এই আশয়
গৌর-রহস্য ভোগ করুক্
কলিহত-জীব জানুক্ বুঝুক্—গৌর-রহস্য ভোগ করুক্
ছয়-গোস্বামীর বুক্—গৌর-রহস্য ভোগ করুক্

গৌর কেমন ক'রে বু'ঝ্‌বে বল
ব্রজ-লীলায় না ডুবিলে—গৌর কেমন ক'রে বু'ঝ্‌বে বল

তবে ত' এখানে উ'ঠ্‌বে
সেখানে ডু'ব্‌তে পেলে—তবে ত' এখানে উ'ঠ্‌বে

তাই,—জানাইতে গোরা-রসভূপে
প্রকাশিল গ্রন্থরূপে
ব্রজলীলা-রহস্য—প্রকাশিল গ্রন্থরূপে

এই আশয় না হইলে
কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে
গোসাঞি যত ব্রজবনে—কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে
আর কি দে'খ্‌তে পাব ব'লে—কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে [মাতন]
'আর কি দে'খ্‌তে পাব ব'লে'—
সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু—আর কি দে'খ্‌তে পাব ব'লে [মাতন]
কেন ভা'স্‌ল নয়ন-জলে

"ষট্ সন্দর্ভ আদি করি, যাহাতে সিদ্ধান্ত ভারি,
পড়ি' শুনি' ভক্ত হৈলা শূর ॥"

কত-গুণের গোসাঞি শ্রীজীব

"উজ্জ্বল-প্রেমের তনু, রসে নিরমিলা-জনু,
ভাব অলঙ্কৃত সব অঙ্গ।
পড়িতে শ্রীভাগবত, ধৈরয না ধরে চিত,
সাত্ত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ ॥"

কি ব'ল্‌ব গোসাঞির কথা
স্মঙরিতে প্রাণ কেঁদে উঠে—কি ব'ল্‌ব গোসাঞির কথা

এক দিগ্বিজয়ী আইলেন ব্রজে

সব দেশ জয় ক'রে—এক দিগ্বিজয়ী আইলেন ব্রজে
জয়পত্রী নিবার আশে—এক দিগ্বিজয়ী আইলেন ব্রজে

মনে মনে ভা'ব্‌লেন
তবেই হ'ব সর্ব্বজয়ী
যদি জয়পত্রী পাই

শ্রীরূপ-সনাতনের ঠাঁই—যদি জয়পত্রী পাই

এই বাসনা মনে ল'য়ে
গেলেন দুই-গোসাঞির কাছে
শ্রীরূপ-সনাতন গুণমণি
তার মনের বাসনা জানি'
লিখে দিলেন বিজয়-বাণী

কোন বিচার না করি'—লিখে দিলেন বিজয়-বাণী
স্বাভাবিক দৈন্য-স্বভাবে—লিখে দিলেন বিজয়-বাণী

সেই জয়পত্র পেয়ে
দিগ্বিজয়ী ভা'ব্‌লেন মনে
জয়পত্রী দিলা লিখে

শ্রীরূপ-সনাতন দুই জনে—জয়পত্রী দিলা লিখে
পরাজিত হ'বার ভয়ে—জয়পত্রী দিলা লিখে

এই অভিমানে মত্ত হ'য়ে
চলিছেন যমুনার তীরে

শ্রীরূপ-সনাতনের নিন্দা ক'রে—চলিছেন যমুনার তীরে

তখন,—আ'স্‌ছিলেন শ্রীজীব গোসাঞি

যমুনায় স্নান ক'রে—তখন,—আ'স্‌ছিলেন শ্রীজীব গোসাঞি

দূর হ'তে শু'ন্‌তে পেলেন
অভিমানে ব'ল্‌ছেন দিগ্বিজয়ী
বড়,—আশা ক'রে এলাম বৃন্দাবনে

শ্রীরূপ-সনাতন বড় পণ্ডিত শু'নে—বড়,—আশা ক'রে এলাম বৃন্দাবনে

কিন্তু,—তাঁরা জয়পত্র দিলেন লিখে

আমার প্রভাব জা'নতে পে'রে—কিন্তু,—তাঁরা জয়পত্র দিলেন লিখে

এই নিন্দা-বাক্য শু'নে

আপনার পূজ্য গুরুজনের—এই নিন্দা-বাক্য শু'নে

শ্রীজীব-গোসাঞি দূর হ'তে—এই নিন্দা-বাক্য শু'নে

অধীর হইলেন প্রাণে

আর প্রাণে সইল না

শ্রীরূপ-সনাতনের নিন্দা—আর প্রাণে সইল না

সম্বোধিয়ে দিগ্বিজয়ীরে

আগুসরি গিয়ে কাছে—সম্বোধিয়ে দিগ্বিজয়ীরে

দিলেন নিজ পরিচয়

দাসানুদাস আমি বটে

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের—দাসানুদাস আমি বটে

বিচার কর আমা-সনে

দিগ্বিজয়ী ব'ল্লেন অভিমানে

জয়পত্র দিয়েছেন লিখে

অরূপ-সনাতন বিচারের ভয়ে—জয়পত্র দিয়েছেন লিখে

তোমা-সনে কিবা বিচার ক'র্ব

তুমি বালক বৈ ত' নও—তোমা-সনে কিবা বিচার ক'র্ব

অভিমানে এত বলি'

এক শ্লোক পড়ি' দিগ্বিজয়ী

করিলেন তার বহু-অর্থ

তাঁর কথা শেষ হ'লে

অন্য অর্থ স্থাপন ক'র্লেন

শ্রীজীব-গোসাঞি সেই শ্লোকে—অন্য অর্থ স্থাপন ক'র্লেন

দিগ্বিজয়ীর অর্থ খণ্ডন ক'রে—অন্য অর্থ স্থাপন ক'র্লেন

দিগ্বিজয়ী গেলেন হে'রে

শ্রীজীবের সনে বিচারে—দিগ্বিজয়ী গেলেন হে'রে

চ'লে গেলেন যমুনা-তীরে

মনে বড় দুঃখ পে'য়ে—চ'লে গেলেন যমুনা-তীরে
দিগ্বিজয়ী হেঁট-মাথে—চ'লে গেলেন যমুনা-তীরে

এদিকে শ্রীরূপ-গোস্বামী
প্রাণে প্রাণে জে'নেছেন

দিগ্বিজয়ী-পরাজয়-কথা—প্রাণে প্রাণে জে'নেছেন

বড় দুঃখ পে'য়েছেন

দৈন্যের বাধা হ'ল ব'লে—বড় দুঃখ পে'য়েছেন

শ্রীজীব কাছে গেলে
বলিলেন ভৎর্সনা-বাক্য
এ কি ব্যবহার তোমার
কেন দৈন্যে আঘাত দিলে

দিগ্বিজয়ী-পরাজয় ক'রে—কেন দৈন্যে আঘাত দিলে

তুমি কলঙ্ক রটায়েছ

তৃণাদপি-পথে—তুমি কলঙ্ক রটায়েছ

এই ত' শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী

অমানীরে মান-দান—এই ত' শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী

তুমি অবহেলা করিলে

প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা—তুমি অবহেলা করিলে
দিগ্বিজয়ীকে দুঃখ দিয়ে—তুমি অবহেলা করিলে

আবেশে বলিলেন শ্রীরূপ-গোসাঞি
তোমার,—মুখ আমি দে'খ্‌ব না

প্রভুর্ আজ্ঞা হেলা ক'র্‌লে—তোমার,—মুখ আমি দে'খ্‌ব না

এই কথা শু'নে শ্রীজীব
হ'লেন যেন বজ্রাহত

চ'লে গেলেন বিষাদ-মনে
নিজ-অপরাধ মেনে সেইক্ষণে—চ'লে গেলেন বিষাদ-মনে
যমুনার-তীরে নন্দঘাটে—চ'লে গেলেন বিষাদ-মনে

নন্দঘাটে কৈলেন বাস
ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
হায়,—আমার কি গতি হ'বে
শ্রীগুরুদেব ত্যাগ করিলেন—হায়,—আমার কি গতি হ'বে

নিশিদিশি কাঁ'দ্‌ছেন
কতদিনে কৃপা হবে ব'লে—নিশিদিশি কাঁ'দ্‌ছেন

মনেতে বিরহ-ব্যথা
কিন্তু,—কার্য্যের বিরাম নাই
আজ্ঞা-পালন ছাড়েন নাই—কিন্তু,—কার্য্যের বিরাম নাই

সেই দশায় গ্রন্থ লি'খ্‌ছেন
রজ তুলে খাইতেন
রজ-মাত্র আহার তাঁর
আর কোন কিছু নয়—রজ-মাত্র আহার তাঁর

এইরূপে কিছুদিন গেলে
পরম্পর শু'ন্‌তে পেলেন
গোসাঞি শ্রীসনাতন—পরম্পর শু'ন্‌তে পেলেন
শ্রীজীবের বৃত্তান্ত—পরম্পর শু'ন্‌তে পেলেন

বড় ব্যথা পেয়েছেন
জীবের প্রতি রূপের ব্যবহারে—বড় ব্যথা পেয়েছেন
কিন্তু,—ব'ল্‌বার সুযোগ পাননি
একদিন কথাচ্ছলে
শুধালেন রূপ-গোসাঞি রে
বল বল ভাই বল

কিবা স্থির ক'রেছ

জীবের পক্ষে কর্ত্তব্য—কিবা স্থির ক'রেছ

বলিলেন শ্রীরূপ গোসাঞি

"শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥"

তখন,—সুযোগ পেয়ে ব'লছেন

শ্রীসনাতন গোসাঞি—তখন,—সুযোগ পেয়ে ব'লছেন,

এই কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ হ'ল

এই ধর্ম্ম যদি হয়

জীবে দয়া কেন নয়—এই ধর্ম্ম যদি হয়

বুঝিলেন শ্রীরূপ গোসাঞি

শ্রীসনাতনের মনোবৃত্তি—বুঝিলেন শ্রীরূপ গোসাঞি

শ্রীরূপ ছিলেন মর্ম্মাহত

শ্রীজীবের ক'রে দণ্ড—শ্রীরূপ ছিলেন মর্ম্মাহত

শ্রীসনাতনের বাক্যে হ'লেন লজ্জিত—শ্রীরূপ ছিলেন মর্ম্মাহত

পাছে আবার কিছু বলেন

শ্রীসনাতন গোসাঞি—পাছে আবার কিছু বলেন

তাই,—শ্রীসনাতনের আজ্ঞা পেয়ে

লোক পাঠায়ে দিলেন

শ্রীজীবেরে আ'ন্‌বার তরে—লোক পাঠায়ে দিলেন

জীব-গোসাঞিকে আ'ন্‌লেন কাছে

বাহু পসারিয়া কৈলেন কোলে

আইস আমার জীব ব'লে—বাহু পসারিয়া কৈলেন কোলে

প্রভুর আজ্ঞা পালন কর

তৃণাদপি হ'দে ধর—প্রভুর আজ্ঞা পালন কর

দুইজনে কৈলেন কোলে

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন—জীবে,—দুইজনে কৈলেন কোলে

এ-দণ্ড নয় শ্রীজীব-গোসাঞিরে

এ কেবল জীব-শিক্ষার তরে—এ-দণ্ড নয় শ্রীজীব-গোসাঞিরে

অনুভব কর ভাই

শ্রীজীব-গোস্বামীর চরিত্র—অনুভব কর ভাই

অভিমানে করেন নাই

দিগ্বিজয়ী-বিজয়—অভিমানে করেন নাই

অসহ্য হ'য়ে ছিল

শ্রীগুরুদেবের নিন্দা—অসহ্য হ'য়ে ছিল

তাই বিচার ক'রে ছিলেন

দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে—তাই বিচার ক'রেছিলেন

আর আমরা অভিমান-বশে
কত অপরাধ ক'র্ছি

একবার ভেবে দেখ—কত অপরাধ ক'র্ছি

আমাদের হবে কিবা দণ্ড

শ্রীজীবের যদি হয় এই দণ্ড—আমাদের হবে কিবা দণ্ড

স্বয়ং প্রভু ব'ল্লেন শ্রীমুখেতে

"বৈষ্ণব হইতে মনে বড় ছিল সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে প'ড়ে গেল বাদ॥"

অনুভব কর ভাই

শ্রীজীব-চরিত্র স্মঙরি—অনুভব কর ভাই
পথ ছেড়ে কোথায় চ'লেছি—অনুভব কর ভাই

কি ব'ল্‌ব শ্রীজীবের কথা

"যুগল-ভজন সার, বিলসই সদা যাঁর,
বৃন্দাবন-বিহার সদাই।
গোলোক-সম্পুট করি', তাহাতে সে প্রেম ধরি',
সম্বরণ করিল গোসাঞি॥"

শ্রীগোপালচম্পূ প্রকাশিলা

গোলোক-সম্পুট করি'—শ্রীগোপালচম্পূ প্রকাশিলা

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীজীব-গোস্বামীর আশয়—অনুভব কর ভাই রে

নিগূঢ় শ্রীব্রজলীলা

রাধাগোবিন্দের নিগূঢ় বিহার—নিগূঢ় শ্রীব্রজলীলা

এ লীলা,—আলোচনার অধিকার নাই

পুরুষ অভিমান থা'কতে—এ লীলা,—আলোচনার অধিকার নাই
গোপীভাব-লুব্ধ চিত্ত না হ'লে—এ লীলা,—আলোচনার অধিকার নাই

তাই,—অতি-আবরণে রাখ্‌লেন

যা'রে,—ব'লতে নিষেধ তার ভয়ে—তাই,—অতি-আবরণে রা'খলেন
'যা'রে,—ব'লতে নিষেধ তার ভয়ে'—
নিকুঞ্জ-রহস্য—যারে,—ব'লতে নিষেধ তার ভয়ে

তাই,—অতি-আবরণে রা'খলেন

কৃপণের ধনের মত—তাই,—অতি-আবরণে রা'খ্‌লেন
গোলোক-সম্পুট করি'—অতি-আবরণে রা'খ্‌লেন
পাছে বাদী বিচার করে ব'লে—তাই,—অতি-আবরণে রা'খ্‌লেন
রস-পিপাসুর ভোগের লাগি'—তাই,—অতি-আবরণে রা'খ্‌লেন

পাছে প্রাকৃত মনে করে ব'লে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-বিহার—পাছে প্রাকৃত মনে করে ব'লে
শ্রীগৌর-মনোবৃত্তি পরকীয়া-ধনে—পাছে প্রাকৃত মনে করে ব'লে

রাখিলেন অতি-গোপনে

যুগল-লীলারহস্য—রাখিলেন অতি-গোপনে
শ্রীগুরুগণের কৃপা-ইঙ্গিতে—রাখিলেন অতি-গোপনে
স্বকীয়ার আবরণে—রাখিলেন অতি-গোপনে
অনধিকারীকে বাঁচাবার তরে—রাখিলেন অতি-গোপনে
রস-পিপাসুর পিপাসা বাড়াইতে—রাখিলেন অতি-গোপনে

রস,—লুব্ধের লোভ বাড়াইবার লাগি'—রাখিলেন অতি-গোপনে
মাধুরী বিশেষ প্রকাশিতে—রাখিলেন অতি-গোপনে
'মাধুরী বিশেষ প্রকাশিতে'—
রস-লুব্ধের লোভ বাড়াইতে—মাধুরী বিশেষ প্রকাশিতে [মাতন]

সম্পুটেতে রাখিলেন

নিগূঢ়-ব্রজলীলা-রহস্য—সম্পুটেতে রাখিলেন
শুদ্ধ-পরকীয়া-মত—সম্পুটেতে রাখিলেন
চাবি দিয়া গোলোক—সম্পুটেতে রাখিলেন

আস্বাদিবে লুব্ধ-জনে

আবরণ ভেদ ক'রে—আস্বাদিবে লুব্ধ-জনে

অনধিকারী ধ'র্‌তে না'র্‌বে

যে অধিকারী সে গ্রহণ ক'র্‌বে—অনধিকারী ধ'র্‌তে না'র্‌বে

যেন বিচার ক'রো না

"শ্রীগোপাল চম্পু" প'ড়ে—যেন বিচার ক'রো না
শ্রীজীব-গোস্বামী স্বকীয়াবাদী—যেন বিচার ক'রো না

নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশ কৈলেন

গুণনিধি শ্রীজীব-গোসাঞি—নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশ কৈলেন
বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী-দ্বারে—নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশ কৈলেন

শ্রীজীব প্রকট বিশ্বনাথ-রূপে

নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশিতে—শ্রীজীব প্রকট বিশ্বনাথ-রূপে

শ্রীজীবের অবতার

বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী আমার—শ্রীজীবের অবতার

নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশিতে

শ্রীজীব প্রকট বিশ্বনাথ-রূপে—নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশিতে

নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশ করে

বিশ্বনাথ-রূপ ধ'রে—নিজ,—মনোবৃত্তি প্রকাশ করে

বিহরে বিশ্বনাথ-রূপে

শ্রীজীব-মনোবৃত্তি মূর্ত্তি-রূপে—বিহরে বিশ্বনাথ-রূপে

শ্রী,—বিশ্বনাথ-রূপে বিহরে

শ্রাজীব-মনোবৃত্তি মূর্ত্তি ধ'রে—শ্রী,—বিশ্বনাথ-রূপে বিহরে

বিশ্বনাথ রসকূপ

শ্রীজীব-মনোবৃত্তি-রূপ—বিশ্বনাথ রসকূপ

এই জান ভাই সারোদ্ধার

শ্রীগুরুদেবের এই ত' বিচার—এই জান ভাই সারোদ্ধার

"মুঞি অতি মূঢ়মতি, তোমা বিনু নাহি গতি,
শ্রীজীব জীবন-প্রাণধন।
বহু জন্ম পুণ্য করি,' দুর্ল্লভ জনম ধরি,'
পাইয়াছি শ্রীজীবচরণ ॥
শ্রীজীব করুণাসিন্ধু, স্পর্শি তার এক বিন্দু,
প্রেমরত্ন পাবার লাগিয়া।
কহে রঘুনাথ-দাস, তুয়া অনুগত আশ,
রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ॥"

এইবার মোরে দয়া কর

প্রাণ,—গৌর-প্রিয় শ্রীজীব-গোসাঞি—এইবার মোরে দয়া কর [মাতন]

শ্রীজীব-গোসাঞি দয়া কর

প্রাণ-গৌরাঙ্গের অতিপ্রিয়—শ্রীজীব-গোসাঞি দয়া কর

যেন,—গৌরগুণে কাঁদি নিরন্তর—শ্রীজীব-গোসাঞি দয়া কর [মাতন]

আস্বাদনে দাও অধিকার

যুগল-উজ্জ্বলরস—আস্বাদনে দাও অধিকার

রূপ,—সনাতনের পদ করি সার—আস্বাদনে দাও অধিকার
শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—আস্বাদনে দাও অধিকার } [মাতন]

—০—

অতঃপর—"কোথা বা লুকালে" ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ-কর্ত্তন।

… … … … …

… … … … …

… … … … …

মহাজনী-আক্ষেপ-কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ বিশেষ ঃ—

"মধুর চাহনি আকর্ষণ।"

তারই আঁখি মন হরিছে

গৌর,—হরি ব'লে যার পানে চাইছে—তারই আঁখি মন হরিছে

'হরি ব'লে যার পানে চাইছে'—

রসের গোরা হেলে দুলে—হরি ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]

তারই আঁখি মন হরিছে

… … … … …

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ"

… … … … …

স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

গৌর,—হরি ব'লে চে'য়ে অভাব ঘুচায়ে—স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

স্বরূপ জাগান স্বরূপ গোরা—স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

"রসময় দেহেরই গঠন॥" রে॥

গৌর কিশোর বর

… … … … …

চিত চুরি ক'রেছে আমার

শচীদুলাল গৌরহরি—চিত চুরি ক'রেছে আমার

ঘরের বাহির ক'রেছে মোরে

খোল-করতালে নাম গুণ শুনা'য়ে— ঘরের বাহির ক'রেছে মোরে

… … … … …

হা,—"প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভুগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।"

... ...

তোমরা সবে কোথা বা গেলে
ছুটে ছুটে যাই মোরা
দগ্ধ হৃদয় জুড়াব ব'লে—ছুটে ছুটে যাই মোরা
শ্রীগুরু-বাক্য হৃ'দে ধ'রে—ছুটে ছুটে যাই মোরা
শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি মোরা
আজও হ'তেছে সেই লীলা
ত্রিকালসত্য গৌরলীলা—আজও হ'তেছে সেই লীলা
তাই যাই দে'খ্‌বার আশে
যখন যেখানে যে লীলাকাল—তাই যাই দে'খ্‌বার আশে
এই যে আমরা খুঁজে এলাম
তাই আমরা ছুটে গেলাম
বার্ত্তা দিলেন ব্রজবাসী—তাই আমরা ছুটে গেলাম
'বার্ত্তা দিলেন ব্রজবাসী'—
ব্রজে আ'স্‌বেন গোরাশশী—বার্ত্তা দিলেন ব্রজবাসী [মাতন]
'ব্রজে আ'স্‌বেন গোরাশশী'—
কার্ত্তিক-পৌর্ণমাসী দিনে—ব্রজে আ'স্‌বেন গোরাশশী [মাতন]
বার্ত্তা দিলেন ব্রজবাসী
তাই আমরা গেলাম ছুটে
ত্রিকালসত্য লীলা জে'নে—তাই আমরা গেলাম ছুটে
কত না খুঁ'জ্‌লাম
শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে—কত না খুঁ'জ্‌লাম
কোন সন্ধান পেলাম না
কেঁদে কেঁদে কত সুধা'লাম
বৃন্দাবনের কল্পতরুদের—কেঁদে কেঁদে কত সুধা'লাম

বল ব্রজের তরুলতা

বল বিহরিছে কোথা—বল ব্রজের তরুলতা

পা'ব আমরা কোথায় গেলে

সেই বিরহিণী প্রাণ-গোরারে—পা'ব আমরা কোথায় গেলে

আমার চিতচোরা গোরা

কৃষ্ণ-বিরহিণীর ভাবে ভোরা—আমার চিতচোরা গোরা

সে যে,—খুঁজে খুঁজে বেড়াইছে

বৃন্দাবনের বনে বনে—সে যে,—খুঁজে খুঁজে বেড়াইছে

তারেই ত' সুধাইছে

যারে আপনার কাছে দেখে—তারেই ত' সুধাইছে

বলে ওগো,—দয়া ক'রে ব'লে দাও

কোথা গেলে প্রাণ-কৃষ্ণ পা'ব—দয়া ক'রে ব'লে দাও [মাতন]

দয়া ক'রে মোদের ব'লে দাও

কোথা গেলে সেই গৌর পা'ব—দয়া ক'রে মোদের ব'লে দাও

কেউ ত' কথা কৈলে না

তখন,—মনে মনে অনুমান ক'র্‌লাম

যাই আমরা তাঁদের কাছে

যাঁরা সঙ্গে ব্রজে আছে—যাই আমরা তাঁদের কাছে

কত ব্যাকুল হ'য়ে ডা'ক্‌লাম

তাঁদের বসতি-স্থানে গিয়ে—কত ব্যাকুল হ'য়ে ডা'ক্‌লাম

ডা'ক্‌লাম,—কোথা প্রভু রূপ সনাতন

ভট্ট-যুগ শ্রীজীব-গোসাঞি—কোথা প্রভু রূপ সনাতন

তোমরা সব,—কোথা' বা আছ হে

ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ—তোমরা সব,—কোথা' বা আছ হে

পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—তোমরা সব,—কোথা বা আছ হে

একবার দেখা দাও

পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—একবার দেখা দাও

কেউ ত' দেখা দিলে না
প্রাণগৌর দেখা'লে না—কেউ ত' দেখা দিলে না
আবার,—মনে মনে অনুমান ক'র্লাম
কেউ বুঝি নাই বৃন্দাবনে
সকলে,—গিয়াছেন গিরি-গোবর্দ্ধনে—কেউ বুঝি নাই বৃন্দাবনে
'গিয়াছেন গিরি-গোবর্দ্ধনে'—
শ্রীরাধকুণ্ড-তীরে—গিয়াছেন গিরি-গোবর্দ্ধনে
গিয়াছেন রাধাকুণ্ড-তীরে
শ্রীদাস-গোস্বামীর কাছে—গিয়াছেন রাধাকুণ্ড-তীরে
ইষ্ট-গোষ্ঠী ক'রবার তরে—গিয়াছেন রাধাকুণ্ড-তীরে
এই মনে ক'রে মোরা
সবাই মিলে গেলাম ছুটে
শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে—সবাই মিলে গেলাম ছুটে
ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম
শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে—ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম
কোথা' আছ সব নিরজনে
নিরজনে আছ ভজনে
ল'য়ে প্রাণ-গৌর-ধনে—নিরজনে আছ ভজনে
একবার দেখা দাও
পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—একবার দেখা দাও
কেউ ত' দেখা দিলে না
তাঁর দেখা ত' পেলাম না
যাঁকে দে'খ্‌তে বৃন্দাবনে এলাম—তাঁর দেখা ত' পেলাম না

... ...
... ...
... ...

—o—

শ্রীশ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিপাদের
সূচক-কীর্ত্তন

(আষাঢ়-কৃষ্ণা পঞ্চমী)

—০—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

—০—

আহা,—
"আরে মোর প্রেমালয়, পরম-করুণাময়"
পরম-করুণাময়

আরে মোর প্রেমালয়—পরম-করুণাময়
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমালয়—পরম-করুণাময়

"শ্রীগোপালভট্ট যে আমার ।
সকল সদ্‌গুণখনি, বিপ্রবংশ-শিরোমণি,
শ্রীবেঙ্কটভট্টের কুমার ॥"

শ্রীবেঙ্কটভট্টের কুমার

শ্রীগোপালভট্ট আমার—শ্রীবেঙ্কটভট্টের কুমার [মাতন]

"শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় অতি, অদ্ভুত ভজন-রীতি,
জগতে বিদিত কীর্ত্তি যাঁর ।
অল্পকালে মহাভক্তি, কে বুঝিতে পারে শক্তি,
সদা কৃষ্ণ-রসে মাতোয়ার ॥
দক্ষিণ-ভ্রমণকালে, প্রভু চারি মাস ছলে,
ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-গৃহে স্থিতি ।

গোপাল,—

তথি নিজ-নাথে পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পিতার আজ্ঞায় সেবে নিতি ॥”
“শ্রীবৈষ্ণব এক শ্রীবেঙ্কটভট্ট নাম ।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥
নিজ-ঘরে লৈয়া কৈল পাদ-প্রক্ষালন ।
সে জল বংশের সহ করিল ভক্ষণ ॥
শ্রীগোপালভট্ট হন শ্রীবেঙ্কট-তনয় ।
প্রভু-পাদোদক-পানে হৈল প্রেমোদয় ॥”

পাদোদক পান ক’রে
প্রেমাবতার-শ্রীগৌরাঙ্গের—পাদোদক পান ক’রে

নাচে গোপাল প্রেমভরে
পাদোদক পান ক’রে—নাচে গোপাল প্রেমভরে [মাতন]

“করয়ে যতন কত স্থির হৈতে নারে ।
বিপুল-পুলক অঙ্গে ঝলমল করে ॥”

প্রভু-পাদোদক পানে

“বিপুল-পুলক অঙ্গে ঝলমল করে ॥
কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ।”

গৌর আমার,—আপন-বরণ ধরা’ল
সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার—গৌর আমার,—আপন-বরণ ধরা’ল

গোপাল হৈল অতি-সুন্দর
পিয়ে গৌর-পাদোদক—গোপাল হৈল অতি-সুন্দর

“কিবা গোপালের শোভা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ।
জিনিয়া চম্পক চারুবর্ণ মনোহর ॥
কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়ন-যুগল ।
কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক-উজ্জ্বল ॥
শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনি ।
কিবা বাহু বক্ষ পীন ক্ষীণ মাজাখানি ॥

কিবা জানু জঙ্ঘাযুগ চরণ-ললাম।
পরিধেয় বসন ভূষণ অনুপম ॥
তিলে তিলে গোপালের বাড়য়ে সৌন্দর্য্য।"

গোপালের সৌন্দর্য্য বাড়ে

গৌর-পাদোদক পান ক'রে—গোপালের সৌন্দর্য্য বাড়ে [মাতন]

"তিলে তিলে গোপালের বাড়য়ে সৌন্দর্য্য।
দেখিয়া অদ্ভুত তেজঃ কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥
নিজ-গৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহা-হৃষ্ট হইয়া ॥"

অদ্ভুত গোপালের রীত

গৌর-সেবায় স্বাভাবিক প্রীত—অদ্ভুত গোপালের রীত

প্রাণ-গৌরাঙ্গের নিত্য-কিঙ্কর

বেঙ্কট-তনয় গোপাল্ হয়—প্রাণ-গৌরাঙ্গের নিত্য-কিঙ্কর

সেবা করে স্বাভাবিক-প্রীতে

নিজ-গৃহে পাইয়া প্রাণনাথে—সেবা করে স্বাভাবিক-প্রীতে
নিজ-পিতার আজ্ঞাক্রমে—সেবা করে স্বাভাবিক প্রীতে

গোপালের আনন্দ নাহিক ধরে

মন-সাধে সেবা করে—গোপালের আনন্দ নাহিক ধরে

"গোপালের গৌরাঙ্গ-সেবায় দেখি' প্রীত।
শ্রীবেঙ্কটভট্ট হৈলা মহা-উল্লসিত ॥
গোপালে সঁপিল গৌরচন্দ্রের চরণে।
দিবারাত্রি আনন্দে গোঙায় প্রভু-সনে ॥"

কি ব'ল্ব গোপালের চরিত

মহা,—"প্রভুর সন্ন্যাস গোপালেরে নাহি ভায়।
গোপাল,—নির্জ্জনে যাইয়া খেদ করয়ে সদায় ॥"

খেদে গোপাল অন্তরে

প্রভুর সন্ন্যাস-বেশ হে'রে—খেদে গোপাল অন্তরে

গোপালভট্টের ভাল লাগে না

প্রাণ-গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসী-বেশ—গোপালভট্টের ভাল লাগে না

"বিধাতার প্রতি কহে গদগদ ভাষে।
ওরে বিধি কেন জন্মাইলি দূর-দেশে ॥
প্রভুর,—নদীয়া-বিহার-সুখে করিয়া বঞ্চিত।
ওরে বিধি,—দেখাইলি প্রভুর এ-বেশ বিপরীত ॥"

হায় বিধি কি করিলি
দেখিতে ত' নাহি দিলি

ওরে নিদারুণ বিধি—দেখিতে ত' নাহি দিলি
নদীয়া-বিহারে বঞ্চিত কৈলি—দেখিতে ত' নাহি দিলি [মাতন]
চাঁচর-কেশ নাটুয়া-বেশ—দেখিতে ত' নাহি দিলি
চাঁচর-কেশে মোহন-বেশ—দেখিতে ত' নাহি দিলি

দেখিতে ত' পেলাম না

ধবল-পাটের জোড়-পরা—দেখিতে ত' পেলাম না
'ধবল-পাটের জোড়-পরা'—
তাতে—রাঙা রাঙা পাড় দেওয়া—ধবল-পাটের জোড়-পরা

দেখিতে ত' পেলাম না

রসময়-নাটুয়া-গোরা—দেখিতে ত' পেলাম না
চাঁচর-চুলে চাঁপা গোঁজা—দেখিতে ত' পেলাম না

হায় বিধি কি করিলি

নদীয়া-বিহার-সুখে বঞ্চিত কৈলি—হায় বিধি কি করিলি [মাতন]

নদীয়া,—বিহার-সুখে বঞ্চিত হ'লাম

গৌর-কিশোর দে'খ্‌তে না'রলাম—নদীয়া,—বিহার-সুখে বঞ্চিত হ'লাম

"ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ রাধিকার।
করাইলা তাঁহারে সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥"

হায় বিধি কি করিলি

নির্জ্জনে,—গোপাল খেদ করে অতি—হায় বিধি কি করিলি

"করাইলা তাঁহারে সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥
এত কহি' ভাসে দুই নেত্রের ধারায়।
তেজয়ে নিশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখা প্রায় ॥
পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ।
জানিনু কেবল এ আপন-কর্ম্মদোষ ॥"

দে'খ্‌তে পেলাম না সে বিলাসে

আপনার কর্ম্মদোষে—দে'খ্‌তে পেলাম না সে বিলাসে

"ঐছে কত কহিয়া রহিল মৌন ধরি'।
গোপালের অন্তর জানিলা গৌরহরি ॥
অকস্মাৎ গোপালের নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নছলে নবদ্বীপ প্রত্যক্ষ হইল ॥
দেখয়ে প্রভুর তথায় অদ্ভুত বিহার।
প্রভু সঙ্গে বিলসে সুখের নাহি পার ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে কৈল।"

এস বাপ গোপাল ব'লে

আইস গোপাল আইস ব'লে

শ্রীঅদ্বৈত কৈলা কোলে—আইস গোপাল আইস ব'লে [মাতন]

"নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে কৈল।
না জানি কি কহিতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল ॥
গোপাল ব্যাকুল হইয়া চায় চারি-ভিতে।"

গোপাল ভাসে নয়ন-জলে

হা,—নিতাই গৌর সীতানাথ ব'লে—গোপাল ভাসে নয়ন-জলে [মাতন]

এই যে ছিলে কোথা গেলে

মধুর-নদীয়া-বিহারে—এই যে ছিলে কোথা গেলে

দেখা দিয়ে কোথা লুকালে

হা শচীনন্দন গৌরহরি—দেখা দিয়ে কোথা লুকালে [মাতন]

চাঁচরকেশে মোহনবেশে—দেখা দিয়ে কোথা লুকালে [মাতন]

"গোপাল ব্যাকুল হইয়া চায় চারি-ভিতে।
চলয়ে প্রভুর আগে নারে স্থির হৈতে॥
গোপাল আইল জানি উল্লাস অশেষ।
প্রভু হইলা শ্যামল সুন্দর গোপবেশ॥
দেখয়ে গোপাল শোভা রহিয়া নির্জ্জনে।
সুবর্ণ-বরণ অঙ্গ হৈল সেইক্ষণে॥
ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়।
চাঁচর-কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লুটায়॥
চন্দন-তিলক ভালে ভুরু কাম-ফণি।
সতীধর্ম্ম হরে দীর্ঘ-নয়ন-চাহনি॥
কতশত শারদ-চাঁদের মদ নাশে।
কি নব-ভঙ্গীতে হাসি অমিয়া বরিষে॥
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ-বসন অনুপম।
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ ভঙ্গী মনোরম॥
মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার।
দেখি' গোপালের মনে হৈল চমৎকার॥"

গোপালের আশা পূর্ণ হ'ল

নদীয়া,—বিহার-স্বরূপে গৌর দেখা দিল—গোপালের আশা পূর্ণ হ'ল

"চরণে পড়িয়া পুনঃ চাহে প্রভুপানে।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি দেখে সেইক্ষণে॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

যদি,—দেখা দিলে কোথা লুকালে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে [মাতন]

"প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি'।
উপদেশ কৈল যৈছে কহিতে না পারি॥
পুনঃ কহে অচিরে যাইবে বৃন্দাবন।
মিলিবে দুর্ল্লভরত্ন রূপ সনাতন॥
মোর মনোবৃত্তি দোঁহে প্রকাশ করিব।
তোমার শিষ্যের দ্বারে জগৎ ব্যাপিব॥

এতবলি গোপালেরে করি প্রভু কোলে।
গোপালের অঙ্গ শিক্ত কৈল নেত্র-জলে॥
কহিল এ সব কথা রাখিও গোপনে।
হইল পরমানন্দ গোপালের মনে॥
গোপালের গৌরাঙ্গ-সেবায় দেখি প্রীত।
শ্রীবেঙ্কটভট্ট হৈল মহা হরষিত॥
গোপালে সঁপিল গৌরচন্দ্রের চরণে।
দিবারাত্র আনন্দে গোঁয়ায় প্রভু-সনে॥
চারিমাস পরে প্রভু করিব গমন।
ইহা মনে করিতে অধৈর্য্য তিনজন॥"

"শচীসুত গৌরহরি, পরম করুণা করি,'
প্রিয়-ভট্ট-গোপালের তরে।
প্রেমামৃত পিয়াইয়া, নিজ-তত্ত্ব জানাইয়া,
ভাসাইলা আনন্দ-সাগরে॥
পুনঃ প্রভু গৌরহরি, ভট্টের করেতে ধরি,'
কহে কিছু মধুর বচন।
তুয়া প্রেমাধীন আমি, শীঘ্র ব্রজে যাবে তুমি,
তাঁহা পাবে রূপ সনাতন॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী, বিচ্ছেদ হইবে জানি,
তিলেক ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।"

বিরহ উ'ঠ্‌ল জেগে

শ্রীমুখের কথা শুনে—বিরহ উ'ঠ্‌ল জেগে

কেমন ক'রে থা'কৃব রে

গোপালভট্ট মনে গণে—কেমন ক'রে থা'কৃব রে

গৌরাঙ্গ হারাইয়ে—কেমন ক'রে থা'কৃব রে [মাতন]

কেমন ক'রে থা'কৃব ঘরে

শ্রীগোপাল কেঁদে বলে—কেমন ক'রে থা'কৃব ঘরে

প্রভু,—তুমি যদি যাবে চ'লে—কেমন ক'রে থা'কৃব ঘরে [মাতন]

"মুখে নাহি সরে কথা, সদাই অন্তরে ব্যথা,
ওরাঙা-চরণে পড়ি কাঁদে ॥"

আর কি দে'খ্‌তে পাব হে

হা গৌর প্রাণ গৌর—আর কি দে'খ্‌তে পাব হে

ঐ,—হরিবোলা রসের বদন—আর কি দে'খ্‌তে পাব হে [মাতন]

"পুনঃ প্রভু গৌরহরি, প্রিয়-ভট্টে কোলে করি',
সিঞ্চাইলা নয়নের জলে।"

প্রাণ,—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

প্রিয়,—গোপালেরে করি' কোলে—প্রাণ,—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

"কতরূপে প্রবোধিয়া, ভট্ট-মুখ-পানে চাঞা,
কাতর-অন্তরে প্রভু চলে ॥
শ্রীবেঙ্কট ত্রিমল্লেরে, আশ্বাসিয়া বারে বারে,"

"ত্রিমল্ল বেঙ্কট শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে ॥
মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে।
কাবেরী-স্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে ॥"

কার,—সঙ্গে যাব কাবেরী-স্নানে

কেমনে,—থা'ক্‌ব প্রাণ-গৌর বিনে—কার,—সঙ্গে যাব কাবেরী -স্নানে

"রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্ত্তন।"

কে বিহরিবে রঙ্গনাথের আগে

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—কে বিহরিবে রঙ্গনাথের আগে

দে'খ্‌তে কি পাব না আর

রঙ্গনাথের আগে নাটুয়া-গোরায়—দে'খ্‌তে কি পাব না আর

"কে দিবে অধমে সে দুর্ল্লভ-ভক্তিধন ॥
আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে।"

কে,—আ'স্‌বে এই দীনের ঘরে

প্রভু ছেড়ে গেলে পরে—কে,—আ'স্‌বে এই দীনের ঘরে

এই,—দীনের ঘরে কেউ আ'সবে না

চ'লে গেলে গৌরাঙ্গ-সোণা—এই,—দীনের ঘরে কেউ আ'সবে না

"আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে।
এ সব ভবন শূন্য হ'বে প্রভু বিনে॥"

আঁধার হ'বে এই ঘর

গেলে নবদ্বীপ-সুধাকর—আঁধার হ'বে এই ঘর [মাতন]

কেমন ক'রে থা'কব রে

গৌর-শূন্য এই ঘরে—কেমন ক'রে থা'কব রে [মাতন]

এই,—শূন্য-ভবনে থা'কব কেমনে

না হেরি' সে রসের বদনে—এই,—শূন্য-ভবনে থা'কব কেমনে [মাতন]

"ঐছে কত কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার।
মনের উদ্বেগ যত না করে প্রচার॥"

"শ্রীবেঙ্কট-ত্রিমল্লেরে, আশ্বাসিয়া বারে বারে,
দক্ষিণ ভ্রমণে প্রভু গেলা।
হেথা কতদিন পরি, গৃহসুখ পরিহরি,
শ্রীগোপালভট্ট ব্রজে আইলা॥"

তারে কে বাঁধিতে পারে

গৌর-কৃপা হ'য়েছে যারে—তারে কে বাঁধিতে পারে

পাগল হ'য়ে ছু'টল রে

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের পাগল—পাগল হ'য়ে ছু'টল রে
মাতা-পিতার অদর্শনে—পাগল হ'য়ে ছু'টল রে
গৌর-আজ্ঞা হৃ'দে ধ'রে—পাগল হ'য়ে ছু'টল রে
মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—পাগল হ'য়ে ছু'টল রে

"শ্রীগোপালভট্ট ব্রজে আইলা॥
প্রভু আসি পুরুষোত্তমে, যবে গেলা বৃন্দাবনে,
তাঁহা হৈতে আসিবার কালে।
পথে রূপ-সনাতনে,"

প্রয়াগে আর কাশীধামে

"পথে রূপ-সনাতনে, শিক্ষা দিয়া দুইজনে,
তবে প্রভু গেলা নীলাচলে ॥
রূপ আর সনাতন, যবে আইলা বৃন্দাবন,
ভট্ট গোসাঞি মিলিলা সবায়।
প্রভু-প্রিয় লোকনাথ, মিলিলা সবার সাথ,
সবে মিলি গৌর-গুণ গায় ॥"

গোপাল গায় গৌরাঙ্গ-গুণে
রূপ-সনাতন-লোকনাথ-সনে—গোপাল গায় গৌরাঙ্গ-গুণে

গলা ধ'রে কাঁদে রে
গোপালের গলা ধ'রে কাঁদে
শ্রী,—রূপ সনাতন লোকনাথ—গোপালের গলা ধ'রে কাঁদে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
শ্রী,—রূপ সনাতন লোকনাথ—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
গোপালভট্টে কোলে ল'য়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে [মাতন]
প্রাণ-গৌরাঙ্গ-গুণ স্মঙরি—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

কাঁদে প্রভু রূপ-সনাতন
গোপালভট্টে কোলে ক'রে—কাঁদে প্রভু রূপ-সনাতন
তাঁরে গৌর-কৃপা ক'রে স্মরণ—কাঁদে প্রভু রূপ-সনাতন [মাতন]

লোকনাথ গৌর-গুণে ঝুরে
গোপালভট্টে কোলে ক'রে—লোকনাথ গৌর-গুণে ঝুরে [মাতন]

কাঁদে রে চারিজনে
লোকনাথ রূপ সনাতন গোপাল—কাঁদে রে চারিজনে
পরস্পর গলা ধ'রে—কাঁদে রে চারিজনে
ব্রজের নির্জ্জন-বনে—কাঁদে রে চারিজনে
স্মঙরি গৌরাঙ্গ-গুণে—কাঁদে রে চারিজনে [মাতন]

"সবে মিলি গৌর-গুণ গায় ॥
হেথা,—নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ, বিহরে ভকত-সঙ্গ,

শুনিলা শ্রীভট্ট ব্রজে গেলা।
মহাপ্রভু প্রেম ভরে, শ্রীগোপালভট্ট-তরে,
ডোর বহির্ব্বাস পাঠাইলা॥"

"সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গৌররায়।
ভক্তগণ-প্রতি কহে মধুর-ভাষায়॥
বহুদিন ব্রজের সংবাদ না পাইয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া॥
অবশ্য চাহিয়ে তথা পত্রী পাঠাইতে।
এত কহিতেই পত্রী আইলা ব্রজ হৈতে॥
লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ-সনাতন।
গোপালভট্টের বৃন্দাবন আগমন॥
শুনি মহাপ্রভুর আনন্দ হৈল অতি।
গোপালের কথা কিছু কহে সবা প্রতি॥
দক্ষিণ ভ্রমণে অতি আনন্দ-অন্তরে।
চারিমাস রহিনু বেঙ্কটভট্ট-ঘরে॥
গোপালভট্ট বেঙ্কটভট্টের নন্দন।
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ॥
পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে।
করিল আমার সেবা অশেষ-বিশেষে॥
পরম-দয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা।
সেই এই গোপালভট্ট বৃন্দাবনে আইলা॥
প্রাণের সমান মোর রূপ সনাতন।
তাহার গমন মাত্রে লিখিলা লিখন॥
শুনিয়া প্রভুর অতি-মধুর-বচন।
পরম-আনন্দে পূর্ণ হৈলা ভক্তগণ॥
রূপ-সনাতন-গুণে প্রভু মগ্ন হৈয়া।
বৃন্দাবনে পত্রী পাঠায়েন যত্ন পাইয়া॥
লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ-সনাতনে।
পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে॥
নিজ-ভ্রাতা-সম ভট্ট-গোপালে জানিবে।"

যত্ন ক'রে কাছে রেখো

ডোর বহির্ব্বাস তারে দিও—যত্ন ক'রে কাছে রেখো [মাতন]

"নিজ-ভ্রাতা-সম ভট্ট-গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে॥"

চিত্ত চঞ্চল হয় আমার

না পেলে তোমাদের সমাচার—চিত্ত চঞ্চল হয় আমার

আ'মরি কি প্রীতি-ব্যবহার

নিজগণ-প্রতি গৌরের আমার—আ'মরি কি প্রীতি-ব্যবহার

"মধ্যে মধ্যে শুভ-সমাচার পাঠাইবে॥
যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা বর্ণিবা যত আর।
অচিরে সে সব হবে সর্ব্বত্র প্রচার॥
গ্রন্থরত্ন বিতরণ করিবেন যেঁহ।
বুঝি কৃষ্ণ-ইচ্ছায় প্রকট হৈল তিঁহ॥
ঐছে পত্রী পরিধেয় বস্ত্রাদিক দিয়া।
শীঘ্র সে-মনুষ্যে পাঠাইলা হৃষ্ট হৈয়া॥
তিঁহ বৃন্দাবনে গোস্বামীর পাশ গেলা।
শ্রীডোর কৌপীন বহির্ব্বাস পত্রী দিলা॥"

"সবা-সহ সনাতন, ডোর বহির্ব্বাস ধন,
পাইয়া আনন্দ উছলিল।"

কি আনন্দ বৃন্দাবনে

পেয়ে ডোর বহির্ব্বাস-ধনে—কি আনন্দ বৃন্দাবনে

"কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ প্রেমে গড়ি যায়,"

সবাই প্রেমে মত্ত হ'ল

রূপ সনাতন লোকনাথ গোপাল—সবাই প্রেমে মত্ত হ'ল
ডোর-বহির্ব্বাস-ছলে গৌরাঙ্গে পেল—সবাই প্রেমে মত্ত হ'ল [মাতন]

সবারই নয়নে আনন্দ-ধারা

স্মঙরি প্রাণ-গৌর-কৃপা—সবারই নয়নে আনন্দ-ধারা

"কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ প্রেমে গড়ি যায়,
চারিদিকে ক্রন্দন উঠিল ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

রূপ সনাতন লোকনাথ গোপাল—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে [মাতন]

সবাই ভাসে নয়ন-জলে

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—সবাই ভাসে নয়ন-জলে

সবাই কাঁদে ফুকারি'

ডোর বহির্ব্বাস শিরে ধরি'—সবাই কাঁদে ফুকারি'
প্রাণ-গৌর-কৃপা স্মঙরি—সবাই কাঁদে ফুকারি'

সবারই নয়নে বারি

প্রাণ-গৌর-কৃপা স্মঙরি—সবারই নয়নে বারি [মাতন]

ব্রজের পশু-পাখী কাঁদে

তাঁদের কাতর ক্রন্দন শু'নে—ব্রজের পশু-পাখী কাঁদে

"চারিদিকে ক্রন্দন উঠিল ॥
কতক্ষণে স্থির হঞা,"

শ্রীলোকনাথ রূপ সনাতন

"কতক্ষণে স্থির হঞা, ডোর বহির্ব্বাস লঞা,
সমর্পিলা গোপাল-ভট্টেরে।"

ধর ধর ধর গোপাল

প্রভুর দত্ত ডোর-বহির্ব্বাস—ধর ধর ধর গোপাল

ধর গোপাল কর গ্রহণ

প্রভুর ডোর-বহির্ব্বাস-ধন—ধর গোপাল কর গ্রহণ
তোমার তরে ক'রেছেন প্রেরণ—ধর গোপাল কর গ্রহণ [মাতন]

প্রভু,—তোমার তরে ক'রেছেন প্রেরণ

তোমার,—প্রেম-সেবায় হ'য়ে আছেন মগন—প্রভু,—তোমার তরে ক'রেছেন প্রেরণ

এই,—ধর লও কৃপার দান

আমার প্রেমাবতার-গৌরের এই,—ধর লও কৃপার দান

"সমর্পিল গোপাল-ভট্টেরে।
ডোর-বহির্ব্বাস-ধন, পাইয়া আনন্দ মন,
নিয়ম করিয়া সেবা করে ॥"

কি ব'ল্‌ব সে সেবার কথা

অঝোরে নয়ন ঝুরে

প্রভুর ডোর-বহির্ব্বাস হে'রে—অঝোরে নয়ন ঝুরে

দু'নয়নে বারি ঝরে

একবার ধরে শিরে

প্রভুর,—প্রসাদী ডোর-বহির্ব্বাস—একবার ধরে শিরে
ভাসি' দু'টী নয়ন-নীরে—একবার ধরে শিরে
আরবার বুকে ধরে—একবার ধরে শিরে [মাতন]

গৌর,—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

ডোর-বহির্ব্বাস বুকে ধ'রে—গৌর,—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
ডোর-বহির্ব্বাস হৃদে ধ'রে—প্রভুর,—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে [মাতন]

মনে মনে এই ত' গণে

পেয়েছে গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ

এই ভাগ্যবান্ পরিধেয়—পেয়েছে গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ

পেয়েছে গৌরাঙ্গ-পরশ

এই ডোর-বহির্ব্বাস-ধন—পেয়েছে গৌরাঙ্গ-পরশ

সেই,—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

রসময়-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—সেই,—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
ডোর-বহির্ব্বাস হৃদে ধ'রে—সেই,—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

শুধু,—অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ নয়

বিন্দুতে সিন্ধু ভোগ করে

প্রেমরাজ্যের স্বভাবেতে—বিন্দুতে সিন্ধু ভোগ করে

পরিপূর্ণ ভোগ করে

অঙ্গ-সঙ্গ-অনুভবে—পরিপূর্ণ ভোগ করে

বাহু পসারি' জড়ায়ে ধরে

যেন,—পেয়েছে প্রাণ-গৌরাঙ্গেরে—বাহু পসারি' জড়ায়ে ধরে

ভাবাবেশে বলে রে

পেয়েছি,—আর ত' ছেড়ে দিব না—ভাবাবেশে বলে রে

ভাবাবেশে গোপাল বলে

ডোর বহির্ব্বাস বুকে ধ'রে—ভাবাবেশে গোপাল বলে

আর ত' ছেড়ে দিব না

পেয়েছি তোমায় গৌর-সোণা—আর ত' ছেড়ে দিব না

বলে,—পেয়েছি তোমায় চিতচোর

বুকে ধ'রে বহির্ব্বাস-ডোর—বলে,—পেয়েছি তোমায় চিতচোর

আবার,—পরক্ষণেই অভাব জাগে

এই বিচিত্রতা গৌররাজ্যের—আবার,—পরক্ষণেই অভাব জাগে

গৌর-সঙ্গ মনে পড়ে

ডোর—বহির্ব্বাস বুকে ধ'রে—গৌর-সঙ্গ মনে পড়ে

দাক্ষিণাত্যে নিজ-ঘরে—গৌর-সঙ্গ মনে পড়ে

তখনই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আর কি তোমায় তেম্নি পাব

হা,—চিতচোর প্রাণ-গৌর—আর কি তোমায় তেম্নি পাব [মাতন]

আর কি দে'খ্‌তে পাব হে

হা,—চিতচোর প্রাণ-গৌর—আর কি দে'খ্‌তে পাব হে [মাতন]

"নিয়ম করিয়া সেবা করে ॥

শ্রী,—গৌরাঙ্গের গুণ-গানে, দিবানিশি নাহি জানে,
শ্রীরূপ-সভায় সদা স্থিতি।
গোসাঞি শ্রীসনাতন, সঙ্গে সুখ অনুক্ষণ,
কে বুঝিবে দোঁহার পিরীতি ॥

গোসাঞিঞর বৈরাগ্য যত, তাহা বা কহিব কত,
যাঁর প্রেমাধীন জানাইতে।
শ্রীরাধারমণ-লীলা, আপনে প্রকট হৈলা,
শ্রীশালগ্রাম-শিলা হইতে ॥"

গোপালভট্টের জাগিল প্রাণে
যদি হ'তেন শ্রীবিগ্রহরূপী
এই শ্রীশালগ্রাম-মূরতি—যদি হ'তেন শ্রীবিগ্রহরূপী

সাজাইতাম প্রাণভ'রে
শ্রীঅঙ্গ-সমূহেতে—সাজাইতাম প্রাণভ'রে
নানা-আভরণ দিয়ে—সাজাইতাম প্রাণভ'রে

শ্রীগোপালভট্টের প্রীতে
রাধারমণ,—হ'লেন প্রকট শিলা হ'তে—শ্রীগোপালভট্টের প্রীতে

সবাই প্রাণে জেনো ভাই
ও ত' একলা কৃষ্ণ নয়
নামে আছে ওর পরিচয়—ও ত' একলা কৃষ্ণ নয়

তাইতে রাধারমণ নাম
রাধা সনে মিলিত রমণ-শ্যাম—তাইতে রাধারমণ নাম

শুধু নয় মিলিত
শ্রীরাধারমণ নাম তখন
শ্রীরাধা-দ্বারে রমিত যখন—শ্রীরাধারমণ নাম তখন
'শ্রীরাধা-দ্বারে রমিত যখন'—
বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গে—শ্রীরাধা-দ্বারে রমিত যখন

শ্রীরাধারমণ নাম তখন
শ্রীরাধারমণ নাম তাই রটে
রাই-সম্পুটে শ্যাম বটে—শ্রীরাধারমণ নাম তাই রটে

রাধারমণ বটে গৌরাঙ্গ
প্রাণে প্রাণে ভোগ কর—রাধারমণ বটে গৌরাঙ্গ

তাইতে প্রিয়াজী নাই

অতিগূঢ় কথা ভাই—তাইতে প্রিয়াজী নাই

শ্রীরাধারমণ-পাশে ভাই—তাইতে প্রিয়াজী নাই

তাইতে প্রিয়াজী পাশে নাই

রাধা-সনে জড়িত আছে সদাই—তাইতে প্রিয়াজী পাশে নাই

গৌর হইলা রাধারমণ-রূপ

গোপাল-ভট্টের প্রাণ-স্বরূপ—গৌর হইলা রাধারমণ-রূপ

জড়িত মূরতি ভোগ করে

ভট্টগোসাঞি রাধারমণ হে'রে—জড়িত মূরতি ভোগ করে

"সেবায় পরমানন্দ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা সদা পড়ে মনে॥"

গৌর-সেবা ভোগ করে

রাধারমণের সেবা ক'রে—গৌর-সেবা ভোগ করে

"নিজ-গৃহে পিতার আজ্ঞায় গোরাচান্দে।
সেবিলেন স্মঙরি ধৈরয নাহি বান্ধে॥
হইয়া বিহ্বল ভাসে নেত্রের ধারায়।
ঘন ঘন শ্রীরাধারমণ-পানে চায়॥
গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্ত্তি হৈলা সেইক্ষণ॥"

তাই বলি,—শ্রীরাধারমণ শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগুণমঞ্জরী শ্রীগোপালভট্ট—শ্রীরাধারমণ শ্রীগৌরাঙ্গ [মাতন]

গোপালভট্ট সেবে সদায়

প্রাণ-রাধারমণ-গোরায়—গোপালভট্ট সেবে সদায় [মাতন]

"শ্রীরাধারমণ-লীলা, আপনে প্রকট হৈলা,
শ্রীশালগ্রাম-শিলা হইতে॥"

গোপাল,—ভট্টের প্রেমে প্রকট হৈলা

শালগ্রাম হইতে রাধারমণ—গোপাল,—ভট্টের প্রেমে প্রকট হৈলা [মাতন]

শ্রীরাধারমণ প্রকট হৈলা

শ্রীগোপাল ভট্টের প্রেমে—শ্রীরাধারমণ প্রকট হৈলা
শ্রীশালগ্রাম-শিলা হৈতে—শ্রীরাধারমণ প্রকট হৈলা [মাতন]

"শ্রীরাধারমণ বিনে, অন্য কিছু নাহি জানে,
শ্রীরাধারমণ প্রাণ যাঁর ॥"

গৌর-স্বরূপ ভোগ করে
শ্রীরাধারমণ-মূরতি হে'রে—গৌর-স্বরূপ ভোগ করে

"সদা গৌর-গুণে মত্ত, বাখানে ভকতি তত্ত্ব,
হেন কি বৈরাগ্য হ'বে আর।
সদা বাস বৃন্দাবনে, কভু কুণ্ডে গোবর্দ্ধনে,
কভু বরষাণ নন্দীশ্বরে।
কভু বা যাবটে গিয়া, পূর্ব্ব-বাস নিরখিয়া,
ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে ॥
শ্রীগোকুল মহাবনে, কভু রহে নির্জ্জনে,
কভু প্রিয় লোকনাথ পাশ।
এইরূপ ফিরে রঙ্গে, সেহ ব্রজবাসী-সঙ্গে,
ভক্তিদানে পরম উল্লাস ॥
গুণ কি বলিব আর, কৃপা কর এইবার
শ্রীনিবাস-আচার্য্যের প্রভু।
নরহরি অকিঞ্চন, ও পদে সঁপিলা মন,
এ অধমে না ছাড়িবে কভু ॥"

গোপালভট্ট কৃপা কর
শ্রীনিবাস-আচার্য্যের প্রভু—গোপালভট্ট কৃপা কর [মাতন]

... ...
... ...
... ...

অতঃপর 'কোথা বা লুকালে' ইত্যাদি মহাজনী-আক্ষেপ-কীর্ত্তন।

... ...
... ...
... ...

মহাজনী আক্ষেপ কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ বিশেষ :—

... ...

... ...

"তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে ॥"

দেখিতে ত' পেলাম না

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না

এই মহানগরীতে—দেখিতে ত' পেলাম না

প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

সেই কীর্ত্তনরঙ্গ স্মঙরিয়ে—প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

এ যে,—সংকীর্ত্তন-রঙ্গভূমি

এই,—মহানগরী কটকভূমি—এ যে,—সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গভূমি

প্রভুনিতাই-প্রাণগৌরাঙ্গের—এ যে,—সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গভূমি

হায় রে,—কিছুই দে'খতে পেলাম না

... ...

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

অহৈতুকী কৃপা স্মঙরি—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

'অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি'—

অদোষদরশী শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

হা শ্রীগুরুদেব

কিছুই ত' জা'নৃতাম না

সংসার-কূপে ডুবে ছিলাম—কিছুই ত' জা'নৃতাম না

নিজগুণে টেনে তুলিলে

কৃপারজ্জু কেশে বেঁধে—নিজগুণে টেনে তুলিলে

নীলাচলে ল'য়ে গেলে

শ্রীরথযাত্রা-কালে—নীলাচলে ল'য়ে গেলে

গৌরলীলা জানাইলে
ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—গৌরলীলা জানাইলে

দেখাবে ব'লে ব'লেছিলে
ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে
শ্রীমুখেতে ব'লেছিলে
ত্রিকালসত্য গৌরলীলা—শ্রীমুখেতে ব'লেছিলে

সেই কথা বুকে ধ'রে
গিয়েছিলাম ভাই ভাই মিলে
শ্রী,—রথযাত্রায় নীলাচলে—গিয়েছিলাম ভাই ভাই মিলে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে
গৌরনটন রথের আগে—বড় সাধ দেখ্‌ব ব'লে

দে'খ্‌তে ত' পেলাম না
দেখা ত' দিলে না—দে'খ্‌তে ত' পেলাম না

হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছি
এই কৃপা কর হে
নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—এই কৃপা কর হে

ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদি
তোমার চরণ হৃদে ধরি'—ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদি
হানিতাই-গৌরাঙ্গ বলি'—ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদি

এই কৃপা কর মোরে
কটক-ভূমি-নিবাসী সবে—এই কৃপা কর মোরে

তোমরা,—ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী
বিহার ভূমিতে পেয়েছ বসতি—তোমরা,—ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী

এ যে পদাঙ্কিত-ভূমি
এই পুণ্যভূমি কটক-নগরী—এ যে পদাঙ্কিত-ভূমি

নেচে নেচে গেছে চ'লে
এই ভুমির উপর দিয়ে—নেচে নেচে গেছে চ'লে

প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাঙ্গ—নেচে নেচে গেছে চ'লে
নীলাচল গৌড়ের যাতায়াতে—নেচে নেচে গেছে চ'লে

এর,—বুকের উপর দিয়ে গেছে

সাঙ্গোপাঙ্গে গৌর নে'চে—এর,—বুকের উপর দিয়ে গেছে

তাই,—বড় প্রিয় ছিল পাগলের

পদাঙ্কিত-ভূমি ব'লে—তাই,—বড় প্রিয় ছিল পাগলের

পাগল আমার,—বিহরিলেন এই নগরে

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিহার হৃ'দে ধ'রে—পাগল আমার,—বিহরিলেন-
এই নগরে

করিলেন কত কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গ

এই ভূমে,—নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—করিলেন কত কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গ

স্ব-সৌভাগ্য কর স্মরণ

বিহার-ভূমিতে পেয়েছ জনম—স্ব-সৌভাগ্য কর স্মরণ
'বিহার-ভূমিতে পেয়েছ জনম'—
এই গুরু-গৌরাঙ্গের—বিহার-ভূমিতে পেয়েছ জনম

স্ব-সৌভাগ্য কর স্মরণ
সবে মিলে কৃপা কর
যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি

প্রকট-লীলার অদর্শনে—যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি
'প্রকট-লীলার অদর্শনে'—
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের—প্রকট-লীলার অদর্শনে

যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি

সেই বিহার হৃদে ধরি'—যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের গুণ স্মঙরি'—যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি

নিশিদিশি কাঁদ রে

হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—নিশিদিশি কাঁদ রে

দেখাইলেন দয়া ক'রে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—দেখাইলেন দয়া ক'রে
এই মহানগরীতে—দেখাইলেন দয়া ক'রে
নামে সর্ব্বশক্তি আছে—দেখাইলেন দয়া ক'রে
'নামে সর্ব্বশক্তি আছে'—
নামে তরু নাচে মরা বাঁচে—নামে সর্ব্বশক্তি আছে
নামেতে পাষাণ গলে—নামে সর্ব্বশক্তি আছে

দেখাইলেন দয়া ক'রে
তবু,—বিশ্বাস ত' হ'ল না রে

দে'খ্‌লাম বটে এই চোখে—তবু,—বিশ্বাস ত' হল না রে
'দে'খ্‌লাম বটে এই চোখে'—
দেখাইলেন দয়া ক'রে—দে'খ্‌লাম বটে এই চোখে

তবু,—বিশ্বাস ত' হ'ল না রে

জনম চ'লে যায় বিফলে—তবু,—বিশ্বাস ত' হ'ল না রে

হা শ্রীগুরুদেব
কৃপা ক'রে সকলই দিলে

হারাইয়েছি স'ব দুর্দ্দৈবদোষে—কৃপা ক'রে সকলই দিলে

বিশ্বাস ত' নাই আমাদের

যা,—আচরণ ক'রে শিখাইলে—বিশ্বাস ত' নাই আমাদের
'যা—আচরণ ক'রে শিখাইলে'—
নামে সর্ব্বশক্তি আছে—যা,—আচরণ ক'রে শিখাইলে

বিশ্বাস ত' নাই আমাদের
নামে কলঙ্ক রটালাম

তোমার পরিচয় দিয়ে—নামে কলঙ্ক রটালাম

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

দেখাও নামের শকতি দেখাও—ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

আবার এ'সে জানাও জগতে

নামে সর্ব্বশক্তি আছে—আবার এ'সে জানাও জগতে

নামেতে যে মরা বাঁচে—আবার এ'সে জানাও জগতে

নামেতে তরু নাচে মরা বাঁচে

পাষাণ গলিয়া যায়—নামে তরু নাচে মরা বাঁচে

শর্ব্বশক্তি-বিকাশ দে'খে

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের—সর্ব্বশক্তি-বিকাশ দে'খে

নামগানে সবাই যাক্ মে'তে

সবে মিলে দয়া কর

যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি

নামে সর্ব্বশক্তি আছে জানি'—যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি

শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত নামাবলী—যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি

'শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত নামাবলী'—

তাঁর ভোগের স্ফূর্ত্তি—শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত নামাবলী

যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি

পাগলা প্রভু হৃ'দে ধরি'—যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবার উপায়

একমাত্র শ্রীনামাশ্রয়—দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবার উপায়

যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

শ্রীগুরুচরণ হৃ'দে ধরি'—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

পাগল হ'য়ে বেড়াই মোরা

যারে দেখি তারে বলি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

—•—

শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদের
সূচক-কীর্ত্তন

(আষাঢ়-কৃষ্ণাষ্টমী)

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

"গৌরপ্রেম-গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি,"

কেবল প্রেমের খনি

গৌরপ্রেম-গুণমণি—কেবল প্রেমের খনি

"লোকনাথ লোকের পরাণ।
যাঁর শিশুকাল হইতে, প্রবল বৈরাগ্য চিতে,"

শুনি' মধুর গৌর-চরিতে

শিশুকালে নিজ-পিতার মুখে—শুনি' মধুর গৌর-চরিতে
লোকনাথের বৈরাগ্য চিতে—শুনি' মধুর গৌর-চরিতে

"পরম উদার দয়াবান্ ॥"

পরম-উদার দয়াবান্

লোকনাথ লোকের পরাণ—পরম-উদার দয়াবান্ [মাতন]

এই ত' লোকনাথের পরিচয়

ভক্তি রত্নাকর প্রথম তরঙ্গ :—

"পদ্মনাভ প্রভু-অদ্বৈতের প্রিয় অতি।
লোকনাথ হেন-বৃদ্ধ-বিপ্রের সন্তুতি ॥"

শ্রীপদ্মনাভ-তনয়

লোকনাথ প্রভু হয়—শ্রীপদ্মনাভ-তনয়

সেই-পদ্মনাভের সন্ততি

যাঁর তালখড়ি-গ্রামে স্থিতি—সেই-পদ্মনাভের সন্ততি
যে অদ্বৈতের প্রিয় অতি—সেই-পদ্মনাভের সন্ততি

"লোকনাথ গৃহে সদা রহয়ে উদাস ।"

মনেতে সদাই উদাস

গৌরপ্রেমের খনি লোকনাথ—মনেতে সদাই উদাস
শুনি' গৌরচন্দ্রের প্রকাশ—মনেতে সদাই উদাস

লোকমুখে শু'নে রে

প্রভুর নদীয়া-বিহার—লোকমুখে শু'নে রে

নিশিদিশি প্রাণ কাঁদে

নিতাই গৌর বিহরে শু'নে—নিশিদিশি প্রাণ কাঁদে

কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-বিহার—কতদিনে দে'খ্‌তে পা'ব [মাতন]

সদা চিন্তে মনে মনে

নবদ্বীপে যা'ব কতদিনে—সদা চিন্তে মনে মনে
'নবদ্বীপে যা'ব কতদিনে'—
কবে বিকাব গৌরচরণে—নবদ্বীপে যা'ব কতদিনে [মাতন]

সদা চিন্তে মনে মনে

"প্রেমরস আস্বাদনে, দিবানিশি নাহি জানে,
আন কথা না করে শ্রবণে।"

না বলে শুনে আন-ভাষ

যে-দিন হ'তে,—শুনেছে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ—না বলে শুনে আন-ভাষ

আন-কথা না বলে শুনে

গৌরাঙ্গ-প্রকাশ শুনেছে যে-দিনে—আন-কথা না বলে শুনে
'গৌরাঙ্গ-প্রকাশ শুনেছে যে-দিনে'—
মধুর-নদীয়া-ভুবনে—গৌরাঙ্গ-প্রকাশ শুনেছে যে-দিনে

আন-কথা না বলে শুনে

প্রাণারাম গৌর-কথা বিনে—আন-কথা না বলে শুনে

ভাল লাগে না অন্য-কথা

বিনা গৌর-গুণগাথা—ভাল লাগে না অন্য-কথা

"মহৈশ্বর্য্য ত্যাগ করি.' আইলা নদীয়াপুরী,
যথা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥"

লুব্ধ-ভ্রমর কি রইতে পারে

কমল বিকাশ হ'লে পরে—লুব্ধ-ভ্রমর কি রইতে পারে

লোকনাথ আইলা নদীয়াপুরে

যেথা,—প্রাণগৌর বিহরে—লোকনাথ আইলা নদীয়াপুরে
গৌরে স্বাভাবিক অনুরাগে—লোকনাথ আইলা নদীয়াপুরে
বাহির হ'য়ে গৃহ হ'তে—লোকনাথ আইলা নদীয়াপুরে
প্রাণগৌর ব'লে কাঁ'দতে কাঁ'দতে—লোকনাথ আইলা নদীয়াপুরে

সে কি,—বাঁধা পড়ে বিষয়-বন্ধনে

গৌর-অনুরাগ জেগেছে যা'র প্রাণে—সে কি,—বাঁধা পড়ে বিষয়-বন্ধনে

"প্রভু-মুখ নিরখিয়া,"

আঁখি পালটিতে নারে

লোকনাথ প্রভুরে হে'রে—আঁখি পালটিতে নারে

"প্রভু-মুখ নিরখিয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
রহিলেন চরণ-যুগলে।"

লুটায়ে,—পড়িল গৌর-পদতলে

লোকনাথ,—ভাসি' দু'টী-নয়ন-জলে—লুটায়ে,—পড়িল গৌর-পদতলে
তোমার,—ক্রীতদাস এসেছে ব'লে—লুটায়ে,—পড়িল গৌর-পদতলে
তোমার অহৈতুকী-কৃপা-বলে,—তোমার চিরদাস এসেছে ব'লে—
লুটায়ে,—পড়িল গৌর-পদতলে

লোকনাথ যেন চির পরিচিত,—মিলিল বহুদিন পরে—
লুটায়ে,—পড়িল গৌর-পদতলে

"গৌরাঙ্গ আনন্দ-মনে, হেরি' লোকনাথ-পানে,
প্রেমভরে করে টলমলে ॥"

যেন,—অপেক্ষা ক'রেছিলেন

প্রাণের প্রাণ গৌরহরি—যেন,—অপেক্ষা ক'রেছিলেন
লোকনাথ আ'স্‌বে ব'লে—যেন,—অপেক্ষা ক'রেছিলেন

প্রেমভরে গৌর টলমল করে

লোকনাথের পানে চে'য়ে—প্রেমভরে গৌর টলমল করে
আপনায় সম্বরিতে নারে—প্রেমভরে গৌর টলমল করে

"আইস আইস লোকনাথ,"

হেমদণ্ড-বাহু পসারি'

প্রেমদিঠে তাহারে নেহারি'—হেমদণ্ড-বাহু পসারি'

প্রেমস্বরে বলে গৌরহরি

"আইস আইস লোকনাথ, আজি মোর সুপ্রভাত,"

আ'মরি কি মধুর-লীলা

আস্বাদনের লীলা রে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গলীলা—আস্বাদনের লীলা রে
অশেষ-বিশেষে রস—আস্বাদনের লীলা রে

দাস পে'য়ে প্রভু পরম-সুখী

শুধু নয় দাস সুখী—দাস পে'য়ে প্রভু পরম-সুখী

আজ,—আপনাকে ধন্য মানে

রসভোগী গৌর আমার—আজ,—আপনাকে ধন্য মানে
নিজ-প্রিয়ভক্ত-দরশনে—আজ,—আপনাকে ধন্য মানে

প্রভু-দর্শনে দাসের সুখ যেমতি

দাস-দর্শনে প্রভুর্‌ও তেমতি—প্রভু-দর্শনে দাসের সুখ যেমতি

দোঁহে দোঁহার সৌভাগ্য মানে

পরস্পর-দরশনে—দোঁহে দোঁহার সৌভাগ্য মানে

"আইস আইস লোকনাথ, আজি মোর সুপ্রভাত,
এত বলি' শচীর কুমার।
ভুজযুগ পসারিয়া,"

সজল-প্রেমদিঠে চাইয়া

"ভুজযুগ পসারিয়া, আলিঙ্গন কৈল ধাইয়া,"

এ ত' নয়,—ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন

এ যে,—সহজ-প্রেমের আকর্ষণ—এ ত' নয়,—ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন

"বুক বহি পড়ে অশ্রুধার ॥"

গৌরের,—মুখবুক ভাসে নয়ন-নীরে

লোকনাথে বুকে ধ'রে—গৌরের,—মুখবুক ভাসে নয়ন-নীরে
আজ আমার সুপ্রভাত ব'লে—গৌরের,—মুখবুক ভাসে নয়ন-নীরে [মাতন]

প্রাণ,—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

লোকনাথে করি' কোলে—প্রাণ,—গৌর ভাসে নয়ন-জলে [মাতন]

"লোকনাথ করে দৈন্য,"

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

গৌরদাস স্বভাব-দৈন্যে বলে—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু
আমি অস্পৃশ্য বিষয়কীট—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু
আমি,—তোমা-স্পর্শের যোগ্য নই—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

"লোকনাথ করে দৈন্য, শুনি' প্রভু শ্রীচৈতন্য,
নিষেধি' নিকটে বসাইল।"

দৈন্য সম্বরণ কর ব'লে

তোমার দৈন্যে মোর বুক ফাটে—দৈন্য সম্বরণ কর ব'লে

"নিষেধি নিকটে বসাইল।
প্রেমাবেশে বার বার, পুছে প্রভু সমাচার"

আ'মরি কি প্রীতির লীলা

"প্রেমাবেশে বার বার, পুছে প্রভু সমাচার,
লোকনাথ সব নিবেদিল ॥
পুনঃ প্রভু হর্ষ হইয়া, প্রিয় লোকনাথ লইয়া,
নিভৃতে কহয়ে ধীরে ধীরে।"

অমিয়া-মাখান-স্বরে

হৃদ্-কর্ণ-রসায়ন—অমিয়া-মাখান-স্বরে

"নিভৃতে কহয়ে ধীরে ধীরে।"

"লোকনাথ গৃহে সদা রহয়ে উদাস।
সর্ব্বত্যাগী নবদ্বীপে আইলা প্রভুপাশ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল ॥
ঐছে আজ্ঞা হইলে ইথে আছে প্রয়োজন।
প্রভু করিবেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন বৃন্দাবনে।
এই হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে ॥
লোকনাথ বুঝিলেন এসব আভাস।
দুই-এক-দিনে প্রভু করিবেন সন্ন্যাস ॥
শ্রীচাঁচর-কেশের হইবে অদর্শন।
ইথে প্রাণ কিরূপে ধরিবে প্রিয়গণ ॥
ঐছে বহুচিন্তা মাত্র ব্যাকুল হইল।
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু-পদে প্রণমিল ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া।
করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া ॥"

"নিভৃতে কহয়ে ধীরে ধীরে।
মনোদুঃখ পরিহরি', মোর দোষ ক্ষমা করি,'
যাইতে হইল ব্রজপুরে ॥"

যাও ত্বরা ব্রজপুরী

মোর দোষ ক্ষমা করি'—যাও ত্বরাব্রজ পুরী [মাতন]

যাও তুমি ত্বরা ক'রে

লোকনাথ ব্রজপুরে—যাও তুমি ত্বরা ক'রে [মাতন]

কোন দুঃখ ভে'বো না মনে

ত্বর করি যাও ব্রজবনে—কোন দুঃখ ভে'বো না মনে

"সনাতন-রূপের সাথ, ভট্টযুগ রঘুনাথ,
আর যত মোর প্রিয়গণ।

ক্রমে ক্রমে সেইস্থানে, মিলিবে তোমার সনে,
পাইবে আনন্দ অনুক্ষণ ॥"

লোকনাথ তুমি যাও আগে
স'বে যা'বে তোমার পিছে পিছে—লোকনাথ তুমি যাও আগে
'স'বে যা'বে তোমার পিছে পিছে'—
ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনে—স'বে যা'বে তোমার পিছে পিছে

লোকনাথ তুমি যাও আগে
স'বে মিলিবে তোমার সাথ
রূপ সনাতন ভট্টযুগ রঘুনাথ—স'বে মিলিবে তোমার সাথ [মাতন]
"আর এক শুন তুমি,"

ও,—আমার প্রিয় লোকনাথ
"আর এক শুন তুমি, কতদিন পরে আমি,
করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।"

তাই,—বলি তোমায় ব্রজে যে'তে
তোমার,—মনোব্যথা হ'বে জে'নে—তাই,—বলি তোমায় ব্রজে যে'তে
'তোমার,—মনোব্যথা হ'বে জে'নে'—
আমার সন্ন্যাস-বেশ দে'খে—তোমার,—মনোব্যথা হ'বে জে'নে

তাই,—বলি তোমায় ব্রজে যে'তে
তাই আমার এই ব্যবহার
প্রাণে ব্যথা লা'গ্‌বে তোমার—তাই আমার এই ব্যবহার [মাতন]

"করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।
দেবের দুর্ল্লভ ধন, জীবে করি' বিতরণ,
নাশিব দারুণ-কলিভার ॥
ভক্তগণ লইয়া সঙ্গে, বিহরিব নানা রঙ্গে,
সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া।"

শ্রীহরি বোলন-রঙ্গে
"সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া।

বৃন্দাবনে থাক তুমি, সকলশু না'ব আমি,
সমাচার দিব পাঠাইয়া ॥
শুনি' সন্ন্যাসের কথা, অন্তরে উঠিল ব্যথা,
প্রভুর শ্রীকেশ-পানে চায় ।"

মনে মনে গণে রে
প্রভুর চাঁচর-কেশ হে'রে—মনে মনে গণে রে

হায় কি শু'ন্‌তে হ'ল আমায়
এই,—চাঁচর-কেশ মুড়াবে গোরারায়—হায় কি শু'ন্‌তে হ'ল আমায়

কি,—দারুণ-কথা শু'ন্‌তে হ'ল
এই,—কেশ মুড়াবে শচীদুলাল—কি,—দারুণ-কথা শু'ন্‌তে হ'ল
এর-চেয়ে,—বজ্রাঘাত ভাল ছিল—কি,—দারুণ-কথা শু'ন্‌তে হ'ল

প্রাণগৌর হ'বে সন্ন্যাসী
মুড়ায়ে,—এই চাঁচর-কেশ-রাশি—প্রাণগৌর হ'বে সন্ন্যাসী

হায় কি শু'ন্‌লাম দারুণ-বাণী
চাঁচর-কেশ,—মুড়াবে গৌর গুণমনি—হায় কি শু'ন্‌লাম দারুণ-বাণী
এর-চেয়ে,—ভাল ছিল পড়া অশনির—হায় কি শু'ন্‌লাম দারুণ-বাণী

কেন বজ্র না পড়িল মাথে
এই,—দারুণ-কথা শু'ন্‌বার আগে—কেন বজ্র না পড়িল মাথে

কেমনে বাঁচিবে ভক্তগণ
এই,—চাঁচর-কেশের হ'বে অদর্শন—কেমনে বাঁচিবে ভক্তগণ
স'বে কেঁদে হ'বে অচেতন—কেমনে বাঁচিবে ভক্তগণ

হায়,—এ কি শু'ন্‌তে হ'ল বচন
এই,—কেশ মুড়াবে কমললোচন—হায়,—এ কি শু'ন্‌তে হ'ল বচন [মাতন]
এর-চেয়ে ভাল ছিল মরণ—হায়,—এ কি শু'ন্‌তে হ'ল বচন

এ কি কঠোর লীলা ক'র্‌বে
এই কেশের অদর্শন হ'বে—এ কি কঠোর লীলা ক'র্‌বে

এত বলি,—"প্রভুর শ্রীকেশ-পানে চায় ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, হায় প্রভু কি বলিলে,
ইহা বলি' ভূমে গড়ি যায় ॥"

বলে,—এ কি শু'ন্‌লাম বচন নির্ঘাত

এর-চেয়ে,—ভাল ছিল বজ্রাঘাত—বলে,—এ কি শু'ন্‌লাম বচন নির্ঘাত

"ইহা বলি' ভূমে গড়ি যায় ॥
অদ্ভূত গৌরাঙ্গ-গুণ্, আপনি অধৈর্য্য পুনঃ,
প্রিয়-লোকনাথ-হাতে ধরি'।
প্রবোধিয়া কতমত, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমামৃত,
পিয়াইল পুনঃ কৃপা করি' ॥
লোকনাথ মনে গণি, প্রভুর বচন মানি,
অতিশয় মনোদুঃখী হইয়া ।
প্রভু-পদ হৃ'দে ধরি', চলিলেন ব্রজপুরী,"

যায় যায় ফিরে চায়

গৌর-মুখচন্দ্র-পানে—যায় যায় ফিরে চায় [মাতন]
গৌরের চাঁচর-কেশ-পানে—যায় যায় ফিরে চায়
পদ,—আগে ফে'ল্‌তে পিছে পড়ে—যায় যায় ফিরে চায়

যায় যায় ফিরে চায়

ঠাকুর শ্রীলোকনাথ—যায় যায় ফিরে চায়
ভাসি' দু'টী-নয়ন-ধারায়—যায় যায় ফিরে চায় [মাতন]

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে

নদীয়া-বিহারী গৌরহরি—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে

আর কি পা'ব দরশন

ঐ,—হরিবোলা রসের বদন—আর কি পা'ব দরশন [মাতন]
'ঐ,—হরিবোলা রসের বদন'—
শিরে চাঁচর-কেশ শোভন—ঐ,—হরিবোলা রসের বদন

আর কি পা'ব দরশন

আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে

মূরতি কৈশোর কেশ চাঁচর—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে

"প্রভুপদ হৃ'দে ধরি', চলিলেন ব্রজপুরী,
সবাকার অনুমতি লইয়া ॥"

স'বার কাছে প্রার্থনা করে

এই কৃপা কর স'বে

পতিত-পাবন গৌরাঙ্গগণ—এই কৃপা কর স'বে
যেন এই,—মূরতি সদা হৃ'দে জাগে—এই কৃপা কর স'বে

যেন,—সদা হৃ'দে ধ'র্‌তে পারি

এই,—নদীয়াবিহারী গৌরহরি—যেন,—সদা হৃ'দে ধ'র্‌তে পারি

যেন,—হৃ'দে জাগে নিরন্তর

স'বে মিলে এই কৃপা কর—যেন,—হৃ'দে জাগে নিরন্তর
এই গৌর কিশোর-বর—যেন,—হৃ'দে জাগে নিরন্তর

"দেখি' লোকনাথ-গতি প্রভু সে ব্যাকুল অতি,
লোকনাথ-পথ হেরি' কাঁদে।"

কত'গুণের প্রভু রে

ভক্তবৎসল গৌরহরি—কত'গুণের প্রভু রে

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

ভকত-বাৎসল্য-লীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
'ভকত-বাৎসল্য-লীলা'—
যা'—শুনিলে গলয়ে শিলা—ভকত-বাৎসল্য-লীলা

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

কাঁদে গোরা উভরায়

লোকনাথ ব্রজে যায়—কাঁদে গোরা উভরায়

প্রাণগৌর ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

লোকনাথের ব্রজে গমন দে'খে—প্রাণগৌর ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

ততক্ষণ আঁখি নাহি ফিরায়

একপাশে দাঁড়ায়ে গোরারায়—ততক্ষণ আঁখি নাহি ফিরায়

যতক্ষণ লোকনাথে দেখা যায়—ততক্ষণ আঁখি নাহি ফিরায়

গৌরের,—বুক ভাসে নয়ন-ধারায়

লোকনাথ ব্রজে যায়—গৌরের,—বুক ভাসে নয়ন-ধারায়

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে গোরারায়—গৌরের,—বুক ভাসে নয়ন-ধারায়

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

দাস-বিরহে প্রভু কাঁদে—মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

আজ,—তাই প্রভু জানাইছেন

আপনি উপভোগ করিয়া—আজ,—তাই প্রভু জানাইছেন

ভক্ত-বিরহে কত' দুঃখ—আজ,—তাই প্রভু জানাইছেন

"লোকনাথ-পথ হেরি' কাঁদে।
প্রিয় গদাধর আদি,"

প্রভুর ব্যাকুলতা দে'খে

লোকনাথের বিরহেতে——প্রভুর ব্যাকুলতা দে'খে

"প্রিয়-গদাধর আদি, যত্ন করে নিরবধি,
তথাপিও ধৈর্য্য নাহি বাঁধে॥"

কেঁদে আকুল গোরারায়

লোকনাথ ব্রজের পথে যায়—কেঁদে আকুল গোরারায়

আমার,—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

আমার লোকনাথ লোকনাথ ব'লে—আমার,—গৌর ভাসে নয়ন-জলে

বলে,—দেখ দেখ তোমরা স'বে

লোকনাথ আমায় গেল ফে'লে—বলে,—দেখ দেখ তোমরা স'বে

হা লোকনাথ বলি' কাঁদে

ভক্তবৎসল প্রভু আমার—হা লোকনাথ বলি' কাঁদে

যেমন প্রভু তেমনই দাস

"এথা পথে লোকনাথ, শিরে দিয়া দুই হাত,
কাঁদিয়া কহয়ে বার বার।

গৌরচন্দ্র-মুখ-হাসি, বরিখে অমিয়া-রাশি,
বুঝি না দেখিতে পা'ব আর ॥"

শিরে হাত দিয়া কাঁদে
লোকনাথ ব্রজের পথে যেতে—শিরে হাত দিয়া কাঁদে
আর দে'খ্‌তে পা'ব না বুঝি
অমিয়া বরষি মুখের হাসি—আর দে'খ্‌তে পা'ব না বুঝি
আর বুঝি না দে'খবে নয়ন
হরিবোলা রসের বদন—আর বুঝি না দে'খ্‌বে নয়ন
আর কি দে'খ্‌তে পা'ব না
শিরে হাত দিয়া কাঁদে—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব না
হাসিমাখা রসের বদন—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব না [মাতন]
হায়,—সকল সুখে বঞ্চিত হ'লাম

"বুঝি না দেখিতে পা'ব আর ॥
সঙ্গে লইয়া ভক্তগণ, বিহরিবে অনুক্ষণ,
সঙ্কীর্ত্তন-সুখের হিল্লোলে।
মুই অতি অভাগিয়া, দেখিতে না পা'ব ইহা,
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে ॥"

মুই অতি অভাগিয়া
শিরে হাত দিয়া কাঁদে—মুই অতি অভাগিয়া
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে লোকনাথ
শিরে দিয়ে দুই হাত—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে লোকনাথ
আমার ভাগ্যে দেখা হ'ল না
গৌরের সঙ্কীর্ত্তন-লীলা—আমার ভাগ্যে দেখা হ'ল না
হায়,—দারুণ-বিধি কি করিলি
দুর্ভাগ্য-বশে দে'খ্‌তে না দিলি—হায়,—দারুণ-বিধি কি করিলি
'দুর্ভাগ্য-বশে দে'খ্‌তে না দিলি'—
গৌরের,—সঙ্কীর্ত্তন-রাসকেলি—দুর্ভাগ্য বশে দে'খ্‌তে না দিলি
হায়,—দারুণ-বিধি কি করিলি

দে'খ্‌তে বুঝি না পা'ব আর

গৌরের সঙ্কীর্ত্তন-বিহার—দে'খ্‌তে বুঝি না পা'ব আর

"এইরূপ আক্ষেপ মনে, দিবানিশি নাহি জানে,
কতদিনে গেলা বৃন্দাবনে।"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

লোকনাথ ব্রজে গিয়া—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

স্মঙরি গৌরাঙ্গগুণে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

এ কি কৃপা কৈলে গৌরহরি

দেখাইলে ব্রজ-মাধুরী—এ কি কৃপা কৈলে গৌরহরি [মাতন]

"এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলচন্দ্রে দেখে নীলাচলে গিয়া॥
তথা হৈতে গেলা প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে।
তাহা শুনি লোকনাথ চলয়ে দক্ষিণে॥"

প্রাণ কাঁদিছে নিশিদিনে

দেখিতে প্রাণ-গৌরবদনে—প্রাণ কাঁদিছে নিশিদিনে

পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌ল রে

গৌর দক্ষিণে গেছেন শু'নে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌ল রে

প্রাণ গৌর দে'খ্‌ব ব'লে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌ল রে

তার ত' অমনি দশা হয়

গৌর-অনুরাগ যা'রে পরশয়—তার ত' অমনি দশা হয়

"দক্ষিণ হইয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ শুনি' ব্রজে করিলা গমন॥"

ব্যাকুল হ'য়ে ফিরে রে

প্রাণ-গৌর-দরশন-আশে—ব্যাকুল হ'য়ে ফিরে রে

"প্রভু বৃন্দাবন হইয়া প্রয়াগে চলিলা।
লোকনাথ ব্রজে আসি' ব্যাকুল হইলা॥"

লোকনাথ রইতে নারে

প্রাণ-গৌর না হে'রে—লোকনাথ রইতে নারে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

দে'খ্‌তে ত' নাহি পেলাম

দে'খ্‌ব ব'লে ছুটে এলাম—দে'খ্‌তে ত' নাহি পেলাম

চিত,—চুরি ক'রে দাও না ধরা

হা চিতচোরা প্রাণ-গোরা—চিত,—চুরি ক'রে দাও না ধরা [মাতন]

"প্রভাতে প্রয়াগ যাত্রা করিব এ মনে।
স্বপ্নে প্রভু প্রবোধিয়া রাখিলা বৃন্দাবনে॥"

স্থির হও লোকনাথ

আমা-দর্শনের ছাড় আশ'—স্থির হও লোকনাথ

আমি,—তাইতে দেখা দিই নাই

আমার সে চাঁচর-কেশ নাই—আমি,—তাইতে দেখা দিই নাই

আমায়,—দে'খে তোমার সুখ হবে না—আমি,—তাইতে দেখা দিই নাই

'আমায়,—দে'খে তোমার সুখ হবে না'—

গেরুয়া-কাপড়-পরা কেশ-মুড়ানা—আমায়,—দে'খে তোমার সুখ হবে না

আমি,—তাইতে দেখা দিই নাই

তোমার ভাল ত' লা'গ্‌বে না

আমার,—নদীয়া-বিহারী মূরতি বিনা—তোমার ভাল ত' লা'গ্‌বে না

এখন,—দে'খে তুমি পাবে ক্লেশ

আমার,—নাই সেই চাঁচর-কেশ—এখন,—দে'খে তুমি পাবে ক্লেশ

তোমার মনে হবে দুঃখ

দেখিলে মোর সন্ন্যাসী-রূপ—তোমার মনে হবে দুঃখ

তাই,—তুমি আর প্রয়াগ এ'সো না

আমা-দর্শনের প্রয়াস ক'রো না—তাই,—তুমি আর প্রয়াগ এ'সো না

থাক তুমি ব্রজপুরী

আমা-দর্শনের প্রয়াস ছাড়ি'—থাক তুমি ব্রজপুরী

তোমার,—দৃষ্ট-মূরতি হৃ'দে ধরি'—থাক তুমি ব্রজপুরী

স্থির হ'য়ে ব্রজে থাক

যা' দেখেছ তাই বুকে রাখ—স্থির হ'য়ে ব্রজে থাক

বলিলেন প্রভু ইঙ্গিতে

লোকনাথের চিতচোর

রসময় গৌরকিশোর—লোকনাথের চিতচোর

লোকনাথের হৃ'দ্‌বিহারী

নদীয়া-বিহারী গৌরহরি—লোকনাথের হৃ'দ্‌বিহারী

লোকনাথ রহে বৃন্দাবনে

শ্রীগৌরাঙ্গ-আজ্ঞা-ক্রমে—লোকনাথ রহে বৃন্দাবনে

নিরন্তর আপেক্ষ করে

লোকনাথ ব্রজে ফিরে—নিরন্তর আক্ষেপ করে

নয়ন-গোচর হ'বে না আর

হায় হায় হায় হায়—নয়ন-গোচর হ'বে না আর

গৌরের কীর্ত্তন-নটন-বিহার—নয়ন-গোচর হ'বে না আর

"এইরূপ আক্ষেপ মনে, দিবানিশি নাহি জানে,
কতদিনে গেলা বৃন্দাবনে।
যমুনা-পুলিন-বনে, কুণ্ড-গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দেখি' প্রেমধারা দু'নয়নে॥
পূর্ব্ববাস মনোহর, শ্রীযাবট-নন্দীশ্বর,
বৃষভানুপুর অনুপম॥
আর যত স্থানগণ, তাহে ভ্রমে অনুক্ষণ,
তরুতলে বসতি নিয়ম॥"

লোকনাথ ব্রজে বিহরে

প্রাণ-গৌর হৃ'দে ধ'রে—লোকনাথ ব্রজে বিহরে

"প্রেমের তরঙ্গ অতি, নাহি কোন-স্থানে স্থিতি,"

প্রেম-তরঙ্গ-আঘাতে

"প্রেমের তরঙ্গ অতি, নাহি কোন-স্থানে স্থিতি,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীসুবুদ্ধি-মিশ্র রূপ, সনাতন ভক্তিভূপ,
মিলিলেন এ-সবার সনে॥"

আগে ব্রজে আগুয়ান

গৌরগণের মাঝে লোকনাথ—আগে ব্রজে আগুয়ান

পিছে গেলেন রূপ-সনাতন

লোকনাথ আগে আগুয়ান—পিছে গেলেন রূপ-সনাতন

লোকনাথ কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে

রূপ-সনাতনের গলা ধ'রে—লোকনাথ কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে
ব্রজবনে নিরজনে—লোকনাথ কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে
স্মঙরি' গৌরাঙ্গ-গুণে—লোকনাথ কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে
সোণার গৌর প্রভু ব'লে—লোকনাথ কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে

কাঁদে গৌর-গুণ স্মঙরি'

গৌর-গণের গলা ধরি'—কাঁদে গৌর-গুণ স্মঙরি'

"নানাভাব পরকাশে, সদা প্রেমানন্দে ভাসে,
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাণ যাঁর।"

"লোকনাথ সদা ভ্রমণ করিয়া।
কৃষ্ণ-লীলাস্থান দেখে আনন্দিত হৈয়া॥
ছত্রবন-পার্শ্বে ওমরাও নামে গ্রাম।
ওথা শ্রীকিশোরীকুণ্ড শোভা অনুপম॥
সে স্থানে কতদিন রহেন নির্জ্জনে।
করিব বিগ্রহ-সেবা এই চেষ্টা মনে॥
জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত।
অন্যরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত॥
শ্রীরাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা।
সেই-ক্ষণে তেঁহ তথা অদর্শন হৈলা॥
লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে।
কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোন্‌খানে॥" —

কেমন ক'রে জানিল

আমার বিগ্রহ-সেবায় মন—কেমন ক'রে জানিল

নিশ্চয়ই আমার চিতচোর

নৈলে, —কেমনে জানিল মনোবৃত্তি মোর—নিশ্চয়ই আমার চিতচোর

"চিন্তায় ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া॥
এই ওমরাও গ্রামে বিপিনে বসতি।
এই যে কিশোরী কুণ্ড এথা মোর স্থিতি॥
তোমার উৎকণ্ঠা দেখি' ব্যাকুল হইল।
কে মোরে আনিবে, মুঞি আপনি আইল॥"

আপনি আইলাম আমি

তোমার উৎকণ্ঠা জানি'—আপনি আইলাম আমি

টানিয়া আনিল আমায়

প্রেম-আকর্ষণ তোমার—টানিয়া আনিল আমায়

"শীঘ্র করি' মোরে কিছু করাও ভক্ষণ।
শুনি' প্রেমধারা নেত্রে বহে অনুক্ষণ॥
মহাসুখে শীঘ্র পাক করি' ভুঞ্জাইলা।
পুষ্পশয্যা রচিয়া শয়ন করাইলা॥
পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দে কৈল পাদ সম্বাহন॥
তনু মনঃ প্রাণ প্রভু-পদে সমর্পিলা।"

প্রাণে প্রাণে জানিলা

বিগ্রহ-রূপে প্রভু আইলা—প্রাণে প্রাণে জানিলা

লোকনাথ গৌর ভোগ করে

শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ হে'রে—লোকনাথ গৌর ভোগ করে
লোকনাথের চোখ আন না দেখে—লোকনাথ গৌর ভোগ করে

বলে,—এই ত' গৌর-মূরতি

একাধারে গৌরহরি—বলে,—এই ত' গৌর মূরতি

লোকনাথ,—গৌর-মাধুরী ভোগ করে

শ্রীরাধাবিনোদ-মূরতি হে'রে—লোকনাথ,—গৌর-মাধুরী ভোগ করে

শ্রীরাধাবিনোদে দেখে গৌর-রূপ

তাঁর,—প্রাণে আছে গৌর-স্বরূপ—শ্রীরাধাবিনোদে দেখে গৌর-রূপ

"তনু মনঃ প্রাণ প্রভু-পদে সমর্পিলা।
সে মাধুর্য্যামৃত পানে মগ্ন হইলা॥
শীঘ্র করি' এক ঝোলা নির্ম্মাণ করিলা।
শ্রীরাধাবিনোদের যেন মন্দির হইলা॥
পরম-অদ্ভুত-রূপে ঝোলা হইল আলা।
অনুক্ষণ বক্ষে রাখে যেন কণ্ঠমালা॥
গ্রামবাসী কুটীর করিয়া দিতে চায়।
বৃক্ষমুল বিনা লোকনাথে নাহি ভায়॥"

শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

এমন ক'রে না ভজিলে—শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

"পরম বিরক্ত স্বনির্ব্বাহ যাতে হয়।
তাহা সে গ্রহণ-ক্রিয়া অন্যে কি বুঝয়॥
কতদিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন।
রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন॥
কতদিন পরম আনন্দে গোঁয়াইল।
তারপর বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় ব্যাপিল॥"

সবার আগে পাঠালেন ব্রজে

গৌরহরি লোকনাথে—সবার আগে পাঠালেন ব্রজে

সব-শেষ-পর্য্যন্ত রা'খ্‌লেন তাঁরে

পরলীলা প্রকাশ-তরে—সব-শেষ-পর্য্যন্ত রা'খ্‌লেন তাঁরে

তাই কিছুদিন মিলন-সুখ

পরে বিরহ মহাদুঃখ—তাই কিছুদিন মিলন-সুখ

"সনাতন-রূপ-গুণে কাঁদে দিবারাতি।
প্রভুর ইচ্ছাতে দেহে জীবনের স্থিতি॥"

নিশিদিন ম'র্‌ছেন জ্বলিয়া

গৌর-গৌরগণের বিরহ সহিয়া—নিশিদিন ম'র্‌ছেন জ্বলিয়া

"হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া।
গুরু-সেবা যথোচিত কৈল হর্ষ হইয়া॥
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষা মন্ত্র দিল।
নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল॥"

এতদিন রা'খ্‌লেন লোকনাথে

প্রাণের প্রাণ গৌরহরি—এতদিন রা'খ্‌লেন লোকনাথে

শুধু,—এই কৃপা করাবার তরে—এতদিন রা'খ্‌লেন লোকনাথে

"নানাভাব পরকাশে, সদা প্রেমানন্দে ভাসে,
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাণ যাঁর।
গৌর-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে, উদ্ধারে পতিতজনে,
ত্রিজগতে মহিমা অপার॥
কহে নরহরি দীন, মো বড় বিষয়ী হীন,
হেন জন্ম বিফলে গোঁয়াইনু।
নরোত্তম-প্রাণনাথ, মোরে কর আত্মসাৎ,
তুয়া পদে শরণ লইনু॥"

দয়া কর লোকনাথ

নরোত্তমের প্রাণনাথ—দয়া কর লোকনাথ [মাতন]

লোকনাথ কৃপা কর

কৃপা কর লোকনাথ

ঠাকুর,—নরোত্তমের প্রাণনাথ—কৃপা কর লোকনাথ [মাতন]

—০—

অতঃপর 'কোথা বা লুকালে' ইত্যাদি মহাজনী-আক্ষেপ-কীর্ত্তন।

—০—

মহাজনী আক্ষেপ-কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ বিশেষ :—

... ...

... ...

"ধিক্ ধিক্ নিলাজ পরাণ।"

কি সুখে বা আছ রে

ওরে রে নিলাজ পরাণ—কি সুখে বা আছ রে

কি সুখে বা থা'কবে বল

নামীর দেখা ত' পেলে না

নামের শকতিও আর দে'খ্‌তে পা'বে না—নামীর দেখা ত' পেলে না

দেখাইলেন এই নগরীতে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—দেখাইলেন এই নগরীতে

নামে মৃত-সঞ্জিবনী-শক্তি আছে—দেখাইলেন এই নগরীতে

সে লীলা আর পাবে না দে'খ্‌তে

একে একে সবাই গেল চ'লে—সে লীলা আর পাবে না দে'খ্‌তে

কি সুখে বা থা'কবে রে

এখন,—পড়ে পড়ে মায়ার লাথি খেতে—কি সুখে বা থা'কবে রে

এখন—গেলেই ত' ভাল রে

এখনও ভালে ভালে—এখন,—গেলেই ত' ভাল রে

'এখনও ভালে ভালে'—

না জানি কি আছে কপালে—এখনও ভালে ভালে

এখন,—গেলেই ত' ভাল রে

যা' দেখেছ তা' হৃ'দে ধ'রে—এখন,—গেলেই ত' ভাল রে

'যা দেখেছ তা' হৃদে ধ'রে'—

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ প্রকাশ—যা' দেখেছ তা' হৃ'দে ধ'রে

এখন,—গেলেই ত' ভাল রে

প্রাণ তোরে মিনতি করি

"যতক্ষণ এই দেহে থাক, হা গুরু গৌর ব'লে ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

নিশিদিশি কাঁদ রে

... ...

... ...

হা শ্রীগুরুদেব

সব হারায়ে ফেলেছি

তুমি'—দয়া ক'রে সব দিয়েছিলে—সব হারায়ে ফেলেছি

নিজ-স্বতন্ত্রতা দোষে—সব হারায়ে ফেলেছি

বিশ্বাস ত' হ'ল না

এই চোখে দে'খ্‌লাম—বিশ্বাস ত' হ'ল না

'এই চোখে দে'খ্‌লাম'—

কৃপা ক'রে যা' দেখাইলে—এই চোখে দে'খ্‌লাম

বিশ্বাস ত' হ'ল না

নামে সর্ব্বশক্তি আছে—বিশ্বাস ত' হ'ল না

নামে কলঙ্ক রটালাম

তোমার পরিচয় দিয়ে—নামে কলঙ্ক রটালাম

আমি বটে দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত

বলবান প্রভু তুমি ত' আছ—আমি বটে দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত

জোর ক'রে লও তুলে

আবার আমায় দাও মাতায়ে

তোমার,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নাম-গানে—আবার আমায় দাও মাতায়ে

'তোমার,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নাম-গানে'—

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা—তোমার,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নাম-গানে

আবার আমায় দাও মাতায়ে

ভোগ দিয়ে প্রাণে প্রাণে—আবার আমায় দাও মাতায়ে

'ভোগ দিয়ে প্রাণে প্রাণে'—

নামে সর্ব্বশক্তি আছে—ভোগ দিয়ে প্রাণে প্রাণে

আবার আমায় দাও মাতায়ে

যারে দেখি তারে বলি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

—•—

শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত-ঠাকুরের
সূচক-কীর্ত্তন

(হেরা পঞ্চমী)

(আষাঢ়-শুক্লাষষ্ঠী)

—○—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

—•—

"আরে মোর কুলমণি, কেবল প্রেমের খনি,"

কেবল প্রেমের খনি

আরে মোর কুলমণি—কেবল প্রেমের খনি

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর—কেবল প্রেমের খনি

আমার,—বক্রেশ্বর গুণমণি—কেবল প্রেমের খনি

তা'তে,—কেবলার গণ করি' মানি—কেবল প্রেমের খনি

নৈলে,—তা'র ঘরে কি গৌর থাকে

গৌর-প্রেমে ধনী না হ'লে—তা'র ঘরে কি গৌর থাকে

প্রেমে ধনী না হ'লে—তা'র ঘরে কি গৌর থাকে

আরতিতে সদা স্থিতি না হ'লে—তা'র ঘরে কি গৌর থাকে

আমার,—গৌরগণ সব ব্রজজন

এসেছে,—নবরস করিতে আস্বাদন—আমার,—গৌরগণ সব ব্রজজন

বক্রেশ্বর কেবল প্রেমের খনি

তা'তে,—কেবলার গণ করি' মানি—বক্রেশ্বর কেবল প্রেমের খনি [মাতন]

"আরে মোর কুলমণি, কেবল প্রেমের খনি,

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর ।

অদ্ভুত চরিত্র তাঁর,　　কহে হেন সাধ্য কার,
জীবে যাঁর করুণা প্রচুর ॥"

জীবে যাঁর করুণা প্রচুর
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর—জীবে যাঁর করুণা প্রচুর　[মাতন]

"বুঝিতে না পারে কেহ,　　অত্যন্ত উদার যেঁহ,
শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র।"

শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর—শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র

"দুঃখ সব যায় ক্ষয়,　　ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়,
যাঁর নাম স্মরণেই মাত্র ॥"

ব্রহ্মাণ্ড হয় পবিত্র
বক্রেশ্বর নাম স্মরণ মাত্র—ব্রহ্মাণ্ড হয় পবিত্র　[মাতন]

"মহাপ্রভুর শ্রীচরণ,-　　কমল-ভ্রমর-মন,"

আমার,—বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোসাঞি
গৌরচরণে ভ্রমর বটে—আমার,—বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোসাঞি

যাঁর,—মন-ভ্রমর সদাই মত্ত
শ্রীচৈতন্য-চরণকমলে—যাঁর,—মন-ভ্রমর সদাই মত্ত
গৌর-চরণকমল-মধু-পানে—যাঁর,—মন-ভ্রমর সদাই মত্ত

"কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল সদাই।"

মহাপ্রভুর,—চরণ-কমল-মধু-পানে

"কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল সদাই।
দেবাসুর আদি যত,　　যাঁর নৃত্যে বিমোহিত,
ভাবাবেশ বুঝন না যায় ॥
পুলক হুঙ্কার লম্ফ,　　স্বেদ হাস্য অশ্রু কম্প,
মূর্চ্ছা আনন্দাদি নিরন্তর।
সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে মত্ত,　　যে করে অদ্ভুত নৃত্য,
একভাবে চব্বিশ-প্রহর ॥"

যে করে অদ্ভুত নৃত্য

সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে হ'য়ে মত্ত—যে করে অদ্ভুত নৃত্য
হ'য়ে,—ভাবভূষণে বিভূষিত—যে করে অদ্ভুত নৃত্য

নৃত্য করেন বক্রেশ্বর

একভাবে চব্বিশ-প্রহর—নৃত্য করেন বক্রেশ্বর

নৃত্য করেন অদ্ভুত

হ'য়ে,—ভাবভূষণে বিভূষিত—নৃত্য করেন অদ্ভুত

তা' দে'খে হয় বিমোহিত

দেবাসুর-আদি যত—তা' দে'খে হয় বিমোহিত

দেবাসুরের কথা কিবা ব'ল্ব

মহা,—"প্রভু যাঁর নৃত্যকালে, ভুজ তুলি' হরি বলে,"

আনন্দেতে মত্ত হইয়া

বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিয়া—আনন্দেতে মত্ত হইয়া

আমার,—মহাপ্রভু মহা সুখী

বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখি'—আমার,—মহাপ্রভু মহা সুখী

আমার,—গৌরহরি উনমত

দেখি' যাঁর মধুর-নৃত্য—আমার,—গৌরহরি উনমত
সর্ব্বরসতত্ত্ব-সীমা—আমার,—গৌরহরি উনমত

ভুজ তুলি' হরি বলে

বক্রেশ্বরের নৃত্য হে'রে—ভুজ তুলি' হরি বলে
আনন্দেতে মত্ত হ'য়ে—ভুজ তুলি' হরি বলে
"চতুর্দ্দিকে বুলয়ে ধাইয়া।"

পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

বাহু তুলে হরি ব'লে—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

গৌর,—ফিরে যেন পাগল হইয়া

কি যেন,—অভিলষিত-ধন পাইয়া—গৌর,—ফিরে যেন পাগল হইয়া

কি দে'খে ফিরে পাগল হইয়া

গৌর,—কেন ফিরে পাগল হইয়া

অভিলষিত-ধন পাইয়া—গৌর,—কেন ফিরে পাগল হইয়া

প্রভু আমার,—বাহু তু'লে হরিবোলে

বক্রেশ্বরের নৃত্যকালে—প্রভু আমার,—বাহু তু'লে হরিবোলে

বুঝি,—মিলেছে তাঁ'র বাঞ্ছিত ফল

নৈলে,—কিসে এত হ'ল পাগল—বুঝি,—মিলেছে তাঁ'র বাঞ্ছিত ফল

"পুনঃ প্রভু গৌরহরি, বক্রেশ্বর-পানে হেরি,"

গৌর,—দেখে যেন কি নব-মাধুরী

বক্রেশ্বর-পানে হেরি'—গৌর,—দেখে যেন কি নব-মাধুরী

"গান করে প্রেমে মত্ত হইয়া ॥"

না জানি কি ভোগে মাতিয়া

বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিয়া—না জানি কি ভোগে মাতিয়া

প্রভু,—আনন্দেতে গান করে

বক্রেশ্বর নৃত্য করে—প্রভু,—আনন্দেতে গান করে

"বক্রেশ্বর যতক্ষণ, নৃত্য করে ততক্ষণ,
বেত্র হস্তে লইয়া গৌরচন্দ্র ।"

পাছে,—নৃত্যে বাধা পড়ে ব'লে

নিজ-প্রাণ বক্রেশ্বরের—পাছে,—নৃত্যে বাধা পড়ে ব'লে

যতক্ষণ নৃত্য করে

বক্রেশ্বর প্রেমভরে—যতক্ষণ নৃত্য করে
প্রভু বেত্র হস্তে ফিরে—যতক্ষণ নৃত্য করে

চারিদিকে বেড়ায় ধাইয়া

বেত্র হস্তে লইয়া—চারিদিকে বেড়ায় ধাইয়া

অনুভব কর ভাই রে

ভাবনিধির এই ব্যবহার—অনুভব কর ভাই রে

বেত্র হস্তে ফিরে গৌরহরি

বক্রেশ্বরের,—নৃত্য-বাধা দূর করি'—বেত্র হস্তে ফিরে গৌরহরি

যেন,—অপূর্ণ-সাধ মিটাইছে

এই,—সেবাসুখ কখনও পায় নাই—যেন, অপূর্ণ-সাধ মিটাইছে

"বেত্র হস্তে লইয়া গৌরচন্দ্র।

করিয়া যতেক প্রীতি, লোক করে এক-ভিতি,"

আমার প্রভুর কত প্রীতি

ঠাকুর-বক্রেশ্বরের প্রতি—আমার প্রভুর কত প্রীতি

সবারে এক-পাশ করে

গৌরচন্দ্র বেত্র হস্তে—সবারে এক-পাশ করে

নৃত্যে বাধা পড়ে পাছে—তাই,—সবারে এক-পাশ করে

'নৃত্যে বাধা পড়ে পাছে'—

আমার,—প্রাণ-সম-বক্রেশ্বরের—নৃত্যে বাধা পড়ে পাছে

তাই,—সবারে এক-পাশ করে

"উপজয়ে সবার আনন্দ ॥"

সবার জুড়াইছে আঁখি

বক্রেশ্বরে প্রভুর স্নেহ দেখি'—সবার জুড়াইছে আঁখি

আজ,—বক্রেশ্বরের সেবাকারী

জগৎসেব্য গৌরহরি—আজ,—বক্রেশ্বরের সেবাকারী

তা'র,—নৃত্যের বাধা দূর করি'—আজ,—বক্রেশ্বরের সেবাকারী

আনন্দ আর ধরে না

যত প্রাণ গৌরগণের—আনন্দ আর ধরে না

বক্রেশ্বরের নৃত্য দে'খে—আনন্দ আর ধরে না

পারিষদগণের মনে আনন্দ

জগৎসেব্যের দেখি' সেবানন্দ—পারিষদগণের মনে আনন্দ

বক্রেশ্বরে কেন এত প্রীতি

কি জানি কি ভোগ করে

বক্রেশ্বরের নৃত্য হে'রে—কি জানি কি ভোগ করে
রসভোগী গৌর আমার—কি জানি কি ভোগ করে
ভোগ ছাড়া থাকে না রে—কি জানি কি ভোগ করে

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে
এই লীলার গূঢ়-রহস্য—অনুভব কর ভাই রে
এই গূঢ়-রঙ্গ-লীলা—অনুভব কর ভাই রে

কেন প্রভুর এত আবেশ

বক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শনে—কেন প্রভুর এত আবেশ

ভাবনিধির কেন এত চেষ্টা

বক্রেশ্বরের নৃত্যে পড়ে না বাধা—ভাবনিধির কেন এত চেষ্টা

নিশ্চয়,—কিছু বিশেষ ভোগ আছে

নৈলে,—প্রভুর এত আগ্রহ কিসে—নিশ্চয়,—কিছু বিশেষ ভোগ আছে

ভোগ ছাড়া থাকে না

বড় ভোগা গৌর আমার—ভোগ ছাড়া থাকে না

শ্রীগুরু-প্রেরণায় প্রাণে এই ত' জাগে

প্রভু কি ভোগ বক্রেশ্বরের নৃত্যে—শ্রীগুরু-প্রেরণায় প্রাণে এই ত' জাগে

এ যে,—আশ'-মিটান লীলা রে

অশেষ-বিশেষে আশ' মিটাইছে—এ যে,—আশ'-মিটান লীলা রে

ব্রজে রাস-নৃত্যরঙ্গে
পাগল করিল ব্রজবধূকে

কত নৃত্যভঙ্গী দেখা'য়ে—পাগল করিল ব্রজবধূকে

তা'দের,—পাগল হওয়াই দেখিল বটে

কিন্তু,—নিজ-নটন ভোগ হয় নাই নিজের—তাদের,—পাগল হওয়াই-
দেখিল বটে

আবার মুগ্ধ করিছে

সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যে কতজনে— আবার মুগ্ধ করিছে

ভক্তগণের মুগ্ধতা দেখেছে
নৃত্য-মাধুরীর কথাও শুনেছে
ভক্তগণের মুখ হ'তে—নৃত্য-মাধুরীর কথাও শুনেছে
কখনও ত' দেখে নাই
আপন,—নৃত্য-মাধুরী প্রাণ গৌরহরি—কখনও ত' দেখে নাই
ভক্তমুখে শুনেছে বটে—কিন্তু,—কখনও ত' দেখে নাই
শু'নে অবধি লোভ ছিল
আমার,—নটন-মাধুরী আমি দে'খ্‌ব—শু'নে অবধি লোভ ছিল
আমার,—নটন আমি দে'খ্‌ব ব'লে—শু'নে অবধি লোভ ছিল
মনে হয় আস্বাদন করি
কেমন আমার নটন-মাধুরী—মনে হয় আস্বাদান করি
আজ,—সেই বাসনা পূর্ণ হ'ল
বক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শনে—আজ,—সেই বাসনা পূর্ণ হ'ল
দেখিয়া বক্রেশ্বরের নৃত্য—আজ,—সেই বাসনা পূর্ণ হ'ল } [মাতন]
ও ত' নয় বক্রেশ্বরের নটন
তাঁ'র—বুকে নাচে শচীনন্দন—ও ত' নয় বক্রেশ্বরের নটন [মাতন]
নাচে বক্রেশ্বরের বুকে
নাটুয়া-মূরতি গৌর-সুন্দর—নাচে বক্রেশ্বরের বুকে
বক্রেশ্বরের বুকে আছে
নাটুয়া-মূরতি গৌর আমার—বক্রেশ্বরের বুকে আছে
বক্রেশ্বরের হৃ'দ্‌বিহারী
কীর্ত্তন-লম্পট গৌরহরি—বক্রেশ্বরের হৃ'দ্‌বিহারী [মাতন]
বক্রেশ্বরের হৃদিনাথ
ফিরে গোরা নটরাজ—বক্রেশ্বরের হৃদিনাথ
তাই,—পেয়েছে অদ্ভুত নৃত্য-শকতি
বক্রেশ্বর গুণমণি—তাই,—পেয়েছে অদ্ভুত নৃত্য-শকতি
তাঁ'র,—হৃদে ব'সেছে নাটুয়া-মূরতি—তাই,—পেয়েছে অদ্ভুত নৃত্য-শকতি

আমার,—কীর্ত্তন লম্পট গৌরহরি
বক্রেশ্বরের হৃ'দ্‌বিহারী—আমার, কীর্ত্তন লম্পট গৌরহরি [মাতন]

আজ, আস্বাদিছে নিজ-নটন-মাধুরী
ভোগ করে নিজ-নটন-মাধুরী
বড় ভোগী গৌর আমার—ভোগ করে নিজ-নটন-মাধুরী
বক্রেশ্বরের নৃত্য হেরি'—ভোগ করে নিজ-নটন-মাধুরী [মাতন]

তাই,—প্রভু আমার এত মত্ত
আস্বাদিছে আপন-নৃত্য—তাই,—প্রভু আমার এত মত্ত

তাই—ফিরে প্রভু বেত্র করে
আপন-মাধুরী ভোগের তরে—তাই,—ফিরে প্রভু বেত্র করে
অবাধে,—নিজ-নটন ভোগের তরে—তাই,—ফিরে প্রভু বেত্র করে

নৃত্যে বাধা হ'লে পরে
আপনার ভোগ্য বক্রেশ্বরের—নৃত্যে বাধা হ'লে পরে

আপন-ভোগে বাধা প'ড়্‌বে
তাই ফিরে ব্যস্ত হ'য়ে
ভোক্তা গৌর বেত্র করে—তাই ফিরে ব্যস্ত হ'য়ে
ভোগ্য-বক্রেশ্বরে ঘিরে—তাই ফিরে ব্যস্ত হ'য়ে

তাই,—ফিরে প্রভু বেত্র করে
আপন-মাধুরী ভোগের তরে—তাই,—ফিরে প্রভু বেত্র করে

তা'র,—হৃদয়ে যে গৌর আপনি নাচে
ও ত,'—বক্রেশ্বরের নৃত্য নয়—তা'র,—হৃদয়ে যে গৌর আপনি নাচে
তা'রহৃদয়ে গৌর নাচে

আপন,—নৃত্য-মাধুরী ভোগ করে
বক্রেশ্বরের নটন হে'রে—আপন,—নৃত্য-মাধুরী ভোগ করে

আজ,—আস্বাদিছে নিজ-নটন-মাধুরী
বক্রেশ্বরের হৃ'দে নৃত্য করি'—আজ,—আস্বাদিছে নিজ-নটন-মাধুরী

বক্রেশ্বরের নৃত্য হেরি' গৌরহরি—আজ,—আস্বাদিছে নিজ-নটন-মাধুরী

তাই নাচিছে আনন্দ-ভরে

তা'র নটনে আপন-নটন হে'রে—তাই নাচিছে আনন্দ-ভরে
অপূর্ণ-সাধ পূরণ আবেশে—তাই নাচিছে আনন্দ-ভরে

ফিরিছে গোরা নটরাজ

বক্রেশ্বরের হৃদিনাথ—ফিরিছে গোরা নটরাজ
তাঁ'র,—স্ব-মাধুরী আস্বাদান কাজ—ফিরিছে গোরা নটরাজ

আপন,—নটন-মাধুরী ভোগের আশে
গৌরহরি যায় ছুটে

নিতাই আমার যেখানে নাচে—গৌরহরি যায় ছুটে
নিতাই-নটন তাঁ'রই নটন বটে—গৌরহরি যায় ছুটে

যেন,—নিতাইএর দোসর ঠাঁই

বক্রেশ্বরের নটন ভাই—যেন,—নিতাইএর দোসর ঠাঁই
প্রভুর,—বক্রেশ্বরে এত প্রীতি তাই—যেন,—নিতাইএর দোসর ঠাঁই

"বক্রেশ্বর স্থির হৈলে, প্রভু ধরি' রাখে কোলে"

কত-গুণের প্রভু রে

আমার,—শচীদুলাল গৌরহরি—কত-গুণের প্রভু রে

অপরূপ ভোগ করে

বক্রেশ্বরে হৃ'দে ধ'রে—অপরূপ ভোগ করে

আজ,—আপনি আপনায় বুকে ধরে

বক্রেশ্বরে আপনার মাধুরী হে'রে—আজ,—আপনি আপনায় বুকে ধরে

বুকে ধ'রে ছা'ড়্‌তে নারে

নিজ-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে—বুকে ধ'রে ছা'ড়্‌তে নারে

মনে মনে বলে রে
ধন্য সেই বিধি ধন্য

যে নিরমিল বক্রেশ্বর অঙ্গ—ধন্য সেই বিধি ধন্য

"তাহার অঙ্গের ধূলা লইয়া।
সে ধূলা আপন-অঙ্গে লেপন করয়ে রঙ্গে,
নেত্রজলে অভিষিক্ত হইয়া ॥"

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

ভকত-বাৎসল্য-লীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

অপরূপ ভোগময় লীলা
আস্বাদিছে গৌরহরি

ভক্ত-পরশিত-রজে কি মাধুরী—আস্বাদিছে গৌরহরি

আস্বাদনের বালাই ল'য়ে মরি

অশেষ-বিশেষে নিজ-মাধুরী—আস্বাদনের বালাই ল'য়ে মরি
রসময়-গৌরহরির—আস্বাদনের বালাই ল'য়ে মরি

কেবল,—আস্বাদনের লীলা রে

মহা,—ভাবনিধি-গৌরাঙ্গ-লীলা—কেবল,—আস্বাদনের লীলা রে

কেবল ভোগের খেলা রে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—কেবল ভোগের খেলা রে

আহা,—জুড়ালাম জুড়ালাম বলে
প্রভু,—লেপন করে নিজ-অঙ্গে

বক্রেশ্বরের অঙ্গ-ধূলা ল'য়ে—প্রভু,—লেপন করে নিজ-অঙ্গে

মাখয়ে আপন-অঙ্গে

বক্রেশ্বরের অঙ্গ-ধূলা—মাখয়ে আপন-অঙ্গে

অঙ্গের ধূলা মাখে অঙ্গে

প্রভু আমার করি' কতরঙ্গে—অঙ্গের ধূলা মাখে অঙ্গে
নেত্র-জলে সিক্ত হ'য়ে—অঙ্গের ধূলা মাখে অঙ্গে

বালাই ল'য়ে ম'রে যায়

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
অশেষ-বিশেষে আস্বাদনের—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
মহা,—ভোগময়-গৌরলীলার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

আজ ভোগী ভোগ করিছে

নিজ,—অঙ্গ-ধূলায় কি মাধুরী আছে—আজ ভোগী ভোগ করিছে

আস্বাদ ত' পেয়েছে

নটিনীগণের অঙ্গ-ধূলার—আস্বাদ ত' পেয়েছে

আজ,—ভোগ করে গোরা রঙ্গিয়া

জড়াজড়ি-অঙ্গের ধূলা—আজ,—ভোগ করে গোরা রঙ্গিয়া

দু'নয়নে বারি ঝরে

বক্রেশ্বরের অঙ্গ-ধূলা মে'খে—দু'নয়নে বারি ঝরে
জুড়ালাম জুড়ালাম ব'লে—দু'নয়নে বারি ঝরে

আবার বুঝি অভাব জাগে
আশা বুঝি মি'ট্‌ছে না রে

লালসা যে চ'ল্‌ল বেড়ে—আশা বুঝি মি'ট্‌ছে না রে

আবার বুঝি আ'সৃতে হবে

পরিপূর্ণ ভোগ করিতে—আবার বুঝি আ'সৃতে হবে

"নেত্রজলে অভিষিক্ত হইয়া ॥
প্রভু,—ভাব সমাধিয়া অতি, কহে বক্রেশ্বর প্রতি,
মুখ্য এক পাখা তুমি মোর।
যদি আর এক পাখা পাও, আকাশে উড়িয়া যাও,
ঐছে কত কহে নাহি ওর ॥"

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

বক্রেশ্বরে গৌর-প্রীতির—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

আকাশে উড়িয়া যাই

যদি আর এক পাখা পাই—আকাশে উড়িয়া যাই

যদি আর এক পাই পাখা

ওহে বক্রেশ্বর তোমার মত—যদি আর এক পাই পাখা
তুমি মোর এক পাখা—যদি আর এক পাই পাখা [মাতন]

তবে,—আকাশে উড়িয়া যাই

"ঐছে কত কহে নাহি ওর ॥
হেন বক্রেশ্বর যা'কে, করুণা করয়ে তা'কে,
চৈতন্য-চরণ-ধন মিলে।"

অনায়াসে গৌর-চরণ মিলে
বক্রেশ্বরের কৃপা হ'লে—অনায়াসে গৌর-চরণ মিলে [মাতন]

"চৈতন্য-চরণ-ধন মিলে।
কি কব মহিমা তাঁর, মো হেন পাপী দুরাচার,
কত দীন-হীন উদ্ধারিলে ॥
নরহরি অকিঞ্চন, করে এই নিবেদন,
কৃপা কর মো হেন পামরে।
বৃথা জন্ম গোঁয়াইনু, ভক্তিমর্ম্ম না বুঝিনু,
মজিলাম এ ভব-সংসারে ॥"

এইবার আমায় কৃপা কর
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত-ঠাকুর—এইবার আমায় কৃপা কর

এই কর কৃপা করি'
ওহে ঠাকুর বক্রেশ্বর—এই কর কৃপা করি'
গৌর-চরণ,—হৃদে ধরি গুণে ঝুরি—এই কর কৃপা করি'

এইবার কৃপা কর হে
বক্রেশ্বর পণ্ডিত-ঠাকুর—এইবার কৃপা কর হে

পণ্ডিত,—বক্রেশ্বর এই কৃপা কর
গৌর-চরণ-ধনে ধনী কর—পণ্ডিত বক্রেশ্বর এই কৃপা কর

এই,—কৃপা কর ঠাকুর বক্রেশ্বর
পা'ব গৌর প্রাণেশ্বর—এই,—কৃপা কর ঠাকুর বক্রেশ্বর

তোমার চরণ হৃদে ধ'রে
গৌর-চরণ হৃদে স্ফুরে—তোমার চরণ হৃদে ধ'রে

যেন,—পাই তোমার প্রাণেশ্বর
হা পণ্ডিত বক্রেশ্বর—যেন,—পাই তোমার প্রাণেশ্বর
প্রাণ গৌর বিশ্বম্ভর—যেন—পাই তোমার প্রাণেশ্বর } [মাতন]

যেন,—গৌর-নটন হৃদে স্ফুরে

তোমার চরণ হৃদে ধ'রে—যেন,—গৌর-নটন হৃদে স্ফুরে [মাতন]

—o—

অতঃপর "কোথা বা লুকালে" ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ কীর্ত্তন

... ...

... ...

... ...

মহাজনী আক্ষেপ-কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ বিশেষ :—

... ...

... ...

... ...

আরে হা,—"তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।"

দেখিতে ত' পেলাম নাকো

কত-শত-ধারা প্রবাহিত হ'ল—দেখিতে ত' পেলাম নাকো

'কত-শত-ধারা প্রবাহিত হ'ল'—

এই গম্ভীরা-নিকুঞ্জ হ'তে—কত-শত-ধারা প্রবাহিত হ'ল

যা'র,—এক-বিন্দুতে জগৎ ডুবা'ল—কত-শত-ধারা প্রবাহিত হ'ল

দেখিতে ত' পেলাম নাকো

কোথা আছ ঠাকুর বক্রেশ্বর

ল'য়ে গৌর প্রাণেশ্বর—কোথা আছ ঠাকুর বক্রেশ্বর [মাতন]

এসেছি বড় আশা ক'রে

বক্রেশ্বর তোমার ঘরে—এসেছি বড় আশা ক'রে

দেখাও তোমার গৃহবাসী গোরারে—এসেছি বড় আশা ক'রে

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

একবার দে'খ্‌ব

কথা যে কইছ না

কোথা বা লুকালে

সঙ্কীর্ত্তনে না'চ্‌তে না'চ্‌তে—কোথা বা লুকালে

'সঙ্কীর্ত্তনে না'চ্‌তে না'চ্‌তে'—

এই লক্ষ্মী-বিজয়-দিনে—সঙ্কীর্ত্তনে না'চ্‌তে না'চ্‌তে

কোথা বা লুকালে

হায়,—কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা

হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে

পেলাম না রে

হায় রে আর,—কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

ও,—"গমন-নটন-লীলা"

আ'মরি,—গমন-নটন-লীলা

ওগো আমার,—শচীদুলাল প্রাণ গৌরাঙ্গের—আ'মরি,—গমন-নটন-লীলা

ও,—"গমন-নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

দেখা শুনা হ'ল না

কি দুঃখের কথা,—তখন জনম হ'ল না—দেখা শুনা হ'ল না

গমনে নটন বচনে গান—দেখা শুনা হ'ল না

... ...

... ...

....

হায়,—তখনে না হৈল জন্ম,"

ভাই রে,—দুঃখের কথা কা'রে বা ব'ল্‌ব—তখনে না হৈল জন্ম

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

সেই লীলা অদর্শন শেলে—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

'সেই লীলা অদর্শন শেলে'

শ্রীগুরু-গৌর-গৌরাঙ্গগণের—সেই লীলা অদর্শন শেলে

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হ'ল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

'পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হ'ল'—

আর কারে বা দেখাব বল—পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হ'ল

নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

হা,—"প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
কোথা গেলে,—ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ ।"

ওগো,—তোমরা স'বে কোথা বা গেলে

আমাদের,—কাল-কলির কবলে ফেলে—ওগো,—তোমরা স'বে কোথা-বা গেলে

প্রাণ,—গৌর ল'য়ে কোথা বা গেলে

তোমাদের,—কত না খুঁজেছি

হা প্রভু রূপ সনাতন—তোমাদের,—কত না খুঁজেছি

আমরা স'ব ভাই ভাই মিলে—তোমাদের,—কত না খুঁজেছি

ভাই ভাই মিলে ব্রজবনে গিয়ে—তোমাদের,—কত না খুঁজেছি

ব্রজবনে,—তোমাদের বসতি-স্থানে গিয়ে—তোমাদের,—কত না খুঁজেছি

কত না ডেকেছি

কোথায় আছ,—রূপ সনাতন ব'লে—কত না ডেকেছি

কোথায় আছ,—ভট্টযুগ শ্রীজীব গোসাঞি ব'লে—কত না ডেকেছি

কোথায় আছ,—লোকনাথ ভূগর্ভ গোসাঞি ব'লে—কত না ডেকেছি

সেই রাধাকুণ্ড-তীরে গিয়ে—কত না ডেকেছি

কোথায় আছ,—দাস গোসাঞি ব'লে—কত না ডেকেছি

এই ত রাধাকুণ্ড-তীর

কোথায় আছ দাস গোসাঞি—এই ত রাধাকুণ্ড-তীর [মাতন]

... ...

... ...

... ...

তা'হলে এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত

যদি মনুষ্যত্ব থা'কৃত—তা' হ'লে,—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত

... ...

... ...

... ...

প্রাণ গৌর-লীলা দর্শনে বঞ্চিত হ'য়ে—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত

সে সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে—এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত

'সে সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে'—

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেবের—সে সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে

এক-তিল কি প্রাণ থা'কৃত

... ...

... ...

এখন,—"অন্নজল বিষ খাই," তবু,—"মরিয়া নাহিক যাই,"

এখনও অন্ন-জল রুচিছে

কি ব'ল্‌ব দুর্দ্দৈবের কথা—এখনও অন্ন-জল রুচিছে

একে একে সবাই ছেড়ে গেছে—এখনও অন্ন-জল রুচিছে

'একে একে সবাই ছেড়ে গেছে'—

আমার ব'ল্‌তে যাঁরা ছিল—একে একে সবাই ছেড়ে গেছে

কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—একে একে সবাই ছেড়ে গেছে

আমাদের,—নিজ-স্বতন্ত্রতা-দোষে—একে একে সবাই ছেড়ে গেছে

যাঁরা,—মুখ দেখে দুঃখ বেছে নিত—একে একে সবাই ছেড়ে গেছে

এখনও অন্ন-জল রুচিছে

বাহু পসারি' বুকে ধরিত

মুখ মলিন দে'খ্‌লে তাঁ'রা—বাহু পসারি' বুকে ধরিত

'মুখ মলিন দে'খ্‌লে তাঁরা'—

কেন কি হ'য়েছে আয় আয় ব'লে—মুখ মলিন দে'খ্‌লে তাঁ'রা

বাহু পসারি' হিয়ায় ধরিত

একে একে সব চ'লে গেল

... ...

... ...

"তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

এখন,—গেলেই ত' ভাল রে

এখনও ভালয় ভালয়—এখন,—গেলেই ত' ভাল রে

কোথা বা আছ হে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—কোথা বা আছ হে
নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—কোথা বা আছ হে

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌তে পারি

গৌরগুণ সঙরি গৌর ব'লে—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌তে পারি
গৌরগুণ সঙরি গুমরি গুমরি—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌তে পারি
তোমাদের চরণ হৃদে ধরি'—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌তে পারি

কোথা বা আছ হে
হা শ্রীগুরুদেব
কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

কে আমি আমার কি কর্ত্তব্য—কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না
সংসার-কূপে ডুবে ছিলাম—কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

কৃপা ক'রে টেনে তুলিলে
নিজ-গুণে টেনে তুলিলে

সংসার-কূপ হ'তে—নিজ-গুণে টেনে তুলিলে
কৃপারজ্জু কেশে বেঁধে—নিজ-গুণে টেনে তুলিলে
শ্রীগুরু-রূপে দেখা দিয়ে—নিজ-গুণে টেনে তুলিলে

কর্ত্তব্য বুঝাইলে

গৌর-গোবিন্দ-ভজন—কর্ত্তব্য বুঝাইলে
'গৌর-গোবিন্দ-ভজন'—
জগদ্‌গুরু-নিতাই-পদা'শ্রয়ে—গৌর-গোবিন্দ-ভজন

কর্ত্তব্য বুঝাইলে
কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ—কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

'কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ'—
নীলাচলে গৌরের কিবা লীলা—কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ

কিছুই ত' জান্‌তাম না
সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এলে

রথযাত্রায় নীলাচলে—সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এ'লে

গৌর-লীলা ভোগ করা'লে

নিজ-গুণে ল'য়ে এ'সে—গৌর-লীলা ভোগ করা'লে

গৌর-লীলা জানাইলে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—গৌর-লীলা জানাইলে

দেখাবে ব'লে ব'লেছিলে
কিন্তু,—ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে
লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

গৌর ল'য়ে এই নীলাচলে—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
নিরজনে প্রাণগৌর ল'য়ে—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

এসেছি বড় আশা ক'রে

তোমার কৃপা-আশা ধ'রে—এসেছি বড় আশা ক'রে
ভাই ভাই ভাই মিলে—এসেছি বড় আশা ক'রে
তোমাদের ত্রিকাল-সত্য-লীলা জেনে—এসেছি বড় আশা ক'রে

তোমারই শ্রীমুখে শুনেছি
অদ্যাপিও সেই লীলা হয়
বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

তাই,—এসেছি বড় আশা ক'রে—বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে
শ্রীরথযাত্রায় গৌর-বিহার—বড় সাধ দে'খ্‌ব বলে

বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে

তোমার,—ভক্ত-সঙ্গে মিলন-লীলা—বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে

'তোমার,—ভক্ত-সঙ্গে মিলন-লীলা'—
আঠার-নালার পথে—তোমার,—ভক্ত-সঙ্গে মিলন-লীলা

বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে

রাঘবের,—ঝালি-সমর্পণ-লীলা—বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে
গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা—বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে
চ'লে যে'ছে,—কুঞ্জ-সজ্জা-আবেশে—বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে
চ'লে যে'ছে—কুঞ্জ-সজ্জা-আবেশে'—
পরাণ-বঁধু আ'সৃবে ব'লে—চ'লে যে'ছে,—কুঞ্জ-সজ্জা-আবেশে

বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে
তোমায়,—দেখিতে ত' পেলাম না

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন হ'ল বটে—তোমায়,—দেখিতে ত' পেলাম না

ফিরে এলাম কেঁদে কেঁদে
আবার,—রথের আগে দে'খ্‌ব ব'লে
এলাম নিশি-পরভাতে

বড় সাধ দে'খ্‌ব বলে—এলাম নিশি-পরভাতে

"নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন,"

... — ... — —
... ... — ... —
... ... — — ...

রথের আগে সেই মুরতি—বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে
রাধাভাবে গৌর নাচে—বড়,—সাধ ছিল দেখ্‌ব ব'লে
'রাধাভাবে গৌর নাচে'—
পরাণ-বঁধু পাইনু ব'লে—রাধাভাবে গৌর নাচে [মাতন]

বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে
বড় আশা ছিল মনে
তোমায়,—দে'খ্‌ব গৌর-কিশোরী-সনে

শ্রীজগন্নাথের রথের আগে—তোমায়,—দে'খ্‌ব গৌর-কিশোরী-সনে

জগন্নাথ গেলেন গুণ্ডিচায়

কই, দে'খ্‌তে পেলাম না তোমায়—জগন্নাথ গেলেন গুণ্ডিচায়

কই, দেখা দিলেন না গোরারায়—জগন্নাথ গেলেন গুণ্ডিচায়

দেখিতে ত' পেলাম না

যাঁরে, দে'খ্‌ব ব'লে নীলাচলে এলাম—দেখিতে ত' পেলাম না

তাঁ'র দেখা ত' পেলাম না

হতাশ হ'য়ে ফিরে এলাম

ভাই ভাই মিলে কেঁদে কেঁদে—হতাশ হ'য়ে ফিরে এলাম

আবার মনে আশা জা'গল

প্রাণগৌর দে'খ্‌তে পাব

শ্রীগোপীনাথের আগে—প্রাণগৌর দে'খ্‌তে পাব

নিতাই-চাঁদের ভিক্ষার উৎসবে—প্রাণগৌর দে'খ্‌তে পাব

আবার,—গিয়েছিলাম আশা ক'রে

কাল শ্রীগোপীনাথের ভবনে—আবার,—গিয়েছিলাম আশা ক'রে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

এনেছেন নিতাই মাথায় ব'য়ে

সুগন্ধি তণ্ডুল গৌড় হ'তে—এনেছেন নিতাই মাথায় ব'য়ে

দিয়েছেন পণ্ডিত-গদাধরে

গদাধর রন্ধন ক'রে

ডাকিবেন প্রাণে প্রাণে

নিতাই গদাই দুই জনে—ডাকিবেন প্রাণে প্রাণে

এস এস প্রাণেশ্বর

হ'য়ে তুমি একেশ্বর—এস এস প্রাণেশ্বর

[মাতন]

আসি' তাঁ'দের আকর্ষণে

প্রভু বিনা নিমন্ত্রণে—আসি' তাঁ'দের আকর্ষণে

ডাকিবেন টোটার দ্বারে

গদাধর ও-গদাধর ব'লে—ডাকিবেন টোটার দ্বারে

সসম্ভ্রমে আ'সবেন গদাধর
বড় আশা ছিল প্রাণে

সেই ডাক শু'নব কাণে—বড় আশা ছিল প্রাণে

আসি' প্রভু টোটা-গোপীনাথে
তিনজন ক'রবেন ভোজন

গোপীনাথের ভোগমন্দিরে—তিনজনে ক'রবেন ভোজন

ভোজন ক'রবেন কত প্রেমরঙ্গে

নিতাই-গদাধর-সঙ্গে—ভোজন ক'রবেন কত প্রেমরঙ্গে

বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে

মহাপ্রসাদ-ভোজন-রঙ্গ—বড়,—সাধ ছিল দে'খ্‌ব ব'লে

মহোৎসব হ'ল বটে

শ্রীগোপীনাথের আগে—মহোৎসব হ'ল বটে

দেখিতে ত' পেলাম না

গোপীনাথের আগে সেই-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম না

দে'খ্‌তে পেলাম না প্রাণগৌরাঙ্গ

হ'ল বটে ভোজন-রঙ্গ—দে'খ্‌তে পেলাম না প্রাণগৌরাঙ্গ

কেঁদে কেঁদে ফিরে এসেছি
আজ আবার আশা জা'গ্‌ছে

লক্ষ্মী-বিজয়-দিনে—আজ আবার আশা জা'গ্‌ছে
আজ হেরা-পঞ্চমীতে—আজ আবার আশা জা'গ্‌ছে

যাবেন,—জগন্নাথের রথের আগে

লক্ষ্মীদেবী নিজগণ-সাথে—যাবেন,—জগন্নাথের রথের আগে

করিবেন কত ভৎর্সনা

জগন্নাথে লক্ষ করি'—করিবেন কত ভৎর্সনা

সেই লীলা-রঙ্গ দেখি'
জিজ্ঞাসিবেন গৌরহরি

এ কি প্রেমরহস্য লক্ষ্মীদেবীর—জিজ্ঞাসিবেন গৌরহরি

শ্রীবাস তখন নারদ-আবেশে
লক্ষ্মীর প্রেমমহিমা বর্ণন ক'র্‌বেন
তা' শুনি' স্বরূপ গোসাঞি
আবেশে করিবেন বর্ণনা
গোপীনাথের প্রেমের মহিমা—আবেশে করিবেন বর্ণনা
হ'বেন প্রেমে উনমত
তা' শুনি' প্রাণগৌরাঙ্গ—হ'বেন প্রেমে উনমত
দেখাইও সেই গৌরাঙ্গে
কোথা আমার পাগলা প্রভু—দেখাইও সেই গৌরাঙ্গে
শ্রীবাস-স্বরূপাদি-সঙ্গে—দেখাইও সেই গৌরাঙ্গে
রাধা-প্রেমমহিমা পরসঙ্গে—দেখাইও সেই গৌরাঙ্গে
তা' দে'খে,—গাইব মোরা প্রেমস্বরে
জয় জয় প্যারী রাধে—তা' দে'খে,—গাইব মোরা প্রেমস্বরে
আরও আশা মনে জা'গ্‌ছে
যাব গুণ্ডিচা-মন্দিরে
নয়ন-ভ'রে দে'খ্‌ব মোরা
আক্ষেপ,—অনুরাগে ভোরা গোরা—নয়ন-ভ'রে দে'খ্‌ব মোরা
'আক্ষেপ,—অনুরাগে ভোরা গোরা'—
শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে—আক্ষেপ,—অনুরাগে ভোরা গোরা
দেখিব সেই প্রাণগোরা
সপরিকরের খেলা—দেখিব সেই প্রাণগোরা
রাধাভাবে ক'র্‌বেন আক্ষেপ উক্তি
কেন এমন হ'ল ব'লে—রাধাভাবে ক'র্‌বেন আক্ষেপ উক্তি
'কেন এমন হ'ল বলে'—
আমার সোণার-বরণ বঁধু—কেন এমন হ'ল ব'লে
রাধাভাবে ক'র্‌বেন আক্ষেপ উক্তি
দেখিতে ত' পেলাম না
কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম—দেখিতে ত' পেলাম না

যদি এনেছ কৃপা ক'রে

কাশীমিশ্র তোমার ঘরে—যদি এনেছ কৃপা ক'রে

একবার দেখাও হে

তোমার গৃহবাসী গোরাশশী—একবার দেখাও হে
কোথা ঠাকুর বক্রেশ্বর—একবার দেখাও হে
এই গম্ভীরার গুপ্তনিধি—একবার দেখাও হে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব
এই বাসনা পূরা'য়ো

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—এই বাসনা পূরা'য়ো

কৃপা পাবার পাত্র নই

আজ্ঞা পালন করি নাই—কৃপা পাবার পাত্র নই
স্বতন্ত্রী অভিমানী—কৃপা পাবার পাত্র নই

যদি এনেছ কৃপা-আকর্ষণে

রথযাত্রাকালে টেনে—যদি এনেছ কৃপা-আকর্ষণে
অদোষ-দরশী স্বভাবে—যদি এনেছ কৃপা-আকর্ষণে

একবার দেখা দিও
তুমি ত তার সঙ্গে থা'ক্‌বে
কত সান্ত্বনা বাক্য ব'ল্‌বে

দাঁড়াইয়া গৌর-পাশে—কত সান্ত্বনা বাক্য ব'ল্‌বে
সহচরী আবেশে—কত সান্ত্বনা বাক্য ব'ল্‌বে

কেঁদো না আর প্রাণ-কিশোরী
তোমারই কাছে তোমার বংশীধারী—কেঁদো না আর প্রাণ-কিশোরী [মাতন]
একবার দেখা দাও

পরাণ গৌরাঙ্গগণ—একবার দেখা দাও
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—একবার দেখা দাও

হৃদিপটে এঁকে নেব

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহার—হৃদিপটে এঁকে নেব

আর,—পাগল হ'য়ে বেড়াব

আমরা,—হৃদিপটে এঁকে নেব—আর,—পাগল হ'য়ে বেড়াব

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হ'য়ে বেড়াব

ভাই ভাই এক প্রাণে—পাগল হ'য়ে বেড়াব

গৌরপ্রেমের পাগল হ'য়ে—দেশ-বিদেশে বেড়াব

গৌরগুণে ঝুরে ঝুরে—পাগল হ'য়ে বেড়াব

তোমার চরণ হৃদে ধরি'—পাগল হ'য়ে বেড়াব

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে গাইতে পারি

তোমার চরণ হৃদে ধরি'—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে গাইতে পারি

তোমার,—কৃপাদত্ত নামাবলী—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে গাইতে পারি

এই,—নাম যেখানে পাগল সেখানে

এই,—নাম সদা কর গানে—এই,—নাম যেখানে পাগল সেখানে [মাতন]

যারে দে'খ্‌ব তারে ব'লব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। [মাতন]

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

নিতাই-গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

—০—

শ্রীশ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামিপাদের সূচক-কীর্ত্তন

(আশ্বিন-শুক্লাদ্বাদশী)

——o——

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

"জয় ভট্ট-রঘুনাথ গোসাঞি।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
গৌরপ্রিয় রঘুনাথভট্টের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

গৌরপ্রিয় রঘুনাথভট্ট
তাঁ'র—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা গানে, দিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবার নাহি ঠাঁই ॥"

তাঁ'র পরিচয় শুন ভাই
গৌরপ্রিয় রঘুনাথভট্ট—তাঁ'র পরিচয় শুন ভাই

সেই ত' রঘুনাথভট্ট গোসাঞি

"শ্রীচৈতন্যের প্রেমপত্র, তপন-মিশ্রের পুত্র,
বারাণসী ছিল যাঁর বাস।"

তপন-মিশ্রের পুত্র
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমপাত্র—তপন-মিশ্রের পুত্র

গোসাঞি রঘুনাথ ভট্ট—তপন-মিশ্রের পুত্র

যাঁর গৃহে সনাতনের মিলন

পরাণ-গৌরাঙ্গ-সনে—যাঁ'র গৃহে সনাতনের মিলন

গৌরের,—বৃন্দাবন হ'তে ফি'রবারকালে—যাঁ'র গৃহে সনাতনের মিলন

"নিজ-গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে।"

বৃন্দাবনে যাতায়াতের পথে

মধুর-নীলাচল হ'তে—বৃন্দাবনে যাতায়াতের পথে

"চরণ সেবিলা দুইমাস ॥"

পদ সেবে পরমানন্দে

নিজ-গৃহে পেয়ে গৌরচন্দ্রে—পদ সেবে পরমানন্দে

আর কিছু ভাল লাগে না

সে'দিন হ'তে রঘুনাথের—আর কিছু ভাল লাগে না

"শ্রীচৈতন্য-নাম জপি,' কতদিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।"

সদাই জাগে মনে মনে

কবে পা'ব চৈতন্য-চরণে—সদাই জাগে মনে মনে

নিশি-দিশি প্রাণ কাঁদিছে

কতক্ষণে যা'ব রে

নিতাই-গৌর-চরণে শরণ ল'ব—কতক্ষণে যা'ব রে [মাতন]

গৌর-নাম জপে নিশি-দিনে

গৃহে করে পিতার সেবনে—গৌর-নাম জপে নিশি-দিনে

মন,—বাঁধা পড়েছে গৌর-চরণে—গৌর-নাম জপে নিশি-দিনে

নাম জপে আর বলে মনে

কবে পা'ব চৈতন্য-চরণে—নাম জপে আর বলে মনে [মাতন]

কৃপা হ'বে কতদিনে

ঠাঁই দিবেন শ্রীচরণে—কৃপা হ'বে কতদিনে

ক'বে—ঠাঁই দিবেন শ্রীচরণে

রঘুনাথ,—নিশি-দিশি জপে মনে—কবে,—ঠাঁই দিবেন শ্রীচরণে
আমায়,—কৃপা হ'বে কতদিনে—কবে,—ঠাঁই দিবেন শ্রীচরণে

কবে যা'ব নীলাচলে

নিশি-দিশি মনে জপে—কবে যা'ব নীলাচলে
প্রাণ-গৌর দে'খ্‌ব নয়ন-ভ'রে—কবে যা'ব নীলাচলে

নিশি-দিশি এই জপমালা

গৃহে করে পিতার সেবা—আর,—নিশি-দিশি এই জপমালা

এইরূপে,—"করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁ'র অপ্রকট হৈলে, আসি' পুনঃ নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর-চরণে ॥"

পড়িলেন লোটাইয়ে

গৌর-দরশন পেয়ে—পড়িলেন লোটাইয়ে

পড়িল গৌর-পদতলে

তোমার,—ক্রীতদাস এ'সেছে ব'লে—পড়িল গৌর-পদতলে

প্রাণ-গৌর ভাসে নয়ন-জলে

নিজ-দাসে করি' কোলে—প্রাণ-গৌর ভাসে নয়ন-জলে [মাতন]

"মহাপ্রভু কৃপা করি', নিজ-শক্তি সঞ্চারি',
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবনে।"

যাও রঘুনাথ যাও ব্রজে

রূপ-সনাতনের সঙ্গ পাবে—যাও রঘুনাথ যাও ব্রজে

ব্যাকুল হ'য়ে রঘুনাথ কাঁদে

নীলাচল ছেড়ে আস্‌বার কালে—ব্যাকুল হ'য়ে রঘুনাথ কাঁদে
প্রভুর যুগল-চরণ ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে রঘুনাথ কাঁদে
গৌরের,—রসের বদন পানে চেয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে রঘুনাথ কাঁদে

আর,—কতদিনে দেখ্‌তে পা'ব

ঐ হরিবোলা রসের বদন—আর,—কতদিনে দে'খ্‌তে পা'ব

"প্রভু-শিক্ষা হৃ'দে গণি', আসি' বৃন্দাবন-ভূমি,"

কাঁ'দ্তে কাঁ'দ্তে আইলা ব্রজে

প্রভুর,—চরণ দু'টী হৃ'দে ধ'রে—কাঁ'দ্তে কাঁ'দ্তে আইলা ব্রজে
মুখে,—হা গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—কাঁ'দ্তে কাঁ'দ্তে আইলা ব্রজে

"মিলিলেন শ্রীরূপ-সনাতনে ॥"

প্রভু পাঠা'য়ে দিলেন মোরে

রঘুনাথ বলেন কাতরে—প্রভু পাঠা'য়ে দিলেন মোরে
মধুর-নীলাচল হ'তে—প্রভু পাঠা'য়ে দিলেন মোরে
তোমাদের সঙ্গ-সুখ-লাগি'—প্রভু পাঠা'য়ে দিলেন মোরে

"দুই গোসাঞি তাঁ'রে পাইয়া, পরম আনন্দ হইয়া,"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
ভট্ট-রঘুনাথে বুকে ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
প্রাণ-গৌর-গুণ গাও ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

নিরজনে কাঁদে ব্রজবনে

শ্রীরূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ-সনে—নিরজনে কাঁদে ব্রজবনে
সঙরি গৌর-লীলা-গুণে—নিরজনে কাঁদে ব্রজবনে
পরস্পর গলা ধ'রে—নিরজনে কাঁদে ব্রজবনে
গৌরের,—নীলাচল-লীলা সঙরিয়ে—নিরজনে কাঁদে ব্রজবনে

"দুই গোসাঞি তাঁ'রে পাইয়া, পরম আনন্দ হইয়া,
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প,"

মহাভাব-নিধি হৃদে ধ'রে

"অশ্রু পুলক কম্প, নানা-ভাবাবেশ অঙ্গ,
রাধাকৃষ্ণ-কথার উল্লাসে ॥
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে, যমুনা-পুলিন-রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেম-সুখে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যাঁর মুখে ॥"

সেই ত' রঘুনাথ-ভট্ট

পিয়ায় ভাগবতামৃত—সেই ত' রঘুনাথ-ভট্ট
'পিয়ায় ভাগবতামৃত'—
পরাণ-গৌরাঙ্গগণে—পিয়ায় ভাগবতামৃত

সেই ত রঘুনাথ-ভট্ট
শুনা'ন ভাগবত-কথা

অমৃত-সমান-গাথা—শুনা'ন ভাগবত-কথা

প্রেম-সুখে স'বে ভাসে

শ্রীভাগবত-কথা শু'নে—প্রেম-সুখে স'বে ভাসে

"পরম-বৈরাগ্য-সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা,
সুস্বর-অমৃতময়-বাণী।
পশু-পক্ষী পুলকিত, যাঁর মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানি ॥"

পাষাণ গ'লে হয় পানি

রঘুনাথ-মুখে ভাগবত শুনি'—পাষাণ গ'লে হয় পানি

কত'-গুণের গুণমণি

রঘুনাথ-ভট্ট-গোসাঞি—কত'-গুণের গুণমণি

পানি বহে পাষাণে

তাঁ'র মুখে ভাগবত শু'নে—পানি বহে পাষাণে

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুইজন,
শ্রীগোসাঞি ভট্ট-রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ ব'লে, পড়িনু বিষয়-ভোলে,
কৃপা করি' করি আত্মসাৎ ॥"

এইবার আমায় কৃপা কর

রঘুনাথ-ভট্ট গোসাঞি—এইবার আমায় কৃপা কর

কৃপা করি' মাতাও আমায়

প্রাণ-গৌর-গোবিন্দ-কথায়—কৃপা করি' মাতাও আমায়

যেন,—প্রাণে প্রাণে সদা ঝুরি

নিজ-গুণে কর কৃপা করি'—যেন,—প্রাণে প্রাণে সদা ঝুরি

গৌরের,—বারাণসী-বিহার সঙরি'—যেন,—প্রাণে প্রাণে সদা ঝুরি

——::०::——

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সূচক-কীর্ত্তন

(আশ্বিন-শুক্লাদ্বাদশী)

——•——

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।
ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ॥
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

——•——

(১)

"নৈহাটী-নিকট গ্রাম, ঝামটপুর সুখধাম,
যাঁহা ছিলা কবিরাজ গোসাঞি।
শ্রীনিত্যানন্দ দয়া করি,"

স্বপনে দর্শন দিয়ে

আপনি শ্রীনিত্যানন্দ—স্বপনে দর্শন দিয়ে

শ্যামল-সুন্দর-বেশে—স্বপনে দর্শন দিয়ে

শ্যামল-চিক্কণ-গোপবেশে—স্বপনে দর্শন দিয়ে

'শ্যামল-চিক্কণ-গোপবেশে'—

শ্রীকৃষ্ণের,—অভেদ স্বরূপ জানাইতে—শ্যামল-চিক্কণ-গোপবেশে

স্বপনে দর্শন দিয়ে

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ—স্বপনে দর্শন দিয়ে

আজ্ঞা দিলা যেতে ব্রজপুরে

সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া তাঁ'রে—আজ্ঞা দিলা যেতে ব্রজপুরে

"শ্রীনিত্যানন্দ দয়া করি, পাঠাইলা ব্রজপুরী,
কবিরাজ,—যাও তুমি তোমার নিজ-ঠাঁই ॥"

তোমার ঠাঁই ত' ব্রজপুরী

কবিরাজ,—যাও তুমি ত্বরা করি'—তোমার ঠাঁই ত' ব্রজপুরী

কবিরাজ,—যাও তুমি তোমার নিজ-ঠাঁই ॥

মোর প্রভু গোসাঞি কৃষ্ণদাস।

নিত্যানন্দ,—প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি', শীঘ্র আইলা ব্রজপুরী,
রহেন রূপ-রঘুনাথ-পাশ॥"

সদাই প্রেমে উনমত

শুনি' গৌর-কথামৃত—সদাই প্রেমে উনমত

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

রাধাকুণ্ড-তীরে ব'সে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
দাস গোসাঞির মুখে গৌর-কথা শু'নে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
দেখিতে পেলাম না ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হায় মোর পোড়া-কপাল

দে'খ্‌তে পেলাম না শচীদুলাল—হায় মোর পোড়া-কপাল

হায় আমি,—কৃষ্ণদাস দুরাশয়

দন্তে তৃণ ধরি' কয়—হায় আমি,—কৃষ্ণদাস দুরাশয়

"এইরূপে,—"রহেন রূপ-রঘুনাথ- পাশ ॥
একে নিত্যানন্দ-শক্তি,"

নৈলে,—বর্ণিতে কি পারে আনে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—নৈলে,—বর্ণিতে কি পারে আনে
নিতাই-কৃপাপাত্র বিনে—নৈলে,—বর্ণিতে কি পারে আনে

কে শক্তি ধরে বর্ণনে

গৌর-রহস্য-লীলা-গুণে—কে শক্তি ধরে বর্ণনে
আমার,—প্রভু-নিতাই-কৃপা বিনে—কে শক্তি ধরে বর্ণনে

স্ফূর্তি পাবে না কা'র মুখে

নিগূঢ়-গৌর-লীলা-রহস্য—স্ফূর্তি পাবে না কা'র মুখে

গৌরাঙ্গ,—বিলাসের তনু না ধ'র্‌লে বুকে স্ফূর্তি পাবে না কা'র মুখে

শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় স্ফুরিত

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় স্ফুরিত

কবিরাজ,—নিতাই-এর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র—শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় স্ফুরিত

"একে নিত্যানন্দ-শক্তি, তাহাতে প্রগাঢ় ভক্তি,
তাহে রূপ-রঘুনাথ-সঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত, গৌর-লীলা অভিমত,
ভাসেন গোসাঞি এ-দুই-তরঙ্গে॥"

ভাসেন সদা প্রেম-তরঙ্গে

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-সঙ্গে—ভাসেন সদা প্রেমতরঙ্গে

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলা-প্রসঙ্গে—ভাসেন সদা প্রেম-তরঙ্গে

কভু ভাসে কভু বা ডুবে

দুই-লীলা-কথা-প্রসঙ্গে—কভু ভাসে কভু বা ডুবে

লীলা-পাথারে সাঁতার দিতে দিতে—কভু ভাসে কভু বা ডুবে

'লীলা-পাথারে সাঁতার দিতে দিতে'—

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-সঙ্গে—লীলা-পাথারে সাঁতার দিতে দিতে

কভু ভাসে কভু বা ডুবে

ভাবাবেশে বলিলেন

দুই লীলা আস্বাদিয়ে—ভাবাবেশে বলিলেন

ভাই তোমরা জান কি

নিগম-নিগূঢ়-গৌর কি নিধি—ভাই তোমরা জান কি

গৌর-আমার,—যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস-মূরতি—ভাই তোমরা জান কি

এ বলিলেও বলা হয় না

আবেশে বলেন কবিরাজ-গোসাঞি

শ্রীগ্রন্থের উপসংহারে—আবেশে বলেন কবিরাজ-গোসাঞি

'শ্রীগ্রন্থের উপসংহারে'—

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—শ্রীগ্রন্থের উপসংহারে

আবেশে বলেন কবিরাজ-গোস্বাঞি

"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিক বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥"

অক্ষয় সরোবর

শ্রীচৈতন্য-লীলা হয়—অক্ষয় সরোবর

যাহা হ'তে কৃষ্ণলীলা বয়—অক্ষয় সরোবর

'যাহা হ'তে কৃষ্ণলীলা বয়'—

দশদিকে শত শত ধারে—যাহা হ'তে কৃষ্ণলীলা বয়

অক্ষয় সরোবর

মেতে থাক দিবারাতি

সেই,—মধুর-গৌরাঙ্গ-লীলায়—মেতে থাক দিবারাতি

'সেই,—মধুর-গৌরাঙ্গ-লীলায়'—

শ্রীকৃষ্ণ-লীলার পরিণতি—সেই,—মধুর-গৌরাঙ্গ-লীলায়

মেতে থাক দিবারাতি

"পূর্ব্বে রঘুনাথ দাস, গৌরভক্ত পরকাশ,
তা' হ'তে জানিলা সর্ব্বতত্ত্ব।"

গৌর-লীলারহস্য সব জানিলা

দাস-রঘুনাথের সঙ্গ পাইয়া—গৌর-লীলারহস্য সব জানিলা

গৌর লীলারহস্য পায়

কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোসাঞি—গৌর-লীলারহস্য পায়

দাস-রঘুনাথের কৃপায়—গৌর-লীলারহস্য পায়

"তেঁহ বড় দয়া করি', গোসাঞির হাতে ধরি',
জানাইলা সকল-মহত্ত্ব॥"

হাতে ধরি' শুনাইলা

নীলাচলের গূঢ়-লীলা—হাতে ধরি' শুনাইলা

কবিরাজ শুন শুন

প্রাণ-গৌরাঙ্গের লীলাগুণ—কবিরাজ শুন শুন

"গোসাঞি রূপ সনাতন, বড় বিজ্ঞ দুইজন,
আর—"ভট্ট-যুগ শ্রীজীব গোসাঞি।
সবে তাঁরে দয়া কৈলা, সর্ব্বতত্ত্ব জানাইলা,
ত্রিভুবনে যাঁহা সম নাই॥
সেই সূত্র-বৃত্তি করি,' নিজ-গ্রন্থ বিবরি,
তাহে হৈলা 'চরিতামৃত' নাম।"

শ্রীচরিতামৃত নাম তার

গোস্বামীগণের মর্ম্মসার—শ্রীচরিতামৃত নাম তার
সকল-সিদ্ধান্তের সার—শ্রীচরিতামৃত নাম তার
গোস্বামীগণের গ্রন্থসার—শ্রীচরিতামৃত নাম তার
গৌর-লীলারস-পারাবার—শ্রীচরিতামৃত নাম তার

"তাহে হৈলা 'চরিতামৃত' নাম।
সুদয়া-করুণা-বলে, জগৎ তারিলা হেলে,
নিজ-গ্রন্থ-সুধা দিয়া দান॥"

জগৎ উদ্ধার কৈলা

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞি—জগৎ উদ্ধার কৈলা
শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থ দিয়া—জগৎ উদ্ধার কৈলা

"যত মূর্খ বিদ্যাহীন, কুবিষয় নীচ দীন,
যোগী ন্যাসী কর্ম্মনিষ্ঠের গণ।
গ্রন্থ আস্বাদন করি,' নিজ নিজ মত ছাড়ি',
সবে হইলা জগত-পাবন॥
হেন গোসাঞির অনুক্রম, যে না জানে সে অধম,
জগতে রহল লৌহপিণ্ড।
মুকুন্দেরে দয়া করি,' কর নিজ-সহচরী,
ভব-বন্ধ করি' খণ্ড খণ্ড॥"

(২)

"জয় কৃষ্ণদাস জয়. কবিরাজ মহাশয়,
সুকবি পণ্ডিত-অগ্রগণ্য।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞিঃর—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই [মাতন]

"ভক্তি-শাস্ত্রে সুনিপুণ, অপার অসীম গুণ,
সবে যাঁ'রে করে ধন্য ধন্য ॥"

সাধে কি বলে ধন্য

তাই করে ধন্য ধন্য

জানাইলা শ্রীচৈতন্য—তাই করে ধন্য ধন্য [মাতন]

"শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাগণ, বর্ণিলেন বৃন্দাবন,
অবশেষে যে সব রহিল।"

যত অন্তরঙ্গ-লীলা

গৌর-অবতারের গূঢ়-রহস্য—যত অন্তরঙ্গ-লীলা

যা না জানা'লে কেউ জা'নৃত না—যত অন্তরঙ্গ-লীলা

"সে সকল কৃষ্ণদাস, করিলেন সুপ্রকাশ,
জগ-মাঝে ব্যাপিত হইল ॥"

কে বা জা'নৃত রে

যদি কবিরাজ না জানা'ত—কে বা জা'নৃত রে

'যদি কবিরাজ না জানা'ত'—

গ্রন্থাকারে বর্ণন ক'রে—যদি কবিরাজ না জানা'ত

গৌর-অবতারের গূঢ়-রহস্য—যদি কবিরাজ না জানা'ত

গৌরাঙ্গ-স্বরূপের মর্ম্ম—যদি কবিরাজ না জানা'ত

'গৌরাঙ্গ-স্বরূপের মর্ম্ম'—

মহারাস-বিলাসের পরিণতি—গৌরাঙ্গ-স্বরূপের মর্ম্ম

যদি কবিরাজ না জানা'ত

নিগম-নিগূঢ়-গৌর-লীলা—যদি কবিরাজ না জানা'ত

'নিগম-নিগূঢ়-গৌর-লীলা'—

তিন-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-লীলা—নিগম-নিগূঢ়-গৌর-লীলা

'তিন-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-লীলা'

শ্রীমদন-গোপালের—তিন-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-লীলা

'শ্রীমদন-গোপালের'—

রাধাভাবে আপন-আস্বাদন—শ্রীমদন-গোপালের

তিন-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-লীলা

গৌরের অতি-নিগূঢ়-অন্তলীলা—তিন-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-লীলা

বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারী নীলাচল-বিহার—তিন-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-লীলা

যদি কবিরাজ না জানা'ত

কে বা জা'নৃত রে

কেউ জা'নৃতে পেত না

গৌরের নিগূঢ়-গম্ভীরা-লীলা—কেউ জা'নৃতে পেত না

যদি কবিরাজ না জানা'ত—কেউ জা'নৃতে পেত না

কার অনুভব হ'ত

লীলা-মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য—কার অনুভব হ'ত

যদি গ্রন্থরূপে না প্রচারিত—কার অনুভব হ'ত

"শ্রীচৈতন্যলীলা রসপুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দোঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, ইহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥"

কে বা জা'নৃত রে

যদি কবিরাজ না বর্ণিত—কে বা জা'নৃত রে

নিগূঢ়,—গৌর-লীলা রসধাম

মহারাস-রসের পরিণাম—নিগূঢ়,—গৌর-লীলা রসধাম

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' নাম—নিগূঢ়,—গৌর-লীলা রসধাম

যাহাতে হইল ব্যক্ত

পরিণতি-স্বরূপের কথা—যাহাতে হইল ব্যক্ত

'পরিণতি-স্বরূপের কথা'—

মহারাস-বিলাসের—পরিণতি-স্বরূপের কথা

যাহাতে হইল ব্যক্ত

সাক্ষাৎ বিলাস-বিবর্ত্ত—যাহাতে হইল ব্যক্ত

অপরূপ গ্রন্থ ভাই রে

শ্রীগ্রন্থের লেখক শ্রীমদনমোহন—অপরূপ গ্রন্থ ভাই রে

লিখিলেন কবিরাজ-দ্বারে

মদনগোপাল নিজ-গৌরলীলা—লিখিলেন কবিরাজ-দ্বারে

আপন,—গূঢ়-লীলা আপনি প্রকাশে

কবিরাজের বুকে ব'সে—আপন,—গূঢ়-লীলা আপনি প্রকাশে

আ'মরি,—তাই গ্রন্থ অতি-রসাল

"সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥

কবিরাজের পয়ার, ভাবের সমুদ্র-সার,"

ভাবের সমুদ্র-সার

ও ত' নয় পয়ার—ভাবের সমুদ্র-সার

যেন,—প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ রে

অকূল-পাথার শ্রীগৌরাঙ্গ—যেন,—প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গ রে

কেন বা হবে না

আপনি যে বলাইছেন

কবিরাজের বুকে ব'সে—আপনি যে বলাইছেন

নিগম-নিগূঢ়-লীলা—আপনি যে বলাইছেন

"অল্প-লোকে বুঝিবারে পারে।"

বুঝা যায় না বিদ্যা-পাণ্ডিত্যের বলে

শ্রীকবিরাজের পয়ার—বুঝা যায় না বিদ্যা-পাণ্ডিত্যের বলে

ফেলে দেয় অন্ধকারে

অভিমানে শ্রীগ্রন্থ প'ড়্‌লে—ফেলে দেয় অন্ধকারে

হিতে বিপরীত করে

বু'ঝ্‌তে গিয়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারে—হিতে বিপরীত করে
নিজে পড়ে আগে ফেলে অন্ধকারে—হিতে বিপরীত করে

সেই ত' বু'ঝ্‌তে শকতি ধরে

পাণ্ডিত্যে বুঝা যায় না রে—সেই ত' বু'ঝ্‌তে শকতি ধরে
কবিরাজ বুঝায় যারে—সেই ত' বু'ঝতে শকতি ধরে

যে,—একান্তে লয় কবিরাজের শরণ

করিবারে শ্রীগ্রন্থ-অনুশীলন—যে,—একান্তে লয় কবিরাজের শরণ
পয়ারের মর্ম্ম হয় তা'রি স্ফুরণ—যে,—একান্তে লয় কবিরাজের শরণ

সেই মর্ম্ম প্রকাশিতে পারে

কবিরাজ যারে কৃপা করে—সেই মর্ম্ম প্রকাশিতে পারে

অনুভব হবে না এক-কণা

কবিরাজের করুণা বিনা—অনুভব হবে না এক-কণা

যে,—অভিমান ছেড়ে পাঠ করে

কেবল,—কবিরাজের চরণ হৃদয়ে ধ'রে—যে,—অভিমান ছেড়ে পাঠ করে
'কেবল,—কবিরাজের চরণ হৃদয়ে ধ'রে'—
শ্রীগুরুপদাশ্রয় ক'রে—কেবল,—কবিরাজের চরণ হৃদয়ে ধ'রে

যে,—অভিমান ছেড়ে পাঠ করে

শ্রীগ্রন্থের আশ্রয় ল'য়ে—যে,—অভিমান ছেড়ে পাঠ করে
'শ্রীগ্রন্থের আশ্রয় ল'য়ে'—
যেই 'গৌর' সেই 'গ্রন্থ' এইভাবে—শ্রীগ্রন্থের আশ্রয় ল'য়ে

যে,—অভিমান ছেড়ে পাঠ করে

শ্রীগ্রন্থ-রহস্য তা'রি ভোগ হয় রে—যে,—অভিমান ছেড়ে পাঠ করে

অপরূপ শ্রীগ্রন্থ রে

যেই গৌর সেই গ্রন্থ—অপরূপ শ্রীগ্রন্থ রে
এ যে অপূরব—অপরূপ শ্রীগ্রন্থ রে
এবার কেবল অবতীর্ণ—অপরূপ শ্রীগ্রন্থ রে

শ্রীগ্রন্থরূপে অবতীর্ণ

নিগূঢ় গৌরাঙ্গ সুন্দর—শ্রীগ্রন্থরূপে অবতীর্ণ
জানাইতে নিজ-লীলামর্ম্ম—শ্রীগ্রন্থরূপে অবতীর্ণ
'জানাইতে নিজ-লীলামর্ম্ম'—
কলিহত-পতিত-জীবে—জানাইতে নিজ-লীলামর্ম্ম

শ্রীগ্রন্থরূপে অবতীর্ণ
গ্রন্থরূপে প্রকটিত

এ যে সাক্ষাৎ শচীসুত—গ্রন্থরূপে প্রকটিত
'এ যে সাক্ষাৎ শচীসুত'—
এ ত' ভাই নয় গ্রন্থ—এ যে সাক্ষাৎ শচীসুত

গ্রন্থরূপে প্রকটিত

"অল্প-লোকে বুঝিবারে পারে।
কাব্য নাটক কত, পুরাণাদি শত শত,
করিলেন বিবিধ প্রকারে॥
চৈতন্য-চরিতামৃত, শাস্ত্র-সিন্ধু মথি কত,
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।"

শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করা

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করা

কবিরাজ,—দিলেন নিজ-পয়ারে

শাস্ত্র-সিন্ধু মথি তার মর্ম্ম—দিলেন নিজ-পয়ারে
সর্ব্ব-শাস্ত্রের মর্ম্ম গোসাঞি—দিলেন নিজ-পয়ারে
কেবল,—নিত্যানন্দ-কৃপা-বলে—দিলেন নিজ-পয়ারে

সকল গ্রন্থের নির্য্যাস

কাব্য-পুরাণ-তত্ত্বরস—সকল গ্রন্থের নির্য্যাস
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—সকল গ্রন্থের নির্য্যাস

লিখিলেন কবিরাজ গুণমণি

লীলারস-সিদ্ধান্তের খনি—লিখিলেন কবিরাজ গুণমণি

"পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর, লভয়ে ভক্তি প্রচুর,
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ ॥"

এমনই গ্রন্থের মহাবল

এ যে কেবল,—নিত্যানন্দের কৃপার ফল—এমনই গ্রন্থের মহাবল

পড়ি' শুনি' শ্রীগ্রন্থ

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—পড়ি' শুনি' শ্রীগ্রন্থ

"নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ ॥"

একান্ত হ'য়ে গ্রন্থের লয় শরণ

হৃ'দে ধরি' কবিরাজের চরণ—একান্ত হ'য়ে গ্রন্থের লয় শরণ

"শাস্ত্রের প্রমাণ যার, লোকে মানে চমৎকার,
যুক্তি-মার্গে সবে হারি মানে ।
উদ্ধব মূঢ় কুমতি, কি হবে তাহার গতি,
কবিরাজ রাখহ চরণে ॥"

এইবার আমায় দয়া কর

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞি—এইবার আমায় দয়া কর

কৃপা-নয়ন-কোণে চাও

তোমার,—চরিতামৃতের মর্ম্ম বুঝাও—কৃপা-নয়ন-কোণে চাও
গৌরের রহস্য জানাও—কৃপা-নয়ন-কোণে চাও

যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি

তোমা'কৃত চরিতামৃত—যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি
তোমার চরণ হৃ'দে ধরি'—যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লীলা—যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি
লীলারহস্য অনুভবে—যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি

যেন আমার মতি থাকে

কবিরাজ দয়া কর মোরে—যেন আমার মতি থাকে
তুমি যে উপদেশ কৈলে—তা'তে,—যেন আমার মতি থাকে

'তুমি যে উপদেশ কৈলে'—
শ্রীচরিতামৃতের পরিশিষ্টে—তুমি যে উপদেশ কৈলে
তা'তে,—যেন আমার মতি থাকে
দাও তা'তে লোভ দাও হে
যেন তোমার,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি
যেন,—আমার মনোহংস চরে
তোমার,—আশীর্ব্বাদ যেন ফলে মোরে—যেন,—আমার মনোহংস চরে
শ্রীচৈতন্য-লীলা পারাবারে—যেন,—আমার মনোহংস চরে
শ্রীগুরুচরণ হৃ'দে ধ'রে—যেন,—আমার মনোহংস চরে
যেন,—গৌর-লীলায় ডুবে থাকি
তাঁ'র বলে বলী হ'য়ে—যেন,—গৌর-লীলার ডুবে থাকি
'তাঁ'র বলে বলী হ'য়ে'—
তুমি,—বলী হ'য়ে যাঁর বলে—তাঁর বলে বলী হ'য়ে
'তুমি,—বলী হ'য়ে যাঁর বলে'—
শ্রীচরিতামৃত লি'খ্‌লে—তুমি,—বলী হ'য়ে যাঁর বলে
যেন,—গৌর-লীলায় ডুবে থাকি
তাঁর বলে বলা হ'য়ে—যেন,—গৌর-লীলায় ডুবে থাকি
ডুবে যাই,—গৌরপ্রেম-পাথারে
প্রভু নিতাই হৃ'দে ধ'রে—ডুবে যাই,—গৌরপ্রেম-পাথারে
যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি
গৌরের গম্ভীরা-বিহার সঙরি'—যেন,—নিশিদিশি ঝুরে মরি
যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-গুণ—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
আর,—কৃপা কর কবিরাজ গোসাঞি
তোমার,—দাস-রঘুনাথের গুণ গাই—আর,—কৃপা কর কবিরাজ গোসাঞি
[মাতন]

—॰—

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের

সূচক-কীর্ত্তন

(আশ্বিন-শুক্লাদ্বাদশী)

——০——

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

——০——

"যবে রূপ সনাতন, ব্রজে গেলা দুইজন,"

রূপ সনাতন গেল ব্রজে

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে—রূপ সনাতন গেল ব্রজে

"তা' শুনইতে রঘুনাথ দাস।"

সেই ত' রঘুনাথ দাস

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুত্র—সেই ত' রঘুনাথ দাস
'হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুত্র'—
সপ্তগ্রামের অধিপতি—হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুত্র

সেই ত' রঘুনাথ দাস

রঘুনাথের স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে—রঘুনাথের স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ
পরম্পর,—লোকমুখে গৌর-কথা শু'নে—রঘুনাথের স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ

শুধু কেবল তাই নয়

আরও গূঢ়-কথা আছে

রঘুনাথের,—স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পা'বার—আরও গূঢ়-কথা আছে
স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগের—আরও গূঢ়-কথা আছে

বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন

ঠাকুর-শ্রীহরিদাসের—বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন

সেই স্বাভাবিক-অনুরাগে

রঘুনাথের মনে ছিল আশ

বহুদিন হইতে মনে আশ

যাইবারে গৌরাঙ্গের পদ-পাশ—বহুদিন হইতে মনে আশ

অনেক-দিন ছিলেন ধৈর্য্য ধ'রে

ল'য়ে অতি উৎকণ্ঠা অন্তরে—অনেক-দিন ছিলেন ধৈর্য্য ধ'রে

প্রাণগৌর-আগমন-বার্ত্তা শু'নে

শান্তিপুরে সীতানাথের ঘরে—প্রাণগৌর-আগমন-বার্ত্তা শু'নে

প্রভুর সন্ন্যাসের পরে—প্রাণগৌর-আগমন-বার্ত্তা শু'নে

শ্রীসন্ন্যাস-গ্রহণের পরে—প্রাণগৌর-আগমন-বার্ত্তা শু'নে

'শ্রীসন্ন্যাস-গ্রহণের পরে'—

আর,—রামকেলি হ'তে ফি'র্‌বারকালে—শ্রীসন্ন্যাস-গ্রহণের পরে

প্রাণগৌর-আগমন-বার্ত্তা শু'নে

গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে

দীন-হীন-কাঙ্গালের বেশে—গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে

দুইবার অতি গোপনে—গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে

করিবারে প্রভুর দর্শনে—গেলেন রঘুনাথ প্রাণের টানে

পড়েছিলেন চরণ ধ'রে

কিন্তু,—দুইবার ফিরায়ে দিলেন প্রভু

নানামতে প্রবোধ দিয়ে—কিন্তু,—দুইবার ফিরায়ে দিলেন প্রভু

দ্বিতীয়বারে দিলেন ব'লে

"স্থির হও রঘুনাথ না হও বাতুল হে।
ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল হে॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া হে।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া হে॥"

কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে

দুইবার রঘুনাথ—কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
বাধা পে'য়ে হতাশ হ'য়ে—কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
প্রাণের কথা প্রাণে ধ'রে—কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে

ঘরে ব'সে রঘুনাথ
ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে

নিরজনে নিজ-মনে—ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
কতদিনে কৃপা হবে ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
'কতদিনে কৃপা হবে ব'লে'—
হা গৌর ! প্রাণগৌর—কতদিনে কৃপা হবে ব'লে

ব্যাকুল হ'য়ে সদাই কাঁদে
এবার আর প্রাণ মানিছে না
দুইবার ফিরে এসেছেন ঘরে
কিছুদিন পরে রঘুনাথ
পরম্পর শু'নতে পেলেন
সপার্ষদে প্রভু নিতাই
আসিয়াছেন পানিহাটীতে
নিতাই আইলা পানিহাটীতে

মধুর-নীলাচল হ'তে—নিতাই আইলা পানিহাটীতে
গৌর-আজ্ঞায় নাম প্রেম বিলা'তে—নিতাই আইলা পানিহাটীতে [মাতন]

রঘুনাথ এই বার্ত্তা পেয়ে
চলিলেন নিতাই-পাশে

অতি-গোপনে ছদ্মবেশে—চলিলেন নিতাই-পাশে
নিঃসঙ্গে দীনবেশে—চলিলেন নিতাই-পাশে

হ'য়ে,—উপনীত পানিহাটীতে
দূর হ'তে দে'খতে পেলেন

আছেন,—সঙ্কীর্ত্তনে উনমত

নিজগণ-সনে নিতাই-সুন্দর—আছেন,—সঙ্কীর্ত্তনে উনমত

কীর্ত্তন-রঙ্গে ক্লান্ত হ'য়ে

অনুক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে—কীর্ত্তন-রঙ্গে ক্লান্ত হ'য়ে

নিতাই বসিলেন পিণ্ডোপরে

গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে—নিতাই বসিলেন পিণ্ডোপরে
সেই বৃক্ষমূলে গণ-সনে—নিতাই বসিলেন পিণ্ডোপরে

অদ্যাপিও বিরাজিছে

সেই বৃক্ষ সাক্ষ্যরূপে—অদ্যাপিও বিরাজিছে
গঙ্গাতীরে পানিহাটীতে—অদ্যাপিও বিরাজিছে

করিলেন দণ্ডবৎ

দূর হ'তে রঘুনাথ—করিলেন দণ্ডবৎ

সেইকালে এক পরিকর
জানাইলেন নিতাইচাঁদে
দেখ দেখ দেখ প্রভু
তোমায় দণ্ডবৎ করে

রঘুনাথ অদূরে—তোমায় দণ্ডবৎ করে

চির,—পরিচিত নিতাইচাঁদের

শ্রীরঘুনাথ দাস—চির,—পরিচিত নিতাইচাঁদের

রঘুনাথ নাম শু'নে
অমনি উঠিলেন নিতাই

স্বাভাবিক স্নেহের বশে—অমনি উঠিলেন নিতাই

গেলেন রঘুনাথের কাছে
বাহু পসারি' কৈলেন কোলে
বলিলেন শ্রীমুখেতে
আজ দণ্ড দিব তোরে

চোরা তোরে পেয়েছি কাছে—আজ দণ্ড দিব তোরে
লুকায়ে থাক দূরে দূরে—আজ দণ্ড দিব তোরে

অনুভব কর ভাই রে

এই লীলার রহস্য—অনুভব কর ভাই রে
কেন 'চোরা' সম্বোধন কৈলেন—অনুভব কর ভাই রে

নিতাইচাঁদের মনে এই অভিমান

গৌর আমার নিজস্ব-ধন—নিতাইচাঁদের মনে এই অভিমান

সেই অভিমানে ব'লছেন

নিতাইচাঁদ রঘুনাথে—সেই অভিমানে ব'লছেন

গিয়েছিলে ভোগ করিতে

আমার ধন আমায় না ব'লে—গিয়েছিলে ভোগ করিতে

আজ দণ্ড দিব তোরে

চোরা তোরে পেয়েছি কাছে—আজ দণ্ড দিব তোরে

রঘুনাথে কৈলেন কৃপাদণ্ড

মহোৎসবের আজ্ঞা দিয়ে—রঘুনাথে কৈলেন কৃপাদণ্ড

আজও তার খ্যাতি আছে

দণ্ডমহোৎসব ব'লে—আজও তার খ্যাতি আছে
চিড়া-দধি-মহোৎসব ব'লে—আজও তার খ্যাতি আছে

রঘুনাথ কাঁদে রে

পড়ি' নিতাই-পদতলে—রঘুনাথ কাঁদে রে

কাতরে রঘুনাথ বলে
বল বল প্রভু নিতাই

আমি কি তোমার গৌরাঙ্গ পাব—বল বল প্রভু নিতাই [মাতন]

নিতাই তারে কৈলেন কৃপা
করিলেন শকতি সঞ্চার

তাঁর মাথে চরণ দিয়ে—করিলেন শকতি সঞ্চার

পরে তাঁরে তুলে নিয়ে
স্থির করিলেন বুকে ধ'রে
বলিলেন,—স্থির হও রঘুনাথ
অচিরে পূরিবে সাধ—স্থির হও রঘুনাথ

নিতাইচাঁদের কৃপা পেয়ে
রঘুনাথ ফিরে এলেন গৃহে
সদাই ব্যাকুলিত চিত
কবে,—গৌরপদে ঠাঁই পাব—সদাই ব্যাকুলিত চিত

"যবে রূপ সনাতন, ব্রজে গেলা দুইজন,"

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে
রূপ-সনাতন গেল ব্রজে—শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে [মাতন]

তা,—"শুনইতে রঘুনাথদাস।"

আর ত' ঘরে রইতে নারে
শুনি',—রূপ-সনাতন গেল ব্রজপুরে—আর ত' ঘরে রইতে নারে

দিন গণিছেন নিশিদিনে
রঘুনাথ উৎকণ্ঠিত-মনে—দিন গণিছেন নিশিদিনে
কবে যাব গৌরচরণে—দিন গণিছেন নিশিদিনে

প্রাণ আজ উ'ঠ্‌ল কেঁদে
শুনি',—রূপ-সনাতন গেল ব্রজে—প্রাণ আজ উ'ঠ্‌ল কেঁদে
রূপ-সনাতনে আদর্শ পেয়ে—প্রাণ আজ উ'ঠ্‌ল কেঁদে

আর ঘরে নাহি থা'কৃব
রঘুনাথ সঙ্কল্প কৈল—আর ঘরে নাহি থা'কৃব
গৌরপদে বিকাইব—আর ঘরে নাহি থা'কৃব

আমি,—থা'কৃব না আর এ সংসারে
রূপ-সনাতন গেল ব্রজপুরে—আমি,—থা'কৃব না আর এ সংসারে

কে যেন তাঁরে ব'ল্‌ল প্রাণে
তাঁদের,—ব্রজে গমন-বার্ত্তা-সনে—কে যেন তাঁরে ব'ল্‌ল প্রাণে
আইস রঘুনাথ আর কেন—কে যেন তাঁরে ব'ল্‌ল প্রাণে } [মাতন]

কে যেন তাঁরে ডা'কৃল প্রাণে

আইস আমার রঘু ব'লে—কে যেন তাঁরে ডা'কৃল প্রাণে [মাতন]

ডাকার সনে টা'নৃল প্রাণে—কে যেন তাঁরে ডা'কৃল প্রাণে [মাতন]

তাই,—"ইন্দ্রসম সুখ যাঁর, নিজ-রাজ্য অধিকার,

সব,—ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥"

বামপদে ঠেলি রে

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য-রাশি—বামপদে ঠেলি রে

থুথু ক'রে ত্যাগ করে

নব-লক্ষের ঐশ্বর্য্য—থুথু ক'রে ত্যাগ করে

মলবৎ ত্যাগ করে

বিষয়ে গৌর মিলে না ব'লে—মলবৎ ত্যাগ করে

সব,—"ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥"

কিছুতেই বাঁধ্‌তে পা'র্‌ল না রে

অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি—কিছুতেই বাঁ'ধ্‌তে পা'র্‌ল না রে

বল কে বাঁধিতে পারে

আমার,—গৌর-প্রেমের বাউলে রে—বল কে বাঁধিতে পারে

'আমার,—গৌর-প্রেমের বাউলে রে'—

গৌর-গুণে যাঁর মন মজেছে—আমার,—গৌর-প্রেমের বাউলে রে

বল কে বাঁধিতে পারে

দেহ-স্মৃতি কাঁহা তাঁর

গৌরভাবে মাতা প্রাণ যাঁর—দেহ-স্মৃতি কাঁহা তাঁর

সংসার-কূপ কাঁহা তাঁর

দেহ-স্মৃতি নাহি যাঁর—সংসার-কূপ কাঁহা তাঁর

তাঁরে কি বাঁধিতে পারে

গৌর-কৃপা হ'য়েছে যাঁরে—তাঁরে কি বাঁধিতে পারে

ছার-বিষয়-বন্ধনে—তাঁরে কি বাঁধিতে পারে

সে কি,—বাঁধা থাকেন এই ছার বন্ধনে
গৌর,—চেয়েছে যাঁরে কৃপা-নয়নে—সে কি,— বাঁধা থাকেন এই ছার বন্ধনে

কি ক'র্‌বে তাঁরে বিষয়-বন্ধনে
মন মজেছে যাঁর গৌর-গুণে—কি ক'র্‌বে তাঁরে বিষয়-বন্ধনে

বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে
রঘুনাথের পিতা তাঁরে—বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে
তাঁর,—গৌর-অনুরাগ জেনে—বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে
গার্হস্থধর্ম্মে রা'খ্‌বার তরে—বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে

কিন্তু,—কি ক'র্‌বে ছার সংসার-বন্ধন
গৌর-পদে যাঁর মজেছে মন—কিন্তু,—কি ক'র্‌বে ছার সংসার-বন্ধন

কে রাখিতে পারে ধ'রে
যে বাঁধা-পড়েছে গৌর-প্রেম-ডোরে—কে রাখিতে পারে ধ'রে

ফিরেও ত' চাইল না রে
অতুল-ঐশ্বর্য্য অপ্সরা-নারী—ফিরেও ত' চাইল না রে

সংসার-কূপ কাঁহা তাঁর
দেহ-স্মৃতি নাহি যাঁর—সংসার-কূপ কাঁহা তাঁর

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
সব ছেড়ে হা গৌর ব'লে—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

মুখের কথায় কি গৌর মিলে
সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে—মুখের কথায় কি গৌর মিলে
'সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে'—
প্রাণ-গৌর হে যা কর ব'লে—সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে

মুখের কথায় কি গৌর মিলে

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
পেয়ে নিতাই-কৃপাবল—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

সবই,—নিত্যানন্দ-কৃপাবল
দাস-রঘুনাথের বৈরাগ্য কেবল—সবই,—নিত্যানন্দ-কৃপাবল

প্রভু,—দেখাইলেন জগতেরে
দাস-রঘুনাথের দ্বারে—প্রভু,—দেখাইলেন জগতেরে
আপনার প্রাপ্তির উপায়—প্রভু,—দেখাইলেন জগতেরে

আমায়,—দিবার আমার অধিকার নাই
আমি,—বিকায়েছি নিতাই-ঠাঁই—আমায়,—দিবার আমার অধিকার নাই

তবে ত' আমারে মিলে
নিতাই-চাঁদের কৃপা হ'লে—তবে ত' আমারে মিলে

সব,—"ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥
উঠি রাত্রি-শেষ-ভাগে, জানি বা প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি বিপথে চলিলা।"

সেই ত',—পথে ল'য়ে যায় তা'রে
গৌর-সেবা-শকতি নিত্যানন্দ—সেই ত',—পথে ল'য়ে যায় তা'রে
"মনোদ্বেগে সদা ধায়,"

কতক্ষণে দে'খ্‌তে পাব ব'লে
সেই,—হরিবোলা রসের বদন—কতক্ষণে দে'খ্‌তে পাব ব'লে

যায় রঘুনাথ ব্যাকুল-প্রাণে
সঙরি' নিতাই-যুগল-চরণে—যায় রঘুনাথ ব্যাকুল-প্রাণে

মনে মনে ভাবে রে
রঘুনাথ পথে যেতে—মনে মনে ভাবে রে

কথা কি ফ'ল্‌বে
আমার ভাগ্যে নিতাই-চাঁদের—কথা কি ফ'ল্‌বে

প্রভু নিতাই বল্লেন সাধ পূ'র্‌বে
পানিহাটী-গ্রামে দেখা দিয়ে—প্রভু নিতাই বল্লেন সাধ পূ'র্‌বে

হায় আমি কি দেখা পা'ব
গৌরের রাতুল-চরণ-যুগল—হায় আমি কি দেখা পা'ব

একবার দেখা দিও হে

সোণার গৌরাঙ্গ-প্রভু—একবার দেখা দিও হে

"মনোদ্বেগে সদা ধায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি পায় রে,"

কি ক'র্‌বে তাঁ'রে ক্ষুধা তৃষ্ণা

যাঁ'র,—হৃদে গৌর-বাস সদা—কি ক'র্‌বে তাঁ'রে ক্ষুধা তৃষ্ণা

"দিবানিশি কিছু না জানিলা ॥"

তাঁ'র,—আবার কিসের দিবানিশি

যাঁ'র,—হৃদে জাগে গোরাশশী—তাঁ'র,—আবার কিসের দিবানিশি

দেহ-স্মৃতি নাই রে

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুরাগে—দেহ-স্মৃতি নাই রে

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

আহার নাই নিদ্রা নাই—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

হা গৌর ব'লে কাঁদে কেবল—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

দু'-নয়নে ধারা বহে অবিরল—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

করজোড়ে ভিক্ষা মাগে

স্থাবর জঙ্গম যা'রে দেখে—করজোড়ে ভিক্ষা মাগে

এই ভিক্ষা দাও সবাই

যেন আমি দে'খ্‌তে পাই

মধুর-নীলাচলে গিয়ে—যেন আমি দে'খ্‌তে পাই

শচীদুলাল প্রাণগৌরাঙ্গে—যেন আমি দে'খ্‌তে পাই

"দিবানিশি কিছু না জানিলা ॥

একদিন ভিক্ষাছলে, গো-বাথানে সন্ধ্যাকালে,

হা চৈতন্য বলিয়া বসিলা।

এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তা খাইয়া বিশ্রামিলা,

সেই রাত্রি তাঁহাই বঞ্চিলা ॥"

হা গৌর ব'লে কেঁদে কেঁদে

"সেই রাত্রি তাঁহাই বঞ্চিলা ॥"

কি ব'ল্‌ব বৈরাগ্যের কথা

রঘুনাথ দাস-গোসাঞির—কি ব'লব বৈরাগ্যের কথা

"যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায়।"

অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলা

কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা

রাজার রাজত্ব ছাড়ি—কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা

সে আজ,—শুতিয়াছে গো-বাথানে

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুরাগে—সে আজ,—শুতিয়াছে গো-বাথানে

যে,—শোয় না কভু পালঙ্ক বিনে—সে আজ,—শুতিয়াছে গো-বাথানে

গো-বাথানেতে গড়ি যায়

ব'লি',—হা প্রাণ-গোরারায়—গো-বাথানেতে গড়ি যায়

মুখের কথায় কি গৌর মিলে

এত অনুরাগ না হইলে—মুখের কথায় কি গৌর মিলে

"সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায়।
যেই ঘোড়া দোলা বিনে, পদব্রজ নাহি জানে,
সে পথ হাঁটয়ে রাঙ্গা-পায়॥
যে না হইতে দণ্ডচারি, তোলা জলে স্নান করি',
ষড়রসে করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি গমন॥"

আহারের চেষ্টা নাই

কেউ দিলে তবে খায়—আহারের চেষ্টা নাই

"বার দিনের পথ গিয়া, তিন সন্ধ্যা অন্ন খাইয়া,
উত্তরিলা নীলাচলপুরে।
দেখিয়া শ্রীমন্দির, নয়নে গলয়ে নীর,
হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

দূর হ'তে শ্রীমন্দির দে'খে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বলে,—এই ত' এলাম নীলাচলে
প্রাণগৌর তুমি কোথায় আছ—বলে,—এই ত' এলাম নীলাচলে
কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে চলিল রে
উপনীত সিংহদ্বারে
হা গৌর ব'লে কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে—উপনীত সিংহদ্বারে
যা'রে দেখে শুধায় তা'রে
নীলাচল-বাসী নর নারী—যা'রে দেখে শুধায় তা'রে
ব'লে দাও নীলাচল-বাসী
তোমাদের,—হাতে ধরি পায়ে পড়ি—ব'লে দাও নীলাচল-বাসী
কোথা গেলে তা'র দেখা পা'ব—ব'লে দাও নীলাচল-বাসী

যাঁ'র—"রসে তনু ঢর ঢর, গৌর কিশোরবর,
নাম যাঁ'র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

যাঁ'র,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
সে যে আমার,—শচীসুত গুণ-ধাম—যাঁ'র,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম এই নীলাচলে
আমরা,—ডাকি তাঁ'রে শচীদুলাল ব'লে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম এই নীলাচলে
কোথা আছে সে ন্যাসী-রতন
কেঁদে কেঁদে রঘুনাথ শুধায়—কোথা আছে সে ন্যাসী-রতন
গৌর-বরণ হিরণ-পিধন—কোথা আছে সে ন্যাসী-রতন
কোথা আছে দাও বলি'
গৌর-বরণ যুবা-সন্ন্যাসী—কোথা আছে দাও বলি'
আমি,—তাঁ'র দর্শনে অভিলাষী
গৌর-বরণ নবীন-সন্ন্যাসী—আমি,—তাঁ'র দর্শনে অভিলাষী
ব'লে দাও গো দয়া করি'
করজোড়ে মিনতি করি—ব'লে দাও গো দয়া করি'

"হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কহে মুঞি অকিঞ্চন, দুরাচার মন্দ হীন,
কাঁহা মুঞি রঘুনাথ দাস।

যাঁহার দর্শনমাত্র, উলসিত সর্ব্ব-গাত্র
তাঁ'র পদরেণু মোর আশ ॥"

এ কি অসম্ভব কথা
কোন্ গুণে তাঁ'র দেখা পাব
মুঞি দুরাচার মন্দহীন—কোন্ গুণে তাঁ'র দেখা পাব
তৈছে মোর অভিলাষ
বামনের চাঁদ ধরিতে আশ—তৈছে মোর অভিলাষ
এত বলি' গড়ি যায়
রঘুনাথ দাস গোসাঞি—এত বলি' গড়ি যায়
জগন্নাথের সিংহদ্বারে—এত বলি' গড়ি যায়
আর কি প্রভু রইতে পারে
প্রাণের রঘু ডাকে তাঁ'রে—আর কি প্রভু রইতে পারে
রঘুনাথ কাঁদে সিংহদ্বারে—আর কি প্রভু রইতে পারে
টান পড়েছে প্রাণে প্রাণে—আর কি প্রভু রইতে পারে
কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নিরজনে
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে—কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নিরজনে
নিভৃত-গম্ভীরা-ভবনে—কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নিরজনে
অকস্মাৎ উঠিলেন চমকি
স্বরূপ রামরায় বলে এ কি এ কি—অকস্মাৎ উঠিলেন চমকি
কেন প্রভু চঞ্চল হ'লে
অকস্মাৎ এমন ক'রে—কেন প্রভু চঞ্চল হ'লে
প্রাণ গৌর বলেন মধুর-স্বরে
বড়ই ব্যাকুল-প্রাণে—প্রাণ গৌর বলেন মধুর-স্বরে
কে যেন,—টা'নছে আমায় প্রাণে প্রাণে
জগন্নাথের সিংহদ্বার-পানে—কে যেন,—টা'নছে আমায় প্রাণে প্রাণে
আর ত' রইতে নারি ঘরে
কে টানে আমায় সিংহদ্বারে—আর ত' রইতে নারি ঘরে

অমনি,—উঠি' চলিলেন গৌরহরি

অকস্মাৎ গমন দে'খে

স্বরূপ রামরায় ছু'ট্‌লেন ত্বরা ক'রে

প্রাণ,—গৌরহরির পিছে পিছে—স্বরূপ রামরায় ছু'ট্‌লেন ত্বরা ক'রে

গৌর,—উপনীত সিংহদ্বারে

রঘুনাথের আকর্ষণে—গৌর,—উপনীত সিংহদ্বারে

রঘুনাথ দে'খ্‌লেন তাঁ'রে

দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'য়ে

রঘুনাথ নিজ-পরাণ-নাথে—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'য়ে

কেঁদে উ'ঠ্‌লেন দ্বিগুণ-বেগে

নয়নে দরদর-ধারে—কেঁদে উ'ঠ্‌লেন দ্বিগুণ-বেগে
অভিমানে আকুল হ'য়ে—কেঁদে উ'ঠ্‌লেন দ্বিগুণ-বেগে
এতদিনে দয়া হ'ল কি ব'লে—কেঁদে উ'ঠ্‌লেন দ্বিগুণ-বেগে
এতদিনে কি মনে পড়েছে ব'লে—কেঁদে উ'ঠ্‌লেন দ্বিগুণ-বেগে

ছুটে গেলেন গৌরহরি

রঘুনাথের কাছে বাহু পসারি'—ছুটে গেলেন গৌরহরি
প্রেমে ছলছল দু'টী আঁখি—ছুটে গেলেন গৌরহরি

গৌর যান আলিঙ্গিতে

রঘুনাথ বলেন কাতরে

ভাসি' দু'টী নয়ন-ধারে—রঘুনাথ বলেন কাতরে

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমি,—অস্পৃশ্য বিষয়-সেবী—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু
আমি,—তোমা স্পর্শের যোগ্য নই—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

দৈন্য-ভূষণে বিভূষিত

প্রাণগৌর-গণ যত—দৈন্য-ভূষণে বিভূষিত
এই দৈন্যে কৃষ্ণ বশ—দৈন্য-ভূষণে বিভূষিত

এ দৈন্য কি আর কোথাও আছে

আমরা,—গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি—এ দৈন্য কি আর কোথাও আছে
গৌরগণ বিনে এ জগতে—এ দৈন্য কি আর কোথাও আছে

মানিলেন না শচীনন্দন

রঘুনাথের কোন বারণ—মানিলেন না শচীনন্দন

বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

এস আমার রঘু ব'লে—বাহু পসারি' কৈলেন কোলে
দৈন্য সম্বরণ কর ব'লে—বাহু পসারি' কৈলেন কোলে } [মাতন]

কর দৈন্য সম্বরণ

ও আমার প্রাণের রঘু—কর দৈন্য সম্বরণ
তোমার,—দৈন্যে ফাটে মোর মন—কর দৈন সম্বরণ

রঘুনাথে স্থির কৈলেন

কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়ে—রঘুনাথে স্থির কৈলেন

রঘুনাথ স্থির হ'লেন

যাঁ'র প্রাণ তাঁ'রে দিয়ে—রঘুনাথ স্থির হ'লেন

কিছু পরে গৌরহরি
রঘুনাথে স্থির করি'
সঁপে দিলেন স্বরূপের করে

রীতিমত,—ভজন-প্রণালী শিখাবার তরে—সঁপে দিলেন স্বরূপের করে
সাধন-প্রণালী শিখায়ো ব'লে—সঁপে দিলেন স্বরূপের করে

আদর ক'রে ডা'ক্‌তেন প্রভু

সেইদিন হ'তে রঘুনাথে—আদর ক'রে ডা'ক্‌তেন প্রভু
ও স্বরূপের রঘু ব'লে—আদর ক'রে ডা'ক্‌তেন প্রভু } [মাতন]

কি ব'ল্‌ব রঘুনাথের কথা

২নং পদ

"শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে, রঘুনাথ-দাস-চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকলি ত্যজিলা॥
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,"

কৃষ্ণ-নামে করেন পুরশ্চরণ

রঘুনাথ দাস গোসাঞি—কৃষ্ণ-নামে করেন পুরশ্চরণ
পাইতে গৌরাঙ্গ-চরণ—কৃষ্ণ-নামে করেন পুরশ্চরণ

অনুভব কর ভাই রে

গৌরগণের চরিতে—অনুভব কর ভাই রে
শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

তাঁ'রা করেন কৃষ্ণ-ভজন

পাবার লাগি' গৌর-চরণ—তাঁ'রা করেন কৃষ্ণ-ভজন

তাঁ'দের কৃষ্ণ-ভজন মুখ্য নয়

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা আশয়—তাঁ'দের কৃষ্ণ-ভজন মুখ্য নয়

"পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
শ্রী,—গৌরাঙ্গের পদ-যুগ সেবে।"

কি ব'ল্‌ব ভজনের কথা

শ্রীদাস-রঘুনাথের—কি ব'ল্‌ব ভজনের কথা

সঙরিলে প্রাণ কেঁদে উঠে

অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের কথা—সঙরিলে প্রাণ কেঁদে উঠে

নীলাচলে গিয়ে রঘুনাথ
অযাচক-বৃত্তি করে

জগন্নাথের সিংহ-দ্বারে—অযাচক-বৃত্তি করে
হা,—গৌর ব'লে অঝোরে ঝুরে—অযাচক-বৃত্তি করে

যেচে দিলে তবে খায়

কারে কিছু নাহি চায়—যেচে দিলে তবে খায়
না দিলে উপবাস—যেচে দিলে তবে খায়

সিংহ-দ্বারে অযাচক-বৃত্তি

গৌর-কৃপা পাবার লাগি'—সিংহ-দ্বারে অযাচক-বৃত্তি

এইরূপে কিছুদিন গেল
তারপর তাও ছাড়ি দিলেন
ছত্রে ছত্রে মেগে খায়

গৌর ব'লে কাঁদে সদাই—ছত্রে ছত্রে মেগে খায়

তাও কিছুদিনে ছেড়ে দিলেন
তারপর অদ্ভুত বৈরাগ্য

ব'ল্‌তে বুক ফেটে যায়—তারপর অদ্ভুত বৈরাগ্য

গলা-প্রসাদ বেছে খায়

তেলেঙ্গা গাই-এর পরিত্যক্ত—গলা-প্রসাদ বেছে খায়
যা গাভীতেও খেতে নারে—গলা-প্রসাদ বেছে খায়
হা,—গৌর ব'লে ভাসে নয়ন-ধারায়—গলা-প্রসাদ বেছে খায়

পরস্পর শু'ন্‌তে পেলেন

প্রেমময় গৌরহরি—পরস্পর শু'ন্‌তে পেলেন
রঘুনাথের এই ব্যবহার—পরস্পর শু'ন্‌তে পেলেন

আর কি প্রভু রইতে পারে
দেখাইলেন জগতেরে

প্রিয়-রঘুনাথের দ্বারে—দেখাইলেন জগতেরে
ত্যাগ বৈরাগ্য কারে বলে—দেখাইলেন জগতেরে

একদিন রঘুনাথ
আপন মনে প্রসাদ বা'ছ্‌ছেন

হা,—গৌর গৌর ব'লে কাঁ'দ্‌ছেন—আপন মনে প্রসাদ বা'ছ্‌ছেন

এক এক রঞ্চ মুখে দেয়

নয়ন-জলে ভেসে যায়—এক এক রঞ্চ মুখে দেয়

দূর হ'তে দে'খ্লেন প্রভু

দাস-রঘুনাথের রীতি—দূর হ'তে দে'খ্লেন প্রভু

গোপনে এসে গৌরহরি
এক,—কণিকা-প্রসাদ তুলে নিলেন

রঘুনাথের কর হ'তে—এক,—কণিকা-প্রসাদ তুলে নিলেন

শ্রীমুখে প্রসাদ দিয়ে ব'ল্লেন
ছিঃ ছিঃ এ কি রঘুনাথ
এ কি তোমার উচিত কার্য্য
এমন সুধা একা আস্বাদ ক'র্ছ

আমাকে বঞ্চিত ক'রে—এমন সুধা একা আস্বাদ ক'র্ছ

রঘুনাথ বক্ষে কর হানিলেন

হায় প্রভু কি ক'র্লে ব'লে—রঘুনাথ বক্ষে কর হানিলেন

বাহু পসারি' গৌরহরি
রঘুনাথে ক'র্লেন কোলে

ভাসি দু'টী নয়ন-জলে—রঘুনাথে ক'র্লেন কোলে
এস প্রাণের রঘু ব'লে—রঘুনাথে ক'র্লেন কোলে [মাতন]

কি মধুর লীলা রে
সাধে কি গলে শিলা

না হ'লে এমন লীলা—সাধে কি গলে শিলা

কা'র গুণ গাইব রে

দাসের গুণ কি প্রভুর গুণ—কা'র গুণ গাইব রে
যেমন প্রভু তেমনি দাস—কা'র গুণ গাইব রে

সে দাস কৈ সে প্রভু কৈ

সে মধুর লীলা কৈ—সে দাস কৈ সে প্রভু কৈ [মাতন]

"এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস,
নয়ন-গোচর কবে হবে ॥"

আদর্শ গৌরাঙ্গ-দাস

শ্রীরঘুনাথ দাস—আদর্শ গৌরাঙ্গ-দাস

নামে কলঙ্ক রটালাম

গৌরদাস ব'লে পরিচয় দিয়ে—নামে কলঙ্গ রটালাম

দাস-নাম কলঙ্কিত হ'ল

আমাদের পরিচয়ে—দাস-নাম কলঙ্কিত হ'ল

কি ব'ল্ব রঘুনাথের কথা

"গৌরাঙ্গ দয়াল হঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবৰ্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবৰ্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাহারে ॥"

রঘুনাথে সমর্পিলেন

নিজ-বক্ষঃস্থিত গুঞ্জাহার—রঘুনাথে সমর্পিলেন
'নিজ-বক্ষঃস্থিত গুঞ্জাহার'—
গোবৰ্দ্ধন-শিলা আর—নিজ-বক্ষঃস্থিত গুঞ্জাহার

রঘুনাথে সমর্পিলেন
শ্রীমুখে ব'ল্লেন প্রভু
রঘু,—এই তোমার যুগল-সেবা

এই নাও রঘুনাথ—এই তোমার যুগল-সেবা
গোবৰ্দ্ধন-শিলা গুঞ্জামালা—এই তোমার যুগল-সেবা
গুঞ্জা রাধা, গিরিধারী কৃষ্ণ—রঘু,—এই তোমার যুগল-সেবা

বাসের আজ্ঞা কৈলেন

ব্রজবনে গোবৰ্দ্ধনে—বাসের আজ্ঞা কৈলেন

কি ব'ল্ব অনুরাগের কথা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঞির—কি ব'ল্ব অনুরাগের কথা
শু'ন্‌লে পাষাণ ফেটে যায়—কি ব'ল্ব অনুরাগের কথা

"চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ে করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা ॥"

প্রাণ-গৌর-আজ্ঞা হৃদে ধ'রে

"বিরহে আকুল ব্রজে গেলা ॥
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,"

এ ছার-দেহে কাজ কি আছে

গৌরাঙ্গ-বৈমুখী দেহ—এ ছার-দেহে কাজ কি আছে
প্রাণ-গৌর যদি বিমুখ হ'য়েছে—এ ছার দেহে কাজ কি আছে

আর বেঁচে কাজ কি বল

প্রাণ-গৌর যদি ছেড়ে গেল—আর বেঁচে কাজ কি বল

আর অমি রা'খ্‌ব না

শ্রীগৌরাঙ্গ-বৈমুখী প্রাণ—আর আমি রা'খ্‌ব না

"দেহ ত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,"

রঘুনাথের আশয় জে'নে

প্রাণের প্রাণ গৌরহরি—রঘুনাথের আশয় জে'নে

জানাইলেন স্বপনে

প্রিয় শ্রীরূপ-সনাতনে—জানাইলেন স্বপনে
রঘুনাথের মনোবৃত্তি—জানাইলেন স্বপনে

সঙ্কল্প ক'রেছে রঘুনাথ

আমার বিরহে ক'রবে প্রাণপাত—সঙ্কল্প ক'রেছে রঘুনাথ

তোমরা গিয়ে রাখ প্রাণ

রঘুনাথ বিরহে ত্যজিবে পরাণ—তোমরা গিয়ে রাখ প্রাণ

ত্বরায় যাও দুইজনে

গিরিগোবর্দ্ধন-তটে—ত্বরায় যাও দুইজনে
আমার,—রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে—ত্বরায় যাও দুইজনে
'আমার,—রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে'—

তা'র দ্বারে আমার অনেক কাজ হ'বে—আমার,—রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে

ত্বরায় যাও দুইজনে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে

ত্বরায় গেলেন দুইজনে

শ্রীরূপ-সনাতন উঠি' প্রভাতে—ত্বরায় গেলেন দুইজনে
গিরি-গোবর্দ্ধন-পানে—ত্বরায় গেলেন দুইজনে
রা'খ্‌তে রঘুনাথের প্রাণে—ত্বরায় গেলেন দুইজনে

দূর হ'তে দে'খ্‌তে পেয়ে

গৌর-প্রিয়-রঘুনাথে—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পেয়ে

ছুটে গিয়ে ধ'র্‌লেন

"দুই গোসাঞি তাঁহারে দেখিলা ॥
ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিল তাঁর জীবন,
দেহ ত্যাগ করিতে না দিলা।"

এ কি সঙ্কল্প ক'রেছ রঘুনাথ

কার দেহ ত্যাগ করিবে

এ কি,—তোমার দেহ রঘুনাথ—কার দেহ ত্যাগ করিবে

এ দেহে তোমার কি অধিকার

এ দেহ গৌর ক'রেছেন অঙ্গীকার—এ দেহে তোমার কি অধিকার

কা'র দেহ ত্যাগ ক'র্‌বে

এ যে গৌরের কেনা দেহ—কা'র দেহ ত্যাগ ক'র্‌বে
এ যে,—গৌর-উৎসর্গীকৃত দেহ—কা'র দেহ ত্যাগ ক'র্‌বে

"দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া,"

গৌর-অভিমত জানিয়া

"দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া, রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া,
বাস করি' নিয়ম করিলা ॥"

নিশিদিশি ডাকে রে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি—নিশিদিশি ডাকে রে
রাধাকুণ্ড-তীরে ব'সে—নিশিদিশি ডাকে রে

হা রাধে শ্রীরাধে

গোসাঞি,—নিয়ম ক'রে সদা ডাকে—হা রাধে শ্রীরাধে
হা হা গান্ধর্ব্বিকে—হা রাধে শ্রীরাধে

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি

হা রাধে শ্রীরাধে—তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি
ন জীবামি ত্বয়া বিনা—তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি

রাধে,—তোমার আমি তোমার আমি

তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—রাধে,—তোমার আমি তোমার আমি

তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি

দেখা দাও প্রাণ-কিশোরী—তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি

দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে

গোসাঞি বলে অনুরাগভরে—দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে
এই,—কুণ্ডতীরে তোমার বঁধু-সাথে—দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে

দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণে

এই,—কুণ্ডতীরে প্রাণবঁধু-সনে—দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণে

একবার দেখা দাও

কোথায় আছ প্রাণগৌর—একবার দেখা দাও

নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে

রাধাকুণ্ড-তীরে দাস গোসাঞি—নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে
কোথা গো প্রেমময়ী রাধে—নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে

যেন পাষাণের রেখা

রঘুনাথের ভজন-নিয়ম—যেন পাষাণের রেখা

"বাস করি' নিয়ম করিলা॥"

অপূর্ব্ব ভজন-রীতি

শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঞির—অপূর্ব্ব ভজন-রীতি

"ছেঁড়া কম্বল পরিধান,"

ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা

মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা—ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা

নিশিদিশি হা হুতাশ

পরিধানে,—ছেঁড়া কাঁথা বহির্ব্বাস—নিশিদিশি হা হুতাশ
পরিচয় দেয় শ্রীচৈতন্য-দাস—নিশিদিশি হা হুতাশ

"ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধাপদ ভজন যাঁহার॥"

কেবল গৌর-সুখের তরে

রাধাপদ ভজন করে—কেবল গৌর-সুখের তরে

"ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
একতিল ব্যর্থ নাহি যায়॥"

শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

এমন ক'রে,—তিলে তিলে না ভজিলে—শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

"গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনো-ভৃঙ্গরাজে,"

প্রকাশিলেন দাস-গোসাঞি

আপন প্রাণের ভোগের কথা—প্রকাশিলেন দাস-গোসাঞি
শ্রীচৈতন্য-স্তবকল্পবৃক্ষে—প্রকাশিলেন দাস-গোসাঞি

কবিরাজের গলা ধ'রে কাঁদে

স্তবকল্পবৃক্ষ বর্ণন ক'রে—কবিরাজের গলা ধ'রে কাঁদে

গৌর,—হ'বে না কি নয়ন-গোচর

রথের আগে নটন-পর—গৌর,—হ'বে না কি নয়ন-গোচর

কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি—কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
রাধাকুণ্ড-তীরে ব'সে—কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
কৃষ্ণদাস,—কবিরাজের গলা ধ'রে—কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—নীলাচল-বিহার ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—কাঁদে আর্ত্তনাদ ক'রে

বলে,—বল বল কবিরাজ
আর কি আমি দে'খ্‌তে পা'ব

সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু—আর কি আমি দে'খ্‌তে পা'ব
গৌরের নীলাচল-বিহার—আর কি আমি দে'খ্‌তে পা'ব [মাতন]

বলে,—এই দেখ কবিরাজ

গুঞ্জা-গিরিধারী দেখায়ে বলে—বলে,—এই দেখ কবিরাজ

এই আমার,—প্রভুর গলার গুঞ্জামালা

এই শিলা প্রভুর বক্ষে ছিলা—এই আমার,—প্রভুর গলার গুঞ্জামালা

এই কথা ব'লতে ব'ল্‌তে
গুঞ্জা-গিরিধারী বুকে ধ'রে
বাহু পসারি' জড়ায়ে ধরে
ভাবাবেশে বলে রে
আর ছেড়ে দিব না

পেয়েছি তোমায় চিতচোর—আর ছেড়ে দিব না [মাতন]

গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

গুঞ্জা-গিরিধারী বুকে ধ'রে—গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

না হ'বে বা কেন রে

সে যে,—প্রাণ-গৌরাঙ্গের বুকে ছিল—না হ'বে বা কেন রে

গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
আবার,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—আবার,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বলে,—পা'ব কি গৌরাঙ্গ-ধনে

আমার প্রভু স্বরূপের সনে—বলে,—পা'ব কি গৌরাঙ্গ-ধনে

"স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।"

বলে,—আর কি দেখা দিবে মোরে

হা আমার প্রভু স্বরূপ—বলে,—আর কি দেখা দিবে মোরে
প্রাণ-গৌর ল'য়ে গম্ভীরা-ঘরে—বলে,—আর কি দেখা দিবে মোরে

আর কি দে'খ্‌তে পা'ব না

তোমার,—গলা-ধরা প্রাণ-গোরা—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব না
তোমার,—কণ্ঠমালা শচীর বালা—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব না
রাধাভাবে ভোরা গোরা—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব না

আর কি শু'ন্‌তে পা'ব না

বিবর্ত্ত-বিলাস-প্রসঙ্গ—আর কি শু'ন্‌তে পা'ব না

ডা'ক্‌বেন ও প্রাণ-সহচরী

তোমার,—গলা ধরি' গৌর-কিশোরী—ডা'ক্‌বেন ও প্রাণ-সহচরী

ত্বরায় মিলাও বংশীধারী

ও প্রাণ-সহচরী—ত্বরায় মিলাও বংশীধারী

আর কি তা' শুনা'বে না

আর কি দেখা'বে না

গম্ভীরার গুপ্তলীলা—আর কি দেখা'বে না

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

হা স্বরূপ মোর প্রভু—হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

"স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ-সনে, গতি যাঁর সনাতনে,
ভট্টযুগ-প্রিয় মহাশয় ॥

শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি,' কাঁদি' বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হ'বে কবে ॥"

যে ধনী হয় গৌর-প্রেমধনে
তার এই ত' স্বভাব বনে
আপনারে অযোগ্য মানে—তার এই ত' স্বভাব বনে
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
রঘুনাথ দাস গোসাঞি—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

"হা রাধার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব,
রাধিকা-রমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাৎ ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে বলে রে

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হ'ল এ দুই নয়ন।"

চ'লে গেল দুই নয়ন
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন—চ'লে গেল দুই নয়ন
যাঁরা করায় গৌর দরশন—চ'লে গেল দুই নয়ন
দুই,—নয়নতারা হ'লাম হারা
শ্রীরূপ সনাতন চলি' গেলা—দুই,—নয়নতারা হ'লাম হারা
গৌর-গোবিন্দ-লীলা দরশনের—দুই,—নয়নতারা হ'লাম হারা
আর কি দে'খ্‌বে আঁখি মে'লে
শ্রীরূপ সনাতন গেল চ'লে—আর কি দে'খ্‌বে আঁখি মে'লে
বৃথা কেন রা'খ্‌ব নয়ন
যদি,—ছাড়ি' গেল রূপ-সনাতন—বৃথা কেন রা'খ্‌ব নয়ন

"বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি,"

এ প্রাণে আর কাজ কি বল

প্রাণের,—প্রাণ গৌর ছে'ড়ে গেল—এ প্রাণে আর কাজ কি বল

"বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা রূপ সনাতন ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

"শ্রীচৈতন্য-নাম যত, তাঁরগণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরণাম ॥"

সবে মি'লে কৃপা কর

লীলাস্থলী গৌরগণ—সবে মি'লে কৃপা কর

যেন,—জন্মে জন্মে পাই হে

শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গ—যেন,—জন্মে জন্মে পাই হে

'শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গ'—

প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীরূপ-সনাতন-সঙ্গ

যেন,—জন্মে জন্মে পাই হে

যেন,—জন্মে জন্মে পাই গৌরাঙ্গ-ধনে

আমার প্রভু স্বরূপ-সনে—যেন,—জন্মে জন্মে পাই গৌরাঙ্গ-ধনে

যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি

এই কৃপা কর,—গৌরগণ গৌর-লীলাস্থলী—যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি

"সবারে করয়ে পরণাম ॥
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সব ভোগে,
শুখা রুখা অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিলা আগে,
ফল গব্য করিল আহার ॥

সনাতনের অদর্শনে, তা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয়ে জল পান।"

বলে,—এ জীবনে কাজ কি বল

সনাতন যদি ছেড়ে গেল—বলে,—এ জীবনে কাজ কি বল

কেন ম'রে নাহি যাই

অন্নজল-বিষ খাই—কেন মরে নাহি যাই

"রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি' রাখে প্রাণ ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে,
বিরহে আকুল হঞা কাঁদে।
কৃষ্ণ-কথা আলাপনে, না শুনিয়া শ্রবণে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে দাস গোসাঞি ডাকে

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে প'ড়ে—ব্যাকুল হ'য়ে দাস গোসাঞি ডাকে

"হা হা রাধা কৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি' দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু"

হা চৈতন্য ব'লতে হারায় চৈতন্য

"হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥"

কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে

নয়নে দরদর-ধারে—কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে
আহার নাই নিদ্রা নাই—কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে

কোথা বা লুকালে

হা প্রাণ শচীনন্দন

হা,—স্বরূপ রূপ সনাতন—হা প্রাণ শচীনন্দন [মাতন]

রূপ সনাতন গেলে কোথা

আর কে শুনা'বে গৌর-কথা—রূপ-সনাতন গেলে কোথা

আর কি সঙ্গ দিবে না

গৌর-কথা কি শুনাবে না—আর কি সঙ্গ দিবে না

"কাঁদে গোসাঞি রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনু-মনে"

গৌরাঙ্গ-বিরহানলে

"কাঁদে গোসাঞি রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনু-মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার,"

নিশিদিশি কেঁদে কেঁদে

"চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহভার,
বিরহে হৈল জরজর॥"

উঠিবার শকতি নাই

বিরহেতে শীর্ণ তনু—উঠিবার শকতি নাই

কঙ্কাল হ'য়েছে সার

ত্যাগ ক'রেছেন আহার—কঙ্কাল হ'য়েছে সার

বসিলে উঠিতে নারে

"রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি', সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি',
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।"

আর,—বলিবার শকতি নাই রে

"মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে"

ফুকারি' ব'ল্‌তে নারে

"মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পুরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ॥"

এই কৃপা কর মোরে

রঘুনাথ দাস গোসাঞি—এই কৃপা কর মোরে
স্বরূপের প্রিয় রঘুনাথ—এই কৃপা কর মোরে

বিতর বিরহ-কণা

তোমা হ'তে অধিক দুঃখী মোরা—বিতর বিরহ-কণা

যেন,—নিশিদিশি কাঁ'দ্‌তে পারি

চৈতন্য-স্তব-কল্প-বৃক্ষ গান করি'—যেন,—নিশিদিশি কাঁদ্‌তে পারি

যেন,—গৌর-গুণে সদা ঝুরি

তোমার চরণ হৃ'দে ধরি'—যেন,—গৌর-গুণে সদা ঝুরি

যেন,—কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ'য়ে

তোমার,—গৌর-বিরহ স্মরণ ক'রে—যেন,—কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ'য়ে
কুণ্ডতীরে তোমার গুণ গে'য়ে—যেন,—কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ'য়ে
শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে গিয়ে—যেন,—কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ'য়ে

যেন,—তোমার চরিত্র সঙরি' মরি

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ হৃ'দে ধরি'—যেন,—তোমার চরিত্র সঙরি' মরি [মাতন]

—•—

অতঃপর "কোথা বা লুকালে" ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ-কীর্ত্তন।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল॥

—•—

শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের

সূচক-কীর্ত্তন

(কার্ত্তিক কৃষ্ণা একাদশী তিথি)

——::○::——

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

——::○::——

"ভূখণ্ড-মণ্ডল-মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে,
মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর-গৌরাঙ্গ-সনে, বিলসয়ে রাত্রিদিনে,
নাম ধরে নরহরি দাস ॥"

ব্রজের,—মধুমতী হ'য়ে পরকাশ

নাম ধরে নরহরি দাস—ব্রজের,—মধুমতী হ'য়ে পরকাশ [মাতন]

"শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগরী,
মধুর-মাধুরী অনুপাম।"

সেই ব্রজের মধুমতী

শ্রীরাধিকার সহচরী—সেই ব্রজের মধুমতী

বিহরে শ্রীখণ্ডপুরে

নরহরি নাম ধ'রে—বিহরে শ্রীখণ্ডপুরে

শুধু কেবল তাই নয়

শ্রীগুরু-প্রেরণায় বলি—শুধু কেবল তাই নয়

ব'লেছেন ঠাকুর নরোত্তম

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।

অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ॥"

ঠাকুর-নরোত্তম ক'র্‌লেন ইঙ্গিত
দ্বিতায় নিত্যানন্দ-তনু—ঠাকুর-নরোত্তম ক'র্‌লেন ইঙ্গিত
নরহরিকে বিলাস ব'লে—ঠাকুর-নরোত্তম ক'র্‌লেন ইঙ্গিত

ধরে নরহরি নাম
যুগল-বিলাস হ'য়ে মূর্ত্তিমান্—ধরে নরহরি নাম

বিহরে নরহরি-রূপে
ব্রজের,—নিকুঞ্জ-বিলাস শ্রীখণ্ডেতে—বিহরে নরহরি-রূপে

সাধ্ উঠেছিল বিলাস-চিতে
বিলাসীকে সুখ দিতে দিতে—সাধ্ উঠেছিল বিলাস-চিতে
আপনাকে আস্বাদিতে—সাধ্ উঠেছিল বিলাস-চিতে

সেই সাধ্ পুরাইতে
বিলাস বিলাস আস্বাদিতে
বিহরে বড়ডাঙ্গা-কুঞ্জে
বিলাস-মূরতি নরহরি—বিহরে বড়ডাঙ্গা-কুঞ্জে
বিলাসি-গৌরাঙ্গ-সঙ্গে—বিহরে বড়ডাঙ্গা-কুঞ্জে

বিলাস খেলে বিলাসি-কোলে
অপূর্ণ-সাধ্ পূরাবে ব'লে—বিলাস খেলে বিলাসি-কোলে

চৈতন্যের কাম কি পূর্ণ হয়
রাই-কানু-মিলিত-মূরতি—চৈতন্যের কাম কি পূর্ণ হয়
নরহরি বিলাস না হ'লে—চৈতন্যের কাম কি পূর্ণ হয়

বিলাস প্রকট নরহরি-রূপে
চৈতন্যের কাম পূরাইতে—বিলাস প্রকট নরহরি-রূপে

"শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগরী,
মধুর-মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরী, পুরুষ-আকৃতি ধরি,"

পুরুষ-আকৃতি হ'লে কি হবে
ব্যবহার কোথা লুকাবে—পুরুষ-আকৃতি হ'লে কি হবে

অনুভবী অনুভবে সবে
নরহরি-গৌরাঙ্গ-বিলাস—অনুভবী অনুভবে সবে

"পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম ॥"

পূরায় চৈতন্যের কাম
বিলাস ধরি' নরহরি নাম—পূরায় চৈতন্যের কাম

কে করিবে তার বিরাম
ভাব-রসের মহাসংগ্রাম—কে করিবে তার বিরাম

সুখ দেয় গোরা-রসভূপে
বিলাস নরহরি-রূপে—সুখ দেয় গোরা-রসভূপে

গৌর নিজ-কামনা পূর্ণ করে
ঠাকুর-নরহরি-দ্বারে—গৌর নিজ-কামনা পূর্ণ করে

"মধুমতী মধু দানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে,
মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ-নাগরে।"

বুঝি,—পিপাসুর পিয়াস মিটে নাই
মধুমতীর মধু-দান-লীলায়—বুঝি,—পিপাসুর পিয়াস মিটে নাই

মত্ত করে গোরা-নাগরবরে
বিলাস মধু দান ক'রে—মত্ত করে গোরা-নাগরবরে
সঙ্কীর্ত্তন-রাসোৎসবে—মত্ত করে গোরা-নাগরবরে

"মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ,
বেদবিধি পড়িল ফাঁফরে ॥"

দেখি,—বেদ-বিধি-পার ব্যবহার
পুরুষাকৃতিতে বিলাস আবার—দেখি,—বেদ-বিধি-পার ব্যবহার

বেদ-বিধি কাঁদে অধোবদনে
নরহরির মধুদানে—বেদ-বিধি কাঁদে অধোবদনে

"বেদ বিধি পড়িল ফাঁফরে ॥
যোগপথ ক'রি নাশ, ভকতির পরকাশ,
করিল মুকুন্দ-সহোদর।
পাপিয়া শেখর কয়, বিকাইলা রাঙ্গা-পায়,
শ্রীরঘুনন্দন-প্রাণেশ্বর ॥"

এইবার আমায় কৃপা কর
রঘুনন্দন-প্রাণেশ্বর—এইবার আমায় কৃপা কর
এইবার ধন্য কর মোরে
গৌরপ্রেম-রমণী নরহরি—এইবার ধন্য কর মোরে
গোরা-রস পিয়াইয়ে—এইবার ধন্য কর মোরে

২ নং

"গৌড়দেশে রাঢ়ভূমে, শ্রীখণ্ডনামেতে গ্রামে,
মধুমতী প্রকাশ যাঁহায়।
শ্রীমুকুন্দদাস-সঙ্গে, শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে,
ভক্তিতত্ত্ব জগতে লওয়ায় ॥
শুনি' মধুমতী নাম, নিত্যানন্দ বলরাম,
সপার্ষদে দিলা দরশন।"

বলরাম নিত্যানন্দ
স্বভাবেই প্রেম-মধু-লুব্ধ—বলরাম নিত্যানন্দ
আইলা শ্রীখণ্ডপুরে
মধুপান-বাসনা মনে—আইলা শ্রীখণ্ডপুরে
নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে—আইলা শ্রীখণ্ডপুরে

"দেখি' অবধৌত-চন্দ্র, হইলা পরমানন্দ,
নতি করি' বন্দিলা চরণ ॥
কহে নিত্যানন্দ-রাম শু'নে মধুমতী নাম,
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।"

আইলাম তোমার পাশে

মধু পান ক'র্‌বার আশে—আইলাম তোমার পাশে
মধুমতী নাম শু'নে—আইলাম তোমার পাশে

আমার স্বভাব মধুপান

তাই,—নাম শু'নে ছুটে এলাম—আমার স্বভাব মধুপান

নামের সার্থকতা দেখাও

সপার্ষদে প্রেম-মধু পিয়াও—নামের সার্থকতা দেখাও [মাতন]

"এত শুনি' নরহরি, নিকটেতে জল হেরি',
সেই জল ভাজনে করিয়া ॥
আনিয়া ধরিল আগে, মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে,
গণসহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি' আনে, মধু হয় ততক্ষণে,
পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥
মধুমতী-মধু দান, সপার্ষদে করি' পান,
উনমত অবধৌত রায়।
হাসে কাঁদে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
উদ্ধবদাস রস গায় ॥"

আজও,—সেই লীলার সাক্ষী দিছে

মধু-পুষ্করিণী-রূপে—আজও,—সেই লীলার সাক্ষী দিছে

এই সেই শ্রীখণ্ডভূমি

এখানে,—হ'য়েছিলেন উনমত

গণসহ নিতাই-গৌরাঙ্গ—এখানে,—হ'য়েছিলেন উনমত
প্রেমমধু পানে নরহরি দত্ত—এখানে,—হ'য়েছিলেন উনমত

মাতাইলা জগজনে

নরহরি প্রেমমধু দানে—মাতাইলা জগজনে

আমরা কেবল বঞ্চিত হ'লাম

নিশ্চয় প্রেম পিতে পেতাম্

তখন যদি জন্ম পেতাম্—নিশ্চয় প্রেম পিতে পেতাম্

কোথা বা লুকালে

গৌরপ্রেমের রমণী নরহরি—কোথা বা লুকালে

এই ত' তোমার বিহার-ভূমি

ঠাকুর,—নরহরি কোথা তুমি—এই ত' তোমার বিহার-ভূমি

একবার,—দেখা দাও নিজ-গুণে

যদি,—বলাৎকারে আ'ন্‌লে টেনে—একবার,—দেখা দাও নিজ-গুণে

একবার দেখাও হে

সেই মধুদান-লীলা—একবার দেখাও হে
মধুপানে মাতা নিতাই—একবার দেখাও হে

সকল-স্থখেই বঞ্চিত মোরা
কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

প্রেমমধু-পান-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না
'প্রেমমধু-পান-লীলা'—
শ্রীগৌরাঙ্গনাগর-শ্রীনিত্যানন্দের—প্রেমমধু-পান-লীলা

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

পূর্ব্ব-লীলা পর-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

নরহরির বিরহ-উৎসব

করিলেন,—রঘুনন্দন শ্রীনিবাসাচার্য্য—নরহরির বিরহ-উৎসব

শুনেছি শ্রীগুরু-মুখে

সে বিরহ-উৎসবের কথা—শুনেছি শ্রীগুরু-মুখে

এসেছিলেন প্রাণ-গৌরগণ

এই দিনে এই শ্রীখণ্ডেতে—এসেছিলেন প্রাণ-গৌরগণ
ঠাকুর,—নরহরির বিরহোৎসবে—এসেছিলেন প্রাণ-গৌরগণ

এসেছিলেন প্রভু বীরচন্দ্র

প্রভু-নিত্যানন্দ-তনয়—এসেছিলেন প্রভু বীরচন্দ্র

এসেছিলেন শ্রীঅদ্বৈত-তনয়

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র শ্রীগোপাল মিশ্র—এসেছিলেন শ্রীঅদ্বৈত-তনয়

সবাই ত' এসেছিলেন

সে-কালে যাঁরা প্রকট ছিলেন—সবাই ত' এসেছিলেন

অদ্ভুত সে প্রসঙ্গ ভাই

সবাই,—গিয়েছিলেন শ্রীখেতুরীতে

ছয়-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে—সবাই,—গিয়েছিলেন শ্রীখেতুরীতে

'ছয়-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে'—

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—ছয়-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে

সবাই,—গিয়েছিলেন শ্রীখেতুরীতে

খেতুরীর মহোৎসব শেষ ক'রে

আইলেন শ্রীবুধরীতে

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—আইলেন শ্রীবুধরীতে

শ্রীরামচন্দ্রগৃহে—আইলেন শ্রীবুধরীতে

সেখান হ'তে আইলেন সবে

শ্রীকণ্টক-নগরেতে—সেখান হ'তে আইলেন সবে

দাস-গদাধরের উৎসবে—সেখান হ'তে আইলেন সবে

ঠাকুর,—যদুনন্দনের নিমন্ত্রণে—সেখান হ'তে আইলেন সবে

করিলেন মহা-মহোৎসব

শ্রীযদুনন্দন-ঠাকুর—করিলেন মহা-মহোৎসব

দাস-গদাধরের আরাধনা-তিথিতে—করিলেন মহা-মহোৎসব

কিছুদিন থাকি' কণ্টক-নগরে

শ্রীযদুনন্দনের প্রীতে—কিছুদিন থাকি' কণ্টক-নগরে

আইলেন সবে যাজিগ্রামে

শ্রীনিবাসাচার্য্যের ঘরে—আইলেন সবে যাজিগ্রামে

হইল মহা-মহোৎসব

শ্রীযাজিগ্রাম হ'য়ে
আইলেন সবে শ্রীখণ্ডেতে
ঠাকুর,—রঘুনন্দনের আমন্ত্রণে—আইলেন সবে শ্রীখণ্ডেতে

আজ সেই দিন রে
ঠাকুর-নরহরির,—লীলা-সঙ্গোপনের তিথি—আজ সেই দিন রে

আজ সেই মহোৎসবের দিন
হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না
তখন জনম হ'ল না—হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়ায়
সেই লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়ায়

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াব ব'লে
যাই আমরা ছুটে ছুটে
শ্রীগুরু-শ্রীমুখের কথা হৃ'দে ধ'রে—যাই আমরা ছুটে ছুটে

শ্রীমুখে ব'লেছেন শ্রীগুরুদেব
ত্রিকাল-সত্য গৌর-গৌরগণের লীলা—শ্রীমুখে ব'লেছেন শ্রীগুরুদেব

এই বাক্য হৃ'দে ধ'রে
যাই আমরা ছুটে ছুটে
এখন,—যেখানে যে লীলাকাল—যাই আমরা ছুটে ছুটে

এই যে আমরা গিয়েছিলাম
মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—এই যে আমরা গিয়েছিলাম

বার্ত্তা দিলেন ব্রজজন
গৌরের ব্রজে আগমন—বার্ত্তা দিলেন ব্রজজন
কার্ত্তিক-পৌর্ণমাসীতে—বার্ত্তা দিলেন ব্রজজন

তাই আশায় গেলাম ছুটে
বড় সাধ্‌ দে'খ্‌ব ব'লে
মহাভাবে ভোরা-গোরা—বড় সাধ্‌ দে'খ্‌ব ব'লে

দে'খ্‌ব সবে নয়ন-ভ'রে
পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার

ব্রজে রাস-রজনীতে—পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার
স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা-সনে—পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার
সবার স্বরূপ জাগাইয়ে—পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার

বড় আশায় গিয়াছিলাম
ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

বৃন্দাবনের বনে বনে—ব্যাকুল হ'য়ে কত ডা'ক্‌লাম

কোথা বা বিহরিছ

বিরহিণী গৌর আমার—কোথা বা বিহরিছ

সবাইকে শুধাইছে

ব্রজের,—তরু, লতা, পশু, পাখী—সবাইকে শুধাইছে
শ্রীকৃষ্ণ-সন্ধান—সবাইকে শুধাইছে

একবার দেখা দাও

কোথা খে'লছ নবরসের খেলা—একবার দেখা দাও

কোথা,—বিলসিছ নবরঙ্গে

স্থাবর-জঙ্গমের স্বরূপ জাগায়ে—কোথা,—বিলসিছ নবরঙ্গে

একবার দেখা দাও
কোন সাড়া পেলাম না
মনে মনে ভা'ব্‌লাম
যাই তাঁ'দের কাছে যাই
তাঁ'রা ত' নিশ্চয়ই ব্রজে আছে

পরাণ-গোস্বামীগণ—তাঁ'রা ত' নিশ্চয়ই ব্রজে আছে

কত না কাঁ'দ্‌লাম

তাঁ'দের বসতিস্থানে গিয়ে—কত না কাঁ'দ্‌লাম

একবার,—দেখা দিয়ে দেখাও হে

তোমাদের,—সর্ব্বস্ব-নিধি-গৌরাঙ্গে—একবার,—দেখা দিয়ে দেখাও হে

কেউ ত' দেখা দিলে না

কোন সাড়া পেলাম না—কেউ ত' দেখা দিলে না

মনে মনে ভা'ব্লাম

মিলেছেন বুঝি ছয়জনে

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে—মিলেছেন বুঝি ছয়জনে

পরাণ গৌরাঙ্গ সনে—মিলেছেন বুঝি ছয় জনে

ভাই ভাই মিলে গেলাম মোরা

কুণ্ড-তীরে দে'খ্তে গোরা—ভাই ভাই মিলে গেলাম মোরা

ব্যাকুল হ'য়ে ডা'ক্লাম

দাস গোসাঞি কোথা তুমি

এই ত' তোমার বিহার-ভূমি—দাস গোসাঞি কোথা তুমি [মাতন]

কোথা দে'খ্ছ নব-নব-বিলাস

সঙ্কীর্ত্তন,—রাস-বিলাসি-গৌরাঙ্গের—কোথা দে'খ্ছ নব-নব-বিলাস

একবার দেখা দাও

পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—একবার দেখা দাও

একবার কি দেখাবে না

তোমাদের,—কাছে গৌর আছে কিনা—একবার কি দেখাবে না

কোন সাড়া পেলাম না

কে যেন বলিল প্রাণে প্রাণে

যাও শ্রীখণ্ডপুরে

গুপতে গৌরাঙ্গ বিহরে

ঠাকুর-নরহরি-ঘরে—গুপতে গৌরাঙ্গ বিহরে [মাতন]

তাই এসেছি আশা ক'রে

সবাই ত' এসেছ

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—সবাই ত' এসেছ

নরহরির তিরোভাব-উৎসবে—সবাই ত' এসেছ

কোথা বা আছ হে

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র শ্রীগোপাল মিশ্র —কোথা বা আছ হে
হা প্রভু বীরভদ্র—কোথা বা আছ হে
হা যদুনন্দন-ঠাকুর—কোথা বা আছ হে
হা রঘুনন্দন-ঠাকুর—কোথা বা আছ হে

তুমিও ত' এসেছ

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু—তুমিও ত' এসেছ

ভাগবত পাঠ ক'রেছ

সবার আজ্ঞা শিরে ধ'রে—ভাগবত পাঠ ক'রেছ

সবাই,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদেছ

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে—সবাই,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদেছ

"জয় জয় শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

আমার,—শচীদুলাল গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই [মাতন]
শ্রীখণ্ড-বিহারি-গৌরহরির—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
মোহন-নাটুয়া-বেশধারীর—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই
নরহরির হৃদ্-বিহারীর—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

ভাই রে আমার,—রসময়-গৌরাঙ্গ-নটের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই [মাতন]
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পটের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

"জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন নিত্যানন্দ॥"

আমার,—নিতাইচাঁদের জয় দাও ভাই

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—আমার,—নিতাইচাঁদের জয় দাও ভাই

"জয় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনাভা-দেবীর কুমার।"

সীতানাথের জয় দাও

নিতাই-গৌর-আনা-ঠাকুর—সীতানাথের জয় দাও

"জয় রত্নাবতীর তনয় গদাধর॥"

জয় পণ্ডিত গদাধর

জয় রত্নাবতী-তনয়—জয় পণ্ডিত গদাধর
গৌর যাঁর প্রাণেশ্বর—জয় পণ্ডিত গদাধর

"জয় শ্রীবাসাদি প্রভু-প্রিয় ভক্তগণ।"

শ্রীবাস-পণ্ডিতের জয় দাও

যাঁর অঙ্গনে কীর্ত্তনরঙ্গ—শ্রীবাস-পণ্ডিতের জয় দাও
যাঁর গৃহ কীর্ত্তন-রঙ্গালয়—শ্রীবাস-পণ্ডিতের জয় দাও

"মো'হেন মূর্খের কর বাঞ্ছিত পূরণ॥"

কর মোর বাসনা পূরণ

হা পতিত-পাবন গৌরগণ—কর মোর বাসনা পূরণ

"জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥
শ্রীনিবাস মহাযত্নে লৈয়া প্রভু-পরিকরগণে।"

এসেছিলেন প্রাণ-গৌরগণ

কণ্টক-নগরেতে—এসেছিলেন প্রাণ-গৌরগণ
শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দের গণ—এসেছিলেন প্রাণ-গৌরগণ

"চলিলেন শ্রীখণ্ডে পরমানন্দ-মনে॥"

সবাই চলিলেন শ্রীখণ্ডেতে

ঠাকুর,—নরহরির মহোৎসবে—সবাই চলিলেন শ্রীখণ্ডেতে

"খণ্ডবাসী লোক অতি উল্লসিত-চিতে।
আগুসরি আসি লৈয়া গেলেন খণ্ডেতে॥"

কত কি দৈন্য-বচনে

আগমন করুন বোলে—কত কি দৈন্য-বচনে

তাদের,—আনন্দের আর সীমা নাই

গৌরগণ আ'সৃছে ব'লে—তাদের,—আনন্দের আর সীমা নাই

"অন্যগ্রামী লোক সব ধায় চারিভিতে।"

মহা-মহোৎসব দেখিতে

ঠাকুর-শ্রীনরহরির—মহা-মহোৎসব দেখিতে

"প্রভু-ভক্ত সন্দর্শনে নারে স্থির হইতে ॥"

গৌরগণের এই হার্দ্দ

সবারি হউক আনন্দ—গৌরগণের এই হার্দ্দ

"মনের আনন্দে কেহ কারু প্রতি কয়।
দেখ প্রভুগণের কি শোভা প্রেমময় ॥"

প্রাণগৌরগণ হয়

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের আলয়—প্রাণগৌরগণ হয়

"পরম-দুর্ল্লভ এ দর্শন একত্রেতে।
মো'সবার ভাগ্যে সবে আইল শ্রীখণ্ডেতে ॥"

আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই

দেখিলাম,—গৌরগণ একঠাঁই—আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই

"অল্পকাল দর্শনেতে তৃপ্ত নহে হিয়া।
বুঝি অকস্মাৎ বা যায়েন দুঃখ দিয়া ॥
কেহ কহে ওহে ভাই শীঘ্র না যাইব।
শ্রীখণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব ॥
অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি।
যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর-নরহরি ॥
সেই একাদশীকে আছয়ে দিন চারি।
হবে যে উৎসব তা দেখিবা নেত্রভ'রি ॥"

নয়ন-ভ'রে দে'খ্‌ব

শ্রীখণ্ডে মহা-মহোৎসব—নয়ন-ভ'রে দে'খ্‌ব

"কহিতে অতুল দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তনে।
মনুষ্যের কথা কি মাতিব দেবগণে ॥
ঐছে পরস্পর কত কহে ঠাঁই ঠাঁই।
শ্রীখণ্ড-নগরেতে লোকের সংখ্যা নাই ॥

প্রতিদিন যে উৎসব শ্রীখণ্ড-নগরে।
তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থ-বাহুল্যের ডরে॥
একাদশী দিনে যে উৎসব অন্ত নাই।
যে শুনিলুঁ তাহা কিছু সংক্ষেপে জানাই॥
একাদশী-প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু-পরিবারে কৈল আত্ম নিবেদন॥"

তোমরাই কর হে

পতিত-পাবন গৌরগণ—তোমরাই কর হে
তোমাদেরই এই কার্য্য—তোমরাই কর হে

"গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসি মনের উল্লাসে।
করাইলা সজ্জা চারু অশেষ-বিশেষে॥
কিবা প্রাঙ্গণের শোভা কহনে না যায়।
যে দেখে বারেক তার নয়ন জুড়ায়॥
সর্ব্ব-মহান্তের তথা হইল আগমন।
শোভায় সবার চিত্ত করে আকর্ষণ॥
চন্দন তিলক ভালে অতি সুললিত।
পরম উজ্জ্বল বাহু বক্ষ নামাঙ্কিত॥
শ্রীসরকার-ঠাকুরের জীবন-গৌরাঙ্গে।
দেখিতেই বিপুল-পুলক ভরে অঙ্গে॥"

এই ত' সেই প্রাণগৌর

নরহরির চিতচোর—এই ত' সেই প্রাণগৌর

"শ্রীরঘুনন্দন যাঁরে লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁ'রে দেখি মমে মহা কৌতুক বাড়িল॥
কতক্ষণ কৈল দুই-শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।"

অভাব জাগিল

দুই-শ্রীমূর্ত্তির দর্শনে—অভাব জাগিল
ঠাকুর-শ্রীনরহরির—অভাব জাগিল

"হইল যে প্রেম-চেষ্টা না হয় বর্ণন॥"

ব্যাকুল হ'য়ে বলে রে

বল বল গৌরহরি

কোথা ঠাকুর-নরহরি—বল বল গৌরহরি

[মাতন]

গোপীনাথ বল বল

নরহরি কোথা গেল—গোপীনাথ বল বল

ব্যাকুল হ'য়ে করে ক্রন্দন

করিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন—ব্যাকুল হ'য়ে করে ক্রন্দন

"বিপ্র বাণীনাথ অতি মধুর-বচনে।
সর্ব্ব-মনোবৃত্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে॥
শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ।
রাত্রিযোগে সঙ্কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস।
শুনি' রঘুনন্দনের অধিক উল্লাস॥
সেইক্ষণে অপূর্ব্ব আসন করাইলা।
বসিতে সকল মহান্তেরে নিবেদিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি যতেক মহান্ত।
বসিলেন আসনে শোভার নাই অন্ত॥
কৃষ্ণমিশ্র গোপাল পরমানন্দ-মনে।
প্রভু বীরভদ্র বসিলেন দিব্যাসনে॥
শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে।
সর্ব্ব-মহান্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে॥
সকল মহান্ত শ্রীনিবাসের প্রতি কয়।
শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয়॥"

ভোগ করিব প্রাণে প্রাণে

তোমার মুখে ভাগবত শু'নে—ভোগ করিব প্রাণে প্রাণে
গোস্বামীগণের ভাগবত-পঠনে—ভোগ করিব প্রাণে প্রাণে

"শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ-আসনে।
না কর সঙ্কোচ আমা-সবার বচনে॥

শুনি' শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি প্রণমিয়া।
করয়ে যে দৈন্য ধৈর্য্য ধরে কে শুনিয়া॥
পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার।
বসিলা আসনে শোভা হৈল চমৎকার॥
পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসী চন্দন।
করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ॥"

শ্রীনিবাস ভাগবত পাঠ করে

ঠাকুর,—নরহরির উৎসবেতে—শ্রীনিবাস ভাগবত পাঠ করে [মাতন]

"কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর-স্বরে।
উচ্চারয়ে শ্লোক যেন সুধাবৃষ্টি করে॥
শ্রীরাস-বিলাস কথা রসের পাথার।
কহিতে অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
বিবিধ প্রকারে প্রতি-পদ্য ব্যাখ্যা করে।
নানা-রাগ প্রভেদ প্রকাশে পদ্য-দ্বারে॥
কি অদ্ভুত কথার মাধুর্য্য ধৈর্য্য নাশে।
উপমার স্থান নাই সে-মধুর-ভাষে॥
মহাবর্ষা প্রায় প্রেম বর্ষে সে কথায়।
সকলে বিহ্বল হর্ষ উথলে হিয়ায়॥
অনিমিখ-নেত্রে চাহে শ্রীনিবাস-পানে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥
মহান্তগণের হয় যে ভাব বিকার।
তাহা একমুখে কি বর্ণিব মুঁই ছার॥
আত্মবিস্মরিত কেহ মনে মনে কয়।
শ্রীগুরু-অর্পিত শক্তি তেঞি ঐছে হয়॥
কেহ কহে শক্তি সঞ্চারিল বেদব্যাস।
তেঞি অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ॥
কেহ কহে গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি।
বুঝি কৃপা-শক্তি পূর্ণ প্রকাশে এথাই॥"

এমন,—মধুর কথা কে বলে

গদাধরের কৃপা না হ'লে—এমন,—মধুর কথা কে বলে

শ্রীনিবাস ভাগবত-কথা বলে

গদাধরের কৃপা-শক্তি-বলে—শ্রীনিবাস ভাগবত-কথা বলে

আর কেবা আস্বাদ করে

ভাগবত-কথা গদাধর বিনে—আর কেবা আস্বাদ করে

এত মধু কথাতে

গদাধরের কৃপা-হ'তে—এত মধু কথাতে

"কেহ কহে পণ্ডিত-শ্রীবাসাদি-কৃপায়।
ঐছে পাঠ লালিত্য কি তুলনা ইহায়॥
কেহ কহে গৌরপ্রেম-স্বরূপ এ-হন।
এ-মুখে সে বক্তা তেঞি ঐছে আকর্ষণ॥"

তাই,—মধুর-কথা হয় প্রকাশ

গৌর-প্রেমের মূরতি শ্রীনিবাস—তাই,—মধুর-কথা হয় প্রকাশ
এঁর মুখে মধুর গৌরের ভায—তাই,—মধুর-কথা হয় প্রকাশ

বহু ব্যাখ্যা প্রকাশে

গৌর এঁর হৃদে ব'সে—বহু ব্যাখ্যা প্রকাশে

"ঐছে স্নেহাবেশে কহে মনে যে সবার।
তাহা কেহ বর্ণিবেন করিয়া বিস্তার॥
প্রভু-পরিকরের কি অদ্ভুত চরিত।
করয়ে শ্রবণ যৈছে উপমা রহিত॥
শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত আস্বাদনে।
কৈছে দিন যায় তাহা কিছুই না জানে॥
শ্রীনিবাস দেখে দিবা অবসান হৈল।
প্রার্থনা পূর্ব্বক কথামৃত সাঙ্গ কৈল॥
গ্রন্থে প্রণমিয়া অতি দীনতা অন্তরে।
ভুমে পড়ি প্রণমিলা প্রভু-পরিকরে॥

প্রভু-পরিকরগণ হইয়া উল্লাস।
শ্রীনিবাসে ঐছে স্নেহ করয়ে প্রকাশ ॥
কেহ শ্রীনিবাস-শিরে শ্রীহস্ত ধরয়।
জুড়াইনু বলি' নেত্র-জলে সিক্ত হয় ॥"

নিশিদিশি হিয়া জ্বলে

ঠাকুর-নরহরির তরে—নিশিদিশি হিয়া জ্বলে

দগ্ধ-হৃদয় শীতল হ'ল

তোমার মুখে শু'নে ভাগবত—দগ্ধ-হৃদয় শীতল হ'ল

"হউক তোমার সব মনোরথ সিদ্ধি।
তোমারে বঞ্চিত যে বঞ্চুক তারে বিধি ॥
যে লইবে তোমার শরণ সেই ধন্য।
অবশ্য মিলিব তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥"

তারে মিলিবে চৈতন্য-ধন

যে লইবে তোমার শরণ—তারে মিলিবে চৈতন্য-ধন [মাতন]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাবে

যে তোমার শরণ ল'বে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাবে

"কেহ হস্ত স্পর্শি মুখে কহে বার বার।
এ মুখ সদাই মনে রহুক আমার ॥"

যেন,—জাগে হৃ'দে দিবা-যামিনী

তোমার ঐ মুখখানি—যেন,—জাগে হৃ'দে দিবা-যামিনা

"অধৈর্য্য হইয়া পুনঃ ধীরে ধীরে কয়।
তোমা হৈতে জীবের হইবে দুঃখ ক্ষয় ॥
কেহ কহে তোমার বালাই লইয়া মরি।
আইস'হ তোমারে বারেক কোলে করি ॥
কোলে লইয়া তিলেক ছাড়িতে না পারে।
মনে হয় রাখে সদা হিয়ার ভিতরে ॥"

তাই ত' এ-ভাব ঘটে

হিয়ায় রা'খ্‌বার ধন বটে—তাই ত' এ-ভাব ঘটে

"কেহ কেহ কত না করিয়া আশীর্ব্বাদ।
ধরিয়া হিয়ায় কহে পূর্ণ হৈল সাধ ॥
হৈয়াছে সকল শূন্য তাতে দগ্ধ হিয়া।"

একে একে ছেড়ে গেছে

দাস-গদাধর নরহরি—একে একে ছেড়ে গেছে

"করিলা শীতল কথামৃত পিয়াইয়া ॥"

কথামৃত শুনাইলা

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইলা—কথামৃত শুনাইলা

"কেহ আলিঙ্গন করি' নারে স্থির হৈতে।
সমর্পয়ে শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের চরণেতে ॥
নরহরি-রঘুনন্দনের প্রেমাধীন।
এ দোঁহার গুণে মত্ত হও রাত্রিদিন ॥
ভক্তিরসসায়রে ডুবাও হীনজনে।
ঐছে কত কহে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥
কেহ প্রণমিয়া কহে কৃতার্থ করিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত-কথারসে ডুবাইলা ॥
কেহ মহা-উল্লাসে রহয়ে মৌন ধরি'।
ঐছে যে অপূর্ব্ব চেষ্টা বর্ণিতে না পারি ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি এ-প্রকার আচরণ।
দেখে মহানন্দে ভাগ্যবন্ত লোকগণ ॥
সর্ব্ব মহান্তের মহা আনন্দ জন্মিলা।
শ্রীরঘুনন্দন-গুণে বিহ্বল হইলা ॥
রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার।
সে সব সুযশ বর্ণিবারে শক্তি কার ॥
রঘুনন্দনের চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
আপনা মানয়ে দীন দৈন্য প্রকাশয় ॥
এ সকল রীত কি বুঝিবে অন্য-জন।
শ্রীচৈতন্য-কথায় গোঙায় কতক্ষণ ॥"

গৌর-লীলা-কথা বোলে—সবে ভাসে নয়ন-জলে

"প্রভুদ্বয়-উত্থাপন-আরতি দর্শনে।
উঠিলেন সবে শীঘ্র প্রণমি প্রাঙ্গণে॥
শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের দর্শনেতে হর্ষ হৈলা।
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভের উদ্যোগ করাইলা॥
শ্রীরঘুনন্দন নিজগণে নির্দ্দেশিলা।
সবে শীঘ্র গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে আইলা॥
অবশেষে যে ছিল তা' সুসজ্জ করিয়া।
অতি-যত্নে খোল-করতালাদি রাখিলা॥
হইল প্রস্তুত রঘুনন্দনে কহিলা।
শ্রীরঘুনন্দন প্রভুগণে জানাইলা॥
করিয়া প্রভুর সন্ধ্যা-আরতি দর্শন।
দেখে সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভের প্রয়োজন॥
খোল-করতালাদি অনেক নিরখিয়া।
প্রশংসে সকলে পরম হর্ষ হইয়া॥
দেখয়ে অনেক-পাত্রে সুগন্ধি-চন্দন।
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে পুষ্পহারগণ॥
নানা-পুষ্পমালা সে সৌভাগ্য অতিশয়।
অপূর্ব্ব রচনা সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥
ঐছে বহু দেখিয়া প্রভুর প্রিয়গণ।
পরস্পর কহে কি অপূর্ব্ব আয়োজন॥
শ্রীরঘুনন্দন কহে করি পরিহার।
প্রসাদী চন্দন মালা কর অঙ্গীকার॥
শুনি' সর্ব্ব মহান্তের বাড়িল কৌতুক।
পরস্পর পরাইব ইথে মহাসুখ॥
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীচন্দন-মালা সবে কৈল সমর্পণ॥

শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি খোল-করতাল।
তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল॥
শ্রীচন্দন-মালা শোভে সর্ব্ব মর্দ্দলেতে।
নিরন্তর ব্রহ্মাদি-দেবতা বৈসে যাতে॥
শ্রীযদুনন্দন শ্রীলোচন দুইজন।
লইলেন পুষ্পমালা সুগন্ধি চন্দন॥
দোঁহে কৃষ্ণমিশ্র-গোপালেরে পরাইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নয়ন-ভরিয়া॥
পরম-আনন্দ-মনে শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীবীরভদ্রের অঙ্গে চর্চ্চয়ে চন্দন॥
নানা-পুষ্পমালায় বিচিত্র বেশ কৈল।
দেখিতে সে শোভা সুখ-সমুদ্রে ডুবিল॥
প্রভু-বীরচন্দ্রের ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস।
শ্রীমালা চন্দন লৈয়া গেলা প্রভু-পাশ॥
প্রভু বীরচন্দ্র মালা চন্দন আপনে।
পরাইলা মহাহর্ষে শ্রীরঘুনন্দনে॥
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে বিহ্বল হইলা।
শ্রীমালা চন্দন শ্রীনিবাসে পরাইলা॥
পরস্পর হৈল মালা চন্দন গ্রহণ।"

প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

প্রসঙ্গ বলিতে—প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

তখন জনম হ'ল না—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

"বিস্তারি বর্ণিব ইহা ভাগ্যবন্তগণ॥
সবে দাঁড়াইল চারু-চন্দ্রাতপ-তলে।"

ঠাকুর-শ্রীনরহরির,—শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গনে

"পরম অদ্ভুত শোভা সমুদ্র উথলে॥
প্রভু-পরিকরগণ গুণের আলয়।
গীত নৃত্য বাদ্যে বিশারদ অতিশয়॥"

না হ'বে বা কেন রে

তাঁরাই এঁরা এঁরাই তাঁরা—না হ'বে বা কেন রে
ব্রজে রাস নদে কীর্ত্তন—না হ'বে বা কেন রে

সঙ্কীর্ত্তনে এসেছে তাঁরা

রাসরসের সঙ্গী যাঁরা—সঙ্কীর্ত্তনে এসেছে তাঁরা

"উঠিল মঙ্গলধ্বনি সঙ্কীর্ত্তন-স্থলে।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি কতশত দীপ জ্বলে ॥
পাষণ্ড-মর্দ্দন-মর্দ্দলের শব্দমাত্রে।
পুলক ব্যাপিল সব বৈষ্ণবের গাত্রে ॥
কিবা সে মধুর ঝাঁজ বাদ্যের চাতুরী।
বাজায় সুছন্দে চারু খমক মঞ্জরী ॥
বাদক সকল পাঠাক্ষর উচ্চারয়।
শব্দের ঘটায় যেন সুধাবৃষ্টি হয় ॥
গায়ক সকল সে আলাপ-বর্ণ-রীতে।
আলাপয়ে নানা ভাঁতি উপমা কি দিতে ॥
করিয়া আলাপ রাগ প্রকট করয়।
কহিতে কি রাগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥"

রাগের সৌভাগ্য অতিশয়

সঙ্কীর্ত্তনের সহায় হয়—রাগের সৌভাগ্য অতিশয়

"শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনা তালাদি আর।
গমক প্রভেদ প্রকাশয়ে চমৎকার ॥
বিবিধ প্রবন্ধে তাল প্রভেদ প্রচারে।
আনের কা কথা গন্ধর্ব্বের গর্ব্ব হরে ॥
বাড়য়ে সবার বল করিতে কীর্ত্তন।
ষোড়শ-বর্ষের প্রায় হৈলা বৃদ্ধগণ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-সুখের সমুদ্র উথলিল।
পশু-পক্ষী-মনুষ্য-দেবাদি মুগ্ধ হৈল ॥
সঙ্কীর্ত্তন-স্থলেতে লোকের নাই পার।
সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার ॥"

প্রেমের পাথার বয়ে যায়

ঠাকুর-নরহরির উৎসবে—প্রেমের পাথার বয়ে যায়

"দেবগণ মিশাইয়া মনুষ্যের মেলে।
ভাসে সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-সমুদ্র-হিল্লোলে ॥
সকল মহান্ত হৈয়া আত্ম-বিস্মরিত।
করয়ে যে নৃত্য তাহে জগৎ মোহিত ॥
কৃষ্ণ মিশ্র শ্রীগোপাল দোঁহার নর্ত্তনে।
যে আনন্দ তাহা কি বর্ণিব কবিগণে ॥
নাচয়ে শ্রীবীরভদ্র ভঙ্গী সুমধুর।"

কেন বা হ'বে না

সেই ত' এসেছে

এবার বীরভদ্ররূপে—সেই ত' এসেছে
রসময় গৌরাঙ্গ নট—সেই ত' এসেছে

কিছুতেই মানে না

সংসার ক'র্‌তে অবধূত—কিছুতেই মানে না

অবধূতে গৃহী কৈলা

এই কথার ইঙ্গিত ক'রে—অবধূতে গৃহী কৈলা

আমি যাব পুত্ররূপে

নাম-প্রেম প্রচারিতে—আমি যাব পুত্ররূপে

স্বরূপ বর্ণন আছে

ঠাকুর-শ্রীবীরভদ্রের—স্বরূপ বর্ণন আছে

"যে না দেখেছে গৌরচন্দ্র সে দেখুক্ আর বার।
বীর-রূপে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার ॥" } [মাতন]

"যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর ॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য কহে লোকগণ।
না হৈল অনেক নেত্র হৈল দু'নয়ন ॥"

আশা ত' মিট্‌ল না

বীরভদ্র-নৃত্য দে'খে—আশা ত' মি'ট্‌ল না

বিধি দিল দুইনয়ন—আশা ত' মি'ট্‌ল না

"ইথে না পূরয়ে আর্ত্তি কহিয়া কহিয়া।
অনিমিখ নেত্রে সবে রহয়ে চাহিয়া॥"

আঁখি পালটিতে নারে

শ্রীবীরভদ্রে হে'রে—আঁখি পালটিতে নারে

"চতুর্দ্দিকে ফিরে অন্ধ ব্যাকুল হৃদয়।
শুনিলেন নাচে নিত্যানন্দের তনয়॥
কেহ কাহু প্রতি পুছে কি নাম ইঁহার।
তেঁহো কহে বীরভদ্র জগতে প্রচার॥
শুনি অন্ধ উল্লসিত অন্তরে বিচারে।
যে নাম ইঁহার ইঁথে অমঙ্গল হরে॥
ঐছে বিচারিয়া স্তুতি করে মনে মনে।
বীর পদ হৈল দুষ্ট-সংহার-কারণে॥
করিতে জীবের মহা অমঙ্গল ক্ষয়।
ভদ্র পদ হৈল তেঞি ওহে দয়াময়॥
বিধাতা করিল অন্ধ না পাই দেখিতে।
যে উচিত হয় প্রভু বিচারহ চিতে॥"

আমি না পাই দরশন

অন্ধ আমার দু'নয়ন—আমি না পাই দরশন
প্রভু তোমার মধুর নর্ত্তন—আমি না পাই দরশন

"ঐছে কত কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ কয়।
জানিলেন প্রভু নিত্যানন্দের তনয়॥
সকরুণ হৈয়া চাহে অন্ধগণ প্রতি।
অন্ধ নেত্র পাইল কিবা অন্ধের সুকৃতি॥"

অন্ধগণ পাইল নেত্রে

প্রভু-বীরভদ্রের কৃপাতে—অন্ধগণ পাইল নেত্রে
এই প্রাণ-গৌরাঙ্গ-আগে—অন্ধগণ পাইল নেত্রে

"স্বচ্ছন্দে দেখয়ে বীরভদ্রের নর্ত্তন।
জয় জয় জয় ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥"

জয় বীরভদ্র বলিহারি

অন্ধেরে লোচন-দানকারী—জয় বীরভদ্র বলিহারি [মাতন]

বীরভদ্র বল বল

কেমনে অন্ধ নয়ন পে'ল—বীরভদ্র বল বল [মাতন]

"সঙ্কীর্ত্তনে রজনী হইল অবসান।
গোরা-গুণ সঙরিতে বিদরে পরাণ ॥
প্রভু-পরিকর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
উর্দ্ধবাহু করিয়া ডাকয়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।"

ব্যাকুল হ'য়ে সবাই ডাকে

শ্রীখণ্ডের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে—ব্যাকুল হ'য়ে সবাই ডাকে
গৌরাঙ্গগণ করি' ক্রন্দনে—ব্যাকুল হ'য়ে সবাই ডাকে
শ্রীঅদ্বৈত-নিতাই-তনয়-সনে—ব্যাকুল হ'য়ে সবাই ডাকে

ব্যাকুল হ'য়ে সবাই ডাকে

বিরহানল জাগে বুকে—ব্যাকুল হ'য়ে সবাই ডাকে
ঠাকুর-নরহরির এই তিরোভাব-দিনে—ব্যাকুল হ'য়ে সবাই ডাকে

"কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।
কোথা নিত্যানন্দ-রাম দুঃখীর জীবন ॥"

একবার দেখা দাও

প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গ—একবার দেখা দাও

কোথায় নিত্যানন্দ রায়

প্রাণ-গৌর ল'য়ে আছ কোথায়—কোথা নিত্যানন্দ রায়

কোথা বিহরিছ রঙ্গে

পরাণ-গৌরাঙ্গ-সঙ্গে—কোথা বিহরিছ রঙ্গে

হা নিতাই,—দেখা দাও এই দুঃখীজনে

প্রাণ-গৌর ল'য়ে সঙ্কীর্ত্তনে—হা নিতাই,—দেখা দাও এই দুঃখীজনে

"কোথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গুণের আলয়।"

গৌর ল'য়ে কোথা লুকালে

জগতে,—দেখাতে এ'লে আবার কেনে—গৌর ল'য়ে কোথা লুকালে

"কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥"

বিহরিছ কোন্‌খানে

তোমার পরাণ-বঁধু-সনে—বিহরিছ কোন্‌খানে

"হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ রামানন্দ।
কোথা শ্রীমাধব বাসু মুরারি মুকুন্দ॥
কোথা মোর গদাধর দাস নরহরি।"

কাঁদেন ঠাকুর রঘুনন্দন

ল'য়ে যত শ্রীখণ্ডেরগণ—কাঁদেন ঠাকুর রঘুনন্দন
কাঁদেন শ্রীনিবাস যদুনন্দন—কাঁদেন ঠাকুর রঘুনন্দন

কোথা বা বিহরিছ

দাস-গদাধর নরহরি—কোথা বা বিহরিছ
পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—কোথা বা বিহরিছ [মাতন]

ঠাকুর-নরহরি কোথা তুমি

এই ত' তোমার গৌর গুণমণি—ঠাকুর-নরহরি কোথা তুমি [মাতন]

"কোথা মোর গদাধর দাস নরহরি।
লইয়া এসব নাম কাঁদয়ে ফুকারি॥
গণ-সহ দেখা দেহ গোরা বিনোদিয়া।"

দেখা দাও নিজ-গুণে

গণ-সহ সঙ্কীর্ত্তনে—দেখা দাও নিজ-গুণে

প্রাণ রাখ দেখা দিয়া

হা-গৌর বিনোদিয়া—প্রাণ রাখ দেখা দিয়া

"এত কহি ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া॥"

ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া

গৌর দেখা দাও বলিয়া—ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া

ব্যাকুল হ'য়ে ধূলায় লুটায়

ব'লে,—সগণে গৌর আছ কোথায়—ব্যাকুল হ'য়ে ধূলায় লুটায়

সবাই লোটায় ভূমিতলে

সগণে গৌর দেখা দাও ব'লে—সবাই লোটায় ভূমিতলে [মাতন]

"অগ্নিশিখা সম সে নিশ্বাস নিরন্তর।
হইল সবার অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥
দারুণ বিয়োগ-ব্যথা বাড়িল প্রচুর।
উঠিল ক্রন্দন রোল ধৈর্য্য গেল দূর ॥"

উঠিল,—ক্রন্দনরোল চারিদিকে

হা-গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—উঠিল,—ক্রন্দনরোল চারিদিকে [মাতন]

"ভক্তের ব্যাকুলে প্রভু স্থির হইতে নারে।
কি জানি কি রূপে সন্তোষিলেন সবারে ॥
শ্রীমহাপ্রভুর এই অলৌকিক লীলা।
দুঃখ হইতে আনন্দ-সমুদ্রে ডুবাইলা ॥
কিবা সে আনন্দাবেশ হইল সবার।
কেহ কারু চরণে ধরয়ে বার বার ॥
কেহ কারে আলিঙ্গয়ে প্রফুল্ল বয়ান।
আনন্দাশ্রু-জলে পূর্ণ সবার নয়ন ॥
পরস্পর বিবিধ-প্রকার সম্বোধয়।
দেখয়ে হইল নিশি প্রভাত সময় ॥
মঙ্গল-আরতি দেখি' উল্লসিত-মনে।
করয়ে প্রণাম সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥
সে সময়ে করি প্রভু-গণের দর্শন।
চতুর্দ্দিকে হরিবোল বোলে লোকগণ ॥"

বলে সবে হরি হরি

প্রভুর গণে দর্শন করি'—বলে সবে হরি হরি

"লোকের সংঘট্ট যত কহিলে না হয়।
পরস্পর লোকগণ নানা-কথা কয় ॥

কেহ কহে অদ্য নিশি শীঘ্র পোহাইল।
নিকরুণ বিধি নিশি বৃদ্ধি না করিল॥
কেহ কহে কিবা মহান্তের আচরণ।
দেখ উপবাস যৈছে তৈছে জাগরণ॥"

কেবা জানে প্রভু বিনে

ভক্তি-আচরণ প্রভুর গণে—কেবা জানে প্রভু বিনে

"ঐছে কত কহি গিয়া সঙ্কীর্ত্তন-স্থলে।
লোটাইয়া পড়ে সিক্ত হইয়া নেত্রজলে॥
দেখিয়া লোকের চেষ্টা প্রভুপ্রিয়গণ।
যে কৃপা কারল তাহা না হয় বর্ণন॥
কহিতে কি মহান্তগণের প্রেমাবেশ।
শ্রীরঘুনন্দনে শ্লাঘা করয়ে অশেষ॥
কেহ কহে শ্রীরঘুনন্দনে প্রীতি যার।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার

রঘুনন্দনে প্রীতি যার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার

"কেহ কহে কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন।
অতি দীন হীন দুঃখী জনার জীবন॥
কেহ কহে কি দৈন্য বিষয় নাই হেন।
কেহ কহে কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন॥
কেহ কহে রঘুনন্দনের মহাপ্রীতে।
হৈল যে কীর্ত্তনানন্দ উপমা কি দিতে॥
ঐছে কত কহে রঘুনন্দনের কথা।
হেনকালে শ্রীরঘুনন্দন আইলা তথা॥
শুনি' নিজ-শ্লাঘা চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
হইলেন যৈছে তাহা কহিলে না হয়॥
আপনা মানয়ে দীন প্রশংসা না সহে।
করয়ে যে দৈন্য শুনি' কেবা স্থির রহে॥

রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি' সর্ব্বজনে।
হইলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥
শ্রীরঘুনন্দনে করি' দৃঢ়-আলিঙ্গন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভু-প্রিয়গণ॥
শ্রীরঘুনন্দন সবা প্রতি নিবেদয়।
শ্রীদ্বাদশী-পারণেতে কৈছে আজ্ঞা হয়॥
সবে কহে একত্রে বসিয়া সর্ব্বজন।
করিব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ সেবন॥
শুনি' রঘুনন্দনের হৈল হর্ষ হিয়া।
শীঘ্র নানা সামগ্রী করান যত্ন পা'য়া॥
মহান্ত সকল নিজ নিজ বাসা গেলা।
গণসহ সবে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা॥
এথা নানা-পক্কান্নাদি প্রস্তুত হইল।
পূজারী প্রভুকে শীঘ্র ভোগ সমর্পিল॥
কতক্ষণ পরে প্রভু সময় জানিয়া।
ভোগ সরাইলেন পূজারী হর্ষ হইয়া॥
সর্ব্ব মহান্তেরে আনি' শ্রীরঘুনন্দন।
করাইল প্রভুর শ্রীভোগের দর্শন॥
প্রভুর ভোগের শোভা কহনে না যায়।
দেখি' সর্ব্ব মহান্তের উল্লাস হিয়ায়॥
প্রভুর শ্রীআরত্রিক করিয়া দর্শন।
বসিলেন গিয়া যথা করিব ভোজন॥
বসিলেন সবে কিবা অপূর্ব্ব-বন্ধানে।
হইল অদ্ভুত শোভা ভোজনের স্থানে॥
কদলীর পত্র, পাত্রে সুবাসিত বারি।
পরিবেশে কতজন মহা-যত্ন করি'॥
এথা প্রেমভক্তিময় পূজারী যতনে।
প্রভুকে শয়ন করাইলা হর্ষ-মনে॥
প্রভুর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণমিলা।
করিতে পরিবেশন প্রস্তুত হইলা॥

গোধূম-চূর্ণের পূপাদি বহুত হয়।
দুগ্ধের বিকার নানা ফল-মূলাদয় ॥
যত্নপূর্ব্বক পাত্রে লৈয়া চলে বহুজনে।
ক্রমে পরিবেশন করয়ে হর্ষ-মনে ॥
সর্ব্বত্রেই সর্ব্ব-দ্রব্য দিয়া থরে থরে।
পরিবেশে শ্রীচরণামৃত মহান্তেরে ॥
শ্রীরঘুনন্দনে সর্ব্ব-মহান্ত কহয়।
তুমি না বৈসহ ইথে সুখ না জন্ময় ॥
শুনি' দৈন্য করি' কহে শ্রীরঘুনন্দন।
করুন ভোজন দেখি' জুড়াক নয়ন ॥
হরিধ্বনি করি' সবে ভুঞ্জেন কৌতুকে।
দাঁড়াইয়া শ্রীরঘুনন্দন দেখে সুখে ॥"

মহান্তগণ,—ব'সেছেন প্রসাদ ভোজনেতে

তাতে রঘুনন্দনের সুখ বটে—মহান্তগণ,—ব'সেছেন প্রসাদ ভোজনেতে

কিন্তু,—বিরহেতে বুক ফাটে

পংক্তিতে আমার প্রভু নাই দে'খে—বিরহেতে বুক ফাটে

নরহরি-বিরহে ফাটে বুক

গৌরগণের,—প্রসাদ ভোজন দেখে সুখ—নরহরি-বিরহে ফাটে বুক

"তথা হইতে শ্রীভোগ-মন্দিরে শীঘ্র গিয়া।
এক ভোগ লইলেন পৃথক্ করিয়া ॥
শ্রীঠাকুর-নরহরি ছিলা যে নির্জ্জনে।
তথা শ্রীপ্রসাদ লইয়া গেলেন আপনে ॥"

নয়ান-জলে বয়ান ভাসে

ঠাকুর-শ্রীরঘুনন্দনের—নয়ান-জলে বয়ান ভাসে
সঙরি' নরহরি-গুণে—নয়ান-জলে বয়ান ভাসে

অঙ্গীকার ক'র্‌বে কি

প্রাণে প্রাণে রঘুনন্দন বলে—অঙ্গীকার ক'র্‌বে কি
হা,—প্রাণের ঠাকুর নরহরি—অঙ্গীকার ক'র্‌বে কি

"তেঁহো যে আসনে বসিতেন তাহা লইয়া।
তাতে বসাইলা ধ্যানে দৈন্যে মগ্ন হৈয়া॥"

অঙ্গীকার কর বোলে

এই তোমার আসনে ব'স—অঙ্গীকার কর বোলে
প্রভু নরহরি তেমনি ক'রে—অঙ্গীকার কর বোলে
তোমার, গৌর-অধরামৃত—অঙ্গীকার কর বোলে

"আসন-সম্মুখে নানাদ্রব্য সাজাইলা।
জলপাত্রে প্রসাদী বাসিত জল দিলা॥
এক-পাত্রে প্রসাদী তাম্বুল দিলা আর।"

আস্বাদন কর হে

শ্রীগৌরাঙ্গ-অধরামৃত—আস্বাদন কর হে

"অন্য-পাত্রে দিলা গৌরাঙ্গের পুষ্পহার॥"

মনে মনে বলে রে
প্রভু,—নরহরি পর গলায়

তোমার,—প্রাণনাথের পুষ্পহার—প্রভু,—নরহরি পর গলায়

"ধ্যানে ভক্ষদ্রব্য-আদি সমর্পণ কৈলা।"

নরহরি কর অঙ্গীকার

প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রসাদ তোমার—নরহরি কর অঙ্গীকার

"করিয়া প্রার্থনা ঘরদ্বার আচ্ছাদিলা॥
বাহিরে আসিয়া রহিলেন কতক্ষণ।
সময় জানিয়া চলে দিতে আচমন॥
দ্বার ঘুচাইয়া দেখে প্রভু নরহরি।
আসনে বসিয়া আছে দিব্যরূপ ধরি'॥"

গুণের ঠাকুর রঘুনন্দন

নরহরির সর্ব্বস্বধন—গুণের ঠাকুর রঘুনন্দন

সেই রঘুনন্দন ডাকে তারে

আর কি ঠাকুর রইতে পারে—সেই রঘুনন্দন ডাকে তারে

না এসে কেমনে থা'কৃবে বল

রঘুনন্দন,—ডাকে তারে করি' দৈন্য—না এসে কেমনে থা'কৃবে বল
যার প্রীতি,—গোপীনাথে লাড়ু খাওয়াল—না এসে কেমনে থা'কৃবে বল

নরহরি প্রকট হ'লেন

রঘুনন্দনের প্রেমের বলে—নরহরি প্রকট হ'লেন

রঘুনন্দন দেখে নয়ন-ভরি'

আসনে,—ব'সে ঠাকুর নরহরি—রঘুনন্দন দেখে নয়ন-ভরি' [মাতন]

কেউ ত' যায় নাই কোথা
কোথায় গেছে সদাই আছে

গৌর ল'য়ে কুঞ্জে বিলসিছে—কোথায় গেছে সদাই আছে

ত্রিকাল-সত্য লীলা রে

প্রাণগৌর গৌরপরিকরের—ত্রিকাল-সত্য লীলা রে

ধ্যানের ধন দেখি প্রকট

"দেখিতেই মাত্র আত্ম-বিস্মরিত হৈলা।
অদর্শন হৈতে দুঃখ-সমুদ্রে ডুবিলা ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বলে
এই,—দেখা দিয়া কোথা লুকালে

হা-ঠাকুর নরহরি—এই,—দেখা দিয়া কোথা লুকালে
এই ত' আসনে ব'সেছিলে—ঠাকুর,—নরহরি কোথা লুকালে [মাতন]

"কতক্ষণে স্থির হৈয়া দিলা আচমন।
ভূমে পড়ি' প্রণমিলা সজল-নয়ন ॥"

রঘুনন্দন ভাসে নয়ন-জলে

নরহরি,—আর কি দেখা দিবে ব'লে—রঘুনন্দন ভাসে নয়ন-জলে [মাতন]

"আসন লইয়া মাথে রাখি' পূর্ব্বস্থানে।"

একবার মাথায় ধরে

আর বার বুকে ধরে—একবার মাথায় ধরে

বলে,—আসন তোমার যাই বলিহারি

তুমি,—বুকে ধ'রেছ নরহরি—বলে,—আসন তোমার যাই বলিহারি

[মাতন]

হৃদয়ে বিহার তোমার

গৌরাঙ্গ-বিলাসের ঘর—হৃদয়ে বিহার তোমার

তোমার হৃ'দে বিহরে

গৌরাঙ্গ-বিলাস—তোমার হৃ'দে বিহরে

"গেলা শীঘ্র মহান্তগণের সন্নিধানে ॥
দেখয়ে ভোজনে কিবা কৌতুক সবার।
ভুঞ্জে সবে সামগ্রী প্রশংসী বার বার ॥
শ্রীরঘুনন্দন কত করিয়া বিনয়।
ভুঞ্জিতে বিশেষ পুনঃ পুনঃ নিবেদয় ॥
পরম-আনন্দে সবে করিয়া ভোজন।
পরস্পর কহি কত কৈল আচমন ॥
স্নেহাবেশে কহে সবে শ্রীরঘুনন্দনে।
লইয়া সকলে শীঘ্র বৈসহ ভোজনে ॥
শ্রীনিবাস-আদি সবে শ্রীরঘুনন্দন।
ভুঞ্জাইয়া যত্নে কৈল আপনি ভোজন।।
ভুঞ্জয়ে আনন্দে বহুলোক ঠাঁই ঠাঁই।
সবে কহে এহেন উৎসব দেখি নাই ॥
হৈল মহামহোৎসব দ্বাদশী-দিবসে।
এ-সকল প্রসঙ্গ ব্যাপিল সর্ব্ব-দেশে ॥
শ্রীরঘুনন্দন সর্ব্ব-কার্য্য সমাধিয়া।
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আইলেন হর্ষ হৈয়া ॥
গৌরাঙ্গের উত্থাপন-আরতি দর্শনে।
প্রভু-প্রিয়গণ আইলা গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ॥
কতক্ষণ কৃষ্ণলীলা আলাপন কৈলা।
সন্ধ্যা-আরত্রিক দর্শনেতে হর্ষ হৈলা ॥

সবে প্রণমিয়া প্রভু-গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে।
হইলেন মহামত্ত শ্রীনাম-কীর্ত্তনে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ব্যাপিত হইল।
কিছুকাল বাসা গিয়া শয়ন করিল॥
এ'-মহোৎসবের কথা শুনে যেই জন।
অনায়াসে হয় তার তাপ বিমোচন॥
ওহে ভাই ইথে মন দেহ নিরন্তর।
না কর অলস সুখ পাইবে বিস্তর॥
শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তি-রত্নাকর কহে দাস নরহরি॥"

——:(*):——

"কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।"

তোমরা,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদেছিলে

দাঁড়ায়ে গৌরাঙ্গ-অঙ্গনে—তোমরা,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদেছিলে

"কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।
কোথা নিত্যানন্দরাম দুঃখীর জীবন॥"

দেখা দাও এই দুঃখী-জনে

প্রাণ-গৌর ল'য়ে সঙ্কীর্ত্তনে—দেখা দাও এই দুঃখী-জনে

"কোথা অদ্বৈতাচার্য্য গুণের আলয়।"

গৌর ল'য়ে কোথা লুকালে

জগতেরে দিতে এলে—আবার,—গৌর ল'য়ে কোথা লুকালে

"কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময়॥"

বিহরিছ কোন্-খানে

তোমার পরাণ-বঁধু-সনে—বিহরিছ কোন্-খানে

"হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ রামানন্দ।
কোথা শ্রীমাধব বাসু মুরারি মুকুন্দ॥
কোথা মোর গদাধর-দাস-নরহরি।"

ব্যাকুল হ'য়ে ডে'কে ডে'কে

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে—ব্যাকুল হ'য়ে ডে'কে ডে'কে

দে'খ্‌তে ত' পেয়েছ

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে—দে'খ্‌তে ত' পেয়েছ
চিতচোর-প্রাণগৌরাঙ্গে—দে'খ্‌তে ত' পেয়েছ
নিজগণ-সনে কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—দে'খ্‌তে ত' পেয়েছে

কোথা ঠাকুর রঘুনন্দন

নরহরি-গৌরাঙ্গ-বিলাস করাও দর্শন—কোথা ঠাকুর রঘুনন্দন

বড় সাধে এলাম শ্রীখণ্ডেতে

তোমাদের কাছে,—গৌর-সন্ধান সুধা'ব ব'লে—বড় সাধে এলাম শ্রীখণ্ডেতে

একবার দেখাও হে

তোমরা,—যেমন ক'রে দে'খ্‌তে পেলে—একবার দেখাও হে

হা শ্রীগুরুদেব

একবার দেখাও মোদের

গৌরাঙ্গগণের বিহার—একবার দেখাও মোদের
ঠাকুর নরহরির-উৎসবে—একবার দেখাও মোদের
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—একবার দেখাও মোদের

এখনও দে'খ্‌তে নাহি পেলাম

প্রকট-লীলা দেখা হয় নাই—এখনও দে'খ্‌তে নাহি পেলাম
ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে এলাম—এখনও দে'খ্‌তে নাহি পেলাম

কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা

——০——

অতঃপর—"কোথা বা লুকালে" ও "শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর"—ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ কীর্ত্তন ঃ—

... ...
... ...
... ...

কিঞ্চিৎ বিশেষ :—

ও,—"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,"

আমার,—মুখ কেউ দেখ না

আমি,—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী—আমার,—মুখ কেউ দেখ না [মাতন]

আমার মুখ দে'খ্‌বে যে

আমার মত হবে সে—আমার মুখ দে'খ্‌বে যে [মাতন]

আমার,—মুখ কেউ দেখ না

ও,—"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশুপাখী।"

... ...
... ...
... ...

ব্যাকুল হ'য়ে ডাক রে

হা গুরু-গৌরাঙ্গ ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে ডাক রে
তাঁদের কৃপা স্মরণ ক'রে—ব্যাকুল হ'য়ে ডাক রে

তোমরাও ত' আছ গো

পরম-করুণ শ্রীগুরুগণ—তোমরাও ত' আছ গো
গুপত নরহরি-গণ—তোমরাও ত' আছে গো
গৌরাঙ্গের কীর্ত্তন-রঙ্গে—তোমরাও ত' আছ গো

তোমাদের,—প্রীতিই ত' টেনে আনে

আমাদের এই শ্রীখণ্ডগ্রামে—তোমাদের,—প্রীতিই ত' টেনে আনে

তাই আমরা যে আসি ছুটে

তোমাদের,—সেই প্রীতি-আকর্ষণে—তাই আমরা আসি ছুটে
'তোমাদের,—সেই প্রীতি-আকর্ষণে'—
সম্বন্ধ ক'রে ডেকে বুকে লওয়া—তোমাদের,—সেই প্রীতি-আকর্ষণে

'সম্বন্ধ ক'রে ডেকে বুকে লওয়া'—

আয় বাপ আয় ব'লে—সম্বন্ধ ক'রে ডেকে বুকে লওয়া

তোমাদের,—সেই প্রীতি-আকর্ষণে

তাই আমরা যে আসি ছুটে

কৃপা কর নিজ-গুণে

হা শ্রীগুরুগণ—কৃপা কর নিজ-গুণে

লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

বিলাসি-গৌরাঙ্গ-সনে—লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

এই,—কৃপা কর নিজ-গুণে

যেন,—মেতে থাকি নিশিদিনে

ভাই ভাই মিলে এক-প্রাণে—যেন,—মেতে থাকি নিশিদিনে

ঠাকুর-নরহরি-গৌরাঙ্গগুণে—যেন,—মেতে থাকি নিশিদিনে

যেন,—প্রাণভ'রে গাই মোরা

নরহরির-প্রাণ-গোরা

বিলাস-বিবর্ত্ত-রঙ্গে ভোরা—নরহরির প্রাণ-গোরা [মাতন]

নরহরির চিতচোরা

নিতাই-রমণ গোরা—নরহরির চিতচোরা [মাতন]

"নরহরির প্রাণ আমার গৌরাঙ্গ হে।
নরহরির প্রাণ নিতাই গৌরাঙ্গ হে ॥" [মাতন]

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে গাই সদা

"মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরজীব আর সুলোচন ॥ [মাতন]

হা ঠাকুর নরহরি

রঘুনন্দনের প্রাণধন—হা ঠাকুর নরহরি

এই কৃপা কর হে

যেন,—গৌরগুণে সদা ঝুরি

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধরি'—যেন,—গৌরগুণে সদা ঝুরি [মাতন]

যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

শ্রীগুরু-দত্ত নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

যারে দেখি তারে বলি

পাগলা প্রভু হৃ'দে ধরি'—যারে দেখি তারে বলি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
ভজ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

নাম কর প্রাণ পণে

নামদাতা নাম এক জে'নে—নাম কর প্রাণ পণে [মাতন]

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল॥

——০৪৪০৪৪০——

শ্রীশ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর

সূচক-কীর্ত্তন

(কাত্তিক শুক্লা নবমী তিথি)

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

আহা—"আরে মোর গোপাল-গুরু, ভকতি-কল্পতরু,"
আ'মরি,—ভকতি-কল্পতরু
আরে মোর গোপাল-গুরু—ভকতি-কল্পতরু
"শ্রীমকরধ্বজ নাম যাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁকে,"
আচরিয়ে শিখান যাঁর কার্য্য
যিনি,—আচরিয়ে ধর্ম্ম শিখাইলেন
সেই জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু
আচরিয়ে শিখান যাঁর কার্য্য—সেই জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁকে, গোপাল বলিয়া ডাকে,"
বাৎসল্যে,—'গোপাল' বলিয়া ডাকে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁ'কে—'গোপাল বলিয়া ডাকে
সহজ-বাৎসল্য-আবেশে—'গোপাল' বলিয়া ডাকে
"দেখি' শিশু-চরিত্র উদার ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের সেবারসে, সদাই আনন্দে ভাসে,"
গোপাল,—সদাই আনন্দে ভাসে
প্রাণগৌরাঙ্গের সেবারসে—গোপাল,—সদাই আনন্দে ভাসে

"গোরা বিনু নাহি জানে আন।"

সে,—গৌর বিনে আন না জানে

সদা,—অনুরাগে যাঁর প্রাণে টানে—সে,—গৌর বিনে আন না জানে

সে,—গোরা বিনে আন নাহিক জানে

গোরা গতি যাঁর জীবনে মরণে—সে,—গোরা বিনে আন নাহিক জানে

সদাই জাগে যাঁর প্রাণে প্রাণে

মহা-রাসবিলাসের পরিণতি—সদাই জাগে যাঁর প্রাণে প্রাণে

'মহা-রাসবিলাসের পরিণতি'—

মহাভাব প্রেমরস একাকৃতি—মহা-রাসবিলাসের পরিণতি

সদাই জাগে যাঁর প্রাণে প্রাণে

"গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি যাঁরে, ধৈরয ধরিতে নারে,"

পলকে প্রলয় গণে

গোরামুখ-অদর্শনে—পলকে প্রলয় গণে

"গোরা যেন গোপালের প্রাণ॥"

আমার,—গোপালের প্রাণ গোরা

বিলাস-বিবর্ত্ত-রসের পরিণতি—গোপালের প্রাণ গোরা

"গোরা যেন গোপালের প্রাণ॥
গোপাল প্রভুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,"

না জানি কোন-আবেশে

প্রভু-প্রেমাবেশে—না জানি কোন-আবেশে
মহাভাবনিধি-গৌর-প্রেরণায়—না জানি কোন-আবেশে

গোপাল কি বলিতে পারে

জগদ্‌গুরুকে শিক্ষা-পাত্র—গোপাল কি বলিতে পারে

"গোপাল প্রভুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি।"

আনন্দ আর ধরে না

প্রাণের প্রাণ-শ্রীগৌরাঙ্গের—আনন্দ আর ধরে না

আপনি বলায়েছেন তা'রে

জগতকে শিক্ষা দিবার তরে—আপনি বলায়েছেন তা'রে

আনন্দ আর ধরে না রে

গোপালের মুখে শিক্ষার বাণী শু'নে—আনন্দ আর ধরে না রে

আনন্দিত গৌর-গুণমণি

গোপালের মুখে শিক্ষার বাণী শুনি'—আনন্দিত গৌর-গুণমণি

"প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি।

কহে সবে আরে আরে,"

প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি

গোপালের রীতি দেখি'—প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি

"কহে সবে আরে আরে, আজ হইতে গোপালেরে,

সবে,—ডাকিবা গোপাল-গুরু বলি'॥"

গোপালের মুখে শিক্ষার বাণী শুনি'

তারে গুরু করি' মানি—গোপালের মুখে শিক্ষার বাণী শুনি'

সবে,—"ডাকিবা গোপাল-গুরু বলি'॥"

আচরিয়ে শিখাইলেন

জগদ্গুরু গৌরহরি—আচরিয়ে শিখাইলেন

তারেই গুরু করি' মানিবে

যাঁর মুখে,—অনুকূল শিক্ষার বাণী শুনিবে—তারেই গুরু করি' মানিবে

নৈলে কেমন ক'রে বলে

নৈলে এ,—শিক্ষা-বাণী কেমন ক'রে বলে

জগদ্গুরুর প্রেরণা না হ'লে—নৈলে এ,—শিক্ষা-বাণী কেমন ক'রে বলে

সবে,—"ডাকিবা গোপাল-গুরু বলি'॥

গোপালে করুণা দেখি,' সবার সজল আঁখি,

সুখের সমুদ্র উথলিল।"

সকলের আনন্দ মনে

আনন্দময়ের বাণী শু'নে—সকলের আনন্দ মনে

"সুখের সমুদ্র উথলিল।"

সবাই উচ্চৈঃস্বরে বলে

সবাই প্রেমস্বরে বলে

আ'মরি কি উদার প্রভু

গোপালে গুরু করি' মানে

গোপাল-মুখে শিক্ষা-বাণী শু'নে—গোপালে গুরু করি' মানে

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

প্রাণ-গৌরাঙ্গের উদারতার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

"সুখের সমুদ্র উথলিল।
সবে কহে অনুপাম, শ্রীগোপাল-গুরু নাম,
প্রভু-দত্ত জগতে ব্যাপিল ॥"

জগ-মাঝে ব্যক্ত হইল

প্রভু,—গোপালেরে গুরু করি' মানিল— জগ-মাঝে ব্যক্ত হইল

জগ-মাঝে প্রচার হ'ল

শ্রীগোপাল-গুরু নাম—জগ-মাঝে প্রচার হ'ল

ব্যক্ত গোপাল-গুরু নাম

যাঁ'রে,—গুরু মানিল গৌরধাম—ব্যক্ত গোপাল-গুরু নাম [মাতন]

আপনি,—আচরিয়ে ধর্ম্ম শিখাবে ব'লে

প্রভু আমার,—গোপালেরে গুরু বলে—আপনি,—আচরিয়ে ধর্ম্ম

শিখাবে ব'লে

"প্রভুদত্ত জগতে ব্যাপিল ॥"

প্রাচীন এই কথা আছে

ভকতি-রাজ্যেতে—প্রাচীন এই কথা আছে

প্রাচীন এই ভাষা আছে

জন্মে জন্মে গুরু সেই

এক অক্ষর শিখায় যেই—জন্মে জন্মে গুরু সেই [মাতন]

এ কথা যে প্রাণে না মানিল

সে জগদ্‌গুরু হেলা কৈল—এ কথা যে প্রাণে না মানিল [মাতন]

এই বাক্যে যার হেলা

তার,—অতি কঠিন ভক্তি-পথে চলা—এই বাক্যে যার হেলা [মাতন]

"প্রভু দত্ত জগতে ব্যাপিল ॥
গোপালের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
যাতে,—সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।"

গোপালের সেবা-রীতে

বক্রেশ্বর প্রসন্ন চিতে—গোপালের সেবা-রীতে

শ্রীগুরু-বক্রেশ্বর-সেবার ফল

অকপটে বক্রেশ্বর-সেবার ফল

গোপাল-গুরু নাম হ'ল—অকপটে বক্রেশ্বর-সেবার ফল

যাতে,—"সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।
মহামত্ত নৃত্যগীতে, নাহিক উপমা দিতে,
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষে কলেবর ॥
দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
কে'বা না জগতে যশ ঘোষে।
সবে কৈল প্রেমপাত্র, কেবল বঞ্চিত মাত্র,
নরহরি নিজ-কর্ম্ম-দোষে ॥"

আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম

আপনার কর্ম্ম দোষে—আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম

প্রেমধন না পাইলাম—আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম [মাতন]

"আরে মোর আরে মোর কুলের ঠাকুর।
কোথায় লুকাইলে প্রভু হইয়া নিঠুর ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর প্রাণ-প্রিয়-পাত্র।
যাঁর কৃপাকটাক্ষেতে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র ॥

কোথা প্রভু বক্রেশ্বর-শিষ্য-অন্তরঙ্গ।
যাঁর সঙ্গে বাড়ে সদা প্রেমের তরঙ্গ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা-রসে সদা যেঁহো ভাসে।
শ্রীচৈতন্য-প্রেম লাভ যাঁর কৃপালেশে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা অন্য নাহি জানে।
গোরারূপ সদা হেরে শয়নে স্বপনে॥
গৌর দেখে গোপালেরে প্রাণের সমান।
ক্ষণে,—গৌর না দেখিলে গোপাল করে অভিমান॥
অন্যস্থান দূরে থাকুক্ গৌর গেলে বহির্দ্দেশে।
বিচ্ছেদের ভয়ে গোপাল দাঁড়ায় প্রভুর পাশে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জিহ্বা সদা কৃষ্ণ বলে।
দেখে গোপাল প্রভু জিহ্বা ধরিয়াছেন করে॥
গৌর জলশৌচ করি' আইলা তার পাশে।
গৌর-করে জল ঢালে গোপাল মৃদু-মৃদু হাসে॥
গৌর বলে কি রে গোপাল হাসিতেছ কেনে।
বল্ বল্ কি-ভাব তোর উঠিল রে মনে॥
গোপাল মুচকি-হাসি' বলে প্রভুর প্রতি।
না বুঝিয়ে মহাপ্রভু তোমার এই রীতি॥
বহির্দ্দেশ কালে কেন জিহ্বা ধর করে।
সেই কথা মনে করি' হাসি না সম্বরে॥
গৌর বলেন আরে গোপাল কি করিব মুঞি।
মোর জিহ্বা অবিরত কৃষ্ণ উচ্চারই॥
বহির্ভূমিকালে কেমনে লব কৃষ্ণ-নাম।
সেই লাগি এ জিহ্বারে ধরি ততক্ষণ॥
গোপাল হাসিয়া বলে প্রভু হে সেকালে।
প্রাণ যদি চ'লে যায় কে'বা কৃষ্ণ বলে॥
প্রেমাবেশে প্রভু গোপালেরে কোলে করি'।
নেত্র-জলে অঙ্গ সিঞ্চে আপনা পাসরি॥
শির চুম্বি করে স্পর্শি আশীর্ব্বাদ করি'।
আবেশে গৌরাঙ্গ বলে গুরু তু হামারি॥

ভক্ত-পাশে ভাবাবেশে বলে ঢুলি ঢুলি।
আজ হইতে সবাই ডেকো গোপাল-গুরু বলি'॥
গোপালে করুণা দেখি' সবাই হরি বলে।
সুখসিন্ধু উথলিল ভাসে নেত্র-জলে॥
সবে বলে প্রভু-দত্ত শ্রীগোপাল-গুরু নাম।
এ-নাম কীর্ত্তনে সত্য যাবে কৃষ্ণ-ধাম॥
প্রভু-কৃপা শুনি' কোটীগুণে প্রীতি করে।
গোপাল হইল প্রাণ গৌর-পরিকরে॥
প্রভু-কৃপা দেখি' বক্রেশ্বর মুগ্ধ অতি।
ভুবনমোহনরূপ হেমপুঞ্জদ্যুতি॥
বারেক যে দেখে তার চিত্তবৃত্তি হরে।
প্রভু-দত্ত নাম জপে হরে কৃষ্ণ হরে॥
সঙ্কীর্ত্তনে গোপালের নৃত্য মনোহর।
গৌরচন্দ্র সুখে বারম্বার দেয় কোর॥
গৌর-প্রেমে মাতি' কভু গৌর-গুণ গায়।
নিষেধ করিলে গোপাল নিষেধ না শুনয়॥
শ্রীবাস বলেন তুমি ভক্ত-সুখে পাও সুখ।
নিষেধ করিলে গোপাল পাবে মনে দুঃখ॥
গোপাল বলে প্রভু তুমি ভাল রঙ্গ কৈলে।
অতি,—দীন-হীন-বালকে তুমি গুরু বলাইলে॥
তোমার ভক্তগণ মোরে গুরুবুদ্ধি করে।
কেহ কেহ আসি' মোরে দণ্ডবৎ করে॥
কেহ বলে আসিতেছেন অভিরাম-ঠাকুর।
দেখ বাঁচে কি না বাঁচে এ-গোপাল-গুরু॥
সেহ না কি ব্রজের সখা মহা-তেজোবন্ত।
পরীক্ষা করিতে না কি করে দণ্ডবৎ॥
কেহ মরে কেহ বহু-ভাগ্যবলে তরে।
এ-কথা শুনিয়া মোর কাঁপয়ে অন্তরে॥
আমি মরি' তাতে মোর কোন দুঃখ নাই।
এই দুঃখ চাঁদ-মুখ না দেখিব মুঞি॥

বহির্দ্দেশ-কালে তোমায় কে বা দিবে জল।
তুমি হও কৃষ্ণ-নামে সদাই পাগল॥
মরুক মরুক গোপাল ইথে তোমার সুখ।
এত বলি' নেত্রজলে ভাসে মুখ-বুক॥
তার আর্ত্তি দেখি' গৌর কৃপাস্নেহ-ভরে।
স্বপদাব্জ তুলে দিল তার ললাট-উপরে॥
হরিপদাকৃতি তিলক সেইদিন হৈতে।
ধারণ করিল গোপাল নিজ-কপালেতে॥
মহাপ্রভুর মহাকৃপা গোপালের প্রতি।
দেখি ভক্তগণের বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তি॥
গোপালেরে যত কৃপা কে বা কত গণে।
গৌর গোপাল কিবা একই পরাণে॥
শিশুকাল হৈতে গোপাল প্রভু-সঙ্গে স্থিতি।
গৌর-সুখদুঃখে গোপালের সুখদুঃখ নিতি॥
কৃষ্ণমিলন স্ফূর্ত্তি গোরার ভোগ যতক্ষণ।
আনন্দ-সায়রে গোপাল মজে ততক্ষণ॥
বিপ্রলম্ভরস গোরার ভোগ যতকাল।
প্রভুমুখ হেরি' গোপাল কাঁদিয়া পাগল॥
ভাব শান্তে গৌর দেখে গোপাল অধীর।
কোলে করি' গোপালেরে প্রভু করে স্থির॥
গোরাচাঁদ না ভুঞ্জিলে গোপাল নাহি খায়।
প্রভু তার প্রীতে ভুঞ্জে বিরহ-বেদনায়॥
শ্রীঅভিরাম ঠাকুর হেনকালে ক্ষেত্রে আইলা।
মহাপ্রভুর গুরু বলি' গোপালে পরীক্ষিলা॥
আবেশে দণ্ডবৎ করে কিছু না হইলা।
গৌরশক্তি গোপালেতে অভিরাম বুঝিলা॥
জগতের পিতা গৌর ভকত-বৎসল।
ভক্তসুখে সদা সুখী শচীর দুলাল॥
নীলাচলে নানালীলা করে ভক্ত-সঙ্গে।
দেখি গোপালের বাড়ে সে প্রেম-তরঙ্গে॥

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বহুকৃপা পাইলা।
এ গোপাল ভক্তগণের প্রাণাধিক হইলা॥
শ্রীবক্রেশ্বর সর্ব্বশক্তি করিলা সঞ্চার।
গোপাল গুরু "মঞ্জুমেধা" মঞ্জরী ব্রজের॥
গৌর জানিলেন গোপাল ধরে মহাশক্তি।
মনে সমর্পিলা তারে গম্ভীরা ধরতি॥
অল্পকালে গোপাল-গুরু পাইলা মহাশোক।
শ্রীগুরু-গৌর-অন্তর্দ্ধানে ফাটে সদা বুক॥
হাহাকার করি' কাঁদে পাগলের প্রায়।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে গোপালের প্রাণ রাখা দায়॥
প্রাণ রক্ষা লাগি' গদাধর-পাশে যায়।
তাঁর দশা দেখি গোপাল-গুরু মূর্চ্ছা পায়॥
মহা-আর্ত্তে কাঁদি বলে গোপীনাথ এ কি কৈলা।
মোর প্রভু গোরাচাঁদ কোথা লুকাইলা॥
মহাশোকে গদাধর আয় আয় বলে।
গদাধরের,—অনাহারে কণ্ঠরোধ অঙ্গ নাহি চলে॥
গোপাল কেঁদে বলে তুমি ছাড়িয়া কি যাবে।
তোর গোরাচাঁদ কি গো ফিরি' না আসিবে॥
তোমরা গেলে কেমনে বাঁচে নিলাজ-পরাণ।
শিরে করাঘাত করি' গোপাল হৈলা অগেয়ান॥
নাহি চলে কর তবু কোলেতে ধরিলা।
প্রাণনাথ–সেবা করে বহু-আশ্বাসিলা॥
ও প্রাণ-গোপাল প্রাণে বাঁচিয়া থাকহ।
মোর প্রভু-কৃপা-বলে জগত তারহ॥
যত সেবা কৈলে যত পাইলে কৃপাবল।
আমি তোর কাছে ঋণী হইরে গোপাল॥
তাঁর বিরহে প্রাণ কি বাঁচে এতক্ষণ।
প্রতীক্ষা সে মাত্র শ্রীনিবাস আগমন॥
না হও বাতুল রাখ প্রভুর সম্পত্তি।
তোর দ্বারে উদ্ধারিবে মোর প্রভু ক্ষিতি॥

নদে ব্রজ অভিন্ন সে শ্রীগম্ভীরা ঘর।
রক্ষা কর ওরে গোপাল হই অধীশ্বর ॥
গোপাল বলে শূন্য-পুরে কেমনে রহিব।
সে গম্ভীরা হেরি' কৈছে পরাণে বাঁচিব ॥
সে বচন শুনি' গদাধর অসম্ভাল।
গোপাল করিয়া কোলে ভাসে নেত্রজল ॥
কষ্টে ধৈর্য্য ধরি' বলে গোপাল ধৈর্য্য ধর।
মিলিবে সে রাধাকান্ত তোর প্রাণেশ্বর ॥
ভুবনমোহনরূপ যুগল-মাধুরী।
ভাবাবেশে সদা সেব সেই বংশীধারী ॥
সেব গুরু তুঙ্গবিদ্যা সখী-আনুগত্যে।
নদে ব্রজে দেখা মোদের সঙ্গে এ দেহান্তে ॥
গোপাল বলে রাধাকান্ত গৌরাঙ্গ কি হবে।
সেই রূপে কি আর মোরে দেখা দিবে ॥
মহাভাবে বিভূষিত হ'য়ে গদাধর।
গোপালেরে বক্ষে ধরি' করয়ে ফুৎকার ॥
ভাবে বলে দেখিবে তাতে চিতচোর।
যেই কৃষ্ণ সেই গৌর সন্দেহ না কর ॥
গোপাল কাঁদিয়া বলে ধরি' পদতলে।
এই বাক্য মোর প্রতি তোমার কি না চলে ॥
কেমনে ত্যজিব ভুবনমোহন গোপীনাথে।
তোমার প্রাণপাতে যে রাখিলা নিজ-সাথে ॥
তোমা লাগি মহাপ্রভু এই লীলা কৈলা।
তুমি ইঁহার সেবা ত্যজি বিরহে ডুবিলা ॥
দেখ,—গোপীনাথের শ্রীমুখ হইল মলিন।
আমি ত দেখিলাম নেত্রে ইঁহার অশ্রুচিন ॥
তোমার প্রাণনাথ বারে বারে আলিঙ্গিলা।
রাধাভাবাবেশে কভু বামে দাঁড়াইলা ॥
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে পূর্ব্বভাবাবেশে।
জান ত হে আসে এই গোপীনাথ-পাশে ॥

আমি আসি তা'র-পাছে কোন কোন দিনে।
প্রভুভাবে জানি তুমি রহ সে গোপনে ॥
স্বরূপ রামরায় গায় সে মিলন-পদ।
গোপীনাথের এই লুটে ব্রজের সম্পদ ॥
ভাব শান্তে ফিরিবার-কালে তোমায় ডাকে।
গদাধর ও গদাধর বলে প্রেমকণ্ঠে ॥
সম্মুখে না আইস তুমি বল মান-বশে।
গদাধর তোমার পর বঞ্চিত এ-রসে ॥
গৌর বলে মান ত্যজ নহি আমি পর।
যখন যে ভাবে নাচায় নহি স্বতন্তর ॥
এত বলি' গৌর আসি' করে আলিঙ্গন।
প্রেমজলে ভাসি কর চরণ-বন্দন ॥
কত ইষ্টগোষ্ঠী বসি' এই বৃক্ষতলে।
দেখ তার সাক্ষী পাখী কাঁদে তরু-ডালে ॥
দেখ হে কাঁদিয়া গর্জ্জে আকুল সাগর।
বন্য পশু পাখী কাঁদে কিবা নারী নর ॥
গৃহবাস হইল সবার শ্মশান সমান।
শ্মশানবাসী হইতে সবাকারই মন ॥
জগন্নাথের মুখ দেখি' বুক ফাটি' যায়।
বলাইচাঁদের দুঃখ দেখ বর্ণন না যায় ॥
বিমলা কমলা কাঁদে সে শিব পার্ব্বতী।
দেখ সিংহাসন ত্যজি' লুটয়ে ধরতি ॥
উছলিল শোকবন্যা দুঃখ পারাবার।
তব মুখ দেখি আশা কুল পাইবার ॥
সহজে সমর্থা তুমি মহাভাবময়ী।
পূর্ব্বে মাথুর-বিরহ সব আছ সহি ॥
কৃষ্ণ-সুখে সুখী হ'য়ে প্রাণ রক্ষা কৈলে।
গৌর সুখে সুখী হ'য়ে রহ ধরাতলে ॥
গদাধর বলে তোর সুসত্য বচন।
এই গোপীনাথ মোর শ্রীশচীনন্দন ॥

জানিলে কি হবে গোপাল ধৈর্য্য নাহি ধরে।
এ গদাধর গোরাচাঁদের বিদিত সংসারে ॥
হউক অভিন্ন মোর গৌরনিষ্ঠ-প্রাণ।
আরে গোপাল আর প্রাণ না যায় ধারণ ॥
জান'ত গোপাল মোর বন্ধু যবে ব্রজে চলে।
গোপীনাথ-সেবা মুঞি ত্যজিনু অবহেলে ॥
গৌর বিনু গদাধর বাঁচিতে না পারে।
তে কারণে গেলাম সঙ্গে রহি দূরে দূরে ॥
লোকশিক্ষা লাগি' তার এই অবতার।
ভাল না লাগিল তার মোর এই ব্যবহার ॥
সেকালে বিচার-শক্তি নাহি রে গোপাল।
রূপ-গুণে মুগ্ধ আমি প্রেমেতে পাগল ॥
ফিরিয়া ফিরয়িা কিন্তু চাহে বারে বারে ॥
কি বলিবে আমি থাকি তার বহু দুরে ॥
আমি জানি ব্রজে আমার ভাবে বিভোর হবে।
মোর ভাবে ডুবি প্রাণনাথেরে খুঁজিবে ॥
আমি সঙ্গে থাকি ত বিরহ নহে স্ফূর্ত্তি।
স্ব-স্বরূপ জাগে ভুলে আমার প্রকৃতি ॥
আমি ব্রজে গেলে তার প্রাণ-রক্ষা হবে।
সে লাগি—মো' প্রতিজ্ঞা তার কথা না শুনিব কবে ॥
কি বলিব সে গোপাল জানিল অন্তর।
চতুরের শিরোমণি সে শচীর কুমার ॥
সে কারণে হইয়াছে এই অবতার ॥
জানিল তাহাতে বাধা পড়িবে বিস্তর ॥
এ লাগিয়া ব্রজ-যাত্রায় আমি তা কণ্টক।
মোর প্রাণ রক্ষার্থে নিল নগর কটক ॥
মনে আছে ফিরাইবে (তাই) না নিলা বেশী-দূরে।
সহ্য নহে পদব্রজে আমি যাব ক্ষেত্রপুরে ॥
মহানন্দাকূলে যখন হইনু উপনীত।
আরে গোপাল অকস্মাৎ ধরি' মোর হাত ॥

বলে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হ'ল ত এবার।
পুনরুক্তি না করিহ শপথি আমার ॥
মোর লাগি' গোপীনাথ-সেবা ত্যাগ কৈলে।
মোর লাগি' ক্ষেত্র-সন্ন্যাস দিলে রসাতলে ॥
মোর সুখ চাহ যদি ক্ষেত্রপুরে যাহ!
মোর সুখ চাহ যদি সে পদ সেবহ ॥
এই লাগি' ব্রজ হইতে হইল কঠিন।
সার্ব্বভৌম্য-ভট্টাচার্য্যে বলিল বচন ॥
ইহারে সঙ্গে লইয়া যাহ ক্ষেত্রপুর।
তোমারে সঁপিল মোর প্রাণ-গদাধর ॥
ছিন্ন-তরু-প্রায় পড়িলাম নদীকূলে।
জানি না রে গোপাল কেমন ক'রে গেল চ'লে ॥
বহুক্ষণ পরে মোর হইল চেতন।
সার্ব্বভৌম কৈল বহু আশ্বাস-বচন ॥
সে তো ব্রজে গেল মোর মথুরা হৈল স্ফূর্ত্তি।
সে নদী-বন মনে হৈল (মোর) বৃন্দাবনে স্থিতি ॥
মনে হইল প'ড়ে থাকি সার্ব্বভৌম না শুনে।
না জানি কেমন ক'রে আনিল ক্ষেত্র-ধামে ॥
শুন রে গোপাল বলি অতি গূঢ়-কথা।
মনে হইল আমি যথা মোর বন্ধু তথা ॥
ফিরিবার কালে যেন মোর সঙ্গে আসে।
মোর মুখ-পানে চে'য়ে মৃদু মৃদু হাসে ॥
আমি বলি কি হে ব্রজ-যাত্রা সিদ্ধি হ'ল।
সেহ-বলে লোক-শিক্ষা-লাগি' এহো ছিল ॥
আমি বলি তবে কেন সেবা ছাড়াইলে।
তেঁহো বলে তোমার নিষ্ঠা জানুক সকলে ॥
আমি বলি তবে কেন মোরে কাঁদাইলে।
সে বলে কাঁদিতাম্ কত (তোমায়) ত্যজি ব্রজে গেলে ॥
আমি বলি শপথ কর আমায় না ত্যজিবে।
সে বলে গদাই ত্যজি' গৌর রহে কবে ॥

কে বলে সন্ন্যাস-বেশ আমার বঁধুর।
দেখি রে চাঁচর-কেশ মাধুর্য্যের পুর ॥
এই-মতে আইনু গোপীনাথের ভবনে।
দেখি দাঁড়াইয়া আছে শ্রীশচীনন্দনে ॥
শ্রীগৌরগোবিন্দরূপ ত্রিভুবন মোহে।
শ্রীকরে মুরলী মৃদু মৃদু কথা কহে ॥
কোটি-কাম-দর্প হরে তা' কটাক্ষশরে।
কার সাধ্য আছে ধৈর্য্য ধরে এ-সংসারে ॥
কি বলিব মুঞি মোরে করে আকর্ষণ।
সার্ব্বভৌম আছে মোর হৈল বাহ্যজ্ঞান ॥
নেত্র-কটাক্ষে বন্ধুরে ইঙ্গিত করিনু।
পুনঃ শ্যামরূপ দেখি' সেবিতা হইনু ॥
গোপাল বলয়ে ওগো দুঃখ পরিহর।
এই তব প্রাণগৌর গোপীনাথে সেবা কর ॥
যদি জীবে ডুবাইলে রস-পারাবারে।
পুনঃ না জরিহ এই মায়ান্ধ-সায়রে ॥
গদাই বলে ও গোপাল হ'লি কি পাগল।
সে-কায়া ত্যজি এ-ছায়া কোথায় রবে বল ॥
আমি না গেলে রে সে কি থাকিতে পারিবে।
আর এ-যুগে কি পুনঃ প্রকট হবে ॥
গোপাল বলে তবে জীবের দশা কি হইবে।
পূর্ব্বমত মায়া পুনঃ গলায় বাঁধিবে ॥
গদাই বলে আছে প্রভুর প্রেম-অবতার।
নরোত্তম-সহ বিশ্ব করিবে উদ্ধার ॥
প্রভু ভাসাইল কৃষ্ণ-নাম-প্রেম-রসে।
ইঁহ ডুবাইবে গৌর-ভাবসিন্ধু-রসে ॥
তোরাও করিবি বহু-জীবের উদ্ধার।
তোর গৌর-নাম-প্রেমে ভরিবে সংসার ॥
মধ্যে মধ্যে আসিবে রে আর পরিকর।
মোর,—গৌর-রস-বৃষ্টি-শূন্য না হবে সংসার ॥

গোপাল দেখে গদাই–অগ্রে শ্রীভাগবত
নেত্রজলে ভাসি' সব-বর্ণ হয় লুপ্ত ॥
তা' দেখি' গোপাল-প্রাণ করে টলমল।
গদাই আশ্বাসি' কত পুছে নেত্র-জল ॥
তার সুখ লাগি' পড়িতাম্ ভাগবত।
মোর চিত্তেন্দ্রিয়কায় তার রসে উনমত ॥
স্বপ্নেও যদি কেহ মোর গৌরচন্দ্র বলে।
সে আমার আমি তার শুন হে গোপালে ॥
মোর গৌরচন্দ্র-পদে বৈমুখী যে জন।
ভজুক সে রাধাকৃষ্ণ নহে প্রিয়তম ॥
নিতাই-চন্দ্রের পদে (যার) নাহিক বিশ্বাস।
ভজিলেও গৌরচন্দ্রে নহে তার দাস ॥
নিতাই-চন্দ্রের পদে যে জন বৈমুখী।
তার মুখ দর্শনে কোটি-প্রায়শ্চিত্ত লিখি ॥
শ্রীনিতাইএর তণ্ডুল রন্ধন গোপীনাথের ভোজন।
সেধে গৌর এসে ভুঞ্জে তা' কৈল বর্ণন ॥
যে ক'দিন আছি গোপাল থেকো মোর পাশে।
নিরন্তর ডুবাইও গৌর-সুধা-রসে ॥
তোর মুখে তার নাম বড়ই মধুর।
মোর,—গৌর-নাম মোর কর্ণে শুনাও প্রচুর ॥
যাবৎ গদাই-স্থিতি গোপাল রহে পাশে।
শ্রীগদাধরের কৃপা লভ্য অশেষ-বিশেষে ॥
প্রভু-ইচ্ছা-বশে গোপাল সব সহ্য কৈল।
গৌর-কৃপায় বলী হ'য়ে জগত তারিল ॥
লভিল সে ভুবনমোহন-রাধাকান্ত।
অন্য-লোক রহু দেখি' পাষণ্ড মূর্চ্ছিত ॥
গম্ভীরায় অধীশ্বর গৌর-কৃপা-বলে।
শিষ্য-উপশিষ্যগণে জগত ছাইলে ॥
অপ্রকটে,—মধ্যে মধ্যে গম্ভীরাতে দেখে শচীসুতে।
সিদ্ধদেহ আরোপিয়া সেবে রাধাকান্তে ॥

অশেষ তাহার গুণ কে করে বর্ণন।
কৃতার্থ হইবার আশে স্পর্শি এক কণ॥
এই মত নানালীলা কৈল নীলাচলে।
আসি' উপনীত হৈল তিরোভাবকালে॥
তাঁ'র ধ্যানচন্দ্র শিষ্য গুণের সাগর।
নাম শুনায়ে প্রভু-সেবা করে নিরন্তর॥
অপ্রকট হৈলা গোসাঞি গৌর গৌর ব'লে।
সবে ক্ষেত্রবাসী ভাসে শোকের সায়রে॥
সে ধাত্রী-নবমীতে সেই দেহে আইলা বৃন্দাবন।
বংশীবটে পাঁপড়ি-তরুমূলে করয়ে ভজন॥
ব্রজবাসী সেই দিনে দর্শন পাইল।
অত্যাশ্চর্য্য-কথা এই জগতে ব্যাপিল॥
বৃন্দাবনে সেই-দেহে ভজে ব্রজে মাতি'।
প্রেমকল্পতরু ব'লে এ বিশ্বে খেয়াতি॥
দয়া কর প্রভু ধ্যানচন্দ্রের ঈশ্বর।
তব রাধাকান্তদাসে ভক্তি দান কর॥"

আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম

আপনার কর্ম্ম দোষে—আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম
প্রেমধন না পাইলাম—আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম [মাতন]

সবে,—কোথা বা লুকালে

হা,—পরাণ-গৌরাঙ্গগণ তোমরা—সবে,—কোথা বা লুকালে

সবে,—একে একে কোথা লুকালে

আমাদের,—কাল-কলির কবলে ফে'লে—সবে,—একে একে কোথা লুকালে

প্রাণ,—গৌর ল'য়ে কোথা লুকালে

আমাদের,—কার কাছে রেখে গেলে

আমাদের আর,—দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই গো—আমাদের,—কার কাছে রেখে গেলে

আর,—কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা

——০ঃ০ঃ০——

অতঃপর ঃ—আহা,—"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর," ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ কীর্ত্তন

... ...

... ...

... ...

কিঞ্চিৎ বিশেষ ঃ—

"সে'না শেল রহিগেল চিতে ॥"

নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

ও সেই,—লীলা অদর্শন শেলে—নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়া

পাঁজর পুড়ে ঝাঁজর হ'ল

আর কারে বা দেখাব বল—পাঁজর পুড়ে ঝাঁজর হ'ল

হা,—"প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,

তোমরা কোথায় আছ,—ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।"

তোমরা,—কোথা বা আছ হে

ব্রজবনে তোমাদের নিত্য বসতি

ত্রিকাল-সত্য-লীলায় এই—ব্রজবনে তোমাদের নিত্য বসতি

তোমরা,—কোথায় বা আছ হে

প্রাণে প্রাণে ভোগ করিছ

নিত্য-লীলার আবরণে—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিছ

তোমরা,—কোথাও ত' যাও নাই

প্রভুর আজ্ঞা পালন করিছ

মধুর-বৃন্দাবনে আছ—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিছ

এক নিবেদন জেগেছে প্রাণে

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে—এক নিবেদন জেগেছে প্রাণে

'ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে'—

চিতচোর-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে

এক নিবেদন জেগেছে প্রাণে

ত্রিকাল-সত্য গৌর-লীলা

এই ত' আগমন-কাল

এই ত' আগত প্রায়

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আগমন-কাল—এই ত' আগত প্রায়

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আগমন-কাল

এই মধুর-বৃন্দাবনে—প্রাণ-গৌরাঙ্গের আগমন-কাল

এই ত' সমাগত প্রায়

বৃন্দাবনে আগমন-কাল

ঝারিখণ্ডে প্রেমে মাতায়ে—বৃন্দাবনে আগমন-কাল

'ঝারিখণ্ডে প্রেমে মাতায়ে'—

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা-পশু-পাখী—ঝারিখণ্ডে প্রেমে মাতায়ে

বৃন্দাবনে আগমন-কাল

এই ত' সমাগত প্রায়

এই আগত পৌর্ণমাসী

এসেছিলেন প্রাণ-গৌরহরি

বিরহ আবেশে—এসেছিলেন প্রাণ-গৌরহরি

প্রাণ-কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে—এসেছিলেন প্রাণ-গৌরহরি

আপন-মনোরথ পূরাইতে—এসেছিলেন প্রাণ-গৌরহরি

এই ত' সমাগত প্রায়

এক নিবেদন শ্রীচরণে

যদি,—নিজগুণে এনেছ টেনে

কৃপারজ্জু গলায় বেঁধে—যদি,—নিজগুণে এনেছ টেনে

'কৃপারজ্জু গলায় বেঁধে'—

বহুদিন পরে—কৃপারজ্জু গলায় বেঁধে

যদি,—নিজ-গুণে এনেছ টেনে

একবার দেখাবে কি

প্রাণ-গৌরাঙ্গের ব্রজবিহার—একবার দেখাবে কি

দে'খ্‌ব আমরা নয়ন-ভরি'

ভাই ভাই ভাই মিলে—দে'খ্‌ব আমরা নয়ন-ভরি'
শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে—দে'খ্‌ব আমরা নয়ন-ভরি'
বিরহিণী গৌর-কিশোরী—দে'খ্‌ব আমরা নয়ন-ভরি'
'বিরহিণী গৌর-কিশোরী'—
বলভদ্র-কৃষ্ণদাস-সঙ্গে—বিরহিণী গৌর-কিশোরী

দে'খ্‌ব আমরা নয়ন-ভরি'
একবার দেখাইও

হা প্রভু রূপ সনাতন—একবার দেখাইও

যদি,—নিজ-গুণে এনেছ টেনে

সম্পূর্ণ অযোগ্য জেনেও—যদি,—নিজ-গুণে এনেছ টেনে

একবার ভোগ করিতে দিও

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে—একবার ভোগ করিতে দিও
এই ব্রজবনে গৌরাঙ্গ-বিহার—একবার ভোগ করিতে দিও
বার বার আসি' কেঁদে ফিরে যাই—একবার ভোগ করিতে দিও

কৃপা ক'রে আন আকর্ষণ ক'রে
আমরা,—কত না খুঁজেছি

আমরা,—ভাই ভাই মিলে এই ব্রজবনে—আমরা,—কত না খুঁজেছি

কত না ডেকেছি

তোমাদের বসতি-স্থানে গিয়ে—কত না ডেকেছি
কোথায় ওহে সনাতন ব'লে—কত না ডেকেছি
কোথায় আছ রূপ-সনাতন ব'লে—কত না ডেকেছি
কোথায় আছ,—ভট্টযুগ শ্রীজীব-গোসাঞি ব'লে—কত না ডেকেছি
কোথায় আছ,—রঘুনাথ ভূগর্ভ লোকনাথ ব'লে—কত না ডেকেছি

ডেকে ডেকে পাই নাই সাড়া
তখন,—মনে মনে অনুমান ক'রেছি
বুঝি,—সবাই মিলে গিয়েছ তোমরা

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে—বুঝি,—সবাই মিলে গিয়েছ তোমরা
দাস-গোস্বামীর কাছে—বুঝি,—সবাই মিলে গিয়েছ তোমরা
ইষ্টগোষ্ঠী কর্‌বার তরে—বুঝি,—সবাই মিলে গিয়েছ তোমরা

গিয়েছি আমরা শ্রীকুণ্ড-তীরে
কেঁদে কেঁদে কত ডেকেছি
এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর

দাস-গোসাঞি কোথায় আছ—এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর [মাতন]

কোথা বা লুকায়ে আছ

প্রাণে প্রাণে ভোগ করিছ—কোথা বা লুকায়ে আছ

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌ছ

পরস্পর গলা ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌ছ
আর কি দে'খ্‌তে পা'ব ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌ছ

আর কি দেখা দিবে না

আমার,—চিতচোর গৌরাঙ্গ-সোণা—আর কি দেখা দিবে না [মাতন]

কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ

পরস্পর গলা ধ'রে—কোথা ব'সে কাঁদ্‌ছ
সোণার-গৌরাঙ্গ-প্রভু ব'লে—কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ

দাস-গোসাঞি কোথা তুমি

এই ত' তোমার বসতিভূমি—দাস-গোসাঞি কোথা তুমি
এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর—দাস-গোসাঞি কোথা তুমি

কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ

গিরীধারী বুকে ধ'রে—কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ
কবিরাজের গলা ধ'রে—কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ
'কবিরাজের গলা ধরে'—
গিরিধারী বুকে ধ'রে—কবিরাজের গলা ধ'রে

কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ

এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর—কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ [মাতন]

গৌরাঙ্গের,—নীলাচল-কথা কইতে কইতে— কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ

বল বল কবিরাজ

আর কি আমি দে'খ্‌তে পা'ব

[মাতন]

চিতচোর প্রাণ-গৌর—আর কি আমি দে'খ্‌তে পা'ব

আমরা,—কেঁদে কেঁদে ফিরে এসেছি

কেউ ত' দেখা পাই নাই—আমরা,—কেঁদে কেঁদে ফিরে এসেছি

যদি এনেছ কৃপা ক'রে

একবার দেখা দাও

এসেছি আমরা ব্রজপুরে

বড়-আশা বুকে ধ'রে—এসেছি আমরা ব্রজপুরে

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে

প্রাণের প্রাণ-শ্রীগৌরাঙ্গের—ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে

এসেছি আমরা ব্রজবনে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে—এসেছি আমরা ব্রজবনে

'বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে'—

ব্রজবনে গৌরাঙ্গ-বিহার—বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

দুঃখের কথা কারে বা ব'ল্‌ব

সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

হায় রে,—"এ সকল প্রভু মেলি, যে সব করিলা কেলি,

হায়,—বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ ॥"

আছে বটে সে সব স্মৃতি

কেবল,—দে'খ্‌তে পাই নাই সেই প্রেমের মূরতি—আছে বটে সে সব স্মৃতি

এবে,—"সবে হৈলা অদর্শন,"

ভাই রে,—আমাদের দুর্ভাগ্যদোষে—এবে,—"সবে হৈলা অদর্শন,"

তোমরা,—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

যাও নাই কোথাও—তোমরা,—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

'যাও নাই কোথাও'—

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—যাও নাই কোথাও

খেলা,—দে'খ্‌তেও কি কিছু দোষ আছে

আমরা,—নাই বা হ'লাম খেলার সাথী—খেলা,—দেখ্‌তেও কি কিছু

দোষ আছে

হায় হায়,—কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা

এবে,—"সবে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,

অন্ধ ভেল সবাকার আঁখি।"

... ...

... ...

... ...

ও,—"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ,"

আমার মুখ কেউ দেখ' না

আমি,—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী—আমার,—মুখ কেউ দেখ' না

"আছি যেন মরা পশু-পাখী ॥"

মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে

দেখিতে মানুষের আকার বটে—কিন্তু,—মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে

মানুষ হ'লে ভালবাসা থা'কৃত

একতিল কি প্রাণ থা'কৃত

সে সুখে বঞ্চিত হ'য়ে—একতিল কি প্রাণ থা'কৃত

সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে—একতিল কি প্রাণ থা'ক্‌ত

'সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে'—

পরমকরুণ-শ্রীগুরুগণের—সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে

এই মধুর-ব্রজবনে—সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে

একতিল কি প্রাণ থাক্‌ত

পিছে পিছে প্রাণ যে'ত চ'লে

... ...

... ...

প্রাণভ'রে গাও রে

শ্রীগুরুচরণ হৃ'দে ধ'রে—প্রাণভ'রে গাও রে
মিলে,—ভাই ভাই এক-প্রাণে—প্রাণভ'রে গাও রে

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

বল জয় গোপাল-গুরু

[মাতন]

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-কল্পতরু—বল জয় গোপাল-গুরু

গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

—::০::—

শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সূচক-কীর্ত্তন

(অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথি)

——(*)——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

——(*)——

"নিত্যানন্দ-লীলাধাম, এই,—সুখময় সপ্তগ্রাম,
মহাতীর্থ ত্রিবেণীর তীরে।"

এই,—সুখময় সপ্তগ্রাম

প্রভু-নিত্যানন্দের লীলাধাম—এই,—সুখময় সপ্তগ্রাম
আনন্দের নিত্যধাম—এই,—সুখময় সপ্তগ্রাম
"মহাতীর্থ ত্রিবেণীর তীরে।"

সেই ত' ত্রিবেণী তীর্থ

যাঁহা,—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত—সেই ত' ত্রিবেণী তীর্থ
"শ্রীযমুনা শ্রীভাগীরথী, স্রোতস্বতী শ্রীসরস্বতী,
বহে যাঁহা মিলিত ত্রিধারে ॥"

যেন,—বিহরিছে রূপান্তরে

তারুণ্য-কারুণ্য-লাবণ্যামৃতধারা—যেন,—বিহরিছে রূপান্তরে
যমুনা ভাগীরথী সরস্বতী —যেন,—বিহরিছে রূপান্তরে
লীলার অনুকূল হ'য়ে—যেন,—বিহরিছে রূপান্তরে
"বহে যাঁহা মিলিত ত্রিধারে ॥"

যেন,—তিন নাম ধ'রে বিহরে

মহাভাব-প্রেম-রস—যেন,—তিন নাম ধ'রে বিহরে
বিলাসীকে সুখ দিবার তরে—যেন,—তিন নাম ধ'রে বিহরে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রস —যেন,—তিন নাম ধ'রে বিহরে
মহাভাব-প্রেম-রস-ঘনাকৃতি —যেন,—তিন নাম ধ'রে বিহরে

"বহে যাঁহা মিলিত ত্রিধারে ॥
যাঁহা সপ্তঋষিবর, করি' তপ সুদুশ্চর,
আরাধিয়া গোবিন্দ-চরণ।
বসি' ত্রিবেণীর তটে, হরি স্মরি' অকপটে,
সিদ্ধি পাইলা প্রেম মহাধন ॥
সেই সপ্তগ্রাম পুরে, সুবর্ণ-বণিক-ঘরে,
ব্রজের সেই সুবাহু-গোপাল।
উদ্ধারিতে ত্রিভুবন, নাম ধরি' উদ্ধারণ,
প্রকটিল ভকত-ভূপাল ॥"

এবে উদ্ধারণ নাম ধরে

ব্রজের সুবাহু-গোপাল যে—এবে উদ্ধারণ নাম ধরে
ত্রিভুবন উদ্ধারিতে—এবে উদ্ধারণ নাম ধরে

না হ'বে বা কেন রে

উদ্ধারণ-দ্বারে ত্রিভুবন উদ্ধার—না হ'বে বা কেন রে

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

ত্রিভুবনের কিবা কথা—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে
প্রতি নিতাই-কিঙ্করে—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে [মাতন]

"পিতা যাঁর সদাশয়, শ্রীকর দত্ত মহাশয়,
মাতা ভদ্রাবতী সর্ব্বোত্তমা।
ব্রজের গোপাল যাঁর, পুত্ররূপে পরচার,
কে কহিবে তাঁর ভাগ্যসীমা ॥"

প্রাণ-ভ'রে জয় দাও

ঠাকুর,—উদ্ধারণের পিতামাতার—প্রাণ-ভ'রে জয় দাও
শ্রীকরদত্ত-ভদ্রাবতীর—প্রাণ-ভ'রে জয় দাও } [মাতন]

"আশৈশব সর্ব্বকালে, হরি বলি' আঁখিজলে,
ভাসে নিশিদিশি উদ্ধারণ।

কোথা কৃষ্ণ-রাম বলি,"

ব্রজের সুবাহু-গোপাল-স্বভাবে

"কোথা কৃষ্ণ-রাম বলি, কাঁদে সদা ফুলি ফুলি,
অদর্শনে মন উচাটন ॥"

কোথা গেলে প্রাণের ভাই

সুবাহু-স্বভাবে ডাকে সদাই—কোথা গেলে প্রাণের ভাই
আরে আমার রাম-কানাই—কোথা গেলে প্রাণের ভাই } [মাতন]

"ব্রজের বলাই শ্রীগোবিন্দ, হইল নিতাই গৌরাঙ্গ,
কলিজীবে কৃতার্থ কারণ।"

শ্রী,—বলরাম নিত্যানন্দ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—শ্রী,—বলরাম নিত্যানন্দ

"নবদ্বীপে অবতরি,"

ব্রজের নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

মধুর-নদীয়ারূপে প্রকট—ব্রজের নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

"নবদ্বীপে অবতরি, প্রেম দিলা বিশ্বভরি,'
সঙ্গে সব নিজ-ব্রজজন ॥
যত গোপ গোপীগণ, তাঁরা—এবে মহান্তেরগণ,
প্রেম-বিতরণ-লীলাকালে।
যে দ্বাদশ গোপাল, সখ্য-প্রেমে মাতোয়াল,
জনমিলা শ্রীগৌড়মণ্ডলে ॥"

মধুর রস আস্বাদিবে ব'লে

প্রেম-পুরুষোত্তম লীলায়—মধুর রস আস্বাদিবে ব'লে

"সুবাহু শ্রীউদ্ধারণ, তাঁর,—অধম উদ্ধারে পণ,
সপ্তগ্রামে সতত নিবাস।
বণিক-কুল-পাবন, নিত্যানন্দ-প্রাণধন,"

বণিক-কুল-পাবন

আমার ঠাকুর-উদ্ধারণ—বণিক-কুল-পাবন
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রাণধন—বণিক-কুল-পাবন

"অদর্শনে করে হা হুতাশ ॥"

অদর্শনে হা-হুতাশ করে

ব্রজের,—কানাই-বলাই-ধনের—অদর্শনে হা-হুতাশ করে

উদ্ধারণ সুবাহু-স্বভাবে—অদর্শনে হা-হুতাশ করে

"শ্রীগৌরাঙ্গ-নিতাই-সনে, নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তনে,
প্রেম-বন্যায় জগত ভাসায়।
পারিষদ-প্রিয়জনে, আকর্ষিলা প্রাণে প্রাণে,
নিজগণ যতেক যথায় ॥
প্রেমসিন্ধু-আকর্ষণে, ভক্ত-নদনদীগণে,
প্রেমোচ্ছাসে ধাইয়া মিলিল।
মহানদ উদ্ধারণ, তাতে,—প্রেম-উর্ম্মি অগণন,
সেও,—গৌরলীলার্ণবে ঝাঁপ দিল ॥
নিতাই-তরঙ্গ-সনে, নাচে প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনে,
উচ্ছাসেতে অবনী ভাসিল।
ভক্ত-হংস সে সাগরে, কেউ বা ডুবে কেউ সাঁতারে,
প্রেমানন্দ-পাথার ছুটিল ॥
নবদ্বীপ পরিহরি,' কাঙ্গাল সাজি' গৌরহরি,
নীলাচলে যবে বাস কৈলা।
নিতাই গদাই উদ্ধারণ, অভিরাম-আদিগণ,
সে লীলার নিত্য সাথী হৈলা ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা, গৌড়দেশে পাঠাইলা,
অবিচারে প্রেম বিলাইতে।
অভিরাম গদাধর, উদ্ধারণ পুরন্দর,
প্রিয়জন দিলা তাঁর সাথে ॥"

কেঁদে ব'ল্লেন নিতাই-এর হাতে ধরি'

নিরজনে প্রেমসিন্ধু গৌরহরি—কেঁদে ব'ল্লেন নিতাই-এর হাতে ধরি'

নিভৃত-গম্ভীরায় বসি'—কেঁদে ব'ল্লেন নিতাই-এর হাতে ধরি'

যাও নিতাই ত্বরা করি'

নাম-প্রেম দাও বিশ্ব ভরি'—যাও নিতাই ত্বরা করি' [মাতন]

যেন,—কা'কেও বঞ্চিত ক'র়ো না

আমার,—কলিজীব বড়ই দুঃখী—যেন,—কা'কেও বঞ্চিত ক'র়ো না

জগৎ মাতাও গিয়া

অবিচারে নাম-প্রেম দিয়া—জগৎ মাতাও গিয়া

আমার,—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ কর

নাম-প্রেম দিয়ে বিশ্ব ভর—আমার,—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ কর [মাতন]

আমার এ নাম,—সার্থক হবে তোমা হ'তে

আমার,—যতেক কার্য্য তোমা-দ্বারে—আমার এ নাম,—সার্থক হবে তোমা হ'তে

আনন্দ আর ধরে না

স্বভাব-করুণ নিতাই-চাঁদের—আনন্দ আর ধরে না

সহজেই জীবের দুঃখে দুঃখী

তা'তে,—পেলেন আবার গৌর-আজ্ঞা

অবিচারে নাম-প্রেম বিলাতে—তা'তে,—পেলেন আবার গৌর-আজ্ঞা

আনন্দে আজ্ঞা শিরে ধরি'

"আসি' পানীহাটী-গ্রামে, শ্রীরাঘব-ভবনে,
গণ-সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
গৌর-আজ্ঞা শিরে ধরি', আরম্ভিলা জগভরি,'
অযাচিত দান প্রেমানন্দ॥"

প্রথম নাম-প্রেম-প্রচার

পুণ্যভূমি-পানীহাটীতে—প্রথম নাম-প্রেম-প্রচার

গৌর-আজ্ঞায় নিতাইচাঁদের—প্রথম নাম-প্রেম-প্রচার

"সঙ্গে সহচরগণ, অলৌকিক আচরণ,
সবে মত্ত ব্রজের গোপাল।"

আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

আমার প্রভু নিত্যানন্দ—আপনি যেমন সঙ্গী তেমন

"নয়নে হেরয়ে যারে, প্রেম বিলায় অবিচারে,
পাত্রাপাত্র নাহি কালাকাল॥"

পানীহাটীতে মধুর বিহার
আমার প্রভু-নিত্যানন্দের—পানীহাটীতে মধুর বিহার

তিন-মাস কৈলা স্থিতি
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দে—তিন-মাস কৈলা স্থিতি

দাস-রঘুনাথে কৈলা কৃপাদণ্ড
চিঁড়া-দধি-মহোৎসব-ছলে—দাস-রঘুনাথে কৈলা কৃপাদণ্ড

স্থাবর-জঙ্গমে মাতাইলা
শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম-প্রেমে—স্থাবর-জঙ্গমে মাতাইলা

ফুটাইলা কদম্বের ফুল
জাম্বিরের গাছে নিতাই—ফুটাইলা কদম্বের ফুল
রাঘব-পণ্ডিতের ঘরে—ফুটাইলা কদম্বের ফুল

সেই কথা কৈলা সত্য
আমি থাকি সেই-খানে
শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি—আমি থাকি সেই-খানে
আমার,—নিতাই নাচে যেই-খানে—আমি থাকি সেই-খানে

এই কথা কৈল সত্য
জানাইলা গৌর-আগমনে
নিতাই-সুন্দর ইঙ্গিতেতে—জানাইলা গৌর-আগমনে
দ্রোণ-পুষ্পের গন্ধ-ছলে—জানাইলা গৌর-আগমনে

প্রাণগৌর এসেছেন নীলাচল হ'তে
নিতাই,—জানাইলেন নিজগণে—প্রাণগৌর এসেছেন নীলাচল হ'তে
তোমাদের কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হ'য়ে—প্রাণগৌর এসেছেন নীলাচল হ'তে

তাঁর গলে দ্রোণ-ফুলের মালা
তাই গন্ধ পেয়েছ তোমরা—তাঁর গলে দ্রোণ-ফুলের মালা

পানীহাটীতে নিগূঢ়-বিহার
অতিগূঢ়-নিত্যানন্দের—পানীহাটীতে নিগূঢ়-বিহার

পানীহাটী হ'তে নিতাই-সুন্দর

আইলেন, —দাস-গদাধরের ঘরে—পানীহাটী হ'তে নিতাই-সুন্দর

করিলেন নিগূঢ়-বিহার

এঁড়িয়াদহ-গ্রামে—করিলেন নিগূঢ়-বিহার

এঁড়িয়াদহে দাস-গদাধর-সনে—করিলেন নিগূঢ়-বিহার

দান-লীলা কৈলেন নিতাই

দাস-গদাধরের গোপীভাব দেখি'—দান-লীলা কৈলেন নিতাই

দাস-গদাধর-গৃহ হ'তে

আইলেন প্রভু খড়দহে

"গিয়া খড়দহ-গ্রামে, শ্রীপুরন্দর-ভবনে,
প্রেম প্রকাশয়ে নিরন্তর।
প্রেম-সুখে মত্ত করি' আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী,
বিহরয়ে নিতাই-সুন্দর ॥"

বিহরে আমার নিতাই-সুন্দর

এই সুরধুনীর তীরে তীরে—বিহরে আমার নিতাই-সুন্দর

প্রেম-ভাবোদ্দাম-সঙ্গী ল'য়ে—বিহরে আমার নিতাই-সুন্দর

প্রাণগৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—বিহরে আমার নিতাই-সুন্দর

অবিচারে নাম-প্রেম বিলায়

গৌর-প্রেমে মাতা নিত্যানন্দ-রায়—অবিচারে নাম-প্রেম বিলায়

এইরূপে বিহার ক'র্তে ক'র্তে

এই গঙ্গা-তীর দিয়া—এইরূপে বিহার ক'র্তে ক'র্তে

আইলেন নিতাই সপ্তগ্রামে—এইরূপে বিহার ক'র্তে ক'র্তে

এই সেই পুণ্যভূমি সপ্তগ্রাম

নিতাই-সুন্দরের বিশিষ্ট-বিহার-স্থান—এই সেই পুণ্যভূমি সপ্তগ্রাম

[মাতন]

"আসি এই সপ্তগ্রাম-পুরে, এই উদ্ধারণ-ঘরে,
প্রেম-সুখে সতত বিহরে।"

এই ত' উদ্ধারণের ঘর

নিত্যানন্দের বিলাসের ঘর—এই ত' উদ্ধারণের ঘর

প্রেম-সুখে নিতাই বিহরে

এই,—সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ-ঘরে—প্রেম-সুখে নিতাই বিহরে

"প্রেমে গর গর মন, সেবা করে উদ্ধারণ,
কত প্রেম-পরিপাটী করে ॥"

গৌর-প্রেমের মূরতির সেবা করে

ঠাকুর-উদ্ধারণ প্রেম-ভরে —গৌর-প্রেমের মূরতির সেবা করে

"নিত্যানন্দ-জীবন, ঠাকুর-শ্রীউদ্ধারণ,
অনুক্ষণ আজ্ঞার কিঙ্কর।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের, পাইলা সেবা-অধিকার,
ভাগ্যবন্ত কে বা সম তার ॥"

ঠাকুর,—উদ্ধারণ কত ভাগ্য ধরে

গৌর-সেবা-বিগ্রহের সেবা ক'রে—ঠাকুর,—উদ্ধারণ কত ভাগ্য ধরে

"সদা কায়-বাক্য-মনে, সেবয়ে নিতাই-ধনে,
হৃ'দে ধরি' সে রাঙ্গা-চরণ।
অকৈতবে উদ্ধারণ, নিত্যানন্দ-স্মরণ,
সে যে,—জন্মে জন্মে নিত্যানন্দগণ ॥
নিত্যানন্দ প্রাণেশ্বর, নিত্য তাঁর কিঙ্কর,
উদ্ধারণ আপনারে মানে।"

গরব ক'রে বলে রে

নিতাই আমার প্রাণেশ্বর—গরব ক'রে বলে রে
'নিতাই আমার প্রাণেশ্বর'—
আমি তাঁর নিত্য-কিঙ্কর—নিতাই আমার প্রাণেশ্বর [মাতন]

গরব ক'রে বলে রে

আমার কুলের দেবা নিতাই

শ্রীমুখে ব'লেছেন চৈতন্য-গোসাঞি—আমার কুলের দেবা নিতাই [মাতন]

"সদা স্বপ্ন জাগরণে, নিতাই বিনা নাহি জানে,
মত্ত সদা নিতাই-গুণ গানে ॥
যতেক বণিকগণ, উদ্ধারিলা উদ্ধারণ,
নিত্যানন্দ-ধন দিয়া দান।"

বণিকগণে কৈলা তারণ

বণিক-কুল-পাবন উদ্ধারণ—বণিকগণে কৈলা তারণ [মাতন]
ভজাইয়া নিতাই-চরণ—বণিকগণে কৈলা তারণ [মাতন]

বণিক-কুলে জন্মেছ যারা

ঠাকুর,—উদ্ধারণের স্মরণ লও—বণিক-কুলে জন্মেছ যারা
'ঠাকুর,—উদ্ধারণের স্মরণ লও'—
নিতাই বলে ধনী হও—ঠাকুর,—উদ্ধারণের স্মরণ লও [মাতন]

প্রাণভ'রে বল সবাই

জয় ঠাকুর উদ্ধারণ—প্রাণভ'রে বল সবাই [মাতন]
'জয় ঠাকুর উদ্ধারণ'—
বণিক-কুল-পাবন—জয় ঠাকুর উদ্ধারণ [মাতন]

"যত সপ্তগ্রাম-বাসী, প্রেমানন্দে যায় ভাসি,'
করে গৌর-কৃষ্ণ-গুণ গান ॥
বণিক তারণ-তরে, নিত্যানন্দ অবতরে,
বণিকেরে প্রেমভক্তি দিলা।
সবে আত্মসাৎ করি, দয়াল নিতাই-হরি,
বণিক-কুল কৃতার্থ করিলা ॥
এই,—সর্ব্ব-সপ্তগ্রাম-পুরে, বণিকের ঘরে ঘরে,
নিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে।"

প্রভু নিতাই বিহরে

এই সপ্তগ্রামে প্রতি-বণিক-ঘরে—প্রভু নিতাই বিহরে

"যতেক বণিকগণ, নিত্যানন্দ-শ্রীচরণ,
সর্ব্বভাবে সমাশ্রয় করে ॥"

ভাবাবেশে গান করে

সপ্ত গ্রামবাসী বণিকগণ—ভাবাবেশে গান করে
নিতাইচাঁদের কৃপা পেয়ে—ভাবাবেশে গান করে
উদ্ধারণের চরণ হৃ'দে ধ'রে—ভাবাবেশে গান করে

"নিতাই কুলের দেবা,"

আমার,—কুল-দেবতা নিতাই রে

বণিককুলে বলে গরব ক'রে—আমার,—কুল-দেবতা নিতাই রে

"নিতাই কুলের দেবা, গুণ গাই করি সেবা,
নিতাই বিনে নাহি জানি আন রে।"

এই ত' নিতাই-সেবার উপাদান

নিরন্তর গৌর-গুণ গান—এই ত' নিতাই-সেবার উপাদান

"সাধন-ভজন যত, আছয়ে অনেক মত,
মুঁই সে মূরখ অগেয়ান ॥"

কিছুই ত' জানি না

সাধন ভজন কারে বলে—কিছুই ত' জানি না

সাধন ভজন জানি না

আমি মূর্খ অজ্ঞান—সাধন ভজন জানি না
জানি কেবল নিতাই-সোণা—সাধন ভজন জানি না

জা'ন্‌তে হয় তো এই জানি

"জানি মুঁই নিত্যানন্দ রায়।"

জা'ন্‌তে হয় তো নিতাই জানি

সাধন-ভজন আর কিছুই না জানি—জা'ন্‌তে হয় তো নিতাই জানি

ব'ল্লে কেউ ব'ল্‌তে পারে

কেন এত গৌরব তোমাদের—ব'ল্লে কেউ ব'ল্‌তে পারে
সাধন-ভজন জান না তা'তে—ব'ল্লে কেউ ব'ল্‌তে পারে

গরবের কথা বলি ভাই রে

আবেশে বণিক-কুল বলে—গরবের কথা বলি ভাই রে

"বণিক-কুলের নাথ, শ্রীচৈতন্য-মুখের বাত,"

নিতাই মোদের কুলের দেবা

শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীমুখের কথা—নিতাই মোদের কুলের দেবা
এ গরব কি যায় গো রাখা—নিতাই মোদের কুলের দেবা

"জানিয়া পড়িনু পহুঁ-পায়॥"

অন্য উপায় নাই জে'নে

বণিক-কুলের নিতাইবিনে—অন্য উপায় নাই জে'নে

"একথা অন্যথা নবে, অবশ্য করুণা হবে,
যদি হই বণিকের সুত।"

অবশ্য নিতাই-করুণা হবে

যদি,—জন্মে থাকি বণিক-কুলে—অবশ্য নিতাই-করুণা হবে
যদি জন্মে কোন না থাকে—অবশ্য নিতাই-করুণা হবে

নিতাই ধ'রে আ'নবে কেশে

বলবান্,—কুলের দেবা নিতাই যাদের—নিতাই ধ'রে আ'নবে কেশে
যদিও,—যাই কোথায় দুর্দ্দৈব বশে—নিতাই ধ'রে আ'নবে কেশে
তাঁর নিজ-পদ-পাশে—নিতাই ধ'রে আ'নবে কেশে [মাতন]

নিতাই-কৃপা পাব নিশ্চিত

যদি হই বণিকের সুত—নিতাই-কৃপা পাব নিশ্চিত

আ'মরি কি গরবের কথা
গরব ক'রে বল দেখি ভাই

বণিককুলে জন্মেছ যারা—গরব ক'রে বল দেখি ভাই
আমাদের কুলের দেবা নিতাই—গরব ক'রে বল দেখি ভাই [মাতন]

নিশ্চয় গৌর-কৃপা হবে

বণিক-কুলে জন্ম মোদের—নিশ্চয় গৌর-কৃপা হবে

এ-কথা,—বল ভাই গরব ক'রে

এসেছি ঐ,—গরব-মাখা-কথা শু'নতে—এ-কথা,—বল ভাই গরব ক'রে

ঐ,—গরব-মাখান-কথা শু'নে

সাধ হয় আমাদের প্রাণে প্রাণে—ঐ,—গরব-মাখান-কথা শু'নে

যদি,—বণিক-কুলে জন্ম পেতাম্

গরব ক'রে ব'লে বেড়াতাম্—যদি,—বণিক-কুলে জন্ম পেতাম্

গরব ক'রে ব'লে বেড়াতাম্

আমাদের কুলের দেবা নিতাই—গরব ক'রে ব'লে বেড়াতাম্

কতদিনে সেই দিন হবে

জনম পাব বণিক-কুলে—কতদিনে সেই দিন হবে

ব'লে বেড়াব গরব ক'রে

নিতাই কুলের দেবা ব'লে—ব'লে বেড়াব গরব ক'রে [মাতন]

"দেখিতে নিতাইচাঁদে, তবে কেন প্রাণ কাঁদে,
বলিতে ঠাকুর অবধূত ॥"

কেন প্রাণ কেঁদে উঠে

নাম শুনিলে দে'খ্‌বার লাগি'—কেন প্রাণ কেঁদে উঠে

যদি,—প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধ না থাকে—কেন প্রাণ কেঁদে উঠে

যদি,—চির-সম্বন্ধ না থাকে—কেন প্রাণ কেঁদে উঠে

'যদি,—চির-সম্বন্ধ না থাকে'—

ঠাকুর-অবধূত-সনে—যদি,—চির-সম্বন্ধ না থাকে

কেন প্রাণ কেঁদে উঠে

ব্যাকুল হ'য়ে বলে রে

এ ত' অতি-সত্য-কথা

নিতাই বণিক-কুলের দেবা

সপ্তগ্রামবাসী বণিক-কুল—নিতাই বণিক-কুলের দেবা

"বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ, ধন হে নিতাইচাঁদ,
করুণা করহ এইবার।
দিয়েছি চরণে ভার,"

ভার দিয়েছি ঐ চরণে

তুমি কুলের দেবা জে'নে—ভার দিয়েছি ঐ চরণে

শ্রীচৈতন্য-মুখের কথা শু'নে—ভার দিয়েছি ঐ চরণে
ভজি না আর কিছু তোমা বিনে—ভার দিয়েছি ঐ চরণে } [মাতন]

"দিয়েছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
এ দাস বল্লভ কহে সার ॥"

ভার দিয়ে খালাস হ'লাম্

তুমি একমাত্র গতি মোদের—ভার দিয়ে খালাস হ'লাম্
যাতে সুখ হয় তাই কর—ভার দিয়ে খালাস হ'লাম্

"যতেক বণিকগণ, নিত্যানন্দ-শ্রীচরণ,
সর্ব্বভাবে সমাশ্রয় করে ॥
বণিকের কৃষ্ণভজন, দেখি' কত জগজন,
সবে চমৎকার পায় মনে।
নিত্যানন্দ-কৃপা-গুণে, ধনী বণিক প্রেমধনে,
অধম-মূর্খ করিলা তারণে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ভয়, জীব-ধর্ম্ম পাইল লয়,
রাত্রি দিন ভেদ জ্ঞান গেল।
সদা হরি-সঙ্কীর্ত্তনে, সর্ব্বদিকে অনুক্ষণে,
স্থাবর জঙ্গম মত্ত হৈল ॥"

স্থাবর জঙ্গম প্রেমে মাতায়

সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ-রায়—স্থাবর জঙ্গম প্রেমে মাতায়

"সদা প্রেমাবেশময়, প্রভু নিত্যানন্দ-রায়,
কে বিহ্বল না হয় তা' হেরি'।
অন্যের আছুক দায়, যখন লোটায় পায়,
মুখে বলি' রাম কৃষ্ণ হরি ॥"

নিতাই-গুণে মা'ত্‌ল সকলে

ম্লেচ্ছ,—যবনাদি সপ্তগ্রামপুরে—নিতাই-গুণে মা'ত্‌ল সকলে

যবনেও নাচে গায়

নিতাইচাঁদের করুণায়—যবনেও নাচে গায়
গৌরহরি বোল ব'লে—যবনেও নাচে গায় } [মাতন]

সপ্তগ্রাম প্রেমে ভাসে

প্রেমের মূরতি নিতাই-কৃপাবশে—সপ্তগ্রাম প্রেমে ভাসে

"যবনের দু'নয়নে, প্রেমধারা দরশনে,
সুব্রাহ্মণ আপনা ধিক্কারে।
হেন নিতাই না ভজিয়া, পাষাণ সমান হিয়া,
তাপানলে সদা প্রাণ পুড়ে ॥"

তাপানলে ম'লাম্ পুড়ে

নিতাই না ভজন ক'রে—তাপানলে ম'লাম্ পুড়ে

"সপ্তগ্রামে অবিরত, কীর্ত্তন-বিহার যত,
শতবর্ষ নারি বর্ণিবারে।
পূরবে নদীয়াপুরে, যে হইল ঘরে ঘরে,
তাই পুনঃ সপ্তগ্রামপুরে ॥"

নবদ্বীপে যেমন গৌর-বিহার

সপ্তগ্রামে তেমনি নিতাইএর বিহার

এই,—সপ্তগ্রামে নিতাইএর বিহার তেমন

নদীয়ায় প্রাণ-গৌরের যেমন—এই,—সপ্তগ্রামে নিতাইএর বিহার তেমন

তাই এই,—"সপ্তগ্রামের রজঃকণা, হৃ'দে ধরি' নিতাই-সোণা,
পদস্পর্শে পরশ হইল।"

প্রাণে প্রাণে কর ধারণা

হৃ'দে ধরি' শ্রীগুরু-চরণ দু'খানা—প্রাণে প্রাণে কর ধারণা

যদি,—ভাগ্যবলে এ'লে সপ্তগ্রামে—প্রাণে প্রাণে কর ধারণা

পেয়েছে নিতাই-করুণা

সপ্তগ্রামের প্রতি রজঃকণা—পেয়েছে নিতাই-করুণা
নিতাই-এর,—অভয়-চরণ হৃ'দে ধ'রে—পেয়েছে নিতাই-করুণা [মাতন]

প্রেম পে'য়ে হইল পরশমণি

সপ্তগ্রামের প্রতিধূলি—প্রেম পে'য়ে হইল পরশমণি
হৃ'দে ধরি' নিতাই-গুণমণি—প্রেম পে'য়ে হইল পরশমণি [মাতন

ভাগ্যবতী সপ্তগ্রাম-ভূমি

হৃদয়ে ধ'রেছ তুমি

প্রাণ-গৌরাঙ্গ-বিলাসের ভূমি—হৃদয়ে ধ'রেছ তুমি

"নিতাই-প্রিয় উদ্ধারণ, অদভুত আচরণ,
একদিন নিতাই-আজ্ঞাতে।
অড়হর-ডালের কাঠি, রোপিলেন খুঁদি মাটি,
আপনার গৃহ-প্রাঙ্গণেতে ॥
অতি অপরূপ-কথা, তখনি মাধবী-লতা,
উপজিয়া অঙ্গণ ছাইল।
পত্রপুষ্প শোভাময়, ভ্রমর গুঞ্জরে তায়,
জগজন-মন মাতাইল ॥"

অপরূপ সৃজন রে

অড়হর,—ডালের কাঠি মাধবী হ'ল—অপরূপ সৃজন রে [মাতন]

অদ্যাপিও বিরাজিছে

এই সেই মাধবীলতা-কুঞ্জ—অদ্যাপিও বিরাজিছে
সেই লীলার সাক্ষীরূপেতে—অদ্যাপিও বিরাজিছে

মাধবীকুঞ্জ কর দরশন

নিতাইএর ভক্ত-বাৎসল্যের নিদর্শন—মাধবীকুঞ্জ কর দরশন [মাতন]

"বিরোধী ব্রাহ্মণগণ"

এই সপ্তগ্রামবাসী

"বিরোধী ব্রাহ্মণগণ, বুঝিলেন উদ্ধারণ,
সামান্য মানব মাত্র নয়।
নিত্যানন্দ-অন্ন-পাকে, তা'রই অধিকার থাকে,
হেন শক্তি যে জনের হয় ॥"

উদ্ধারণ সমান্য মানব নয়

নিত্যানন্দের,—রন্ধন-সেবা-অধিকার পায়—উদ্ধারণ সামান্য মানব নয়

"নিজ-গৃহ-সরোবরে, সুখে সন্তরণ করে,
নিত্যানন্দ-সনে উদ্ধারণ।
নিতাই-চরণ হইতে, নূপুর খসি' পড়ে তা'তে,
নূপুর-কুণ্ড হইল প্রচারণ ॥"

এই যে এখানে সাক্ষী দিছে

শ্রীনূপুর-কুণ্ড ব'লে—এই যে এখানে সাক্ষী দিছে

"প্রভু-নিত্যানন্দ-সাথে, উপনীত অম্বিকাতে,
সূর্য্যদাস-পণ্ডিতের ঘরে।
চৈতন্যের আজ্ঞায়, নিত্যানন্দ-লাগি' চায়,
বসুধা-জাহ্নবা-দুহিতারে ॥
শুনি' তথা ব্রাহ্মণ, জিজ্ঞাসেন একজন,
শ্রীপাদের কিবা পরিচয়।
সঙ্গে নাহি ব্রাহ্মণ, নিতি নিতি রন্ধন,
স্বপাকে কি সর্ব্বদাই হয় ॥
শুনি' নিত্যানন্দ-রায়, কৌতুকে কহয়ে তায়,
কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ, করি পাক সমাপন,
অন্ন-ব্যঞ্জন রাখয়ে উতারি ॥
শুনি' সেই বিপ্র কয়, এই বৈষ্ণব কেবা হয়,
কি পরিচয় কোথায় বসতি।
প্রভু কহে উদ্ধারণ, সুবর্ণ-বণিক হন,
দত্ত খ্যাতি সপ্তগ্রামে স্থিতি ॥
শুনি' হাসি' বিপ্র কয়, এই অবধূত-রায়,
কিবা তার জাতির পরিপাটী।
উদ্ধারণ সোণার বেণে, রন্ধনেতে প্রতিদিনে,
যার ডালে সদা দেয় কাঠি ॥
পরিহাস করি' কয়, গৌরীদাস মহাশয়,
সুকুলীন-জামাতা পাইলা।
সমাজ-বিরোধী হেরি,' সূর্য্যদাস শঙ্কা করি',
নিত্যানন্দে কন্যা নাহি দিলা ॥
বিরহে বসুধা প্রাণ, করিলেন বিসর্জ্জন,"

আজকার নয় গো

নিত্য সম্বন্ধ আছে

প্রভু-নিত্যানন্দ-সনে—নিত্য সম্বন্ধ আছে

"বিরহে বসুধা প্রাণ, করিলেন বিসর্জ্জন,
দাহ লাগি' চিতায় চড়াইলা।
হেনকালে আচম্বিতে, উদ্ধারণ ল'য়ে সাথে,
প্রভু-নিতাই তথায় আইলা॥
হরিনাম-মন্ত্র দিলা, বসুধারে বাঁচাইলা,
দেখি,'—সূর্য্যদাস আনন্দে মগন।
বেদবিধি-বিধানেতে, মহা-সমারোহ-মতে,
বসুধা-জাহ্নবা কৈল দান॥"

ভাবাবেশে উদ্ধারণ গায়

আমার নিত্যানন্দ-রায়

বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ—আমার নিত্যানন্দ-রায় [মাতন]

"অনন্যে নিতাই গতি, উদ্ধারণ-গুণ-রীতি,
কার সাধ্য কহে তাঁর লীলা।
কন্যারূপে গঙ্গা যাঁ'রে, পিতা সম্বোধন করে,
শঙ্খ পরি' হস্ত দেখাইলা॥"

পিতা-সম্বোধন করে

ভাগিরথী উদ্ধারণে—পিতা-সম্বোধন করে [মাতন]

কি ব'লব উদ্ধারণের লীলা

"নৈহাটী নিকট গ্রাম, উদ্ধারণপুর নাম,
তথায় গঙ্গা উর্দ্ধে বাহু তুলি।
জগজনে জানাইলা, উদ্ধারণে খ্যাত কৈলা,
নিতাই-সখা-সূত্রে পিতা বলি॥"

উদ্ধারণ গুণের খনি

কি ব'লব গুণ কত বা জানি—উদ্ধারণ গুণের খনি

"বিনয়ী বিদ্বান ধনী, বদান্য দয়ার খনি,
বিষয়-বিরক্ত উদাসীন।
অকৈতব অকিঞ্চন, অখিল আপন-জন,
ভক্তি-ভরে তৃণাদপি দীন॥

সৎশাস্ত্র সদালাপে, সঙ্কীর্ত্তনে সদা যাপে,
আনন্দেতে দিবস-যামিনী।
রাই-কানু কণ্ঠহারা, গৌরাঙ্গ নয়ন-তারা,
যার,—প্রাণের প্রাণ নিতাই গুণমণি ॥
ভক্তগণ নিজ-জন, নবদ্বীপ নিকেতন,
নীলাচল বৃন্দাবন বাস।
গোবর্দ্ধনে গোচারণ, যমুনা পুলিন বন,
যথা নিতি ভোজন-বিলাস ॥
অনাস্বাদ্য অপূরণ, মনোরথ আস্বাদন,
সর্ব্ব-বাঞ্ছাসিদ্ধি সুখোল্লাস।
রাধাকৃষ্ণ একঅঙ্গ, অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ,
সঙ্গে সদা সঙ্কীর্ত্তন-রাস ॥
প্রভু-নিত্যানন্দ-সনে, প্রেম-ধর্ম্ম নিশিদিনে,
গৌর-গুণ-কীর্ত্তন নর্ত্তন।
গৌর-প্রেমে গরগর, ঝরে আঁখি ঝরঝর,
প্রেমানন্দ-সাগরে মজ্জন ॥
এই,—ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ, নিজ-গৃহে প্রেমরঙ্গ,
স্বহস্তে করয়ে সেবন।
নিত্য নিত্যানন্দ-ধনে, সেবা করে স-যতনে,
নিতাই-প্রেমে পরিপূর্ণ মন ॥
প্রভু-নিত্যানন্দ-সনে, সর্ব্ব তীর্থ পর্য্যটনে,
কত অতীর্থেরে তীর্থ কৈলা।”

সেই ভূমি তীর্থ হৈল

যে ভূমি,—নিতাই-পদরজঃ পে'ল—সেই ভূমি তীর্থ হৈল

“প্রেম-সুখে নিতাই-সনে, সখ্য-রস অস্বাদনে,
নিশিদিশি যাঁর প্রেমখেলা ॥
ভ্রমি' সর্ব্ব-বৃন্দাবন, বিরহে ব্যাকুল মন,
বংশীবটে হইলা অদর্শন।
পৌষ-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে, লুকাইলা আচম্বিতে,
শূন্য হইল অখিল-ভুবন ॥

ঠাকুর-শ্রীউদ্ধারণ, উদ্ধারিলা জগজন,
দিয়া নিত্যানন্দ-প্রেমধন।
দীন-দ্বিজ-দুরাচারে, কৃপা কর অবিচারে,
নিতাই-পদে বাঁধি দাও প্রাণ॥"

কোথা বা লুকালে

নিতাই-প্রিয় উদ্ধারণ—কোথা বা লুকালে

সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

দেখিতে ত' পাই নাই

তখন জনম হয় নাই—দেখিতে ত' পাই নাই

বিহরিলে এই সপ্তগ্রামপুরে

প্রভু-নিতাই সঙ্গে ক'রে—বিহরিলে এই সপ্তগ্রামপুরে
বণিকের ঘরে ঘরে—বিহরিলে এই সপ্তগ্রামপুরে
গৌর-নাম-প্রেম দান ক'রে—বিহরিলে এই সপ্তগ্রামপুরে [মাতন]

হয় নাই মোদের নয়ন-গোচর

আমাদের দুর্দ্দৈব-দোষে—হয় নাই মোদের নয়ন-গোচর
নিতাই-সনে সেই মধুর-বিহার—হয় নাই মোদের নয়ন-গোচর

নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়ায়

সেই লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'লছে হিয়ায়

শ্রীগুরুদেবের কথা সঙরি'

আজ,—এসেছি বড় আশা করি'

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াবার লাগি'—আজ,—এসেছি বড় আশা করি'

শ্রীমুখে ব'লেছেন শ্রীগুরুদেব

নিতাই-গৌর-লীলা ত্রিকাল-সত্য

তাঁর,—গণের খেলা তেমনি নিত্য—নিতাই-গৌর-লীলা ত্রিকাল-সত্য

সেই কথা বুকে ধ'রে

আজ,—এসেছি আশা ল'য়ে প্রাণে

ঠাকুর-উদ্ধারণ তোমার ঘরে—আজ,—এসেছি আশা ল'য়ে প্রাণে

শ্রীগুরু,—কৃপা-প্রেরণা আ'ন্‌লে টেনে—আজ,—এসেছি আশা ল'য়ে প্রাণে
ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে—আজ,—এসেছি আশা ল'য়ে প্রাণে

ঠাকুর-উদ্ধারণ কোথা তুমি
এই ত' তোমার বসতি-ভূমি—ঠাকুর-উদ্ধারণ কোথা তুমি

নিদর্শন এই যে প'ড়ে আছে
তোমা-সনে নিতাইচাঁদের প্রীতির—নিদর্শন এই যে প'ড়ে আছে
মাধবী-লতার কুঞ্জ—নিদর্শন এই যে প'ড়ে আছে

নূপুর-কুণ্ড সাক্ষী দিছে
নিতাইচাঁদের বিহার তোমার সনে—নূপুর-কুণ্ড সাক্ষী দিছে

অদ্যাপিও ক'রূছ খেলা
রঙ্গিয়া,—নিতাই-সনে শ্রীভূমিতে—অদ্যাপিও ক'রূছ খেলা

কোথা বা লুকায়ে আছ
এই,—মাধবী-কুঞ্জে নিতাই ল'য়ে—কোথা বা লুকায়ে আছ

কোথা,—গূঢ়রূপে বিহরিছ
ওহে ঠাকুর উদ্ধারণ—কোথা,—গূঢ়রূপে বিহরিছ
অতিগূঢ়-নিতাই-সনে—কোথা,—গূঢ়রূপে বিহরিছ

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে
নিতাইচাঁদের,—গূঢ়-লীলা তোমার ঘরে—বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

জগতে ত' সবাই জানে
সেবক থাকে না সেব্য বিনে—জগতে ত' সবাই জানে

কিন্তু কিবা ক'রবে
প্রত্যাখ্যান কৈলেন
প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ—প্রত্যাখান কৈলেন
জগদানন্দ-স্বরূপের সেবা—প্রত্যাখ্যান কৈলেন

কা'রো সেবা নিলেন না
নীলাচলে গৌরহরি—কা'রো সেবা নিলেন না

বলিলেন নিতাইচাঁদে

দু'টী,—হাতে ধ'রে কেঁদে কেঁদে—বলিলেন নিতাইচাঁদে

যাও নিতাই ত্বরা ক'রে

আমার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ ক'র্‌তে—যাও নিতাই ত্বরা ক'রে

'আমার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ ক'র্‌তে'—

নাম-প্রেম বিতরিয়ে—আমার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ ক'র্‌তে

যাও নিতাই ত্বরা ক'রে

মনো দুঃখে নিতাই কাঁদে

আমি,—কেমন ক'রে থা'ক্‌ব

এ-সব-সেবা আমারই ত'—আমি,—কেমন ক'রে থা'ক্‌ব

এদের দ্বারে ত' সামান্য সেবা

আমার ত' স্বভাব বটে

নিরন্তর বিশেষ-সেবা—আমার ত' স্বভাব বটে

আমি,—কেমন ক'রে থা'ক্‌ব

গৌর,—সেবা যদি না নিল—আমি,—কেমন ক'রে থা'ক্‌ব

সে সেজেছে আজ সন্ন্যাসী

যা'রে,—কত সাজে সাজিয়েছি—সে সেজেছে আজ সন্ন্যাসী

আমি তা কেমন ক'রে দেখি—সে সেজেছে আজ সন্ন্যাসী

থাকি বা কেমন ক'রে

নিরন্তর বিশেষ-সেবা ছেড়ে—থাকি বা কেমন ক'রে

এ'লেন নিতাই গৌড়-মণ্ডলে

গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—এ'লেন নিতাই গৌড়-মণ্ডলে

সদাই দুঃখী অন্তরে

সেব্য ছেড়ে আছে দূরে—সদাই দুঃখী অন্তরে

গৌরাঙ্গ-নাম উচ্চারয়ে

নিতাই আমার ভাবাবেশে—গৌরাঙ্গ-নাম উচ্চারয়ে

নাম-প্রেম প্রচার-কাজে—গৌরাঙ্গ-নাম উচ্চারয়ে

অমনি প্রাণে জেগে উঠে

গৌর সেবা নিল না ব'লে —অমনি প্রাণে জেগে উঠে

মনে মনে ভা'ব্‌লেন নিতাই

বিরহে ব্যাকুল সদাই—মনে মনে ভা'ব্‌লেন নিতাই

কেমনে বা প্রাণ জুড়াই—মনে মনে ভা'ব্‌লেন নিতাই

এত ভাবি' নিতাই-সুন্দর

মনে মনে স্থির ক'র্‌লেন

এ দেহ ত' আমার নয়

এ-যে গৌরাঙ্গে অর্পিত দেহ—এ দেহ ত' আমার নয়

মন-সাধে সাজা'ব

এ-যে আমার গৌর-দেহ—মন সাধে সাজা'ব

গৌরের মনোরম-সাজে—মন-সাধে সাজা'ব

মনের তাপ মিটা'ব—মন-সাধে সাজা'ব

মন-সাধ পূর্ণ কৈলেন

প্রাণ-গৌরাঙ্গ-সেবায়—মন-সাধ পূর্ণ কৈলেন

উদ্ধারণ তোমার ঘরে—মন-সাধ পূর্ণ কৈলেন

সা'জ্‌লেন গৌরের রসের সাজ

যত গৌর-ভূষণ অঙ্গে প'রে—সা'জ্‌লেন গৌরের রসের সাজ

গৌর-সেবা-বিগ্রহ নিতাই—সা'জ্‌লেন গৌরের রসের সাজ

গৌরের নানা-বেশ-ভূষা প'রে—সা'জ্‌লেন গৌরের রসের সাজ

আপনি সেজে গৌরের সাজে

নিতাই বলেন তোমায় ডে'কে—আপনি সেজে গৌরের সাজে

দেখ দেখ উদ্ধারণ

আমার,—বিলাসী গোরা সেজেছে কেমন—দেখ দেখ উদ্ধারণ [মাতন]

একবার দেখাও হে

ত্রিকাল-সত্য নিতাই-বিহার—একবার দেখাও হে

সপ্তগ্রামে তোমার ঘরে—একবার দেখাও হে

সেই-স্বরূপে নিতাই-চাঁদে—একবার দেখাও হে

যদি,—কৃপা ক'রে এনেছ টেনে

নিজ-বাস-ভবনে—যদি,—কৃপা ক'রে এনেছ টেনে

বঞ্চিত ক'রো না

নিমন্ত্রণ ক'রে এ'নে—বঞ্চিত ক'রো না

বড় তাপ লা'গ্‌বে তোমায়

যথাযুক্ত সেবা না ক'র্‌লে—বড় তাপ লা'গ্‌বে তোমায়

বড় তাপ পাবে প্রাণে

অতিথি বিমুখ হ'লে—বড় তাপ পাবে প্রাণে

আমরা,—বঞ্চিত হ'য়ে ফিরে গেলে—বড় তাপ পাবে প্রাণে

সেই দুঃখ লা'গ্‌ছে প্রাণে

আমরা,—না দেখি দুঃখ নাই—সেই দুঃখ লা'গ্‌ছে প্রাণে

তুমি বড় দুঃখী হবে—সেই দুঃখ লা'গ্‌ছে প্রাণে

তাই বলি একবার দেখাও

সেই লীলা একবার দেখাও

তোমার দুঃখ দে'খ্‌তে না'র্‌ব—সেই লীলা একবার দেখাও

গৌরময় নিতাইএর খেলা

একবার দেখাও সেই লীলা—গৌরময় নিতাইএর খেলা

গৌর-সাজে নিতাই-সাজা

কথা যে কইছ না

নামে যে কলঙ্ক হবে—কথা যে কইছ না

উদ্ধারণ নিত্যানন্দ-দাস

নিতাই-দাসের এই ত' স্বভাব

একা ভোগ ক'র্‌তে নারে—নিতাই-দাসের এই ত' স্বভাব

ভোগ করায় দীন-জনে

আপন-ভোগ ত্যাগ ক'রে—ভোগ করায় দীন-জনে

কথা যে কইছ না

নিজেই নিয়ে যেতে আছ—কথা যে কইছ না

ভয় নাই আমরা নিয়ে যাব না

তোমার নিতাই তোমার থা'ক্‌বে—ভয় নাই আমরা নিয়ে যাব না

কি দিয়ে তা'রে বেঁধে রা'খ্‌বো

ভাল বা'স্‌তে জানি না—কি দিয়ে তা'রে বেঁধে রা'খ্‌বো

শুধু একবার দে'খ্‌ব—কি দিয়ে তা'রে বেঁধে রা'খ্‌বো

নিতাই আমার প্রেম-পিয়ারা

গৌর-প্রেমে তনু গড়া—নিতাই আমার প্রেম-পিয়ারা [মাতন]

দেখাও ঠাকুর উদ্ধারণ

তোমার,—অতিগূঢ় নিতাই-ধন—দেখাও ঠাকুর উদ্ধারণ

সেই মূর'তি দেখাও হে

সেই গূঢ়-লীলা হে'রে

হৃ'দে ধরি সদাই ঝুরি—সেই গূঢ়-লীলা হে'রে

গৌর-জড়িত নিতাই মানি

প্রাণে প্রাণে ভোগ করি—গৌর-জড়িত নিতাই মানি

আমার ঠাকুর অবধূত

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—আমার ঠাকুর অবধূত

গরব ক'রে বলি ফুকারি'

ঠাকুর,—বৃন্দাবনের চরণ হৃ'দে ধরি'—গরব ক'রে বলি ফুকারি'

আমার,—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ

শ্রীগৌর-সেবা বিগ্রহ—আমার,—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ

অভিন্ন-শ্রীচৈতন্য—আমার,—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ

ঠাকুর উদ্ধারণ দয়া কর

প্রাণে প্রাণে জাগায়ে দাও

নিতাইচাঁদের এই গূঢ়-রহস্য—প্রাণে প্রাণে জাগায়ে দাও

যেন,—আন নাহি জানি মনে

নিতাই-আবৃত-গৌর বিনে—যেন,—আন নাহি জানি মনে [মাতন]

যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

জগদ্‌গুরু-নিতাই হৃ'দে ধরি'—যেন,—প্রাণভ'রে গান করি

আমার নিতাই মহা-উদ্ধারণ

বণিক-কুল-পাবন—আমার নিতাই মহা-উদ্ধারণ
ঠাকুর,—উদ্ধারণের প্রাণধন—আমার নিতাই মহা-উদ্ধারণ [মাতন]

হা,—পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—হা,—পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব

সঙ্গে ক'রে এনেছিলে

এই,—সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ-ঘরে—সঙ্গে ক'রে এনেছিলে
নিতাই-বিহার ভোগ করা'তে—সঙ্গে ক'রে এনেছিলে

নিশ্চয় এসেছ তুমি

ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—নিশ্চয় এসেছ তুমি

একবার দেখাও মোদের

গৌর-সাজা নিতাইচাঁদ—একবার দেখাও মোদের

হৃ'দি-পটে এঁকে নেব

পাগ্‌লা-প্রভু তোমার আনুগত্যে—হৃ'দি-পটে এঁকে নেব
প্রাণভ'রে ব'ল্‌বো—হৃ'দি-পটে এঁকে নেব

প্রাণভ'রে বল নিতাই নিতাই

নিতাইএর,—বিহারভূমিতে এসেছ সবাই—প্রাণভ'রে বল নিতাই নিতাই

"নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই।
ঠাকুর,—উদ্ধারণের প্রাণ নিতাই নিতাই বল ভাই ॥"
"নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই।
বণিক-কুলের দেবা নিতাই নিতাই বল ভাই ॥" [মাতান]

গৌরহরি-হরিবোল

নিত্যানন্দ-আনন্দে—গৌরহরি-হরিবোল

"নিতাই-গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]
শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥

—:: ০ ::—

শ্রীশ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের সূচক-কীর্ত্তন

(কার্ত্তিক-শুক্লাষ্টমী তিথি)

——(*)——

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

——(*)——

"ও-মোর জীবন-প্রাণ, পরম-করুণাবান্,"

পরম-করুণাবান্

ও-মোর জীবন-প্রাণ—পরম করুণাবান্

"আচার্য্য-ঠাকুর শ্রীনিবাস।"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

আচার্য্য-ঠাকুর-শ্রীশ্রীনিবাসের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই [মাতন]

"জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেঁহ,
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ ॥"

শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ

আচার্য্য-ঠাকুর শ্রীনিবাস—শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ [মাতন]

জগজনে সবাই বলে

চৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ ব'লে—জগজনে সবাই বলে

অনুভব কর ভাই রে

প্রকট শ্রীনিবাসরূপেতে

গৌর গৌর-আস্বাদিতে—প্রকট শ্রীনিবাসরূপেতে [মাতন]

গৌর প্রকট শ্রীনিবাসরূপেতে

নিজ,—নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদিতে—গৌর প্রকট শ্রীনিবাসরূপেতে

[মাতন]

এ যে,—আস্বাদনের লীলা রে
ভোগময় গৌরাঙ্গ-লীলা

অভিনব নিজ-রস—ভোগময় গৌরাঙ্গ-লীলা

এল শ্রীনিবাসরূপ ধরি'

রসভূপ গৌরহরি—এল শ্রীনিবাসরূপ ধরি'
আস্বাদিতে স্ব-মাধুরী—এল শ্রীনিবাসরূপ ধরি' } [মাতন]

অপূর্ব্ব চরিত রে

আচার্য্য-ঠাকুর-শ্রীশ্রীনিবাসের—অপূর্ব্ব চরিত রে

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় বীরচন্দ্র।
জয় জয় কলিযুগের হরিনাম মন্ত্র॥
জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
যাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর॥"

যাঁর শিষ্য রামচন্দ্র
রামচন্দ্র যাঁর শিষ্য

আত্ম-সমর্পণে আদর্শ—রামচন্দ্র যাঁর শিষ্য [মাতন]

"যাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর॥
জয় জয় শ্রোতাগণ কর অবধান।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা যাঁর মন-প্রাণ॥
আচার্য্য-ঠাকুরের জন্ম হৈল যেন মতে।
ভক্তি করি' শুন ভাই দৃঢ় করি' চিতে॥
ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী শ্রীচাখন্দি গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্র, শ্রীচৈতন্যদাস নাম॥
চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভক্তি-ক্রিয়া।
তৈছে তাঁর পত্নী পতিব্রতা লক্ষ্মীপ্রিয়া॥
অপুত্রক কিন্তু নাই কোনই বাসনা।
প্রভুর ইচ্ছাতে হৈল পুত্রের কামনা॥

শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র কহে পত্নী-স্থানে।
অকস্মাৎ পুত্রের কামনা হৈল মনে ॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে শীঘ্র চল নীলাচল।
প্রভুর দর্শনে পূর্ণ হইবে সকল ॥
ইহা শুনি' চৈতন্যদাসের হর্ষ হিয়া।
চলিলেন শীঘ্র দোঁহে যাজিগ্রাম দিয়া ॥
কতদিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া।
প্রভুর দর্শন লাগি' উৎকণ্ঠিত হিয়া ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু সেই সিংহদ্বার-পথে।
আইলেন নিজ-প্রিয়-পরিকর-সাথে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু চাহি নেত্র-কোণে।
কৃপা-সুধা বৃষ্টি কৈলা বিপ্র-ভাগ্যবানে ॥
প্রভুর আদেশে প্রভু-পরিকর-সনে।
চলিলেন বিপ্র জগন্নাথ-দরশনে ॥
সচল অচল ব্রহ্ম দোঁহে এক ঠাঁই।"

সচল-ব্রহ্ম গৌরহরি

অচল-ব্রহ্ম জগন্নাথ—সচল-ব্রহ্ম গৌরহরি

"সচল অচল ব্রহ্ম দোঁহে একঠাঁই।
দেখি' বিপ্র-মনে যে আনন্দ অন্ত নাই ॥
করিল অনেক স্তুতি সঙ্গোপন করি'।
হাসিয়া বিপ্রের পানে চাহে গৌরহরি ॥
জগন্নাথ-চরণে বিপ্রেরে সমর্পিল।
ভঙ্গী করি' গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিল ॥"
হেথা,—"একদিন নীলাচলে শ্রীগৌর-সুন্দর।
বসিয়া আছেন প্রভু-সঙ্গে পরিকর ॥
নিরন্তর মহাভাবে গর গর মন।
পরিকরে চাহি বলে শ্রীচন্দ্র-বদন ॥
তোমা সবা লইয়া মুঞি এথা করি বাস।
ভবিষ্যৎ ভাবি' মুঞি মনে পাই ত্রাস ॥"

মনেতে ত্রাস আমার

ভবিষ্যাৎ করি' বিচার—মনেতে ত্রাস আমার

"মোর দত্ত অনর্পিত-মহাপ্রেম-সার।
ভবিষ্যতে কে বা তাহা করিবে প্রচার॥"

কে বিলাবে প্রেমধনে

মোর লীলা সঙ্গোপনে—কে বিলাবে প্রেমধনে

তাই মনে ত্রাসের সঞ্চার

পরে,—কে করিবে প্রেমের প্রচার—তাই মনে ত্রাসের সঞ্চার

"এত কহি প্রভু মহা দুঃখিত-অন্তরে।
জগন্নাথে মনঃ-কথা জানাবার তরে॥
সর্ব্বভক্ত-সঙ্গে প্রভু করিলা গমন।
পশ্চাতে রাখিতে প্রেম কৈলা নিবেদন॥
চৌদ্দ-হাত দোলন-মালা গলার ছিঁড়িল।
আনিয়া পূজারী প্রভুর আগেতে ধরিল॥
আনন্দিত হইয়া প্রভু আইলা আবাসে।
শয্যা-পরে জগন্নাথ কহে হেসে হেসে॥
আজু এক ব্রাহ্মণ আইল পুত্রের কারণে।
ইঁহা রহি দেশে গেলা এই অল্পদিনে॥
যখন দর্শনে আইল মাগিল পুত্র-বর।
রোদন করিল সদা কাতর-অন্তর॥
বিপ্রেরে ব্যাকুল দেখি দয়া বড় হৈল।
সন্তুষ্ট হইয়া তারে পুত্রবর দিল॥
চৈতন্যদাস-আচার্য্য তার নাম হয়।
সেই মহাযোগ্যপাত্র প্রেম-মূর্ত্তিময়॥
প্রেম-সমর্পণ তুমি করিবে তার স্থানে।
অনুতাপ আর যেন না করে ব্রাহ্মণে॥
সেইকালে মহাপ্রভুর হইল চেতন।
জগন্নাথ বলি' বহু করিল রোদন॥

নিশ্চিন্তে প্রাতে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
জগন্নাথের জগমোহনে নাচিতে লাগিল ॥
জগন্নাথের হাস্য দেখি প্রভুর হাস্য হৈল।
আজ্ঞাক্রমে চৈতন্যদাসে প্রেম পাঠাইল ॥
জগন্নাথ-সম্মুখে প্রভু যোড়-হাত করি'।
শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলি' কাঁদে উচ্চ-করি' ॥"

উচ্চ-করি' গৌর কাঁদে

শ্রীনিবাস নাম ধ'রে—উচ্চ-করি' গৌর কাঁদে
চেয়ে,—জগন্নাথের বদন-কমলে—উচ্চ-করি' গৌর কাঁদে
শ্রীনিবাসে প্রকট করিবারে—উর্চ্চ-করি' গৌর কাঁদে

শ্রীনিবাসে আকর্ষিলেন

নীলাচলে জগন্নাথ-আগে—শ্রীনিবাসে আকর্ষিলেন
ভবিষ্যতে,—নাম প্রেম প্রচারিতে—শ্রীনিবাসে আকর্ষিলেন

"সঙ্কীর্ত্তন-অন্তে পুছে পারিষদগণ।
শ্রীনিবাস বলি' কাঁদ কহ ত' কারণ ॥"

কেন,—শ্রীনিবাস নাম ধ'রে ডাক

এত ব্যাকুল হ'য়ে তুমি—কেন,—শ্রীনিবাস নাম ধ'রে ডাক
সে,—কে তোমার কোথা নিবাস—কেন,—শ্রীনিবাস নাম ধ'রে ডাক

"প্রভু কহে পুত্র লাগি' আইল যে ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস নামে তার হইবে নন্দন ॥
জগন্নাথের আজ্ঞাতে সেই পুত্র হ'বে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাতে জগত ভাসাইবে ॥
মোর শুদ্ধ-প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস।"

আ'সৃবে শ্রীনিবাস-রূপে

আমার প্রেম,—আ'সৃবে শ্রীনিবাস-রূপে
রাধাকৃষ্ণ-লীলায় জগৎ ভাসাইতে—আমার প্রেম,—আ'সৃবে শ্রীনিবাস-রূপে

"মোর শুদ্ধ-প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস।
তারে দেখি' সর্ব্বচিত্তে বাড়িবে উল্লাস ॥
শ্রীরূপাদি-দ্বারে ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিব।

শ্রীনিবাস-দ্বারে শ্রীগ্রন্থরত্ন বিতরিব ॥
মোর নাম-প্রেম-রসে ভাসাবে সংসার।
সত্য সত্য সত্য করি' শুন সারোদ্ধার ॥"

ক'রবে আমার নাম-প্রেম প্রচার

সেই শ্রীনিবাস প্রাণ আমার—ক'রবে আমার নাম-প্রেম প্রচার
শ্রীনিবাস আমার প্রেমের অবতার—ক'রবে আমার নাম-প্রেম প্রচার

"এথায় চৈতন্যদাস গেলা নিজ-ঘরে।
পুত্রের নিমিত্ত বিপ্র পুরশ্চরণ করে ॥
সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে।
স্বপ্নচ্ছলে আজ্ঞা কৈল গৌরবর্ণ-রূপে ॥
জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র নাম শ্রীনিবাস।"

চিন্তা না করিহ বিপ্র

স্বপ্নচ্ছলে বলিল গৌর—চিন্তা না করিহ বিপ্র
অবিলম্বে পাবে পুত্র—চিন্তা না করিহ বিপ্র

"জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র নাম শ্রীনিবাস।
তার দ্বারে হইবেক প্রেমের প্রকাশ ॥"

করিবে শ্রীনাম-প্রেমের প্রচার

শ্রীনিবাস-রূপে পুত্র তোমার—করিবে শ্রীনাম-প্রেমের প্রচার

"লক্ষ্মীপ্রিয়ায় আজ্ঞা হইল মস্তকে হাত দিয়া।
জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র থাক আনন্দিত হৈয়া ॥
প্রভুর হস্ত-স্পর্শ-মাত্রে প্রেমে মত্ত হৈলা।
চেতন পাঞা লক্ষ্মীপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিলা ॥"

লক্ষ্মীপ্রিয়া ভাসে নয়ন-জলে

হা প্রাণ-গৌরাঙ্গ ব'লে—লক্ষ্মীপ্রিয়া ভাসে নয়ন-জলে

"লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে আচার্য্য হও সাবধান।
আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান ॥"

মহাপুরুষের অধিষ্ঠান

আমার শরীরে—মহাপুরুষের অধিষ্ঠান

প্রাণ-গৌরাঙ্গের হস্ত-স্পর্শে—মহাপুরুষের অধিষ্ঠান

"প্রবেশ করিতে প্রেমে আনন্দ হৃদয়।
অনায়াসে গেল সব যবনের ভয়॥
এযাবৎ লোক সব বলে দুর্গা শিব।
এবে কৃষ্ণ-নাম বিনা নাহি ল'বে জীব॥"

এবে,—ল'বে সবে কৃষ্ণ-নাম

হ'ল,—মহাপুরুষের অধিষ্ঠান—এবে,—ল'বে সবে কৃষ্ণ-নাম

"হেথা এক প্রাচীন বিপ্র জমিদারে কয়।
রাধাকৃষ্ণ-নামে যে গ্রাম উজাড় হয়॥
দুর্গাদাস জমিদার বলে ঢুলিয়ায়।
শিব-দুর্গা-নাম বিনা যেন কেহ নাহি লয়॥
ঢুলিয়া ঢোলেতে বাড়ি প্রথমে ত' দিল।
রাধা-কৃষ্ণ-শব্দ ঢোলে বাজিতে লাগিল॥
ঢোলের শব্দেতে সর্ব্বলোক মত্ত হৈলা।
রাধাকৃষ্ণ-বলি' সবে নাচিতে লাগিলা॥
নাচিতে নাচিতে গেলা চৈতন্যদাস-ঘরে।
জমিদারে দেখি বিপ্র কাতর-অন্তরে॥
মান্য করি' তাহারে আসনে বসাইলা।
আদর করিয়া সর্ব্বলোক বিদায় দিলা॥
ভক্ষণ করিল রায় আচার্য্যের ঘরে।
শয়ন করি' রহিলেন আনন্দ-অন্তরে॥
স্বপ্নে রায় শুনে খোল-করতালের ধ্বনি।
চেতন পাইয়া শুনে আরও অপরূপ-বাণী॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া পতিরে কহে করি' সম্বোধনে।
গৌরবর্ণ দুই শিশু নাচে সঙ্কীর্ত্তনে॥
মোর সাথে হাসি হাসি ধরিয়া শ্রীচরণে।
আজ্ঞা কৈল দশমাস থাক সাবধানে॥
পুনরায় নাচিব আমি তোমার অঙ্গনে।"

নাচিব তোমার অঙ্গনে

স্বরূপে প্রকাশ হ'য়ে—নাচিব তোমার অঙ্গনে

নাম-প্রেমে জগৎ ভাসা'ব

শ্রীনিবাসরূপে আমি আ'স্‌ব—নাম-প্রেমে জগৎ ভাসা'ব, [মাতন]

জগৎ ভাসা'ব প্রেমবন্যায়

তোমার,—অঙ্গনে না'চ্‌ব পুনরায়—জগৎ ভাসা'ব প্রেমবন্যায় [মাতন]

"দুর্গাদাস শয্যায় বসি' করয়ে দর্শনে।
শুনিল সকল-কথা দেখিল স্বপনে॥
প্রেমে মত্ত হৈলা রায় স্থির নাহি বাঁধে।
পড়য়ে ধরণীতলে ফুকারিয়া কাঁদে॥
গৌরবর্ণ-শিশু আমার ইষ্ট পাসরাইল।
রাধাকৃষ্ণ-নাম মোর দেহে প্রবেশিল॥
হেন শ্রীনিবাস-পায়ে মোর নমস্কার।
গর্ভে রাধাকৃষ্ণ-নামে ভাসাইল সংসার॥
নবদ্বীপে সর্ব্বজীবে নারিল লওয়াইতে।
গর্ভে শ্রীনিবাস লওয়াইল চাখন্দিতে॥
দশমাস দশদিন পূর্ণ যবে হইল।
শুভক্ষণ করি' বালক ভূমিষ্ঠ হইল॥"

হ'ল—সবাই প্রেমে উনমত

দেখি', প্রেমের মূরতি সুত—হ'ল,—সবাই প্রেমে উনমত

"দিনে দিনে বাড়ে পুত্র যেন শশীকলা।
রূপে গুণে দশদিক করিলেক আলা॥
কিবা কাঁচা-সোণার বরণ তনুখানি।
কিবা সে মুখের কথা সুমধুর বাণী॥
একদিন লক্ষ্মীপ্রিয়া মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর-ভাসে॥
ওরে বাপ বল দেখি গৌর বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি শচীর-কুমার॥
গদাধর-প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ হলধর ॥
বল দেখি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দয়াময়।
বল দেখি রাধাকৃষ্ণ শ্রীনন্দ-তনয় ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
ঐছে কহে প্রভু-পরিকর-নামগণ ॥
শুনি শ্রীনিবাস অতি-উল্লাস-অন্তরে।
কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে নারে ॥"

সগণে গৌর-নাম বলে

শ্রীনিবাস আধ আধ বোলে—সগণে গৌর-নাম বলে

"শুনি' সে অমৃত-বাক্য জুড়ায় শ্রবণ।
পরম-আনন্দে করে পুত্রের পালন ॥
কতদিন-পরে চূড়াকরণ হইল।
শ্রীযজ্ঞোপবীত স্কন্ধে অপূর্ব্ব শোভিল ॥
অল্পকালে সকল-শাস্ত্রেতে হইল জ্ঞান।
সদা সুনির্ম্মল-ভক্তি-পথে সাবধান ॥
গৌর-গুণে মগ্ন শ্রীনিবাসের অন্তর।
শ্রীপিতামাতার সেবা করে নিরন্তর ॥
একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের সুচারু-চরিত।
জিজ্ঞাসেন পিতা-স্থানে হৈয়া উল্লসিত ॥
শুনিয়া পিতার মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গ।
শ্রীনিবাস অধৈর্য্য ধরিতে নারে অঙ্গ ॥
আত্ম বিস্মরিত শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে।
নিতি নিতি ঐছে জিজ্ঞাসয়ে পিতা-পাশে ॥"

বলে,—বল বল বাবা বল

নির্ম্মল-গৌর-চরিত্র—বলে,—বল বল বাবা বল
আর কিছু লাগে না ভাল—বলে,—বল বল বাবা বল

বল বল বাবা গৌর-কথা

জুড়াইব প্রাণের ব্যথা—বল বল বাবা গৌর-কথা

"চাখন্দি নিকটে যে যে ভক্তের আলয় ।
তথা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয় ॥
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ আদি অধৈর্য্য অন্তরে ।
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলামৃতে সিক্ত করে ॥
তিলে তিলে কি অদ্ভুত স্নেহের প্রকাশ ।
সবে কহে গৌরপ্রেম-মূর্ত্তি শ্রীনিবাস ॥"

কহে সবে হইয়া উল্লাস

আমার,—গৌরপ্রেম-মূর্ত্তি শ্রীনিবাস— কহে সবে হইয়া উল্লাস

"জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেহ,
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ অবিরত,
কহিতে কি জানি গুণগণ ।
অল্প-বয়স হইতে, বিদ্যায় নিপুণ চিতে,
চিন্তে সদা চৈতন্য-চরণ ॥"
"একদিন শ্রীসরকার-ঠাকুর স্নান করিতে ।
শ্রীনিবাসে দেখিলেন যাজিগ্রাম-পথে ॥"

গঙ্গা-স্নান ক'রতে যেতে

ঠাকুর শ্রীনরহরি—গঙ্গা-স্নান ক'রতে যেতে
শ্রীখণ্ড হইতে—গঙ্গা-স্নান ক'রতে যেতে

"শ্রীনিবাসে দেখিলেন যাজিগ্রাম-পথে ॥
প্রভুর চরণ-স্মরণ আচম্বিতে হইল ।
যেন বুঝি সেই মূর্ত্তি সাক্ষাৎ পাইল ॥"

শ্রীনিবাসে দে'খে মনে হ'ল

বুঝি বা,—গৌর সাক্ষাৎ প্রকট হ'ল—শ্রীনিবাসে দে'খে মনে হ'ল

এ কি অপরূপ মূর্ত্তি

মনে গণে ঠাকুর শ্রীনরহরি—এ কি অপরূপ মূর্ত্তি

এ রূপ কি আনে হয়

বিনা গৌর রূপের আলয়— এ রূপ কি আনে হয়

"শ্রীনিবাস নাম শুনি' সুখ উপজিল।
চৈতন্যের শক্তি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল॥
আইস আইস বাপু তোমায় করি কোলে।
বক্ষে করি' ভিজাইলা নয়নের জলে॥"

শ্রীনিবাসে কোলে কৈলা

ঠাকুর শ্রীনরহরি—শ্রীনিবাসে কোলে কৈলা
প্রেমেতে বিহ্বল হইলা—শ্রীনিবাসে কোলে কৈলা

বুঝি অনুভব করে

শ্রীনিবাসে পরশিয়ে—বুঝি অনুভব করে
প্রাণগৌর-অঙ্গ-সঙ্গ—বুঝি অনুভব করে

আজ,—বিলাস প্রেমের হইল মিলন

নরহরি শ্রীনিবাস—আজ,—বিলাস প্রেমের হইল মিলন

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

এবার সব মূর্ত্তিমন্ত

ব্রজে ব্যবহার ছিলা যত—এবার সব মূর্ত্তিমন্ত

মূরতি ধ'রেছে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিলাস—মূরতি ধ'রেছে
ঠাকুর-নরহরিরূপে—মূরতি ধ'রেছে

মূরতি ধ'রেছে

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম এবার—মূরতি ধ'রেছে
শ্রীনিবাসরূপে—মূরতি ধ'রেছে

সেই দোঁহার হ'ল মিলন

আজ যাজিগ্রাম-পথে—সেই দোঁহার হ'ল মিলন

নরহরি ভাসে নয়ন-জলে

শ্রীনিবাসে করি কোলে—নরহরি ভাসে নয়ন জলে [মাতন]

"বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে।
এত কহি হস্তপদ্ম বুলান অঙ্গেতে॥

শ্রীনিবাস করযোড় করি' নিবেদয়।
এই ক'রো যেন মনোরথ পূর্ণ হয় ॥"

শ্রীনিবাসের মনে বাসনা

দে'খ্‌ব—পরাণ-গৌরাঙ্গসোণা—শ্রীনিবাসের মনে বাসনা

প্রাণগৌর দে'খব নয়নে

শ্রীনিবাসের বাসনা মনে—প্রাণগৌর দে'খ্‌ব নয়নে

"ঐছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর।"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বল বল ঠাকুর নরহরি

দে'খ্‌তে পাব কি প্রাণ-গৌরহরি—বল বল ঠাকুর নরহরি [মাতন]

সে-দিন হবে কত-দিনে

প্রাণগৌর পাব দরশনে—সে-দিন হবে কত-দিনে [মাতন]

"ঐছে কত কহি' নেত্রে ধারা নিরন্তর।
ঠাকুর প্রবোধি' আজ্ঞা কৈল যাহ ঘর ॥
ঘরে যাইয়া বালক অস্থির হইল প্রেমে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ঘন পড়ে ভূমে ॥
কতদিনে,—প্রেমভক্তিময়-মূর্ত্তি অতি-উৎকণ্ঠাতে।
নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য-দর্শনেতে ॥"

আজ্ঞা দেহ ঠাকুর নরহরি

দে'খ্‌তে যাব প্রাণ-গৌরহরি—আজ্ঞা দেহ ঠাকুর নরহরি

শুনেছেন ঠাকুর নরহরি

প্রহেলি-পত্র—শুনেছেন ঠাকুর নরহরি

মনে মনে ভাবছেন

কখন জানি কি হয়—মনে মনে ভাবছেন

শ্রীনিবাসে কহিলেন

আর বিলম্ব ক'রো না

যাও তুমি ত্বরা করি'

মধুর-শ্রীনীলাচল-পুরী—যাও তুমি ত্বরা করি' [মাতন]

ত্বরা করি' যাও শ্রীনিবাস

যদি,—গৌর দেখ্‌তে থাকে আশ'—ত্বরা করি যাও শ্রীনিবাস [মাতন]

"নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য-দর্শনেতে ॥"

প্রাণগৌর দে'খ্‌ব ব'লে

সগণে শ্রীনীলাচলে—প্রাণগৌর দে'খ্‌ব ব'লে

যায় নীলাচল-পথে

গৌর-দরশনে উৎকণ্ঠাতে—যায় নীলাচল-পথে

মনে মনে গণে রে

পা'ব কি দরশনে

শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে—পা'ব কি দরশনে

"মনে অভিলাষ করি' যাইতে যাইতে।
প্রভুর অদর্শন বার্ত্তা পাইলেন পথে ॥"

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত

নীলাচল-পথে যেতে—অকস্মাৎ বজ্রাঘাত

শুনি' গৌর-অদর্শন-বাত—অকস্মাৎ বজ্রাঘাত

"শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ভূমিতে।"

হা,—প্রাণের প্রাণ গৌর ব'লে

শ্রীনিবাস মূরছিত ভূমিতলে—হা,—প্রাণের প্রাণ গৌর ব'লে

"দুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে ॥"

বলে,—হায় বিধি কি শুনা'লে আমায়

শিরে করি' করাঘাত—বলে,—হায় বিধি কি শুনা'লে আমায় [মাতন]

কেন,—বজ্রপাত না কৈলে মাথায়—বলে,—হায় বিধি কি শু'নালে আমায়

[মাতন]

হায়,—এ কি বচন শুনিলাম নির্ঘাত

শ্রীনিবাস বলে করি' হা হুতাশ—হায়,—এ কি বচন শুনিলাম নির্ঘাত

[মাতন]

শিরে,—না হ'ল কেন বজ্রাঘাত—হায়,—এ কি বচন শুনিলাম নির্ঘাত

হায় রে কোথায় যাব রে

প্রাণগৌর গেল চলে—হায় রে কোথায় যাব রে

হায়,—এ কি কথা শু'ন্‌তে হ'ল

এর-চেয়ে বজ্রাঘাত ভাল ছিল—হায়,—এ কি কথা শুন্‌'তে হল
মরণ বরং ভাল ছিল—হায়,—এ কি কথা শু'ন্‌তে হ'ল } [মাতন]

"মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বার বার।
নেত্র ধারা দেখি' প্রাণ বিদরে সবার॥
কত-শত করাঘাত করে নিজ-শিরে।"

দে'খ্‌তে পেলাম্ না ব'লে

প্রাণ-শচী-দুলালে—দে'খ্‌তে পেলাম্ না ব'লে

"ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ নখে বক্ষ চিরে॥"

শ্রীনিবাস মনে গণে

আর পরাণে কি কাজ বল

গৌর যদি না মিলিল—আর পরাণে কি কাজ বল

এ-ছার-প্রাণে কাজ কি আছে

প্রাণগৌর যদি ছেড়ে গেছে—এ-ছার-প্রাণে কাজ কি আছে

আর বেঁচে কি ফল বল

আগুনে পুড়ে মরাই ভাল—আর বেঁচে কি ফল বল

আগুনেতে পোড়াব

এই,—গৌরাঙ্গ-বৈমুখী দেহ—আগুনেতে পোড়াব

"প্রভু-ইচ্ছামতে হইল নিদ্রা আকর্ষণ।
স্বপ্নছলে গৌরচন্দ্র দিলা দরশন॥"

স্থির হও শ্রীনিবাস

তোমার হৃদয়ে আমার সদা বিলাস—স্থির হও শ্রীনিবাস

ছাড় দেহত্যাগের প্রয়াস—স্থির হও শ্রীনিবাস

নাম-প্রেম বিলাব যারে তারে

শ্রীনিবাস তোমার দ্বারে—নাম-প্রেম বিলাব যারে তারে

যাও তুমি নীলাচলে

তোমার,—পথ চেয়ে আছে সকলে—যাও তুমি নীলাচলে

"প্রভু স্বপ্নে প্রবোধি' নিলেন নীলাচলে।
শ্রীনিবাসে দেখি' সবে ভাসে প্রেমজলে॥"

আনন্দ আর ধরে না রে

শুনেছিল দে'খ্‌তে পেয়ে—আনন্দ আর ধরে না রে

সবাই ভাসে নয়ন-নীরে

শ্রীনিবাসে বুকে ধ'রে —সবাই ভাসে নয়ন-নীরে

বলে,—এই সেই শ্রীনিবাস

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের প্রকাশ—বলে,—এই সেই শ্রীনিবাস

বলে,—কাছে ব'স একবার দেখি

ও,—প্রাণ-গৌর-প্রেমের মূরতি—বলে, —কাছে ব'স একবার দেখি

"গদাধর বক্রেশ্বর পণ্ডিতাদি যত।
সবে শ্রীনিবাসে কৃপা কৈল যথোচিত॥"

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

গৌরগণের কাছে গিয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

একবার দেখাও হে

কোথায় লুকায়ে রেখেছ—একবার দেখাও হে

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

কাশীমিশ্রালয়ে গিয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

একবার দেখা দিবে কি

ও,—গম্ভীরার গুপ্তনিধি—একবার দেখা দিবে কি

সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

পরম-করুণ-গৌরগণ—সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে
শ্রীনিবাসের দশা দে'খে—সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে
গম্ভীরার দ্বারে গিয়ে—সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

বলে,— একবার দেখা দাও গো

তোমার নিবাস এসেছে—বলে,—একবার দেখা দাও গো

সেই শ্রীনিবাস এল তোমার

যে ক'র্‌বে তোমার নামের প্রচার—সেই শ্রীনিবাস এল তোমার

যার,—নাম ধ'রে ডেকেছিলে

জগন্নাথের সম্মুখেতে—যার,—নাম ধ'রে ডেকেছিলে

সেই শ্রীনিবাস এসেছে

একবার দেখা দাও গো—সেই শ্রীনিবাস এসেছে

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

পণ্ডিত-গদাধরের দ্বারে গিয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

সাধ শ্রীনিবাসের মনে

ভাগবত প'ড়্‌ব পণ্ডিত-গোস্বামীর স্থানে—সাধ শ্রীনিবাসের মনে

"সবে শ্রীনিবাসে কৃপা কৈল যথোচিত ॥
চৈতন্য-বিরহে পণ্ডিত-গোসাঞি কাতর।
কভু মূর্চ্ছা কভু হাস্য জড়িমা অন্তর ॥"

গো-গো-গো-গো করে

গৌর বলিতে নারে—গো-গো-গো-গো করে
বচন ত' নাহি সরে—গো-গো-গো-গো করে

"যদ্যপি শ্রীপ্রভুর বিয়োগে মহা দুঃখ।
তথাপিহ শ্রীনিবাস দেখি' পায় সুখ ॥"

যদিও প্রভুর বিরহে দুঃখী

তবু সুখী শ্রীনিবাস-মুখ দেখি'—যদিও প্রভুর বিরহে দুঃখী

"আইস বাপু বলি' তুলি' লইলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে স্নান করাইল নেত্রজলে ॥"

ভাসে,—পণ্ডিত-গোসাঞি নেত্রজলে

শ্রীনিবাসে করি' কোলে—ভাসে,—পণ্ডিত-গোসাঞি নেত্রজলে [মাতন]

"কি অপূর্ব্ব-স্নেহে তিঁহ কহে আধ-আধ।
ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ ॥
পড়াইতে তোমারে আমার ছিল সাধ।
কারে কি কহিব হৈল বিপরীত বাধ ॥

এত কহি কিছুকাল রহে মৌন ধরি'।
চাহে শ্রীনিবাস-পানে আপনা সম্বরি' ॥"

দেখে শ্রীনিবাসে সুখে

পণ্ডিত-গোসাঞি অনিমিখে—দেখে শ্রীনিবাসে সুখে

আস্বাদে গৌর-রূপ-মাধুরী

অভিন্ন-শ্রীনিবাস-দেহে—আস্বাদে গৌর-রূপ-মাধুরী

"মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ কহে।
যাহার শ্রবণে কোন সন্দেহ না রহে ॥
শ্রীনিবাসে দেখ এই কৃপার অবধি।
এ হেন সময়ে শুনায়েন যথাবিধি ॥"

পণ্ডিত-গোসাঞি বুঝি প্রাণ ধরে

গৌর-বিরহেও,—শুধু শ্রীনিবাসের তরে—পণ্ডিত-গোসাঞি বুঝি প্রাণ ধরে

প্রভু,—বাঁচায়ে রেখেছেন পণ্ডিতেরে

শ্রীনিবাসে কৃপা করিবারে—প্রভু,—বাঁচায়ে রেখেছেন পণ্ডিতেরে

নৈলে কখনও কি থাকে রে

কায়া ছাড়িয়া ছায়া—নৈলে কখনও কি থাকে রে

"পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে বৃন্দাবনে যাবে।
তথা এ সকল মনোরথ পূর্ণ হবে ॥
এথা যে আছেন গ্রন্থ তাহা জীর্ণ হৈল।
এত কহি শ্রীনিবাসে গ্রন্থ আনি দিল ॥
শ্রীনিবাস শ্রীগ্রন্থে করিয়া নমস্কার।
অক্ষর দেখিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥"

শ্রীনিবাসের বহে নয়নে বারি

শ্রীগ্রন্থ দর্শন করি'—শ্রীনিবাসের বহে নয়নে বারি

মুকুতার পাঁতি রে

গদাধরের অক্ষর—মুকুতার পাঁতি রে

"শ্রীচৈতন্য-প্রভু-গদাধর-নেত্রজলে।
মধ্যে মধ্যে বর্ণ লোপ পাঠ নাহি চলে ॥
দেখিতে দেখিতে যৈছে হৈলা শ্রীনিবাস।"

আরও বে'ড়ে উ'ঠ্‌ল

ভাগবত দে'খে গৌর-বিরহ—আরও বে'ড়ে উ'ঠ্‌ল

"তাহা দেখি' গোসাঞিঁর চিত্তে হৈল ত্রাস ॥
কি অপূর্ব্ব-স্নেহে স্থির করি' শ্রীনিবাসে।
করিলেন অনুগ্রহ অশেষ-বিশেষে ॥
শ্রীনিবাসে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিল।
সর্ব্বত্র বিদায় শীঘ্র হইতে কহিল ॥
গোস্বামীর ঐছে আজ্ঞা শুনি' শ্রীনিবাস।
মাথায় ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল আকাশ ॥
লঙ্ঘিতে না পারে আজ্ঞা ব্যাকুল হইয়া।
যে কৈল বিলাপ তা' শুনিতে ফাটে হিয়া ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

গদাধর-মুখ-পানে চে'য়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

পণ্ডিত-গোসাঞে ছে'ড়ে যে'তে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আর কি দেখা পা'ব ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

"ক্ষেত্রবাসী-সকল-ভক্তের স্থানে গিয়া।
করয়ে প্রণাম বহু ভূমে লোটাইয়া ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

গৌরগণের চরণ ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

একবার দেখাও হে

লুকায়ে রেখেছ কোথায়—একবার দেখাও হে

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

কাশীমিশ্রালয়ে গিয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

একবার দেখা দিবে কি

ও,—গম্ভীরার গুপ্তনিধি—একবার দেখা দিবে কি

শ্রীনিবাসের দশা দে'খে
সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

বলে,—একবার দেখা দাও প্রভু

সেই শ্রীনিবাস এ'ল—বলে,—একবার দেখা দাও প্রভু

সেই শ্রীনিবাস এ'ল তোমার

যে ক'র্‌বে তোমার নামের প্রচার—সেই শ্রীনিবাস এ'ল তোমার [মাতন]

একবার দেখা দাও

ভাসে শ্রীনিবাস নয়ন-নীরে

গৌরগণের চরণে ধ'রে—ভাসে শ্রীনিবাস নয়ন-নীরে
আর কি দেখা পা'ব ব'লে—ভাসে শ্রীনিবাস নয়ন-নীরে } [মাতন]

"বৃন্দাবন যাইবারে সবে আজ্ঞা দিল।
ইঁহো জগন্নাথে গৌড়ে যাত্রা কৈল॥
পথে শ্রীনিবাস চিন্তা করে অনুক্ষণ।
পুনঃ কি পাইব শ্রীগোসাঞির দর্শন॥
মনে বিচারয়ে গোসাঞির স্থানে গিয়া।
রহিব এবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া॥
শ্রীখণ্ড আসি' পুনঃ নীলাচল যাইতে।
পণ্ডিত-গোস্বামী-সঙ্গোপন শুনে পথে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ি' গড়ি যায়।"

গড়ি যায় ভূমিতলে

হাহা পণ্ডিত-গোস্বামী ব'লে—গড়ি যায় ভূমিতলে

"মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ি' গড়ি যায়।
করয়ে ক্রন্দন শুনি' পাষাণ মিলায়॥
হাহা প্রভু গদাধর কহে বার বার।
তেজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ নেত্রে অশ্রুধার॥"

শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাহি বাঁধে

গৌর-গদাধর বলি' কাঁদে—শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাহি বাঁধে

"ক্ষণে কহে ওহে প্রভু নির্দ্দয় হইয়া।
এই হেতু মো অজ্ঞেরে দিলা পাঠাইয়া॥
কত অপরাধ কৈল কত জন্ম ভরি'।
বিরহ-বেদনা সহি' নাহি প্রাণে মরি॥"

এ কি কভু যায় সহন

নিরন্তর অশনি-বর্ষণ—এ কি কভু যায় সহন

"মৃতপ্রায় হইল দুঃখ-সাগরেতে ভাসে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীপণ্ডিত প্রবোধে অশেষে॥
প্রভাতে ব্যাকুল হইয়া চলে গৌড়-পথে।
তথা ভেট হইল গৌড়দেশী-লোক-সাথে॥
প্রভু-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের সঙ্গোপন।
তা সবার মুখে শুনি' হৈলা অচেতন॥"

শ্রীনিবাস অচৈতন্য

অপ্রকট শুনি' অদ্বৈত-নিত্যানন্দ—শ্রীনিবাস-অচৈতন্য

মূরছিত ভূমিতলে

শ্রীনিবাস আচার্য্য—মূরছিত ভূমিতলে
হা প্রভু-নিতাই-অদ্বৈত ব'লে—মূরছিত ভূমিতলে

হা,—প্রাণগৌর পণ্ডিত গোসাঞি
ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা সীতানাথ প্রাণের নিতাই—হা,—প্রাণগৌর পণ্ডিত-গোসাঞি [মাতন]

"চেতন পাইয়া অগ্নি জ্বালে পুড়িবারে।
দুই প্রভু স্বপ্নচ্ছলে প্রবোধিলা তারে॥"

স্থির হও শ্রীনিবাস

তোমার,—দেহে সদা আমাদের বিলাস—স্থির হও শ্রীনিবাস

শ্রীনিবাস ধর ধৈর্য্য

তোমা-দ্বারা,—হ'বে প্রভুর অনেক কার্য্য—শ্রীনিবাস ধর ধৈর্য্য

কার দেহ নষ্ট ক'র্‌বে

এ-দেহে অনেক কাজ হ'বে—কার দেহ নষ্ট ক'র্‌বে

সঙ্কল্প ছাড় শ্রীনিবাস

নাম-প্রেম,—প্রচারিতে তোমার প্রকাশ—সঙ্কল্প ছাড় শ্রীনিবাস

"গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা।
রজনী-প্রভাতে ইঁহো গৌড়ে যাত্রা কৈলা॥
শ্রীখণ্ডে গিয়া নরহরি-শ্রীরঘুনন্দনে।"

গৌর-বিরহেতে শীর্ণ কায়

নরহরি রঘুনন্দন—গৌর-বিরহেতে শীর্ণ কায়
নিরন্তর ভাসে নয়ন-ধারায়—গৌর-বিরহেতে শীর্ণ কায়

গলা ধ'রে কাঁদে রে

ঠাকুর-শ্রীশ্রীনিবাসের—গলা ধ'রে কাঁদে রে
হা,—নিতাই অদ্বৈত গৌর ব'লে—গলা ধ'রে কাঁদে রে

"প্রণমি পাইয়া আজ্ঞা চলে সেইক্ষণে॥"

শ্রীনিবাস কাঁদে রে

নরহরির চরণ ধ'রে—শ্রীনিবাস কাঁদে রে

সকল-সুখেই হ'লাম্ বঞ্চিত

হা ঠাকুর-নরহরি—সকল-সুখেই হ'লাম্ বঞ্চিত

কা'রো দেখা পেলাম্ না

নিতাই গৌর সীতানাথ—কা'রো দেখা পেলাম্ না

শু'নৃতে ত' পেলাম্ না

গদাধর-মুখে ভাগবত-কথা—শু'ন্তে ত' পেলাম্ না

মনে এক আশা আছে
যাব মধুর-বৃন্দাবনে
জুড়াইব দগ্ধ-প্রাণে

হেরিয়া গোস্বামিগণে—জুড়াইব দগ্ধ-প্রাণে
রূপ-সনাতনের দরশনে—জুড়াইব দগ্ধ-প্রাণে
অনুমতি কর দীনে—জুড়াইব দগ্ধ-প্রাণে

"প্রণমি পাইয়া আজ্ঞা চলে সেইক্ষণে॥
নবদ্বীপে আসিয়া দেখয়ে চমৎকার।
গণ-সহ গৌরাঙ্গের প্রকট-বিহার॥"

শ্রীনিবাস দেখে নয়নে

গৌর-বিহরে গণ-সনে—শ্রীনিবাস দেখে নয়নে [মাতন]

বিহরে কীর্ত্তন-রঙ্গে

নদীয়ার রাজপথে—বিহরে কীর্ত্তন-রঙ্গে [মাতন]

"বিস্মিত হইয়া পুনঃ ঐছে নিরখয়।
নবদ্বীপে দুঃখের সমুদ্র উথলয় ॥
ব্যগ্র হইয়া শ্রীনিবাস প্রভুর গৃহে গেলা।"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
প্রাণ-গৌর কোথা তুমি

এই ত' তোমার বসতি-ভূমি—প্রাণ-গৌর কোথা তুমি [মাতন]

"তথা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বহু-কৃপা কৈলা ॥
দাস-গদাধর-শ্রীবাসাদি শ্রীনিবাসে।"

তাদের প্রাণ আছে দেহেতে

কেবল,—শ্রীনিবাসে কৃপা করিতে—তাদের প্রাণ আছে দেহেতে

তাদের মুখে নাহি সরে রা

বলে গো-গো-গোরা—তাদের মুখে নাহি সরে রা

"অনুগ্রহ করি' সবে প্রেমজলে ভাসে ॥"

সবাই ভাসে নয়ন-জলে

শ্রীনিবাসে করি' কোলে—সবাই ভাসে নয়ন-জলে
হা-গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—সবাই ভাসে নয়ন-জলে [মাতন]

"তবে শান্তিপুরে গিয়া দেখে সীতামায়।"

শ্রীনিবাস ভাসে নয়ন-জলে

কোথা শান্তিপুর-নাথ ব'লে—শ্রীনিবাস ভাসে নয়ন-জলে [মাতন]

"তাঁহার যে বাৎসল্য তাহা কহা নাহি যায় ॥"

সীতা মা কাঁদি' বলে

শ্রীনিবাসে করি' কোলে—সীতা মা কাঁদি' বলে

কোথা শান্তিপুর-নাথ
শ্রীনিবাসে কর কোলে

গৌর-প্রেমের মূরতি—শ্রীনিবাসে কর কোলে [মাতন]

"তথা হইতে প্রেমাবেশে গেলা খড়দহ।"

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে

প্রভু-নিতাই কোথা তুমি

এই ত' তোমার বসতি-ভূমি—প্রভু-নিতাই কোথা তুমি [মাতন]

"তথা শ্রীজাহ্নবা বহু কৈলা অনুগ্রহ ॥
খানাকুল গেলেন শ্রীঅভিরাম-পাশে।
মালিনী-সহিতে কৃপা কৈলেন শ্রীনিবাসে ॥"

শ্রীনিবাসে কৃপা কৈলা

ঠাকুর শ্রীঅভিরাম—শ্রীনিবাসে কৃপা কৈলা [মাতন]

কৈলেন দুই বেত্রাঘাত

গৌর-প্রেমময় ব'লে—কৈলেন দুই বেত্রাঘাত

তৃতীয় বেত্রাঘাত করিলে

মালিনী নিষেধ ক'র্‌লেন—তৃতীয় বেত্রাঘাত করিলে

আর না প্রভু হে

যথেষ্ট হ'য়েছে—আর না প্রভু হে

যদি,—প্রেমে নিজে উন্মাদ হবে

কেমন ক'রে,—গৌর-নাম প্রচারিবে—যদি,—প্রেমে নিজে উন্মাদ হবে

কি ক'রে—আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে বল

যদি,—প্রেমে হয় নিজে পাগল—কি ক'রে,—আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে বল

"পুনঃ আইলা শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি তাঁরে।
অতিপ্রীতে বিদায় করিলা ব্রজপুরে ॥"

"একদিন রাত্রি শেষে, শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেশে,
নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লইয়া।
শ্রীনিবাস-পাশে আসি', স্বপ্নচ্ছলে হাসি হাসি,
কহে শ্রীনিবাস-মুখ-চাঞা ॥
যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন,"

কোন যুক্তি ক'রো না মনে

বাপ আমার শ্রীনিবাস—কোন যুক্তি ক'রো না মনে

দুঃখ না ভাবিহ মনে

আমাদের অদর্শনে—দুঃখ না ভাবিহ মনে

"যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন,
রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ।
বিতরিব তোমা-দ্বারে,"

রূপ-সনাতন-রচিত গ্রন্থ যত

"বিতরিব তোমা-দ্বারে, এত কহি বারে বারে,
নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ ॥"

কার্য্যকরী-শক্তি-দিবার তরে

সঁপে দিল নিতাই-এর করে—কার্য্যকরী-শক্তি দিবার তরে

কেমন ক'রে হ'বে বল

নিত্যানন্দ-শক্তি বিনে—কেমন ক'রে হ'বে বল
গৌরাঙ্গ-প্রেমের প্রচার—কেমন ক'রে হ'রে বল

তাই—সঁপে দিল নিতাই-এর করে

শ্রীনিবাসে করে ধ'রে—তাই,—সঁপে দিল নিতাই-এর করে
নাম-প্রেম-প্রচার করাও ব'লে—তাই,—সঁপে দিল নিতাই-এর করে
দাও শক্তি দাও ব'লে—তাই,—সঁপে দিল নিতাই-এর করে

শকতি সঞ্চার কর ইহারে

যেন,—গ্রন্থ প্রচারিতে পারে—শকতি সঞ্চার কর ইহারে

"হেনকালে স্বপ্নভঙ্গ, ধরিতে নারয়ে অঙ্গ,
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।"

দেখা দিলে কোথা লুকালে

প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গ—দেখা দিলে কোথা লুকালে [মাতন]

"নীলাচলে গৌড়দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে,
বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥
কত অভিলাষ মনে,"

দেখিব,—রূপ-সনাতন প্রাণ-গৌরগণে

বড় সাধ শ্রীনিবাসের মনে—দেখিব,—রূপ-সনাতন প্রাণ-গৌরগণে

"কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অল্পদিনে,
মথুরা-নগরে প্রবেশিল।"

দু'নয়নে বহে বারি

হেরি' মধুপুরী-মাধুরী—দু'নয়নে বহে বারি

এ কি কৃপা কৈলে গৌরহরি

তোমার কৃপার যাই বলিহারি—এ কি কৃপা কৈলে গৌরহরি

আমায়,—দেখাইলে মধুপুরী—এ কি কৃপা কৈলে গৌরহরি [মাতন]

"শ্রীরূপ সনাতন, এ দোঁহার অদর্শন,
শুনি তথা মূর্চ্ছিত হইল ॥"

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত

বিশ্রাম-ঘাটেতে হ'ল—অকস্মাৎ বজ্রাঘাত

মূরছিত শ্রীনিবাস

মথুরার যমুনা-তটে—মূরছিত শ্রীনিবাস

হা,—প্রভু রূপ-সনাতন ব'লে—মূরছিত শ্রীনিবাস [মাতন]

"কাঁদয়ে চেতন পাঞা, কহে ভূমে লোটাইয়া,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি' বঞ্চিত কৈলা,"

বড়-সাধে এলাম্ ব্রজে

তোমাদের কৃপা পাব ব'লে—বড়-সাধে এলাম্ ব্রজে

বড়-সাধে এলাম বৃন্দাবনে

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াব ব'লে—বড়-সাধে এলাম্ বৃন্দাবনে

'দগ্ধ হৃদয় জুড়াব ব'লে'—

তোমাদের দরশনে গৌর-কথা শু'নে—দগ্ধ হৃদয় জুড়াব ব'লে

বড়-সাধে এলাম্ বৃন্দাবনে

কি লাগি' বঞ্চিত কৈলে

তোমাদের সঙ্গ হইতে—কি লাগি' বঞ্চিত কৈলে

আনিয়া বঞ্চিত কৈলে

কেন আমায় ব্রজে আনিলে—আনিয়া বঞ্চিত কৈলে [মাতন]

"কি লাগি' বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এ সব খেলা,
কি লাগিয়া রাখিলা জীবন ॥"

আশায় আশায় রা'খ্‌লাম্ জীবন

পাব তোমাদের দরশন—আশায় আশায় রা'খলাম্ জীবন

দরশনে বঞ্চিত কৈলে

যদি কেউ না দিবে দরশন

তবে কি লাগি' রাখিলা জীবন—যদি কেউ না দিবে দরশন

তবে,—কেন রাখিলা মোর প্রাণে

দেখা না দিবে যদি ছিল মনে—তবে,—কেন রাখিলা মোর প্রাণে [মাতন]

"ঐছে খেদযুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন,
স্বপ্নচ্ছলে আসি' প্রেমাবেশে।
শ্রীনিবাসে কোলে লইয়া,"

আইস বাপ আইস ব'লে

প্রেম-দিঠে চেয়ে বাহু পসারিয়ে—আইস বাপ আইস ব'লে

বারেক তোমায় করি কোলে—আইস বাপ্ আইস ব'লে

বারেক তোমায় কোলে করি

আমার,—গৌর-প্রেমের মূরতি—বারেক তোমায় কোলে করি

"শ্রীনিবাসে কোলে লইয়া, নেত্রবারি নিবারিয়া,
কহে অতি সুমধুর-ভাষে॥"

দুঃখ পরিহর শ্রীনিবাস

"শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন, কর আত্ম সমর্পণ,
শ্রীগোপাল-ভট্টের চরণে।"

আত্ম সমর্পণ কর

সকল দুঃখ পরিহর—আত্ম সমর্পণ কর

"না ভাবিবে কোন দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
ঐছে দেখা দিব দুইজনে॥"

দেখা দিব দুইজনে

কোন দুঃখ ক'রো না মনে—দেখা দিব দুইজনে

এমনি কয় স্বপনে—দেখা দিব দুইজনে

তখনি আমাদের দেখা পাবে

যখনি দে'খ্তে মন হবে—তখনি আমাদের দেখা পাবে

ঐছে—দেখা দিব দুইজনে

অদ্যাপিও বিহরিছে

কেউ ত' কোথায় যান নাই—অদ্যাপিও বিহরিছে

আজও ব্রজে বিহরিছেন সুখে

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন—আজও ব্রজে বিহরিছেন সুখে
ভাগ্যবান্-জনে দেখে—আজও ব্রজে বিহরিছেন সুখে

তা' হ'লে,—তাদের সঙ্গে দেখা হয়

এ-প্রাণ ল'য়ে ব্রজে যেতে হয়—তা' হলে—তাদের সঙ্গে দেখা হয়
নৈলে,—যাওয়া না যাওয়া সমান হয়—তা' হ'লে,—তাদের সঙ্গে দেখা হয়

"এত কহি অদর্শন, হৈল রূপ-সনাতন,
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।"

শ্রীনিবাস ভাসে নয়ন-জলে

হাহা প্রভু রূপ-সনাতন

দেখা দিয়ে হৈলে অদর্শন—হাহা প্রভু রূপ-সনাতন ।[মাতন]

"প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেমধারা দু'নয়নে,
বৃন্দাবন-শোভা নিরখিয়া ॥"

প্রেমধারা দু'নয়নে

বৃন্দাবন-শোভা দরশনে—প্রেমধারা দু'নয়নে

বলে,—আমায় এ কি করুণা কৈলে

শ্রীনিবাস ভাসি' নয়ন-জলে—বলে,—আমায় এ কি করুণা কৈলে
মধুর-বৃন্দাবন দেখাইলে—বলে,—আমায় এ কি করুণা কৈলে [মাতন]

"এথা রূপ-সনাতন শ্রীজীবের স্থানে।
শ্রীনিবাস আইলা আজ্ঞা করিল আপনে ॥"

জানাইলেন রূপ-সনাতন

স্বপ্নচ্ছলে শ্রীজীবে—জানাইলেন রূপ-সনাতন

আসিতেছে শ্রীনিবাস প্রেমমূর্ত্ত

গৌর-বিরহে ব্যাকুলিত-চিত—আসিতেছে শ্রীনিবাস প্রেমমূর্ত্ত
গৌর-বিরহে বড় দগ্ধ-চিত—আসিতেছে শ্রীনিবাস প্রেমমূর্ত্ত
গৌর-বিরহে বড় জর্জ্জরিত—আসিতেছে শ্রীনিবাস প্রেমমূর্ত্ত

"সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের আরতি-সময়।
আসিয়া দর্শন তিঁহ করিব নিশ্চয়॥"

সাবধানে মিলো তারে

গোবিন্দ-মন্দিরে গিয়ে—সাবধানে মিলো তারে

যত্ন করি' রেখো কাছে

ও শ্রীজীব শ্রীনিবাসে—যত্ন করি' রেখো কাছে
নিজ-ভ্রাতা মনে ক'রে—যত্ন করি' রেখো কাছে

দুই গোস্বামীর আজ্ঞা পেয়ে
চলিলেন গোবিন্দ-মন্দিরে

শ্রীজীব শ্রীনিবাসে মিলিবারে—চলিলেন গোবিন্দ-মন্দিরে

দেখা হ'ল শ্রীনিবাস-সনে
দে'খ্‌তে পেলেন মন্দিরে এ'সে

অপূর্ব্ব-মূরতি-শ্রীনিবাসে—দে'খ্‌তে পেলেন মন্দিরে এ'সে

আছেন মূরছিত হ'য়ে

শ্রীগোবিন্দ-দরশনে—আছেন মূরছিত হ'য়ে

শ্রীজীব জা'ন্‌লেন প্রাণে প্রাণে

তার,—ভাব-বিকার করি' দরশনে—শ্রীজীব জা'ন্‌লেন প্রাণে প্রাণে

এই বটে সেই শ্রীনিবাস

আমার,—গৌরাঙ্গ-প্রেমের প্রকাশ—এই বটে সেই শ্রীনিবাস

কিছু পরে পরিচয় জা'ন্‌তে পেয়ে
ভাসে,—শ্রীজীব-গোসাঞি নয়ন-জলে

গৌর-প্রেমের মূরতি দে'খ্‌লাম ব'লে—ভাসে,—শ্রীজীব-গোসাঞি নয়ন-জলে

শ্রীনিবাসে ক'রলেন কোলে

এস বন্ধু এস ব'লে—শ্রীনিবাসে ক'র্‌লেন কোলে

"শ্রীজীব শ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দাবেশে,
গোস্বামিগণেরে মিলাইলা।"

বলে,—দেখ এই সেই শ্রীনিবাস

প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রেমের প্রকাশ—বলে,—দেখ এই সেই শ্রীনিবাস [মাতন]

"শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে,"

স্বপ্নে আজ্ঞা ক'রেছেন

গোপাল-ভট্টে শ্রীরূপ-গোসাঞি—স্বপ্নে আজ্ঞা ক'রেছেন

নিজ,—শিষ্য ব'লে ক'রো গ্রহণ

শ্রীনিবাস ব্রজে কৈল আগমন—নিজ,—শিষ্য ব'লে ক'রো গ্রহণ

"শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে, অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে,
শ্রীগোপাল-ভট্ট শিষ্য কৈলা ॥"

মহাপ্রভুর আজ্ঞা মতে

"শ্রীগোপাল-ভট্ট শিষ্য কৈলা ॥"

বলেন অতি-মধুর-ভাষে

শ্রীগোপাল-ভট্ট শ্রীনিবাসে—বলেন অতি-মধুর-ভাষে

চে'য়ে শ্রীনিবাস মুখপানে—বলেন অতি-মধুর-ভাষে

"আইস আইস শ্রীনিবাস আইস বাপু মোর।
বৃদ্ধকালে এত তাপ আমার উপর ॥
এত বিলম্ব করি' কেনে আইলা শ্রীনিবাস।
তোমাকে দেখিতে ছিল সবাকার আশ ॥"

তোমায়,—দে'খ্‌তে আশা ছিল সবার

গৌর-প্রেমের প্রকাশ জে'নে—তোমায়,—দে'খ্‌তে আশা ছিল সবার

তোমার আশা-পথ চেয়ে
একে একে সব চ'লে গেল

"শুন শ্রীনিবাস তুমি আমার জীবন।
তোমা দেখিবারে প্রাণ করিয়ে ধারণ ॥"

তোমার পথ চেয়ে আছি

গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—তোমার পথ চেয়ে আছি

গৌর-প্রেমের মূরতি তুমি—তোমার পথ চেয়ে আছি

কেবল তোমার তরে

তোমায় শিষ্য করিবারে—কেবল তোমার তরে

আছি তোমায় দে'খ্‌ব ব'লে

গৌর-বিরহে হিয়া জ্বলে—আছি তোমায় দে'খ্‌ব ব'লে

গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—আছি তোমায় দে'খ্‌ব ব'লে

প্রভু জানায়েছেন মোরে

তোমার জন্ম-কথা পূর্ব্বে—প্রভু জানায়েছেন মোরে

কেবল,—তোমার লাগি' প্রাণ রয়

নৈলে,—গৌর-বিরহে এ প্রাণ যায় তায় হয়—কেবল,—তোমার লাগি' প্রাণ রয়

"এই দেখ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখন।
তোমা লাগি' রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥
দেখহ নয়ন-ভরি' প্রভু-হস্তাক্ষর।
তোমার সৌভাগ্য বাপু বাক্য-অগোচর ॥"

এই কথা শু'নি শ্রীনিবাস

গৌর-হস্তাক্ষর বুকে ধ'রে

গৌর-দর্শন ভোগ করে—গৌর-হস্তাক্ষর বুকে ধ'রে [মাতন]

"এত কহি' গোস্বামীর মনের উল্লাস।
আনিয়া ধরিল গৌরের কৌপীন বহির্ব্বাস ॥
বলে,—তুমি যে হও মোর জীবন জীবন।
তোমা লাগি' মহাপ্রভু দিলা এই ধন ॥

এই দেখ শ্রীনিবাস

প্রভুর কৌপীন বহির্ব্বাস—এই দেখ শ্রীনিবাস [মাতন]

এত শুনি শ্রীনিবাস

যতনেতে বুকে ধরে

গৌরের প্রসাদী বস্ত্র—যতনেতে বুকে ধরে

ভাসি' দু'টি-নয়ন-নীরে—যতনেতে বুকে ধরে

গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ ক'রে—যতনেতে বুকে ধরে [মাতন]

ভাবাবেশে বলে রে

আর ছে'ড়ে দিব না চিতচোর

এবার প'ড়েছ ধরা—আর ছেড়ে দিব না চিতচোর [মাতন]

আবেশে বলেন শ্রীগোপাল-ভট্ট

"আরে দেখ মহাপ্রভুর বসিবার আসন।
ডোর পাঠাইলা মোরে করিয়া যতন॥"

পাঠাইয়া দিল মোরে

নীলাচল হ'তে বৃন্দাবনে—পাঠাইয়া দিল মোরে

"মহাপ্রভু-দত্ত এই আসনে বসিয়া।
মন্ত্র-দীক্ষা দেব তোরে মহানন্দ পাঞা॥"

অনুভব কর ভাই রে

যেন,—শ্রীনিবাসে দিছেন দীক্ষা

গোপালভট্টের হৃ'দে ব'সে—যেন,—শ্রীনিবাসে দিছেন দীক্ষা

আপনি প্রাণ-গৌরহরি—যেন,—শ্রীনিবাসে দিছেন দীক্ষা [মাতন]

"আসনে বসিয়া তবে অপূর্ব্ব-বিধানে।
শ্রীনিবাসে মন্ত্র দিলেন রাধারমণ-সন্নিধানে॥
তবে তারে শ্রীজীবের হাতে সমর্পিল।
শ্রীনিবাস প্রণমিতে শ্রীজীব আলিঙ্গন কৈল॥"

"শ্রীজীব-গোসাঞির যত, স্নেহ কে কহিব কত,
করাইল শাস্ত্রে বিচক্ষণ।"

"শ্রীরূপের স্থানে জীব যত পড়িয়াছিলা।
শ্রীনিবাস-হৃদয়ে অর্থ সব প্রকাশিলা॥
সর্ব্বত্র অনুমতি লইয়া শ্রীজীব উল্লাসে।
শ্রীআচার্য্য পদবী দিলেন শ্রীনিবাসে॥
অদ্যাবধি বৃন্দাবনে করিলেন বাস।
সাধন স্মরণ কৈল আনন্দে শ্রীনিবাস॥"

কি ব'ল্‌ব সে স্মরণের কথা

"একদিন পরম-নির্জনে শ্রীনিবাস।

চিন্তয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিলাস ॥
সুগন্ধি-চন্দন লইয়া পরম-যতনে ।”

আপনে শ্রীনিবাস

“প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিলা বিচিত্র বন্ধানে ॥
নানা পুষ্পহার দিয়া প্রভুর গলায় ।
চামর ব্যজন করে কৌতুক-হিয়ায় ॥
ভাবের বিকার বহু দেহে নাই স্মৃতি ।
শ্রীনিবাস-চেষ্টা দেখি’ প্রভু হর্ষ অতি ॥
আপন-গলার মালা দিল ভক্ত-দ্বারে ।
পাইয়া সে মালা-স্পর্শ আনন্দে সাঁতারে ॥
আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান হৈল হেনকালে ।
প্রভু-দত্ত-মালা দেখে আপনার গলে ॥
আচার্য্য করিলেন শীঘ্র মালা সঙ্গোপন ।
অলক্ষিতে তাহা দেখিলেন কোনজন ॥
ঐছে বৃন্দাবন-লীলা-সমুদ্র-তরঙ্গে ।
নিরবধি ভাসয়ে পরম-প্রেমরঙ্গে ॥
একদিন শ্রীনিবাস বসন্ত-সময়ে ।
শ্রীকৃষ্ণের হোরি ক্রীড়া মানসে ভাবয়ে ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ কৌতুকে অপার ।
সবার উপরে ফাগু বর্ষে অনিবার ॥
কি অদ্ভুত-বন্ধনে খেলয়ে রাই শ্যাম ।
শোভা দেখি’ মূর্চ্ছিত হয়েন কোটি-কাম ॥
সখীর ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস দাসী-রূপে ।
ফাগু যোগান রহি রাধিকা-সমীপে ॥
সকলেই সুস্থির হইয়া কতক্ষণে ।
রাই-কানু দোঁহে বসাইলা সিংহাসনে ॥
হৈল সেবা সমাধান বাহ্য-জ্ঞান হৈতে ।
“দেখে ফাগুময় অঙ্গ নারে লুকাইতে ॥
নিতি নিতি ঐছে নানা মানসে বিহ্বল ।
কে বর্ণিতে পারে যৈছে প্রেম অনর্গল ॥”

"শ্রীনিবাস আনন্দ-মনে, প্রিয়-নরোত্তম-সনে,
কিছুদিনে হইলা মিলন ॥"

বহুদিনের সাধ ছিল

নরোত্তমের নাম শুনা অবধি—বহুদিনের সাধ ছিল
কতদিনে মি'ল্‌ব ব'লে—বহুদিনের সাধ ছিল

নরোত্তম ব্রজে আইলা

প্রভুর বিরহে ব্যাকুল হইয়া—নরোত্তম ব্রজে আইলা
শ্রীনিবাস যেন প্রাণ পাইলা—নরোত্তম ব্রজে আইলা

নিরজনে কাঁদে দু'জনে

পরস্পর গলা ধ'রে—নিরজনে কাঁদে দু'জনে
সঙরি' গৌরাঙ্গ-গুণে—নিরজনে কাঁদে দু'জনে [মাতন]

"নরোত্তমে লইয়া সঙ্গে, ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে,
গোবিন্দের আজ্ঞা-মালা পাঞা।"

ফিরে ব্রজের বনে বনে

হা গৌর প্রাণ গৌর ব'লে—ফিরে ব্রজের বনে বনে
হা রূপ-সনাতন ব'লে—ফিরে ব্রজের বনে বনে

"গোস্বামীর গ্রন্থগণ, করিলেন বিতরণ,
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞা ॥"
"একদিন শ্রীজীবাদি গোবিন্দ-মন্দিরে।"

উপযুক্ত পাত্র জে'নে

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—উপযুক্ত পাত্র জে'নে
শ্রীগ্রন্থ-প্রচারের—উপযুক্ত পাত্র জে'নে

"হইলা একত্র সবে উল্লাস-অন্তরে ॥
শ্রীগোবিন্দদেবে কহে সুমধুর-ভাষে।
গ্রন্থ-বিতরণ-শক্তি দেহ শ্রীনিবাসে ॥
এত কহিতেই গোবিন্দের কণ্ঠ-হইতে।
ছিঁড়িয়া পড়িল মালা শ্রীনিবাসে দিতে ॥
শ্রীজীব-গোস্বামী-আদি সবে সেইক্ষণে।
করিল দিবস স্থির শ্রীগৌড়-গমনে ॥

শ্রীজীবগোস্বামী-সনে গোস্বামীর পাশে।
বিদায় হইতে পাঠাইলা শ্রীনিবাসে॥
শ্রীনিবাস যান গোস্বামীর সন্দর্শনে।
আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে॥
শ্রীদাস-গোস্বামী বড় পাইলা সন্তোষ।
বলেন,—শুন শুন শ্রীনিবাস পরম হরিষ॥
দু'ভাই-বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিবারে নারি।
দেখিয়া জুড়াইল তোমার গুণের মাধুরী॥
এই দেখ প্রভু-দত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
স্পর্শ করাইলা তবে শিলা-গুঞ্জামালা॥
শ্রীজীবগোস্বামী তবে শ্রীনিবাস-সহিত।
শ্রীভট্টগোস্বামী-পাশে হৈলা উপনীত॥"

শ্রীনিবাস কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে

পড়ি' গোপালভট্টের চরণে—শ্রীনিবাস কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে
আবার পা'ব কি শ্রীচরণে—শ্রীনিবাস কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে } [মাতন]

'আবার পা'ব কি শ্রীচরণে'—
আসিয়া এই বৃন্দাবনে—আবার পা'ব কি শ্রীচরণে

শ্রীনিবাস কাঁদে ব্যাকুল-প্রাণে

"শ্রীগোপালভট্ট-চেষ্টা কহনে না যায়।
শ্রীনিবাসে কহে অতি অধৈর্য্য-হিয়ায়॥
বৈস বৈস ওহে বাপু শুনহ বচন।
পুনরপি একবার আসিবা বৃন্দাবন॥
নয়ন-ভরিয়া আমি দেখিব আর বার।
তবে সে বাঞ্ছিত পূর্ণ হইবে আমার॥
শ্রীনিবাস বলেন প্রভু কি বলিব আর।
চিরদিন না করিনু সেবন তোমার॥
শ্রীগোপাল-ভট্ট স্থির করি' মৃদু-ভাষে।
শ্রীরাধারমণে সমর্পিলা শ্রীনিবাসে॥

মহাপ্রভুর দত্ত কৌপীন-বস্ত্র-বহির্ব্বাসে।
মস্তকে বাঁধিয়া দিল পরম-সন্তোষে॥
শ্রীনিবাসে করি' অনুগ্রহের অবধি।
আজ্ঞা কৈলা অচিরে হউক সর্ব্বসিদ্ধি॥

শ্রীনিবাস,—সর্ব্বত্র দর্শনাবেশে দিবস গোঙাই।
রাত্রে যে করয়ে খেদ তার অন্ত নাই॥
দু'টী বাহু তুলিয়া কহে বারে বারে।
এ-সুখে বঞ্চিত বিধি করিল আমারে॥
হা হা প্রভু-প্রিয়গণ মো-হেন-দুর্জ্জনে।
পুনঃ ব্রজে আনি কি রাখিবা সন্নিধানে॥
ঐছে কত কহিতে কহিতে নাহি পারে।
কণ্ঠরুদ্ধ হয় নেত্র-জলেই সাঁতারে॥
শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছায় রাত্রি-শেষে।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ শ্রীনিবাসে॥
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে।
গজেন্দ্র-গমনে আইলা আচার্য্য-অগ্রেতে॥
লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমা জিনিয়া চাঁদ-মুখে।
হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে মহাসুখে॥
ওহে শ্রীনিবাস খেদ কর সম্বরণ।
শুনিতে না জানি প্রাণ করয়ে কেমন॥
তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি না জান তা তুমি।
নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি॥
মোর মনোঽভীষ্ট যে তা অনেক প্রকারে।
করিনু প্রকাশ রূপ-সনাতন-দ্বারে॥
তোমা-দ্বারে গ্রন্থরত্ন করি' বিতরণ।
"হরিব জীবের দুঃখ দিয়া প্রেমধন॥
যে জন লইবে আসি' শরণ তোমার।
তারে আমি অবশ্য করিব অঙ্গীকার॥
এত কহি শ্রীনিবাসে করি' অনুগ্রহ।
হইলেন কি অদ্ভুত শ্রীগৌর-বিগ্রহ॥

আলিঙ্গন করি' গৌড়ে বিদায় করিয়া।
মন্দিরে প্রবেশে গৌর মূর্ত্তি সম্বরিয়া ॥
শ্রীগোবিন্দ-অদর্শনে ব্যাকুল হৃদয়।
জাগিয়া দেখয়ে নিশি প্রভাত সময় ॥
সবাকার অনুমতি পাইয়া সেইক্ষণে।
করাইলা গাড়ীতে গ্রন্থের আরোহণে ॥
গোস্বামী সকল ব্রজে অনুব্রজি আইলা।
যত ব্রজবাসী তার সঙ্গেই চলিলা ॥"

কেউ,—ঘরে ফিরে যেতে নারে
প্রিয়-শ্রীনিবাসে ছেড়ে—কেউ,—ঘরে ফিরে যেতে নারে

"একক্রোশ অনুব্রজি আইলা যখন।
সে সকলের বিচ্ছেদ কে বা করিবে বর্ণন ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে
শ্রীজীবের চরণ ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে
আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
ও রাঙ্গা-চরণ দু'খানি—আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
শ্রীনিবাস কাঁদে রে
গৌড়-মণ্ডলে যাবার কালে—শ্রীনিবাস কাঁদে রে
গোস্বামীগণের আজ্ঞায়—শ্রীনিবাস কাঁদে রে
গোস্বামীগণের পায়ে ধ'রে—শ্রীনিবাস কাঁদে রে
গোস্বামীগণের পানে চেয়ে—শ্রীনিবাস কাঁদে রে
আর কি দে'খ্‌তে পা'ব হে
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগণ—আর কি দে'খ্‌তে পাব হে [মাতন]
কি ব'ল্‌ব আমার কপাল মন্দ
আর দে'খ্‌তে পা'ব কি মুখচন্দ্র—কি ব'লব আমার কপাল মন্দ

গোস্বামীগণ—"কহি কত অতিশয় ব্যাকুল-হিয়ায়।
শ্রীনিবাস-আচার্য্যেরে করিলা বিদায় ॥"

চলিলেন গ্রন্থ-সম্পুট ল'য়ে

রূপ-সনাতন বলি' ভাসি' নয়ন-জলে—চলিলেন গ্রন্থ-সম্পুট ল'য়ে

সঙ্গে দিলেন শ্রীজীব-গোসাঞি

বহুজন রক্ষক—সঙ্গে দিলেন শ্রীজীব-গোসাঞি

"শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ তিনে।
শ্রীগৌড়মণ্ডল প্রাপ্ত হৈলা কতদিনে॥
বন-পথে বন-বিষ্ণুপুর-সন্নিধানে।
বন-মধ্যে একগ্রাম আইলা সেইখানে॥
তথা সাবধানে বহুরাত্রি গোঙাইলা।
প্রভু-ইচ্ছামতে সবে নিদ্রাগত হইলা॥
রাজা বীরহাম্বিরে কহিল কোন-জন।"

দস্যুর ভূপতি

নিতুই ভাগবত শুনে—দস্যুর ভূপতি

"রাজা বীরহাম্বিরে কহিল কোন-জন।
গাড়ী পূরি রত্ন লইয়া আইলা মহাজন॥
গণিতা গণিল কিবা দোষ আছে তার।
অপ্রমাণ নহে সেই ধন মাত্র সার॥
শুনি' রাজা দস্যু শীঘ্র প্রেরিয়া উল্লাসে।
গ্রন্থরত্নগণ আনাইলা অনায়াসে॥"

ত্বরায় গেলেন দেখিবারে

ধনরত্ন সম্পুট জে'নে,—ত্বরায় গেলেন দেখিবারে
মহা-অর্থলাভ হ'য়েছে জে'নে—ত্বরায় গেলেন দেখিবারে

"সম্পুটের মধ্যে গ্রন্থ না করি' বাহির।
সম্পুট দর্শনে রাজা হইলা অস্থির॥"

অপরূপ মহিমা

শ্রীগ্রন্থগণের—অপরূপ মহিমা

গ্রন্থপূর্ণ-সম্পুট দেখি'

গ্রন্থ দর্শন হয় নাই—গ্রন্থপূর্ণ-সম্পুট দেখি'

চিত্ত-শুদ্ধি হৈল রাজার

হৈল কৃপার সঞ্চার—চিত্ত-শুদ্ধি হৈল রাজার

উপজিল সাত্বিক ভাব

গ্রন্থ-সম্পুট দে'খে—উপজিল সাত্বিক-ভাব

বুদ্ধির কি অপেক্ষা করে

বস্তু-শক্তি—বুদ্ধির কি অপেক্ষা করে

বীরহাম্বির চমৎকৃত

হয়ে প্রেমে উনমত—বীরহাম্বির চমৎকৃত

বলে,—কখনও ত' পাই নাই

এমন আনন্দ আমি—বলে,—কখনও ত' পাই নাই

ল'য়ে চলেছে কোন-জগতে

পরম-আনন্দ-পথে—ল'য়ে চলেছে কোন-জগতে

আমার,—দস্যুভাব দূরে গেল

সম্পুট দেখিয়া কেন—আমার,—দস্যুভাব দূরে গেল
ভক্তি-ভাব জে'গে উ'ঠ্‌ল—আমার,—দস্যুভাব দূরে গেল [মাতন]

"রাজা কহে এ কি হৈল আমার অন্তরে।
না জানি কি রত্ন আছে সম্পুট-ভিতরে॥"

কিছু পরে স্থির হ'য়ে
আদেশিলেন নিজজনে
সম্পুট খোল ত্বরা করি'

কি রত্ন আছে দে'খ্‌ব আমি—সম্পুট খোল ত্বরা করি'

আছে বুঝি অপূর্ব্ব-রত্ন

প্রেমেতে পাগল-করা—আছে বুঝি অপূর্ব্ব-রত্ন

"রাজা বহু বিচার করিয়া মনে মনে।
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিলা নির্জ্জনে॥
সম্পুটের মধ্যে দেখে গ্রন্থরত্নগণ।
রাজা মহাখেদে কহে করিয়া ক্রন্দন॥

হায় কি হইল দুর্দ্দৈব আমার।
কোন-মহাশয়ে দুঃখ দিলুঁ মুঁই ছার॥"

হায় হায় কি ক'রেছি

মহারত্ন-লোভে—হায় হায় কি ক'রেছি

অপরাধী হ'য়েছি

কোন্ মহাজনে দুঃখ দিয়েছি—অপরাধী হ'য়েছি [মাতন]

কাঁদিতে কাঁদিতে বীরহাম্বির
বলিলেন নিজগণে
কর সবে অন্বেষণ

কোথা আছে সেই মহাজন—কর সবে অন্বেষণ
যাঁর এই গ্রন্থগণ—কর সবে অন্বেষণ

"যদি মোর ভাগ্যে হয় তাঁর দরশন।
তবে গ্রন্থরত্ন দিয়া লইমুঁ শরণ॥"

সবংশেতে পদে বিকাই

যদি তাঁর দর্শন পাই—সবংশেতে পদে বিকাই [মাতন]

লুটাইব পদতলে

পুত্র-কলত্রাদি মিলে—লুটাইব পদতলে [মাতন]

"ঐছে কত কহে রাজা বসিয়া বিরলে।
এথা গ্রন্থ চুরি হৈলে জাগিয়া সকলে॥
গ্রন্থ অদর্শনে হৈল যে দশা সবার।
তাহা এক-মুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার॥"

ব্যাকুল হইল সবাই

দেখি',—কোন গ্রন্থ-সম্পুট নাই—ব্যাকুল হইল সবাই

কাঁদেন অতি ব্যাকুল হ'য়ে

হা প্রভু রূপ সনাতন ব'লে—কাঁদেন অতি ব্যাকুল হ'য়ে [মাতন]

"ভূমে আছাড়িয়া অঙ্গ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।"

বলে,—হায় হায় এ কি হ'ল

গ্রন্থরত্ন কোথায় গেল—বলে,—হায় হায় এ কি হ'ল [মাতন]

ব্যাকুল হ'য়ে শ্রীনিবাস কাঁদে
বলে,—দরশনে বঞ্চিত কৈলে
হাহা প্রভু রূপ-সনাতন—দরশনে বঞ্চিত কৈলে
যদি বা কিছু কৃপা কৈলে
গ্রন্থ-বিতরণ-আজ্ঞা-ছলে—যদি বা কিছু কৃপা কৈলে
যদি বা পেলাম কৃপা-আজ্ঞা
কিন্তু,—আমি যে বড় অভাগা
সে ভাগ্যে বঞ্চিত হ'লাম
না হইল আজ্ঞা পালন—সে ভাগ্যে বঞ্চিত হ'লাম
হা প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ—সে ভাগ্যে বঞ্চিত হ'লাম
হারাইলাম গ্রন্থ-রতন—সে ভাগ্যে বঞ্চিত হ'লাম
হারাইলাম ভাগ্য-দোষে
কেন বা দিলে হে
অযোগ্য-পাত্রে—কেন বা দিলে হে
শ্রীগ্রন্থ-রতনে—কেন বা দিলে হে

"ভূমে আছাড়িয়া অঙ্গ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
কেহ কোনরূপ-স্থির হইতে না পারে॥
সে-কালে দৈববাণী হইল আকাশে।
চিন্তা নাহি গ্রন্থ প্রাপ্তি হৈবে অনায়াসে॥
প্রভু-ভঙ্গী জানি' সবে করিয়া আশ্বাস।
শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস॥
খেতুরী-গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
প্রভু-লোকনাথ-আজ্ঞা করহ পালন॥"

প্রভু-আজ্ঞা করহ পালনে
যাইহ নরোত্তম—প্রভু-আজ্ঞা করহ পালনে
যাও ত্বরায় খেতুরী-গ্রামে—প্রভু-আজ্ঞা করহ পালনে } [মাতন]

"শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি-মতে।
অম্বিকা হইয়া যাইবেন উৎকলেতে॥"

যাও শ্যামানন্দ উৎকলেতে

ভাসাও গৌর-নাম-প্রেমেতে—যাও শ্যামানন্দ উৎকলেতে [মাতন]

"পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে।"

কোলে ক'রে কেঁদে বলে

নরোত্তম-শ্যামানন্দে—কোলে ক'রে কেঁদে বলে
শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুর—কোলে ক'রে কেঁদে বলে

যদি গৌরের কৃপা হয়
তবে পুনঃ দেখা হ'বে

গ্রন্থরত্ন পাই যবে—তবে পুনঃ দেখা হ'বে

নচেৎ,—এই আমার শেষ দেখা

গ্রন্থ না পেলে প্রাণ রা'খ্‌ব না—নচেৎ,—এই আমার শেষ দেখা

এই দেখা হ'ল শেষ

যদি গ্রন্থের না পাই উদ্দেশ—এই দেখা হ'ল শেষ [মাতন]

"পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে।
নহিবে উদ্বিগ্ন আসি মিলিবা সকলে॥"

হ'বে পুনঃ দেখা হ'বে

গ্রন্থ-সনে আমা-সনে—হ'বে পুনঃ দেখা হ'বে

"ঐছে কত কহি দোঁহে বিদায় করিল।
দোঁহে যে ব্যাকুল তাহা বর্ণিতে নারিল॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

শ্রীনিবাসের শ্রীমুখ-চেয়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কতদিনে দেখা পা'ব ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে } [মাতন]

কতদিনে দে'খ্‌তে পা'ব

হা প্রভু-শ্রীনিবাস তোমায়—কতদিনে দে'খ্‌তে পা'ব

"এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য বন-বিষ্ণুপুরে।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীবীরহাম্বিরে॥"

ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজে বেড়ায়

বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে—ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজে বেড়ায়
শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুর—ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজে বেড়ায়

ব্যাকুল হ'য়ে খুঁ'জ্‌তে খুঁ'জ্‌তে
বসিলেন এক-বটবৃক্ষ-তলে

ভাসি' দু'টী নয়ন-জলে—বসিলেন এক-বটবৃক্ষ-তলে
হা প্রাণ-গৌরাঙ্গ ব'লে—বসিলেন এক-বটবৃক্ষ-তলে [মাতন]

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন শ্রীনিবাস

বসি' মাথায় দিয়ে হাত—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন শ্রীনিবাস [মাতন]

হায় প্রভু কি করিলে

দিয়ে রত্ন কেড়ে নিলে—হায় প্রভু কি করিলে [মাতন]

দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'লেন

বীরহাম্বিরের প্রেরিত চর—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'লেন
প্রেমাবিষ্ট-শ্রীনিবাসে—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'লেন

মনেতে বিচার ক'র্‌লেন
কে বটে ও মহাপুরুষ

জ্যোতির্ম্ময়-মূরতি—কে বটে ও মহাপুরুষ

কেন ভাসেন নয়ন-জলে
এই বুঝি তিনি হ'বেন

যাঁর সেই গ্রন্থরত্ন—এই বুঝি তিনি হ'বেন

ছুটে গেলেন তাঁর কাছে
কর-জোড় ক'রে ব'ল্‌লেন

কেন ক'র্‌ছেন ক্রন্দন—কর-জোড় ক'রে ব'ল্‌লেন

শুনি' সর্ব্ব-শোকের কারণ
গিয়া সে সব অনুচর
লুটাইয়া পড়িলেন

শ্রীনিবাসাচার্য্য-চরণে—লুটাইয়া পড়িলেন

তাঁদের কিছু স্থির করি'
জিজ্ঞাসিলেন শ্রীনিবাস
কেন ব্যাকুল হও তোমরা
তাঁরা সব বর্ণন ক'র্‌লেন
আসি' তা'রা গৃহে সবে
জানাইলেন বীরহাম্বিরে
চলুন প্রভু ত্বরা ক'রে

পেয়েছি তাঁর সন্ধানে—চলুন প্রভু ত্বরা ক'রে

দীনবেশে বীরহাম্বির
চলিলেন ব্যাকুল হ'য়ে
দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'য়ে

জ্যোতির্ম্ময় সেই প্রেমের মূরতি—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পে'য়ে

করিলেন দণ্ডবৎ

অপরাধ ক্ষমা কর ব'লে—করিলেন দণ্ডবৎ

কিছুপরে স্থির হ'য়ে
নিবেদিলেন শ্রীনিবাসে
ধনরত্ন মনে ক'রে
ক'রেছি আমি অপহরণ

প্রেমের স্বরূপ গ্রন্থরাজি—ক'রেছি আমি অপহরণ
সামান্য-ধন-লোভে—ক'রেছি আমি অপহরণ
আমার নিজগণ-দ্বারে—ক'রেছি আমি অপহরণ

অপরাধ ক'রেছি

গ্রন্থরত্ন হ'রেছি—অপরাধ ক'রেছি

আমার অপরাধ ক্ষমা কর

নিজ-দাসের দাস কর—আমার অপরাধ ক্ষমা কর
আমার,—দস্যুবৃত্তি দূর কর—আমার অপরাধ ক্ষমা কর } [মাতন]

চল প্রভু ত্বরা করি'
গ্রন্থ-সম্পুট দর্শন কর
নিজ-গৃহে আনিলেন শ্রীনিবাসে
শান্ত করিলেন তাঁরে

নানাবিধ-সেবা ক'রে—শান্ত করিলেন তাঁরে

বিকাইলেন শ্রীচরণে

সবংশে বীরহাম্বির—বিকাইলেন শ্রীচরণে

সবেই গায় মহোল্লাসে
জয় জয় শ্রীনিবাস

বীরহাম্বিরের উদ্ধারণ—জয় জয় শ্রীনিবাস

[মাতন]

রাজার দশা দে'খে
সকলেই হৈলেন বৈষ্ণব

শ্রীনিবাসের কৃপা পাইয়া—সকলেই হৈলেন বৈষ্ণব

সেই হ'তে হ'লেন বৈষ্ণব

বিষ্ণুপুর-বাসী সব—সেই হ'তে হ'লেন বৈষ্ণব

বিষ্ণুপুর হইল আনন্দধাম
ঘরে ঘরে শ্রীবিগ্রহ-সেবা
নিশিদিশি নামের রোল

বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে—নিশিদিশি নামের রোল
প্রভুনিতাই-প্রাণগৌরাঙ্গের—নিশিদিশি নামের রোল
[মাতন]

অদ্যাপিও সাক্ষী আছে
আর কিছু জানে না

বিষ্ণুপুর-বাসী সবে—আর কিছু জানে না
প্রভু-শ্রীনিবাস বিনে—আর কিছু জানে না

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-সেবা

বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে—শ্রীগৌর-গোবিন্দ-সেবা

দ্বিতীয় শ্রীবৃন্দাবন

শ্রীবিষ্ণুপুর-গ্রাম হন—দ্বিতীয় শ্রীবৃন্দাবন

"রাজারে দিলেন নাম হরিচরণ-দাস।
কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পদ আশ ॥
আচার্য্যের গুণে হিয়া উমড়ে সদায়।
স্বপ্নেও রাজা আচার্য্যের গুণ গায় ॥"

কি ব'লব রাজার অনুরাগের কথা

শুনিলে যায় মনের ব্যথা—কি ব'লব রাজার অনুরাগের কথা

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বীরহাম্বির আচার্য্য-গুণে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আবেশে বলেন বীরহাম্বির

"প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরাইলে মনের আশ,
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয়-কীট, বড়ই লাগিত মিঠ,
ঘুচাইলে রাজ-অহঙ্কার ॥"

তোমার কি অহৈতুকী অদ্ভুত কৃপা

অযোগ্য-অপাত্রে—তোমার কি অহৈতুকী অদ্ভুত কৃপা

অশেষ-দোষের দোষী জে'নেও—তোমার কি অহৈতুকী অদ্ভুত কৃপা

"করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,
দেখাইলে অমিয়ার ধার।"

করিতাম্ দস্যুবৃত্তি

ছাড়ায়ে দিলে দস্যুবৃত্তি

দিলে মোরে শ্রদ্ধা-ভক্তি—ছাড়ায়ে দিলে দস্যুবৃত্তি

অমিয়া-ভাণ্ড দিলে করে

বিষয়-বিষ-ভাণ্ড নিলে কে'ড়ে—অমিয়া-ভাণ্ড দিলে করে

"দেখাইলে অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন,"

তোমার দাস্য-সুধারস

"পিব পিব করে মন, সব লাগে উচাটন,"

কিছুই ভাল লাগে না

শ্রীনিবাস তোমার কৃপায়—কিছুই ভাল লাগে না

অসার-সংসার আর—কিছুই ভাল লাগে না

বিষয়-বিষ-পানে রুচি নাই আর

পিয়াইলে অমিয়ার ধার—বিষয়-বিষ-পানে রুচি নাই আর

"এমতি তোমার ব্যবহার ॥"

কি ব'ল্‌ব তোমার গুণের কথা

"শ্রীরাধাপদ-সুধারাশি, সে পদে করিলে দাসী,"

আমার,—গলায় ছিল মায়ার ফাঁসি

ক'র্‌লে মোরে রাধা-দাসী

ছিন্ন করি' মায়ার ফাঁসি—ক'র্‌লে মোরে রাধাদাসী

শুধু কেবল তাই নয়

এক-মুখে কতই ব'ল্‌ব

প্রভু,—শ্রীনিবাস তোমার কৃপার কথা—এক-মুখে কতই ব'ল্‌ব

"গোরাপদে বাঁধি' দিলা চিত।

শ্রীরাধা-রাধারমণ-সহ, দেখাইলে কুঞ্জ-গেহ,

জানাইলে দুহুঁ-প্রেমরীত ॥

শ্রীযমুনার কূলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই,

রাই কানু বিলসই সুখে।

এ বীরহাম্বির হিয়া, ব্রজপুর সদাধিয়া,

যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥"

আমার,—মন ভ্রমে ব্রজলীলায়

প্রভু শ্রীনিবাস তোমার কৃপায়—আমার,—মন ভ্রমে ব্রজলীলায়

পতিত বীরহাম্বির আমি—আমার,—মন ভ্রমে ব্রজলীলায়

কেবল,—তোমার চরণ আরাধিয়া—আমার,—মন ভ্রমে ব্রজলীলায়

তোমার কৃপার বলিহারি

কত-গুণের ঠাকুর রে

আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস—কত-গুণের ঠাকুর রে

বীরহাম্বিরে উদ্ধার ক'রে

গ্রন্থ অপহরণ-ছলে—বীরহাম্বিরে উদ্ধার ক'রে

গেলেন শ্রীশ্রীনিবাস

যাজিগ্রামে নিজ বাস—গেলেন শ্রীশ্রীনিবাস

যাজিগ্রামে অদ্ভুত বিহার

গণ-সনে শ্রীনিবাসের—যাজিগ্রামে অদ্ভুত বিহার

"এথা শ্রীআচার্য্য শিষ্যগণেরে পড়ায়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ভক্তি কহি গর্জ্জে সিংহপ্রায়॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিদ্যা-প্রভাব অপার।
শুনি' সকলের চিত্ত হয় চমৎকার॥
নানা-দেশ হইতে যে আসে বিদ্যাবান্।
সে সবে পড়ান ভক্তিরত্ন দিয়া দান॥"

"গোস্বামীর গ্রন্থ গণ, করিলেন বিতরণ,
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হইয়া॥
গৌর-প্রেম-সুধা পানে, সদা মত্ত সংকীর্ত্তনে,
জগতে ঘোষয়ে যশ যাঁর।
কহে নরহরি দীনে, উদ্ধার আপনা-গুণে
এমন দয়ালু নাহি আর॥"

কিছুদিনে হইল মিলন

রামচন্দ্র-কবিরাজের সনে—কিছুদিনে হইল মিলন

কি ব'লব শ্রীনিবাসের কথা
নিশিদিশি গৌর-প্রসঙ্গ

নরোত্তম-রামচন্দ্রের সনে—নিশিদিশি গৌর-প্রসঙ্গ
গ্রন্থগণের অনুশীলন আর—নিশিদিশি গৌর-প্রসঙ্গ

শ্রীনিবাস কাঁদে রে

যাজিগ্রামে ব'সে—শ্রীনিবাস কাঁদে রে

নরোত্তম-রামচন্দ্রের গলা ধ'রে—শ্রীনিবাস কাঁদে রে

বামভাগে রামচন্দ্র

দক্ষিণেতে নরোত্তম

দু'জনের গলা ধরি' কাঁদে

বলে,—নরোত্তম গৌর বল

রামচন্দ্র গৌর বল—বলে,—নরোত্তম গৌর বল [মাতন]

কিছুদিনে উ'ঠ্‌ল বিরহ-ব্যথা

শ্রীনিবাসার্য্যের অদর্শনে—কিছুদিনে উ'ঠ্‌ল বিরহ-ব্যথা

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—কিছুদিনে উ'ঠ্‌ল বিরহ-ব্যথা

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তম—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

শ্রীনিবাসের বিরহে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

খেতুরী-গ্রামে ব'সে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর॥"

হায়,—বিধি মোরে কি করিলা

শ্রীনিবাস কোথা গেলা—হায়,—বিধি মোরে কি করিলা [মাতন]

"কাঁহা গেলা স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস-রঘুনাথ শ্রীজীব-জীবন॥"

তোমরা সবাই গেলে কোথা

কে শুনাবে গৌর-কথা—তোমরা সবাই গেলে কোথা [মাতন]

"কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।"

একে একে কোথা লুকা'লে

পরাণ-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—একে একে কোথা লুকা'লে

লুকাইয়ে কর্‌ছ খেলা

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ তোমরা—লুকাইয়ে কর্‌ছ খেলা

ল'য়ে খেলার পুতুল গৌর—কোথা,—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

"কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা লুকালে গোরা-নটরাজ॥"

এককালে কোথা লুকালে

ল'য়ে খেলার সাথী-সকলে—এককালে কোথা লুকালে
আমাদের,—আঁখিতে মায়ার ঠুলি দিয়ে—এককালে কোথা লুকালে

বলে,—হায় হায় কি ক'র্ব রে

ঠাকুর নরোত্তম বিরহেতে কাঁদে—বলে,—হায় হায় কি ক'র্ব রে

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব॥"

কোথা গেলে প্রাণ-গৌর পা'ব
সকল-সুখেই বঞ্চিত হ'লাম
কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

পূর্ব্বলীলা পরলীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম্ না

দুঃখের কথা কারে বা ব'ল্‌ব

কত-ব্যথা রয়েছে প্রাণে—দুঃখের কথা কারে বা ব'ল্‌ব

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
হায়,—নরহরি মুকুন্দ মুরারী।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
হায়,—দামোদর পরমানন্দ-পুরী॥
যে সব করিলা লীলা,"

'মধুর,—নদীয়া আর নীলাচলে'—
সুরধুনী আর সিন্ধুকূলে—মধুর,—নদীয়া আর নীলাচলে

"যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শীলা,
তাহা মুঁই না পাইনু দেখিতে।"

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম্ না রে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা—কিছুই দে'খতে পেলাম্ না রে
স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম্ না রে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—পাষাণ-গলান-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

পাষাণ-গলান-লীলা

আমার,—চিতচোর-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—পাষাণ-গলান লীলা [মাতন]

অদ্যাপি তার নিদর্শন আছে

ও যে,—লীলায় শীলা গলেছে—অদ্যাপি তার নিদর্শন আছে

শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—অদ্যাপি তার নিদর্শন আছে

আজও,—সেই-লীলার সাক্ষী দিছে

পাষাণে শ্রীপদ-চিহ্ন—আজও,—সেই-লীলার সাক্ষী দিছে

"গৌর-সুন্দর নটরাজ।"

আরে আমার

আরে আরে—আরে আমার

পরাণের—পরাণ আমার

"গৌর-সুন্দর নটরাজ।
শ্রীল-জগন্নাথ-আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি' ভাবরত্ন-সাজ॥"

ভাব-ভূষণে বিভূষিত

আমার,—ভাবনিধি শচীসুত—ভাব-ভূষণে বিভূষিত

একদিন আমার গৌরহরি

করিছেন জগন্নাথ-দরশন

গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে—করিছেন জগন্নাথ দরশন

রাধিকা-ভাবিত মতি

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার—রাধিকা-ভাবিত মতি

শ্রী,—জগন্নাথের বদন চেয়ে—রাধিকা-ভাবিত মতি

"বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,"

স্বর্ণ-বর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জগন্নাথের বদন চেয়ে—স্বর্ণ-বর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জ-জ-জ-জ গ-গ করে

জগন্নাথ ব'লতে নারে—জ-জ-জ-জ গ-গ করে

"বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।
এই সপ্ত সাত্বিকভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম্ম ॥

গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত

সাত্বিক-বিকার যত—গৌর-অঙ্গে হ'ল বেকত

গৌর-অঙ্গ বিভূষিত

নানা,—ভাবাবলি-ভূষণেতে—গৌর-অঙ্গ বিভূষিত

বিরাম নাই বিরাম নাই

অবিরল-নয়ন-ধারার—বিরাম নাই বিরাম নাই
যেন,—শ্রাবণ-মেঘের ধারা—বিরাম নাই বিরাম নাই

যেন,—পিচকারী-জলযন্ত্র-ধারা

শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-ধারা—যেন,—পিচকারী-জলযন্ত্র-ধারা
এক এক ধারায় শত-শত ধারা—যেন,—পিচকারী-জলযন্ত্র-ধারা

ভাসিল রে মুখ-কমল

অবিরল-নয়ন-ধারায়—ভাসিল রে মুখ-কমল

পড়িল হৃদি-কমলে

মুখ-কমল ভাসাইয়ে—পড়িল হৃ'দি-কমলে
হৃ'দি-কমল ভাসাইয়ে—পড়িল চরণ-কমলে
চরণ-কমল পাখালিয়ে—নিম্নখাল পূর্ণ কৈল
গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বদেশের—নিম্নখাল পূর্ণ হ'ল
শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-ধারায়—নিম্নখাল পূর্ণ হ'ল

পাষাণ গলিয়া গেল

সেই-গৌরের পদ-পরশে—পাষাণ গলিয়া গেল [মাতন]

পাষাণ-গলান গোরা

প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা—পাষাণ-গলান গোরা [মাতন]

দেখিতে ত' পেলাম্ না

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—পাষাণ-গলান-লীলা—দেখিতে ত' পেলাম্ না

কীর্ত্তন-নটন-লীলা।

সুরধুনী-পুলিনে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা।

ও,—"গমন-নটন-লীলা,"

ওগো আমার,—সীতানাথের আনানিধির—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার, —নদীয়া-বিনোদিয়ার—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—প্রাণ-শচীদুলালিয়ার—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়ার—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—শ্রীগদাধরের প্রাণবঁধুয়ার—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নটের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পটের—গমন-নটন-লীলা।

সঙ্কীর্ত্তন,—কেলিরস-বিনোদিয়ার—গমন-নটন-লীলা।

সঙ্কীর্ত্তন,—রাসরস-উন্মাদিয়ার—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—নরহরির চিতচোরের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—রসময়-গৌর-কিশোরের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—সনাতনের গতি-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—শ্রীরূপ-হৃদ্‌কেতন-গোরার—গমন-নটন-লীলা।

ও,—"গমম-নটন-লীলা,"

ওগো আমার,—শ্রীলোকনাথের হৃ'দ্‌বিহারীর—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধনের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—গোপালভট্টের প্রাণারাম-গৌরাঙ্গের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—শ্রীজীব-জীবন-গোরার—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতার—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—রাজা-প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারীর—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—গজপতি-উদ্ধারণের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—রামরায়ের চিতচোরের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—স্বরূপের সর্ব্বস্বধনের—গমন-নটন-লীলা।

ওগো আমার,—নিতাই-পাগল-করা-গোরার—গমন-নটন-লীলা। [মাতন]

চ'লে যেতে নেচে যায়

নাটুয়া-মূরতি-গৌর আমার—চ'লে যেতে নেচে যায়
নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চ'লে যেতে নেচে যায়
আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চ'লে যেতে নেচে যায়
মহা,—ভাবানিধি-গৌরাঙ্গ আমার—চ'লে যেতে নেচে যায়
ভাবনিধি-গোরা,—ভাব-হিল্লোলে হে'লে দু'লে—চ'লে যেতে নেচে যায়

ও,—"গমন-নটন-লীলা, বচন-সঙ্গীত-কলা,"

সঙ্গীতেতে কথা কয়

রসের গোরা,—চ'লে যেতে নেচে যায়—সঙ্গীতেতে কথা কয়
ওগো আমার,—রসের গোরা চিতচোরা—সঙ্গীতেতে কথা কয়

গমনে নটন বচনে গান

শচীদুলাল-প্রাণগৌরাঙ্গের—গমনে নটন বচনে গান

গমনই নটন বচনই গান

নদীয়াবিনোদ-গৌরাঙ্গের—গমনই নটন বচনই গান

চলিতে নাচে বলিতে গায়

রসময়-গৌরাঙ্গ-রায়—চলিতে নাচে বলিতে গায় [মাতন]

সঙ্গীতেতে কথা কয়

যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চম-রাগ জিনি যেন—কতশত-কোকিল কুহরিছে

না না তাতে তুলনা হয় না

যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগত,—অমৃতময় ক'র্বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে
আমার,—গৌরহরি হরি বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে [মাতন]

ও,—"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।"

তারই আঁখি-মন হরিছে

একবার,—হরি ব'লে যার পানে চাইছে—তারই আঁখি-মন হরিছে

[মাতন]

"একবার,—হরি ব'লে যার পানে চাইছে'—
রসের গোরা নেচে নেচে—হরি ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]
তারই আঁখি-মন হরিছে
সে অমনি ঢ'লে পড়িছে
ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে ভাবাবেশে ঢ'লে পড়িছে
অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ
রসের গৌরাঙ্গ নাচে
আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে
যে,—ঢ'লে পড়ে তারে বুকে ধ'রে—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে
[মাতন]

ও—"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।
রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া
ওগো আমার,—রঙ্গিয়া-প্রাণগৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া
অনঙ্গমোহন-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া
রঙ্গের মন্দির গোরার—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া
'রঙ্গের মন্দির গোরা'—
নবীন-কামের কোঁড়া—রঙ্গের মন্দির গোরা [মাতন]
প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া
প্রতি-অঙ্গে অনঙ্গ-শর
শর বরিষণে নাহি অবসর—প্রতি-অঙ্গে অনঙ্গ-শর
শর,—বরষিছে নিরন্তর
নিজ,—পারিষদ উপর—শর,—বরষিছে নিরন্তর
পারিষদ হৈল জর-জর
নিরন্তর শর বরিষণে—পারিষদ হৈল জর-জর

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

অভাবের সঙ্গ করে না
মহা,—ভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ—ভাবুক-সঙ্গে—নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

"রসময় দেহেরই গঠন ॥"

গৌর কিশোর-বর

আরে আরে আরে আমার—গৌর কিশোর-বর
আরে আমার—গৌর কিশোর-বর
আরে আমার চিতচোর—গৌর কিশোর-বর
রসে তনু ঢর ঢর—গৌর কিশোর-বর [মাতন]
'রসে তনু ঢর ঢর'—
শ্রীনবদ্বীপ-পুরন্দর—রসে তনু ঢর ঢর [মাতন]

গৌর কিশোর-বর

চিত চুরি ক'রেছে আমার

শচীদুলাল গৌরহরি—চিত চুরি ক'রেছে আমার

ভালমন্দ কিছুই জানিতাম না
খেলারসে মেতে ছিলাম
ঘরের বাহির ক'রেছে মোরে

খোল-করতালে নাম-গুণ শুনায়ে—ঘরের বাহির ক'রেছে মোরে
শচীদুলাল গৌরহরি—ঘরের বাহির ক'রেছে মোরে

সেই অবধি খুঁজে বেড়াইছি

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-দেশে—সেই অবধি খুঁজে বেড়াইছি

চিতচোরা দেয় না ধরা

"তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখনে না হৈল জন্ম,"

দুঃখের কথা কারে বা ব'লব

"তখনে না হৈল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ,
সে না শেল রহি গেল চিতে ॥"

নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়া

ও সেই,—লীলা-অদর্শন-শেলে—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া
পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হ'ল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

হা,—"প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
হা,—ভুগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।"

তোমরা সব কোথা লুকালে

এই মধুর-বৃন্দাবনে—তোমরা সব কোথা লুকালে

"এ-সকল-প্রভু মেলি, যে সব করিলা কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ॥"

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

প্রাণগৌর-লীলা তার গণের খেলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

ত্রিকাল-সত্য,—প্রাণগৌর-গৌরগণের লীলা—শ্রীগুরুমুখে শুনেছি মোরা

লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

হা,—প্রভু-রূপ-সনাতন—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
হা,—ভট্টযুগ-শ্রীজীব-গোসাঞি—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
হা,—রঘুনাথ-ভুগর্ভ-গোসাঞি—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
খেলা তোমাদের বন্ধ নাই—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
আমাদের দুর্ভাগ্য-যবনিকা-আড়ে—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

আমাদের কি দেখাবে না

গৌর-সন্ধান আর কে দিবে

তাঁ'র চির-সাথী তোমরা বিনে—গৌর-সন্ধান আর কে দিবে

তোমরা বিনে কে দেখা'বে

গৌর তোমাদের প্রেমে বাঁধা—তোমরা বিনে কে দেখা'বে

যদি এনেছ কৃপা ক'রে

নৈলে কি আসা যায়—যদি এনেছ কৃপা ক'রে

এসেছি তোমাদের আকর্ষণে

প্রাণগৌর দে'খব নয়নে—এসেছি তোমাদের আকর্ষণে

বড়-আশায় এসেছি

আগমন-কাল জে'নে—বড়-আশায় এসেছি
ত্রিকাল সত্য-লীলায়—বড়-আশায় এসেছি

একবার দেখাইও

অধিকার নাই কৃপা ক'রে—একবার দেখাইও
অদোষ-দরশী-স্বভাবে—একবার দেখাইও
শ্রীগুরুগণের আনুগত্যে—একবার দেখাইও
রাস-রজনীতে গৌরাঙ্গ-বিহার—একবার দেখাইও
শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে—একবার দেখাইও
কৃষ্ণ-বিরহিণী গোরা-গুণমণি—একবার দেখাইও

খেলা,—দে'খ্‌তেও কি কিছু দোষ আছে

আমরা,—নাই বা হ'লাম খেলার সাথী—

খেলা,—দে'খ্‌তেও কি কিছু দোষ আছে

একবার দেখাইও

হৃদি-পটে এঁকে নিব

ও ভাবের মূরতি—হৃদি-পটে এঁকে নিব

কৃপা ক'রে দেখা দিও

কতবার এসে খুঁজে গেছি

খুঁজে খুঁজে পাই না দেখা

কেঁদে কেঁদে ফিরে যাই—খুঁজে খুঁজে পাই না দেখা

কত না ডেকেছি

যখনই কৃপা ক'রে এনেছ—কত না ডেকেছি
তোমাদের বসতি-স্থানে গিয়ে—কত না ডেকেছি

ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে

গিয়েছি শ্রীকুণ্ড-তারে

এই অনুমান ক'রে—গিয়েছি শ্রীকুণ্ড-তীরে

গিয়েছেন সবাই,—গিরি-গোবর্দ্ধনে কুণ্ডতীরে

কেউ নাই বুঝি বৃন্দাবনে—গিয়েছেন সবাই,—গিরি-গোবর্দ্ধনে কুণ্ডতীরে

ইষ্টগোষ্ঠী ক'র্‌বার তরে

দাস-গোস্বামীর সঙ্গে—ইষ্টগোষ্ঠী ক'র্‌বার তরে

দে'খ্‌তে পাব সবাইকে

সেখানে গেলে পরে—দে'খ্‌তে পাব সবাইকে

এই,—মনে ক'রে গিয়েছি কুণ্ডতীরে

ব্যাকুল হ'য়ে ডেকেছি

কত না ডেকেছি

সর্ব্বচিত্ত বিলায়ে দিয়ে—কত না ডেকেছি

এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর

কোথা আছ দাস-গোসাঞি—এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর [মাতন]

সকলে সঙ্গে ল'য়ে

কোথা আছ গৌরাঙ্গগণ

কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ

নীলাচল-বিহার স্মরণ ক'রে—কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ
পরস্পর গলা ধ'রে—কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ
হা-গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—কোথা ব'সে কাঁ'দ্‌ছ

কেউ ত' দেখা দিলে না

আমরা,—কেঁদে কেঁদে ফিরে গেছি

হায় রে,—কা'রে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা

"এ-সকল প্রভু মেলি, যে-সব করিলা কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ ॥"

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

"সবে হৈলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ ভেল সবাকার আঁখি।"

কেমন ক'রে দে'খ্‌বে বল

আঁখি,—তারা হারা'ল জ্যোতি হারা'ল—আঁখি আর,—

কেমন ক'রে দে'খ্‌বে বল

আঁখি,—তারা-গৌরগণ হারা'ল

দর্শন-শক্তি-গৌর হারাল—আঁখি,—তারা-গৌরগণ হারা'ল

আঁখি আর,—কেমন ক'রে দে'খ্‌বে বল

না না সে,—আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল

গৌরলীলা,—দরশনে যে বঞ্চিত হ'ল—না না সে,—আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল

"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার-মুখ,"

আমার,—মুখ কেউ দে'খ না

আমি,—গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী—আমার,—মুখ কেউ দে'খ না [মাতন]

"আছি যেন মরা-পশু-পাখী ॥"

আমার,—মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে

কেবল,—দে'খ্‌তে মানুষের আকার বটে—আমার,—মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে

মানুষ হ'লে ভালবাসা থা'কৃত

একতিল কি প্রাণ থা'কত

সে-সুখে বঞ্চিত হ'য়ে—একতিল কি প্রাণ থা'কৃত

শ্রীগুরুদেবের,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে—একতিল কি প্রাণ থা'কৃত

পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে

যদি মনুষ্যত্ব থা'কৃত—পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে

হা গুরু-গৌরাঙ্গ ব'লে—পিছে পিছে প্রাণ যে'ত চলে [মাতন]

"আছি যেন মরা-পশু-পাখী ॥

অন্ন-জল-বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,

ধিক্ ধিক্ নিলাজ-পরাণ ॥"

আর,—কি-সুখে বা আছ রে

ওরে রে নিলাজ-পরাণ—আর,—কি-সুখে বা আছ রে

গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী প্রাণ—আর,—কি-সুখে বা আছ রে

বঞ্চিত হ'য়ে সে-সুখ-হ'তে—আর,—কি-সুখে বা আছ রে

'বঞ্চিত হ'য়ে সে-সুখ-হ'তে'—

এখন,—পড়ে পড়ে মায়ার লাথি খে'তে—বঞ্চিত হ'য়ে সে-সুখ-হ'তে

কি-সুখে বা আছ রে

গেলেই তো ভাল রে

এখনও ভালয় ভালয়—গেলেই তো ভাল রে

হা গুরু-গৌরাঙ্গ ব'লে—গেলেই তো ভাল রে [মাতন]

প্রাণ তোরে মিনতি করি

"যতক্ষণ এই দেহে থাক, হা-গুরু-গৌর ব'লে ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল।"

নিশিদিশি ডাক রে

হা-গুরু-গৌরাঙ্গ ব'লে—নিশিদিশি ডাক রে [মাতন]

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

ওরে রে কৃতঘ্ন-পরাণ—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা সঙরি'—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

'অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—

অদোষদরশী-শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

ব্যাকুলতা কোথা মিলে

সাধন ক'রে কি ব্যাকুলতা মিলে

আশা করা যায় না

যা,—কোনদিন হয় নাই তা—আশা করা যায় না

যদি চাও ব্যাকুলতা-কণা

আগে তাঁ'দের গুণ গাও না—যদি চাও ব্যাকুলতা-কণা [মাতন]

তাঁ'দের গুণ গাও ভাই

যাঁ'দের ব্যাকুলতা-প্রাণ—তাঁ'দের গুণ গাও ভাই

যাঁ'দের,—জনম গেল কেঁদে কেঁদে—তাঁ'দের গুণ গাও ভাই

হা-নিতাই-গৌরাঙ্গ ব'লে—তাঁ'দের গুণ গাও ভাই [মাতন]

এইবার কৃপা কর হে

হা-শ্রীনিবাস-নরোত্তম—এইবার কৃপা কর হে

রামচন্দ্র-শ্যামানন্দ—এইবার কৃপা কর হে

বিতর ব্যাকুলতা-কণা

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বেড়াই

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বেড়াই

বৃন্দাবনের বনে বনে—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বেড়াই

গৌর দেখা দাও ব'লে—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বেড়াই [মাতন]

দর্শন-অনুভবানন্দে

গৌরাঙ্গের প্রকট-বিহার—দর্শন-অনুভবানন্দে

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বেড়াই

এই কৃপা কর সবে

দাও শ্রীগুরু-চরণে রতি

শ্রীগুরু-বাক্যে বিশ্বাস দাও

শ্রীগুরু,—আজ্ঞা-পালনে শকতি দাও

শ্রীগুরু-চরণে বিকায়ে দাও

এই-কৃপা কর সবে

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধরি

তাঁর,—প্রাণারাম-নাম গান করি—শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধরি

'তাঁর,—প্রাণারাম-নাম গান করি'—

ভাই ভাই গলা ধরি'—তাঁর,—প্রাণারাম-নাম গান করি [মাতন]

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

কণ্ঠহার কর রে

শ্রীগুরু-দত্ত-নামাবলী—কণ্ঠহার কর রে

প্রাণভ'রে গাও রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—প্রাণভ'রে গাও রে

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল॥"

—:০:—

শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের
সূচক-কীর্ত্তন

(আশ্বিন-কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি)

——(*)——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥
"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ "

——০——

"ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়,
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।"

শ্রীঠাকুর মহাশয়

ও মোর করুণাময়—শ্রীঠাকুর মহাশয়
গৌর-প্রেমের মূরতি হয়—শ্রীঠাকুর মহাশয় [মাতন]

সেই ত' ঠাকুর নরোত্তম

"শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তাঁর পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্ব্বত্র ॥"

বড়ই রহস্য-কথা

নরোত্তমের জনমের—বড়ই রহস্য-কথা

"গৌড়ে রামকেলিগ্রাম অপূর্ব্ব বসতি।
তথা রূপ-সনাতন-গোস্বামীর স্থিতি ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবনে চলে প্রিয়-ভক্তে প্রবোধিয়া ॥
গৌড়দেশ-পথে হইল প্রভুর গমন।
না ছাড়ে প্রভুর সঙ্গ প্রিয়-ভক্তগণ ॥
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।
ঐছে রামকেলি আইলা প্রভু গৌর-রায় ॥

একদিন প্রভু নিজ-প্রিয়গণ লইয়া।
নাচে সঙ্কীর্ত্তনে মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া ॥
নিরখিয়া শ্রীখেতুরী-গ্রাম-দিশা-পানে।
অদ্ভুত আনন্দ-ধারা বহে দু'নয়নে ॥"

গৌর ভাসে নয়ন-ধারায়

খেতুরীগ্রাম-পানে চায়—গৌর ভাসে নয়ন-ধারায়

"অদ্ভুত আনন্দ-ধারা বহে দু'নয়নে ॥
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্ত-বাৎসল্যেতে স্থির হইতে না পারে ॥"

নরু নরু বলি' ডাকে

রামকেলি-গ্রাম হ'তে—নরু নরু বলি' ডাকে
খেতুরী-গ্রামের পানে চেয়ে—নরু নরু বলি' ডাকে
সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমাবেশে—নরু নরু বলি' ডাকে

নরোত্তমে আকর্ষিলা

রামকেলি হ'তে গৌর—নরোত্তমে আকর্ষিলা
ও নরু বলি' ডাকিয়া—নরোত্তমে আকর্ষিলা

ডাকে নরু নরু ব'লে

তানে নিজ-প্রেম রা'খ্‌বে ব'লে—ডাকে নরু নরু ব'লে
চেয়ে খেতুরী-গ্রাম-দিশা-পানে—ডাকে নরু নরু ব'লে
'চেয়ে খেতুরী-গ্রাম-দিশা-পানে'—
নরুর আবির্ভাব-স্থান সেইখানে—তাই,—চেয়ে খেতুরী-গ্রাম-দিশা-পানে

নরু নরু বলি' ডাকে

নরু নরু ডাক শু'নে

পরাণ-গৌরাঙ্গ-মুখে—নরু নরু ডাক শু'নে
কত না আদর-মাখা—নরু নরু ডাক শু'নে

"করুণা-সমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
করয়ে হুঙ্কার মহা-আনন্দ-হিয়ায় ॥"

নিতাই-চাঁদের আনন্দ মনে

অপূর্ণ-লীলা পূর্ণ হবে জে'নে—নিতাই-চাঁদের আনন্দ মনে

আনন্দ আর ধরে না

আনন্দ-কন্দ-নিত্যানন্দের—আনন্দ আর ধরে না

নরোত্তম নাম শু'নে—আনন্দ আর ধরে না

শুধু কেবল ডাকা নয়

প্রাণের প্রাণ-গৌরহরির—শুধু কেবল ডাকা নয়

রামকেলি-হ'তে ফিরবার-কালে

"গড়ের হাট আসি প্রভু স্নান আরম্ভিল।
প্রেমে মত্ত পদ্মাবতী বাঢ়ীতে লাগিল॥
প্রভু কহে পদ্মাবতী ধর প্রেহ লহ।
নরোত্তম-নামে প্রেম তা'রে তুমি দিও॥
নিত্যানন্দ-সহ প্রেম রাখিল তোমা-স্থানে।
যত্ন করি' ইহা তুমি রাখিবা গোপনে॥"

এই,—ধর লও পদ্মাবতী

দিলাম আমার প্রেম-সম্পতি—এই,—ধর লও পদ্মাবতী [মাতন]

রে'খো অতি-যতন ক'রে

আমার,—নিজ-প্রেম দিলাম তোমারে—রে'খো অতি-যতন ক'রে [মাতন]

আমার,—নরু এলে দিও তারে

তোমা-অবগাহনে—আমার,—নরু এলে দিও তারে

এখনও তার নিদর্শন আছে

শ্রীখেতুরী-গ্রাম-সন্নিকটে—এখনও তার নিদর্শন আছে

পদ্মাবতী-তীরে তমাল-তরু-তলে—এখনও তার নিদর্শন আছে } [মাতন]
প্রেমতলী-ঘাট ব'লে—এখনও তার নিদর্শন আছে

তাই বলি,—নরোত্তম প্রেমের মূরতি

"হেথা কতদিন-পরে প্রভু-ইচ্ছামতে।
জন্মিলেন নরোত্তম ভক্তি প্রকাশিতে॥

ঐছে ভাগ্যবতী নাই নারায়ণী সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম॥
প্রকটের কালে যে হইল চমৎকার।
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণিবার॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণের সহিতে।
নৃত্য কৈলা নারায়ণী দেখিলা সাক্ষাতে॥"

সপার্ষদে গৌর নাচে

নরোত্তমের আবির্ভাবকালে—সপার্ষদে গৌর নাচে [মাতন]

নিতাই গৌর নাচে হেলে দুলে

নরোত্তমের প্রকটকালে—নিতাই গৌর নাচে হেলে দুলে [মাতন]

"কিবা সে কোমল-তনু, শিরীষ-কুসুম-জনু,
জিনিয়া কনক-দেহ-জ্যোতি॥"

"দিনে দিনে বাড়ে নরোত্তম চন্দ্র-প্রায়।
পুত্র-মুখ দেখি' মাতা বিহ্বল সদায়॥"

প্রেমধারা বহে দু'নয়নে

গৌর-প্রেমের মুরতি পুত্র হে'রে—প্রেমধারা বহে দু'নয়নে

"যে কৌতুক হৈল অন্ন-প্রাশন-সময়।
তাহা এক-মুখে কহিতে কি সাধ্য হয়॥
পুত্র-মুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন, রহে মুখ ফিরাইয়া॥
সেই-কালে বিষ্ণুর প্রসাদ-অন্ন লৈয়া।
পুত্র-মুখে দিতে তিঁহ খাইলা হর্ষ হৈয়া॥
এইরূপে হইলেন শ্রীঅন্ন-প্রাশন।
কতদিন-পরে হইল শ্রীচূড়াকরণ॥
নরোত্তমে যেই বিদ্যা যে জন পড়ায়।
তাহার সন্দেহ ঘুচে ঞিহার কৃপায়॥
সর্ব্ব-প্রকারেতে যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
বিচার করয়ে সদা আনন্দ-অন্তরে॥"

"অলপ বয়স তায়, কোন-সুখ নাহি ভায়,
গোরা-গুণ শুনি' সদা ঝুরে।"

"শ্রীখেতুরী-গ্রামে এক প্রাচীন-ব্রাহ্মণ।
নাম তার কৃষ্ণদাস কৃষ্ণ-পরায়ণ॥
তেঁহো নরোত্তম বিনা নারে স্থির হৈতে।
কৃষ্ণসেবা সারি' যান দেখিতে নিভৃতে॥
নরোত্তম তাঁরে অতি-আদর করিয়া।
আসনে বসান ভূমে পড়ি প্রণমিয়া॥
প্রভু-ভক্তগণের বৃত্তান্ত নিবেদয়।
তেঁহো সব পৃথক্ পৃথক্ করি' কয়॥
চৈতন্যের আদি-মধ্য-অন্ত্য-লীলামৃত।
ক্রমে শুনাইলা কিছু হৈয়া সাবহিত॥
প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য-কথা।
যেরূপে হইল জন্ম জন্মিলেন যথা॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রসঙ্গ শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হ'ল চিতে॥
নরোত্তম ব্যগ্র হইয়া চিন্তে মনে মনে।
না জানি ইহার সঙ্গ পা'ব কতদিনে॥"

কতদিনে কৃপা হ'বে

শ্রীনিবাস সঙ্গে নেবে—কতদিনে কৃপা হ'বে [মাতন]

"না ধৈরয ধরে সদা উমড়য়ে হিয়া।
না ভায় ভোজন নিশি-পোহায় জাগিয়া॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কতদিনে কৃপা হ'বে

শ্রীনিবাস-সঙ্গ হ'বে—কতদিনে কৃপা হ'বে

"একদিন স্বপ্নাবেশে প্রভু নিত্যানন্দ।
নরোত্তম-প্রতি বলে হাসি মন্দ মন্দ॥
ওহে নরোত্তম এই-রজনী-প্রভাতে।
গৌরাঙ্গ-গচ্ছিত-প্রেম পাইবে পদ্মাতে॥

প্রভাতে উঠিয়া নরোত্তম পদ্মা-মুখে।
নিত্যানন্দ-আদেশে ছুটিলেন মহাসুখে॥
প্রেমভরে পদ্মাবতী নরোত্তমে পাইয়া।
হাতে তুলি দিল প্রেম আবিষ্ট হইয়া॥"

নরোত্তমে আলিঙ্গন কৈল

গৌর-প্রেম মূর্তিমান্ হ'য়ে—নরোত্তমে আলিঙ্গন কৈল
নরোত্তম প্রেমে উনমত হ'ল—নরোত্তমে আলিঙ্গন কৈল } [মাতন]

নরোত্তম হৈল গৌরবর্ণ

পূর্ব্বে ছিল শ্যামবর্ণ—নরোত্তম হৈল গৌরবর্ণ
গৌরপ্রেম-মদিরা পানে—নরোত্তম হৈল গৌরবর্ণ } [মাতন]

"ঘরেতে আসিয়া নরু করয়ে ক্রন্দন।
পাষাণ গলয়ে তাহা করিলে শ্রবণ॥
হারাইলাম পুত্র মোর কাঁদে পিতামাতা।
রোদন করয়ে দোঁহে হেট করি' মাথা॥
বলে—"শুন শুন ওরে বাছা এমন বা কেনি।
কি দুঃখে কাঁদহ বাপু কহ দেখি শুনি॥"

তা শুনি' নরোত্তম বলে
পদ্মাবতী-স্নানে গেলে

"গৌরবর্ণ একশিশু হৃদয়ে পশিল।
সেই হৈতে প্রাণ মোর এমন হইল॥
কহিতে কহিতে দেহে প্রেম উপজিল।
অশ্রুজলে দেহ-সহিত বসন ভিজিল॥
"ক্ষণে ডাকে প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ বলিয়া।
পড়িলা প্রাঙ্গণে আসি আছাড় খাইয়া॥
পুত্রের বৈরাগ্য-ক্রিয়া দেখি' ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণানন্দ-রায় মহা-চিন্তাযুক্ত মনে॥
সতত রক্ষক রাখিলেন পুত্র-পাশে।
তথাপিহ নিরন্তর চিত্তে শঙ্কা বাসে॥

নরোত্তম বন্দীপ্রায় চিন্তে মনে মনে।
না দেখি উপায় গৃহ ছাড়িব কেমনে॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া ডাকয়ে বার বার।
প্রভু গণ-সহ মোরে করহ উদ্ধার॥"

মায়া-বন্ধন ঘুচাও আমার

গণ-সনে প্রাণগৌর আমার—মায়া-বন্ধন ঘুচাও আমার
সংসার-হ'তে কর পার—মায়া-বন্ধন ঘুচাও আমার [মাতন]

"একদিন নিদ্রা হৈলে প্রভুর ইচ্ছায়।
স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা গৌররায়॥
দুইবাহু পসারি' করেন আলিঙ্গন।
স্নেহ-পরিপূর্ণ কহেন মধুর-বচন॥
ওহে নরোত্তম এই দেখ বিদ্যমানে।
ধরিতে নারিয়ে হিয়া তোমার ক্রন্দনে॥
চিন্তা না করিহ শীঘ্র বৃন্দাবন যাবে।
মোর প্রিয়-লোকনাথ-স্থানে শিষ্য হ'বে॥
ঐছে বহু কহিতেই নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
প্রভু-অদর্শনে বাড়ে দুঃখের তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়।"

এই,—দেখা দিলে কোথা লুকালে

হা,—চিতচোর-চূড়ামণি—এই,—দেখা দিলে কোথা লুকালে

"পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল প্রভুর ইচ্ছায়॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণ-সহ দেখা দিয়া।
প্রিয়-নরোত্তমে স্থির কৈল প্রবোধিয়া॥
এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহুলোক-সাথ॥
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেইক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে॥
পরম-সুবুদ্ধি সর্ব্বমতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা॥"

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

আহার নাই নিদ্রা নাই—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

"পথেতে চলিতে পায়ে হৈলা বড় ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হৈয়া অচেতন॥
দুগ্ধভাণ্ড লৈয়া এক-বিপ্র গৌরবর্ণ।
বলেন,—নরোত্তম এই দুগ্ধ করহ ভক্ষণ॥
দুগ্ধ রাখি' সে ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হৈলা।
পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ অতি নিদ্রা গেলা॥
সনাতন রূপ দোঁহে আইলা রাত্রি-শেষে।
বক্ষে হস্ত দিয়া কহে ঘুচিলা সব-ক্লেশে॥
শুন শুন নরোত্তম দুগ্ধ কর পান।
শ্রীচৈতন্য-প্রভু আসি দুগ্ধ কৈল দান॥
তোমা দেখিবারে আইলাম দুই-ভাই।
চল চল নরোত্তম বৃন্দাবন যাই॥
এইকালে নরোত্তমের হইল চেতন।
তিনের বিচ্ছেদে বহু করিলা ক্রন্দন॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
হা প্রভু রূপ সনাতন

হা প্রাণ শচীনন্দন—হা প্রভু রূপ সনাতন

"ব্যাকুল দেখিয়া রূপ কাতর হইলা।
সহিতে না পারি দোঁহে নিকটে আইলা॥
সাক্ষাৎ দর্শন পাইল অঙ্গের সৌরভে।
দিক্ নিহারিতে চিত্ত গদগদ-ভাবে॥
সর্ব্বতীর্থ দেখি' নরোত্তম অল্পদিনে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে॥"

"রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হঞা,
গমন করিলা ব্রজপুরে॥"

"প্রথমে শ্রীমথুরা বিশ্রাম-ঘাট গেলা।
শ্রীযমুনা-স্নান করি' তথাই রহিলা॥

প্রহরেক রাত্রি গেল হইল নির্জ্জন।
প্রেমাবেশে করেন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ॥
হেনই সময় এক-বিপ্র মথুরার।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহ অতি শুদ্ধাচার ॥
অপূর্ব্ব-সামগ্রী কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া।
নরোত্তমে ভুঞ্জাইলা স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥
ব্রজের বৃত্তান্ত নরোত্তম জিজ্ঞাসয়।
কাতর-অন্তরে বিপ্র বিবরিয়া কয় ॥
রঘুনাথ কাশীশ্বর রূপ সনাতন।
সঙ্গোপন হৈলা শুনি' করয়ে ক্রন্দন ॥"

নরোত্তম লুটায় ভূমিতলে

হায় হায় কি হ'ল ব'লে—নরোত্তম লুটায় ভূমিতলে [মাতন]

"হইলেন মৃতপ্রায় দেখি' বিপ্রবর।
নরোত্তমে কোলে করি' কাঁদিলা বিস্তর ॥
অনেক প্রসঙ্গে প্রায় রাত্রি শেষ হইল।
প্রভু-ইচ্ছামতে দোঁহে নিদ্রা আকর্ষিল ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা রূপ সনাতন।
রঘুনাথ-ভট্ট কাশীশ্বর চারিজন ॥
কহিলা অমৃতময় প্রবোধ-বচন।
ভাগ্যবন্ত বিপ্র কিছু করিল শ্রবণ ॥
হইল প্রভাত নিশি দেখি' বিপ্রবর।
নরোত্তমে লইতে চাহেন নিজঘর ॥
নরোত্তম চলে প্রণমিয়া বিপ্র-পায়।"

আমার ভাগ্য ভাল নয়

যাঁরা আছেন তাঁদের দেখি সত্বর—আমার ভাগ্য ভাল নয়

"বিচ্ছেদে ব্যাকুল বিপ্র পথপানে চায় ॥
নরোত্তম চলিতে চিন্তয়ে মনে মনে।
মো-হেন-অযোগ্যে আনিলেন বৃন্দাবনে ॥"

হা গৌর কি কৃপা ক'র্লে

আমায়,—বৃন্দাবন দেখাইলে—হা গৌর কি কৃপা ক'র্লে [মাতন]

নরোত্তম মনে গণে

এলাম ত' বৃন্দাবনে

"কৃপাময় প্রভু শ্রীগোস্বামী-লোকনাথ।

মো-হেন-পতিতে কি করিবেন আত্মসাৎ॥"

হবে কি মোর এমন-ভাগ্য

লোকনাথ-পদাশ্রয় পাব—হবে কি মোর এমন-ভাগ্য

"শ্রীগোপাল-ভট্ট শ্রীভূগর্ভ মহাশয়।

শ্রীজীব-গোস্বামী-আদি প্রেমের আলয়॥

এ-সবার পাদপদ্ম ধরিব কি মাথে।

সবে কি করিবে কৃপা মো-হেন-অনাথে॥

শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রেমের মূর্ত্তি যেঁহ।

মো-হেন দীনে কি প্রীতি করিবেন তেঁহ॥

এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেমজল।

চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল॥"

"প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম-আনন্দ-মনে,

লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।

কৃপা করি' লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ,

রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল॥"

অপরূপ ব্যবহার

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—অপরূপ ব্যবহার

লোকনাথের কৃপা পাবার তরে—অপরূপ ব্যবহার

কি ব'ল্‌ব সে সেবার কথা

সঙরিলে প্রাণ কেঁদে উঠে—কি ব'ল্‌ব সে সেবার কথা

লোকনাথের সঙ্কল্প মনে

শিষ্য ক'র্‌ব না ব'লে—লোকনাথের সঙ্কল্প মনে

কিন্তু নরোত্তম প্রাণে প্রাণে

ক'রেছে আত্ম-সমর্পণ

শ্রীলোকনাথের শ্রীচরণে—ক'রেছে আত্ম-সমর্পণ
প্রাণগৌর-ইঙ্গিত পেয়ে—ক'রেছে আত্ম-সমর্পণ

ব্রজে আসি' শুনিলেন

লোকনাথের প্রতিজ্ঞার কথা—ব্রজে আসি' শুনিলেন

অত্যন্ত ব্যাকুল হ'লেন
তবে কি সাধ পূর্ণ হবে না

আমি কি কৃপা পাব না—তবে কি সাধ পূর্ণ হবে না

প্রভু আমায় আজ্ঞা দিলেন

স্বপ্নছলে দেখা দিয়ে—প্রভু আমায় আজ্ঞা দিলেন

ব্রজবনে পাঠাইলেন

লোকনাথ-পদাশ্রয় করিতে—ব্রজবনে পাঠাইলেন

কেমনে বাসনা পূর্ণ হবে
অঙ্গীকার কি ক'র্বেন না

প্রাণগৌর-প্রিয় প্রভু লোকনাথ—অঙ্গীকার কি ক'র্বেন না

নরোত্তমের,—আহার নাই নিদ্রা নাই

অঙ্গীকার ক'র্বেন না লোকনাথ-গোসাঞি—তাই নরোত্তমের,—

আহার নাই নিদ্রা নাই

নরোত্তম ভাবে মনে মনে

প্রভু-লোকনাথের কৃপা পাব কেমনে—নরোত্তম ভাবে মনে মনে

এক উপায় স্থির করিলেন

লোকনাথের কৃপা পাবার তরে—এক উপায় স্থির করিলেন

আরম্ভিলেন শোচ্য-সেবা

শ্রীলোকনাথ-প্রভুর—আরম্ভিলেন শোচ্য-সেবা

শৌচস্থান উপস্কার করে

প্রভু-শ্রীলোকনাথের—শৌচস্থান উপস্কার করে
নিতুই,—নিশাভাগে গোপনে গিয়ে—শৌচস্থান উপস্কার করে
নিদ্রা নাই নরোত্তমের—শৌচস্থান উপস্কার করে

সম্মার্জ্জনী করে ধ'রে—শৌচস্থান উপস্কার করে

শৌচস্থান উপস্কার করি'
নরোত্তম কাঁদেন ফুকারি'

সম্মার্জ্জনী শিরে ধরি'—নরোত্তম কঁাদেন ফুকারি'
'সম্মার্জ্জনী শিরে ধরি'—
আর বার বুকে ধরি'—সম্মার্জ্জনী শিরে ধরি'

নরোত্তম কঁাদেন ফুকারি'

কতদিনে কৃপা হবে বলি'—নরোত্তম কঁাদেন ফুকারি' [মাতন]

এ-দিকে প্রভু লোকনাথ
শৌচে যাবার কালে
দেখি' শৌচস্থান উপস্কৃত
মনে মনে ভাবিলেন
কে এমন কার্য্য করে
বুঝি কোন ব্রজবাসী

আমায় করেন অপরাধী—বুঝি কোন ব্রজবাসী

মনে বড় ব্যথা পেলেন
সন্ধান নিতে হবে

কে এমন কার্য্য করে—সন্ধান নিতে হবে
অপরাধ হ'তে বাঁ'চ্‌তে হবে—সন্ধান নিতে হবে

একদিন জাগি' নিশাভাগে
চলিলেন শৌচস্থানে

কারণ-অনুস্ধান-তরে—চলিলেন শৌচস্থানে

দূর হ'তে দে'খ্‌তে পেলেন
শৌচস্থান উপস্কার করে

কোন-জন সম্মার্জ্জনী-দ্বারে—শৌচস্থান উপস্কার করে

শৌচস্থান উপস্কার করি'
সম্মার্জ্জনী বুকে ধরি'

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছেন

কতদিনে কৃপা হবে ব'লে —ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছেন

দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে

ঠাকুর শ্রীলোকনাথ—দূর হ'তে দে'খ্‌তে পেয়ে

ক্রমে ক্রমে নিকটে আসি'
ডাকিলেন তারে প্রেমস্বরে
কে বট বাপু তুমি

এমন কার্য্য কেন কর—কে বট বাপু তুমি

অমনি ঠাকুর-শ্রীনরোত্তম
পড়িলেন শ্রীচরণ-তলে

প্রভু তোমার ক্রীতদাস ব'লে—পড়িলেন শ্রীচরণ-তলে [মাতন]

চিনিতে পারিলেন

লোকনাথ তখনে—চিনিতে পারিলেন
এ ত' নরোত্তম ব'লে—চিনিতে পারিলেন

অমনি হৃদয় গ'লে গেল

সঙ্কল্পের বাঁধ ভেঙ্গে গেল—অমনি হৃদয় গ'লে গেল [মাতন]

নরোত্তমে কৈলেন কোলে

এস বাপ নরোত্তম ব'লে—নরোত্তমে কৈলেন কোলে [মাতন]

অনুভব কর ভাই রে

কোন্‌-সাধনে গুরু-কৃপা মিলে—অনুভব কর ভাই রে

শুধু-কি,—মুখের কথায় গুরু-কৃপা মিলে

এমন ক'রে সেবা না করিলে—শুধু-কি,—মুখের কথার গুরু-কৃপা মিলে

গৌরহরি দেখালেন জগতেরে

প্রেমের মূরতি নরোত্তমের দ্বারে—গৌরহরি দেখালেন জগতেরে
শ্রীগুরু-কৃপা মিলে কেমন ক'রে—গৌরহরি দেখালেন জগতেরে

আদর্শ শ্রীনরোত্তম

শ্রীগুরু-সেবার—আদর্শ শ্রীনরোত্তম

হৃদিপটে এঁকে লও

এই আদর্শের চিত্র—হৃদিপটে এঁকে লও

নরোত্তমে কৃপা কৈলেন

ঠাকুর শ্রীলোকনাথ—নরোত্তমে কৃপা কৈলেন

শুভদিনে দীক্ষা দিয়ে—নরোত্তমে কৃপা কৈলেন

সঁপে দিলেন শ্রীজীবের করে

ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাবারে—সঁপে দিলেন শ্রীজীবের করে

"নরোত্তম-চেষ্টা দেখি', বৃন্দাবনে সবে সুখী,
প্রাণের সমান করে স্নেহ।"

কে,—ভাল না বেসে থা'কৃতে পারে

গৌরপ্রেমের মূরতি নরোত্তমে—কে,—ভাল না বেসে থা'কৃতে পারে

"শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল।
তথায় শ্রীঠাকুর-মহাশয় নাম হৈল॥
শ্রীগোপালভট্ট-আদি যত বিজ্ঞবর।
নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের সোসর॥"

"শ্রীনিবাসাচার্য্য-সনে, যে নর্ম্ম তা কেবা জানে,
প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ॥"

আগে এসেছেন শ্রীনিবাস

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—আগে এসেছেন শ্রীনিবাস

শুনেছেন নরোত্তমের কথা

প্রাণ যে কাঁ'দ্‌ছে

কতদিনে মি'লব ব'লে—প্রাণ যে কাঁ'দ্‌ছে

কিছুদিনে হইল মিলন

বৃন্দাবনে আইলেন নরোত্তম—কিছুদিনে হইল মিলন

দোঁহার কি আনন্দ মনে

পরস্পর মিললে—দোঁহার কি আনন্দ মনে

যেন,—দরিদ্রে পাইল অমূল্য-ধনে

দোঁহে,—দোঁহার সনে মি'ললেন রঙ্গে—যেন,—দরিদ্র পাইল অমূল্য-ধনে

শ্রীগ্রন্থপাঠ আরম্ভিলেন

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের—শ্রীগ্রন্থপাঠ আরম্ভিলেন

শ্রীজীব-গোস্বামীর স্থানে—শ্রীগ্রন্থপাঠ আরম্ভিলেন

কিছুদিন পরে এলেন

ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দ—কিছুদিন পরে এলেন

নিশিদিশি কাঁদে রে

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ—নিশিদিশি কাঁদে রে

ব্রজবনে নিরজনে—নিশিদিশি কাঁদে রে

পরস্পর গলা ধ'রে—নিশিদিশি কাঁদে রে

সঙরি গৌরাঙ্গ-গুণে—নিশিদিশি কাঁদে রে

হা রূপ-সনাতন ব'লে—নিশিদিশি কাঁদে রে

"প্রাণ এক ভিন্নমাত্র দেহ ॥"

শ্রীরাধাবিনোদ দেখি',"

লোকনাথ-প্রভুর সেবা

"শ্রীরাধাবিনোদ দেখি,' সদাই জুড়ায় আঁখি,
প্রভু-লোকনাথ-সেবারত।
ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়নে, মহানন্দ বাড়ে মনে,
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত ॥"

কত'গুণের ঠাকুর নরোত্তম

কি ব'লব মানস-স্মরণের কথা

"একদিন কুঞ্জ-মাঝে করিলা শয়ন।
কিছু নিদ্রা যান কিছু বাহ্য-বৃত্তি হন ॥
বৃষভানু-সুতা সেই কুঞ্জ-মাঝে আসি'।
নরোত্তম-প্রতি বাক্য কহে হাসি' হাসি' ॥
মধ্যাহ্নে আমার কুঞ্জে কৃষ্ণের মিলন।
তাহাত্রি অনেক-সেবা করে সখীগণ ॥

চম্পকলতার কুঞ্জে ক্ষীর পাক হন।
আজ হৈতে তোমার সেবা দুগ্ধ আবর্ত্তন॥
মোর এই সুখ যাতে কৃষ্ণ সুখী হন।
চম্পক মঞ্জরী বলি' দিল তোমার নাম॥
নরোত্তম তবে বাহ্য পাইলেন মনে।
উঠিয়া বিচার তবে করে মনে মনে॥
বিচার করিয়া মনে যান প্রভু-স্থানে।
যে দেখিলা ভালমতে করে নিবেদনে॥
কম্প স্বেদ রোদন হইল বহুতর।
বাহ্য পাই গোসাঞির আনন্দ অন্তর॥
ধন্য ধন্য নরোত্তম তুমি ভাগ্যবান।
যাঁর পদ প্রাপ্তি তিঁহ কৈল আজ্ঞাদান॥
আজি হৈতে সেবা কর এই নাম তোর।
ইহাতে যতেক সুখ আনন্দ সে মোর॥
সেবা করে নিতিনিতি পরম-উল্লাসে।
একদিন কি হইল কহি তার শেষে॥
মানসে ঠাকুর করে দুগ্ধ আবর্ত্তন।
দর্শন করেন লীলা আনন্দিত মন॥
শুষ্ক কাষ্ঠ আঁচ দেন উথলে বারে বার।
মনে বিচার করেন কিবা করি প্রতিকার॥
পুনর্ব্বার উথলিব হইল যখন।
হস্ত দিয়া সেই দুগ্ধ করিল রক্ষণ॥
হস্ত পুড়ে গেল বাহ্যে তাহা নাহি জানে।
উতারিয়া সেই দুগ্ধ রাখে সেইখানে॥
বাহ্য পাইলে দেখে হাত পুড়িয়াছে।
হায় হায় করে আর কি বিচার আছে॥
গোসাঞিজীর সেবা হইল মোর বাদ।"

হাত পোড়াতে দুঃখ নাই

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—হাত পোড়াতে দুঃখ নাই

মনে মনে এই দুঃখ

কেমনে প্রভুর সেবা ক'র্‌ব—মনে মনে এই দুঃখ

"নিশ্চয় জানিল মোর হইল অপরাধ ॥
তথাপিহ নিবেদিতে আসে প্রভু-স্থানে।
দূর হৈতে গোসাঞি দেখিল নরোত্তমে ॥
ওঢ়ন-বস্ত্রে হাত ঢাকা করে পরণাম।
প্রভু কহে নরোত্তম আইস সন্নিধান ॥
অনেক কাঁদিল গোসাঞি কোলে করি' তাঁরে।
কিশোরী-কিশোর কৃপা করিল তোমারে ॥"

লোকনাথ ভাসেন নয়নজলে

নরোত্তমে করি' কোলে—লোকনাথ ভাসেন নয়নজলে
কিশোরী-কিশোর কৃপা কৈল ব'লে—লোকনাথ ভাসেন নয়নজলে [মাতন]

লোকনাথ,—"প্রভু-অনুমতি-মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে,
শ্রীগৌড়মণ্ডল প্রবেশিলা।"

ব্রজ হ'তে আ'স্‌বার কালে

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তম—ব্রজ হ'তে আ'স্‌বার কালে
গোস্বামী-গণের আজ্ঞায়—ব্রজ হ'তে আ'স্‌বার কালে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

লোকনাথের পদ ধ'রে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

আর কি দেখা পাব হে

হা প্রভু লোকনাথ—আর কি দেখা পাব হে

কিছুদিনে আইলেন খেতুরীতে
আনন্দেতে মাতোয়ারা

খেতুরীর গ্রামবাসী—আনন্দেতে মাতোয়ারা
ঠাকুর-নরোত্তমে পাইয়া—আনন্দেতে মাতোয়ারা

কিছুদিন থাকি খেতুরীতে

"প্রভু-অনুগ্রহ-বলে, নবদ্বীপ-নীলাচলে,
ভক্ত-গৃহে ভ্রমণ করিলা ॥"

ভ্রমিলেন গৌড়মণ্ডলে

গৌরগণের দর্শন লাগি'—ভ্রমিলেন গৌড়মণ্ডলে
'গৌরগণের দর্শন লাগি'—
গৌরাঙ্গ-লীলাস্থলী আর—গৌরগণের দর্শন লাগি'

ভ্রমিলেন গৌড়মণ্ডলে
কত না কাঁদিলেন

গৌরলীলা সঙরি'—কত না কাঁদিলেন

কত কৃপা কৈলেন

প্রকট-গৌরগণ যত—কত কৃপা কৈলেন

কোলে ক'রে কাঁ'দ্‌লেন

এস নরোত্তম ব'লে—কোলে ক'রে কাঁ'দ্‌লেন

গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ করি'
গেলেন শ্রীনীলাচলে
তথায় পাইলেন দর্শন

প্রকট-গৌরাঙ্গগণের—তথায় পাইলেন দর্শন

তাঁদের কৃপা পেয়ে
আইলেন ফিরে খেতুরীতে
খেতুরী-গ্রামে অবস্থান-কালে
প্রভু-লোকনাথের ইঙ্গিতে
প্রাণে জা'গ্‌ল বাসনা

প্রকাশিতে বিগ্রহ-সেবা—প্রাণে জা'গ্‌ল বাসনা

ছয়-সেবা কৈলেন প্রকাশ

"কিবা সে মধুর রীতি, খেতুরী-গ্রামে স্থিতি,
সেবে গৌর শ্রীরাধারমণ।
শ্রীবল্লভীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রসধাম,
রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহন ॥

এ-ছয়-বিগ্রহ যেন, সাক্ষাৎ বিহরে হেন,
শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে, নরোত্তম মহারঙ্গে,
ভাসে সদা আনন্দ-হিল্লোলে ॥
নরোত্তম-গুণ যত, কে তাহা বর্ণিবে কত,
প্রেমবৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ-সহ গৌরচন্দ্র,
নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে ॥

অপূর্ব্ব সে কথা ভাই
ছয়-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিনে
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি—ছয়-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিনে
বয়েছিল আনন্দের পাথার
গৌর-পৌর্ণমাসীতে খেতুরীতে—বয়েছিল আনন্দের পাথার
এসেছিলেন খেতুরী-গ্রামে
প্রকট-গৌরাঙ্গগণ—এসেছিলেন খেতুরী-গ্রামে
এসেছিলেন মা জাহ্নবা
বীরচন্দ্র সঙ্গে ল'য়ে—এসেছিলেন মা জাহ্নবা
এসেছিলেন-অদ্বৈত-তনয়গণ
সবাই ত' এসেছিলেন
গৌরগণ যাঁরা প্রকট ছিলেন—সবাই ত' এসেছিলেন
হ'য়েছিলেন সমবেত
প্রকট-গৌরগণ যত—হ'য়েছিলেন সমবেত
গৌরগণের সমাগমে
কি আনন্দ খেতুরী-গ্রামে—গৌরগণের সমাগমে
মহা মহা সম্মিলন
বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় খেতুরী-গ্রামে—মহা মহা সম্মিলন
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদিনে
কি ব'ল্‌ব নরোত্তমের কথা

আরম্ভিলেন সঙ্কীর্ত্তন

নিজগণ ল'য়ে নরোত্তম—আরম্ভিলেন সঙ্কীর্ত্তন

কৈলেন নব-আবিষ্কৃত-কীর্ত্তন

এখন যার গরাণ-হাটি নাম—কৈলেন নব-আবিষ্কৃত-কীর্ত্তন

নরোত্তমের সঙ্কীর্ত্তনে

গৌর প্রকট হৈলা গণ-সনে—নরোত্তমের সঙ্কীর্ত্তনে [মাতন]

গৌর না'চ্‌লেন আনন্দ-মনে

প্রকট-অপ্রকট-গণ-সনে—গৌর না'চ্‌লেন আনন্দ-মনে
নরোত্তমের ভক্তি-গুণে—গৌর না'চ্‌লেন আনন্দ-মনে } [মাতন]

সবাই দে'খ্‌ল নয়নে

সঙ্গে যাঁরা ছিল সেখানে—সবাই দে'খ্‌ল নয়নে

প্রাণগৌর কৈল নর্ত্তনে

প্রকট-অপ্রকট-গণ-সনে—প্রাণগৌর কৈল নর্ত্তনে [মাতন]

শুধু কেবল তাই নয়
তাঁদের সনেও না'চ্‌লেন

যাঁরা প্রকট-বিহার দেখে নাই—তাঁদের সনেও না'চ্‌লেন

গৌর-না'চ্‌লেন খেতুরী-গ্রামে

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের গণ-সনে—গৌর না'চ্‌লেন খেতুরী-গ্রামে
শ্রীশ্যামানন্দের গণ-সনে—গৌর না'চ্‌লেন খেতুরী-গ্রামে

দিলেন 'ঠাকুর-মহাশয়' খ্যাতি

মা-জাহ্নবা নরোত্তমে—দিলেন 'ঠাকুর-মহাশয়' খ্যাতি
লোমকূপে রক্তোদ্গম দেখি'—দিলেন 'ঠাকুর-মহাশয়' খ্যাতি
সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমের বিকার দেখি'—দিলেন 'ঠাকুর-মহাশয়' খ্যাতি } [মাতন]

অপূর্ব্ব বিহার রে

নরোত্তমে প্রাণগৌরাঙ্গের—অপূর্ব্ব বিহার রে

পূর্ণতম বিহার রে

এস,—অনুভব করি ভাই

শ্রীখেতুরী-ভূমি-মহিমা—এস,—অনুভব করি ভাই
'শ্রীখেতুরী-ভূমি-মহিমা'—
ঠাকুর নরোত্তমের বিহার-ভূমি—শ্রীখেতুরী-ভূমি-মহিমা

এস,—অনুভব করি ভাই
ধন্য শ্রীখেতুরী-ভূমি

যেথা না'চ্লেন গৌর-গুণমণি—ধন্য শ্রীখেতুরী-ভূমি
'যেথা না'চ্লেন গৌর-গুণমণি'—
প্রকট-অপ্রকট-গণ সঙ্গে করি'—যেথা না'চ্লেন গৌর-গুণমণি

ধন্য শ্রীখেতুরী-ভূমি
খেতুরী-ভূমি ভাগ্যবতী

নদীয়া নীলাচল ব্রজ হ'তেও—খেতুরী-ভূমি ভাগ্যবতী

পায় নাই সব-পরিকরে

একসঙ্গে বুকে ধ'র্তে—পায় নাই সব-পরিকরে
নদীয়া নীলাচল ব্রজ—পায় নাই সব-পরিকরে
পরাণ-গৌরাঙ্গগণে—পায় নাই সব-পরিকরে

গৌরের নৃত্যরঙ্গ খেতুরীতে

তিন-ভূমির পরিকর-সাথে—গৌরের নৃত্যরঙ্গ খেতুরীতে
প্রকট-অপ্রকট-গণ-সাথে—গৌরের নৃত্যরঙ্গ খেতুরীতে

তিন-ধামের পরিকর নৃত্য করে

শ্রীখেতুরীর বক্ষোপরে—তিন-ধামের পরিকর নৃত্য করে
ল'য়ে গোরা-নটবরে—তিন-ধামের পরিকর নৃত্য করে } [মাতন]

অপরূপ বিহার রে

খেতুরী-গ্রামে হ'ল—অপরূপ বিহার রে

অনুভব কর ভাই

শ্রীগুরু-চরণ হৃ'দে ধ'রে—অনুভব কর ভাই
শ্রীখেতুরী-ভূমি-রহস্য—অনুভব কর ভাই

ভূমি ত' আগে চলে

এই ত' লীলার রীতি—ভূমি ত' আগে চলে
বিহারী বিহার ক'র্‌বে ব'লে—ভূমি ত' আগে চলে

যেখানে গৌর গৌরগণ যায়

তার আগে ভূমি সেথা ধায়—যেখানে গৌর গৌরগণ যায়

সবাই ত' এসেছিলেন

প্রকট-অপ্রকট-গণ যত—সবাই ত' এসেছিলেন
নদীয়া নীলাচল ব্রজ হ'তে—সবাই ত' এসেছিলেন

প্রাণগৌর যখন এসেছেন

শ্রীখেতুরী-ভূমিতে—প্রাণগৌর যখন এসেছেন
নদীয়াবাসী-ভক্ত ল'য়ে—প্রাণগৌর যখন এসেছেন

তখন,—নবদ্বীপও এসেছেন
যখন,—এসেছেন নীলাচলের গণ
তখন,—তাঁদের সঙ্গে এসেছেন

মধুর-নীলাচল-ভূমি—তখন,—তাঁদের সঙ্গে এসেছেন

যখন,—এসেছেন সব ব্রজজন
তখন,—তাঁদের সঙ্গে এসেছেন

মধুর শ্রীব্রজভূমি—তখন,—তাঁদের সঙ্গে এসেছেন

ধাম ছেড়ে তাঁরা আসেন নাই

ধাম ছাড়া তাঁদের স্বভাব নয়—ধাম ছেড়ে তাঁরা আসেন নাই

তা হ'লে—খেতুরী-ভূমি কিবা হ'ল
শ্রীখেতুরী-ভূমি হয়

নদে নীলাচল ব্রজ সমন্বয়—শ্রীখেতুরী-ভূমি হয় [মাতন]

তিন-ভূমির সমন্বয় মানি

ঠাকুর-নরোত্তমের বিহার-ভূমি—তিন-ভূমির সমন্বয় মানি [মাতন]

তিন যেন এক হ'ল

নবদ্বীপ নীলাচল ব্রজ—তিন যেন এক হ'ল
শ্রীখেতুরী নাম ধরিল—তিন যেন এক হ'ল [মাতন]

প্রকট হইল খেতুরীতে

নদীয়া নীলাচল ব্রজলীলা—প্রকট হইল খেতুরীতে

না হ'বে বা কেন রে

এ যে বাসনা-পূর্ত্তিকারী লীলা—না হ'বে বা কেন রে

নরোত্তম-রূপ ধ'রেছে

প্রভু-নিত্যানন্দ আমার—নরোত্তম-রূপ ধ'রেছে

গৌরলীলার,—অপূর্ণ-সাধ পূরাইতে—নরোত্তম-রূপ ধ'রেছে [মাতন]

নরোত্তম-রূপে বিলসি' নিতাই

নদীয়া নীলাচল ব্রজ ক'র্‌ল একঠাঁই—নরোত্তম-রূপে বিলসি' নিতাই

বিলাসের সাধ পূরাইতে

বিলাস-নিতাই-এর সাধ পূরাইতে

তিন-লীলা কৈল এক-স্থানেতে—বিলাস-নিতাই-এর সাধ পূরাইতে

ঠাকুর-নরোত্তম মহামতি

তিন-লীলার মূরতি—ঠাকুর-নরোত্তম মহামতি [মাতন]

যে নরোত্তমে হৃ'দে ধরে

সে,—তিন-লীলা একঠাঁই ভোগ করে—যে নরোত্তমে হৃ'দে ধরে

এইকথা প্রাণে জে'নে

বলিলেন শেষ-কালে

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—বলিলেন শেষ-কালে

খেতুরীতে নরোত্তমের বিহার—বলিলেন শেষ-কালে

ইঙ্গিত ক'রে জানাইলেন

যদি ভোগ ক'র্‌তে চাও

তিন-লীলার সমন্বয়—যদি ভোগ ক'র্‌তে চাও

নিতাই-নরোত্তমের শরণ লও—যদি ভোগ ক'র্‌তে চাও [মাতন]

খেতুরী-ভূমির শরণ নিলে

নিতাই-নরোত্তমের পদাশ্রয়ে—খেতুরী-ভূমির শরণ নিলে
তিন-লীলা ভোগ হয় এককালে—খেতুরী-ভূমির শরণ নিলে } [মাতন]

এবার এলেন নরোত্তম-রূপে

জগদ্-গুরু নিত্যানন্দ—এবার এলেন নরোত্তম-রূপে

তিন-সমন্বয়-লীলা ভোগ করা'তে—এবার এলেন নরোত্তম-রূপে [মাতন]

ঠাকুর-নরোত্তম ধরে শকতি

ভোগ করাতে,—লীলা-পরিণতির পরিণতি—ঠাকুর-নরোত্তম ধরে শকতি

অদ্যাপিও বিহরিছে

ত্রিকাল-সত্য গৌর-লীলা—অদ্যাপিও বিহরিছে

শ্রীখেতুরী-ভূমিতে নরোত্তম—অদ্যাপিও বিহরিছে

এখনও স্মৃতি জাগাইছে

খেতুরীগ্রামে গিয়ে দেখ—এখনও স্মৃতি জাগাইছে

ঠাকুর-নরোত্তমের সেব্য-বিগ্রহ—এখনও স্মৃতি জাগাইছে

নরোত্তমের প্রেম-লীলার—এখনও স্মৃতি জাগাইছে

কি ব'ল্‌ব নরোত্তমের কথা

"গৌরগণ-প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি,
বৈষ্ণব-সেবনে যাঁর ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান্, কারে বা না করে দান,
নির্ম্মল-ভকতি-চিন্তামণি॥
পাষণ্ডী-অসুরগণে, মাতাইলা গোরা-গুণে,
বিহ্বল হইয়া প্রেমরসে।"

অদ্ভুত প্রকাশ রে

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—অদ্ভুত প্রকাশ রে

নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন

সর্ব্বেশ্বর গৌরহরি—নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন

নদীয়া-বিহারে যা হয় নাই—নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন

ঠাকুর-নরোত্তমের দ্বারে—নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন

যার সূচনা ক'রেছিলেন

নদীয়া-লীলায় গৌরহরি—যার সূচনা ক'রেছিলেন
জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলায়—যার সূচনা ক'রেছিলেন

এবার তাই প্রকট হ'ল

কতশত,—জগাই মাধাই উদ্ধার হ'ল

প্রাণ-বিশ্বম্ভরের খেতুরী-লীলায়—কতশত,—জগাই মাধাই উদ্ধার হ'ল

বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত প্রকাশ

খেতুরীগ্রামে নরোত্তম-নামে—বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত প্রকাশ

"অলৌকিক ক্রিয়া যাঁর, হেন কি হইবে আর,
সে না যশ ঘোষে দেশেদেশে ॥
কহে নরহরি দীন, হবে কি এমন দিন,
নরোত্তম-পদে বিকাইব।
সঘনে দু'বাহু তুলি, প্রভু-নরোত্তম বলি,
কাঁদিয়া ধূলায় লোটাইব ॥"

—*—

আয়,—প্রাণ-ভ'রে গাই ভাই

"জয় রে জয় রে জয়, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
প্রেমভকতি-মহারাজ।"

প্রাণ-ভ'রে জয় দাও ভাই

গৌরপ্রেমের মূরতি নরোত্তমের—প্রাণ-ভ'রে জয় দাও ভাই [মাতন]

ঠাকুর-নরোত্তমের জয় দাও

অভিন্ন-নিত্যানন্দ-দেহ—ঠাকুর-নরোত্তমের জয় দাও
শ্রীনিত্যানন্দের দ্বিতীয় প্রকাশ—ঠাকুর-নরোত্তমের জয় দাও } [মাতন]

"যাঁকো মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥"

সেই রামচন্দ্র-কবিরাজ

যেমন রাজা তেমনি মন্ত্রী—সেই রামচন্দ্র-কবিরাজ

যাঁর সঙ্গে প্রসঙ্গ শেষ-আশা

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—যাঁর সঙ্গে প্রসঙ্গ শেষ-আশা

"রামচন্দ্র-কবিরাজ ॥
প্রেম-মুকুট-মণি"

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের

প্রেমভক্তি-মহারাজ—ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের

প্রেমমণিতে গড়া মুকুট

নরোত্তম-শিরে শোভিত—প্রেমমণিতে গড়া মুকুট

"প্রেম-মুকুট-মণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ।"

যেমন রাজা তেমনি সাজ

ভাবভূষণে বিভূষিত

প্রেমভক্তি-মহারাজ নরোত্তম—ভাবভূষণে বিভূষিত

"অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ-আসনে, খেতুরী মহা বৈঠত,
সঙ্গ হি ভকত-সমাজ ॥"

একবার গিয়ে দে'খে এস

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—একবার গিয়ে দে'খে এস
পুণ্যভূমি-খেতুরী গ্রামে—একবার গিয়ে দে'খে এস
শ্রীনরোত্তমের বিসাস-স্মৃতি—একবার গিয়ে দে'খে এস

দে'খে এই মনে হয়

খেতুরীগ্রামে ভজন-স্থলী—দে'খে এই মনে হয়

ঐ যেন ব'সে আছেন

নৃপ-আসনোপরি—ঐ যেন ব'সে আছেন
মন্ত্রী-রামচন্দ্র-সনে—ঐ যেন ব'সে আছেন
ল'য়ে ভক্ত-প্রজাগণে—ঐ যেন ব'সে আছেন
প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা—ঐ যেন ব'সে আছেন

"সনাতন-রূপ-কৃত, গ্রন্থ শ্রীভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।"

যেমন রাজা তেমনি বিচার

বিচার ক'রে স্থির করিলেন

গোস্বামীগণের গ্রন্থরাজি—বিচার ক'রে স্থির করিলেন

"রাধামাধব, যুগল-উজ্জ্বল-রস,
পরমানন্দ সুখ-সার ॥"

এই ত' পরমানন্দ সুখ-সার

রাধামাধব-যুগল-উজ্জ্বল-রস—এই ত' পরমানন্দ সুখ-সার

পরমানন্দে ভাসে তাঁরা

যুগল-ভজয়ে যাঁরা—পরমানন্দে ভাসে তাঁরা

"শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয়-রসে উনমত,"

প্রেমভক্তি,—মহারাজের এই ত' বিষয়

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—প্রেমভক্তি,—মহারাজের এই ত' বিষয়

ঠাকুর-নরোত্তম সদাই মত্ত

প্রেমভক্তি-মহারাজ—ঠাকুর-নরোত্তম সদাই মত্ত
সঙ্কীর্ত্তন-বিষয়-রসে—ঠাকুর-নরোত্তম সদাই মত্ত

"শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয়-রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ-জ্ঞান-ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত,"

মহারাজের মত্ততা দে'খে

সঙ্কীর্ত্তন-বিষয়-রসে—মহারাজের মত্ততা দে'খে
তাঁর আনুগত্যে সবাই মা'ত্‌ল দে'খে—মহারাজের মত্ততা দে'খে

"যোগ-জ্ঞান-ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত,"

যোগ জ্ঞান ব্রত দূরে ভাগয়ে

ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচার দে'খে—যোগ জ্ঞান ব্রত দূরে ভাগয়ে

ব'লে—এ দেশ হ'তে পলায়ে যাই

আমাদের,—আর কেউ না দিবে ঠাঁই—বলে,—এ-দেশ হ'তে পলায়ে যাই

এ-দেশে আর না থাকা ভাল

চল ভাই চল চল—এ-দেশে আর না থাকা ভাল
নাম-প্রেম-ধর্ম্মের প্রচার হ'ল—এ-দেশে আর না থাকা ভাল

"রোয়ত করম গেয়ান ॥"

কর্ম্ম জ্ঞান রোদন করে

বলে,—কেউ ত' আদর ক'র্বে না মোদের

ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচার হ'ল—বলে,—কেউ ত' আদর ক'র্বে না মোদের

'ভাগবত ধর্ম্মের-প্রচার হ'ল'—

পরমানন্দ সুখসার—ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচার হ'ল

বলে,—কেউ ত' আদর কর্বে না মোদের

আর ত' কেউ নিবে না

আমাদের আশ্রয়—আর ত' কেউ নিবে না

চতুর্ব্বর্গ-প্রয়াসী কেবা হবে

পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেমা ফেলে—চতুর্ব্বর্গ-প্রয়াসী কেবা হবে

ধূলায় প'ড়ে কর্ম্ম, জ্ঞান কাঁদে—চতুর্ব্বর্গ-প্রয়াসী কেবা হবে

"রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত-শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি-ধন,
তাক-গৌরব করু আপ।"

কার সাধ্য খণ্ডন করে

যা' ভকতি-সিদ্ধান্ত করে—কার সাধ্য খণ্ডন করে

'যা' ভকতি-সিদ্ধান্ত করে'—

প্রেমভক্তি-মহারাজ—যা' ভকতি-সিদ্ধান্ত করে

কার সাধ্য খণ্ডন করে

গরব ক'রে বলে রে

প্রেমভক্তি-মহারাজ—গরব ক'রে বলে রে

সকলই বিষের ভাণ্ড

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড—সকলই বিষের ভাণ্ড

"জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা-যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥"

যে আমার,—গৌরপদ আশ্রয় ক'র্‌বে

পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেম পাবে—যে আমার,—গৌরপদ আশ্রয় ক'র্‌বে

"ভাগবত-শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি-ধন,
তাক-গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি' পরতাপ॥"

সকলেই নিরাশ হ'ল

সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদি যত—সকলেই নিরাশ হ'ল
ভাগবত-ধর্ম্মের গৌরব দে'খে—সকলেই নিরাশ হ'ল
নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাব দে'খে—সকলেই নিরাশ হ'ল
আমাদের আর ঠাঁই নাই ব'লে—সকলেই নিরাশ হ'ল

"কম্পিত দেখি' পরতাপ॥
অভকত-চোর, দূর হি ভাগি' রহু,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।"

প্রেমভক্তি দিবে ব'লে

মহারাজের নজরে প'ড়্‌লে—প্রেমভক্তি দিবে ব'লে

তারা,—দূরে দূরে পলায়ে যায় রে

মহারাজের দৃষ্টি হ'তে—তারা,—দূরে দূরে পলায়ে যায় রে
পাছে,—ভক্তি-কারাগারে দেয় ব'লে—তারা,—দূরে দূরে পলায়ে যায় রে

পাছে,—ফেলে ভক্তি-কারাগারে

প্রেমের শৃঙ্খলে বেঁধে—পাছে,—ফেলে ভক্তি-কারাগারে

তাই তারা,—নিকটেতে আসে না রে

"নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন-হীন-জনে, দেয়ল ভকতি-ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ-দাস॥"

দীনহীন উদ্ধার হ'ল

কতকত শতশত—দীনহীন উদ্ধার হ'ল

আমি কেবল বঞ্চিত হ'লাম
দুই-লীলায় বঞ্চিত হ'লাম

পূর্ব্বলীলা পরলীলা—দুই-লীলায় বঞ্চিত হ'লাম

কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা
সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা
অদ্ভুত বিহার রে

খেতুরীতে নরোত্তমের—অদ্ভুত বিহার রে

অদ্ভুত প্রকাশ রে

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—অদ্ভুত প্রকাশ রে

"নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য,
অগণ্য-পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধক-শ্রেষ্ঠ, দয়াতে অতি গরিষ্ঠ,
ইষ্ট-প্রতি ভক্তি চমৎকার ॥
চন্দ্রিকা পঞ্চমসার,"

ঠাকুর-নরোত্তমের কৃত

এই পঞ্চম চন্দ্রিকা—ঠাকুর-নরোত্তমের কৃত

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা
সিদ্ধ-প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা
সাধ্য-প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা
সাধন-প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা
চমৎকার-প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

"চন্দ্রিকা পঞ্চমসার, তিন-মণি সারাৎসার,"

প্রেমভক্তি চিন্তামণি

সূর্য্যমণি চন্দ্রমণি—প্রেমভক্তি চিন্তামণি

"গুরু-শিষ্য-সংবাদ-পটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম, প্রার্থনা গ্রন্থের নাম,
হাট-পত্তন মধুর কেবল ॥
রচিলা অসংখ্য পদ, হঞা ভাবে গদগদ,
কবিত্বের সম্পাদ সে সব।

যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা তাই গান করে,
সেই জানে পদের গৌরব ॥
সদা সাধু-মুখে শুনি, শ্রীচৈতন্য আসি' পুনি,
নরোত্তমরূপে জনমিলা।”

হইলা নরোত্তম নাম

গৌরপ্রেম হ'ল মূর্ত্তিমান্—হইলা নরোত্তম নাম [মাতন]

“নরোত্তম গুণাধার, বল্লভে করহ পার,
জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা ॥”

——*——

ঠাকুর-নরোত্তমের গুণ গাও মুখে

যদি,—গৌরপ্রেম পেতে চাও সুখে—ঠাকুর-নরোত্তমের গুণ গাও মুখে

[মাতন]

নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন

সর্ব্বেশ্বর গৌরহরি—নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন
ঠাকুর-নরোত্তমের দ্বারে—নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন
নদীয়া-বিহারে যা' হয় নাই—সেই,—নিজ-মহিমা প্রকাশ কৈলেন

বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত প্রকাশ

পরতত্ত্ব-সীমা—বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত প্রকাশ
খেতুরীগ্রামে নরোত্তম-নামে—বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত প্রকাশ

যার সূচনা ক'রেছিলেন

নদীয়া-লীলায় গৌরহরি—যার সূচনা ক'রেছিলেন
জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলায়—যার সূচনা ক'রেছিলেন

এবার তাই প্রকট হ'ল

কতশত,—জগাই মাধাই উদ্ধার হ'ল

প্রাণ-বিশ্বম্ভরের খেতুরী-লীলায়—কতশত,—জগাই মাধাই উদ্ধার হ'ল

এইরূপে কিছুদিন গেল

তারপর দুঃখের দিন

হইলেন অদর্শন

রামচন্দ্র শ্রীনিবাস—হইলেন অদর্শন

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন নরোত্তম

খেতুরী-গ্রামেতে ব'সে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন নরোত্তম

শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের বিরহে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন নরোত্তম

প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

তখন জনম হ'ল না—হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

গৌরের,—প্রকট-লীলা তার আবেশের খেলা—হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

অপ্রকট-লীলায় আবেশের খেলা—হায় রে,—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

অপ্রকট-লীলায় অধিক মাধুরী

বিরহেতে হয় পূর্ণ প্রাপ্তি—অপ্রকট-লীলায় অধিক মাধুরী

হায়,—দে'খ্‌তে ত' পেলাম না

সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

এই-কৃপা কর সবে

যেন,—কাঁদি আমরা ব্যাকুল-প্রাণে

পূর্ব্বলীলা-পরলীলার অদর্শনে—যেন,—কাঁদি আমরা ব্যাকুল-প্রাণে

আর অন্য উপায় নাই

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইবার—আর অন্য উপায় নাই

প্রাণভ'রে কাঁদে নরোত্তম

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে নরোত্তম

হা,—শ্রীনিবাস কোথা গেলে ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে নরোত্তম

"হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।"

কেউ ত' দেখা দিলে না

ব্রজবনে ল'য়ে গেলে—কেউ ত' দেখা দিলে না

"কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ শ্রীজীব জীবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলে গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে-সব-সঙ্গীর সনে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পেয়ে কাঁদে নরোত্তম দাস॥"

——*——

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
শ্রীনিবাস-রামচন্দ্রের বিরহে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া-মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হ'ব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি' ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যাঁর দাস,
পুনঃ না কি মিলিব আমারে॥"

নরোত্তম আর্ত্তনাদ করে
সবে মিলে কৃপা কর

পরাণ গৌর-প্রিয়গণ—সবে মিলে কৃপা কর
যেন,—শ্রীনিবাসে পাই রামচন্দ্র-সহ—সবে মিলে কৃপা কর

"না দেখিয়া সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষ-শরে কুরঙ্গিণী যেন।
আঁচলে রতন ছিল, কোন্ ছলে কেবা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন॥"

—*—

ঠাকুর-নরোত্তমের শেষ-প্রার্থনা

রামচন্দ্রের সঙ্গ লাগি—ঠাকুর নরোত্তমের শেষ প্রার্থনা

নিতাই গৌর চাইলেন না

রাধাকৃষ্ণ চাইলেন না

শ্রীগুরুদেবও চাইলেন না

চাইলেন ঠাকুর নরোত্তম

"রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁর সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ, তাঁর সঙ্গ হয় যেন,
তবে নরোত্তম হয় ধন্য॥"

—*—

অনুভব কর ভাই

প্রার্থনার রহস্য—অনুভব কর ভাই

সঙ্গ পেলেই সব হয়

শ্রীগুরুনিষ্ঠ-ভক্তের—সঙ্গ পেলেই সব হয়

শ্রীগুরুদেবের কৃপা মিলে

গুরুনিষ্ঠ-ভক্তের সঙ্গ হ'লে—শ্রীগুরুদেবের কৃপা মিলে

বাকী থাকে না কিছু পেতে

সকলই ত' আছে তা'তে

যে বিকায়েছে গুরুপদে—সকলই ত' আছে তা'তে

বাঁধা পড়ে সে আধারে

গুরু গৌর অভিন্ন—বাঁধা পড়ে সে আধারে

কোন ভাগ্যে তাঁর সঙ্গ হ'লে

নিতাই গৌর সকলই মিলে—কোন ভাগ্যে তাঁর সঙ্গ হ'লে

দেখিতে ত' পেলাম না

তখন জনম হ'ল না—দেখিতে ত' পেলাম না

আয়,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদি রে

ঠাকুর নরোত্তমে হৃদে ধ'রে—আয়,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদি রে

——::০::——

অতঃপর মহাজনী আক্ষেপ-কীর্ত্তন——

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর," ইত্যাদি......................................

....

....

"তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

নিশিদিশি কাঁদ রে

ওরে রে কৃতঘ্ন প্রাণ—নিশিদিশি কাঁদ রে

অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—নিশিদিশি কাঁদ রে

'অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—

অদোষ-দরশী-শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী-কৃপা-সঙরি'

নিশিদিশি কাঁদ রে

লীলার সন্ধান জানাইলে

অহৈতুকী-কৃপা-স্বভাবে—লীলার সন্ধান জানাইলে

শ্রীমুখে বলিলেন

ত্রিকাল-সত্য গৌরলীলা—শ্রীমুখে বলিলেন

সেই,—শ্রীগুরু-শ্রীমুখের কথা সঙরি'

পাগল হ'য়ে যাই ছুটে

সেইখানেতে যাই ছুটে

যখন যেখানে যে লীলাকাল—সেইখানেতে যাই ছুটে

কেঁদে কেঁদে ফিরে আসি

লীলা দে'খ্‌তে না পেয়ে—কেঁদে কেঁদে ফিরে আসি

একবার কেঁদে ফিরে এসেছি

গৌর-নটন না দে'খ্‌তে পেয়ে—একবার কেঁদে ফিরে এসেছি

'গৌর-নটন না দে'খ্‌তে পেয়ে'—

শ্রীজগন্নাথের রথের আগে—গৌর-নটন না দে'খ্‌তে পেয়ে

একবার কেঁদে ফিরে এসেছি

আবার,—আশায় আশায় গিয়েছিলাম

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-উৎসবে—আবার,—আশায় আশায় গিয়েছিলাম

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

ভক্তবাৎসল্য-লীলা—বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

আঁচল পেতে ভিক্ষা করে

বিশ্বম্ভর গৌরহরি—আঁচল পেতে ভিক্ষা করে

জগন্নাথের সিংহ-দ্বারে—আঁচল পেতে ভিক্ষা করে

হরিদাসের প্রেমে বাঁধা-প'ড়ে—আঁচল পেতে ভিক্ষা করে

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে

পরিবেষ্টা গৌরহরি

ঠাকুর-হরিদাসের নির্য্যাণ-উৎসবে—পরিবেষ্টা গৌরহরি

ভক্ত-বাৎসল্যের যাই বলিহারি—পরিবেষ্টা গৌরহরি

মহোৎসব হ'ল বটে

কিন্তু,—দাগা ল'য়ে ফিরে এসেছি

দেখা ত' পাই নাই—কিন্তু,—দাগা ল'য়ে ফিরে এসেছি

আবার প্রাণে আশা জা'গ্‌ছে

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে—আবার প্রাণে আশা জা'গ্‌ছে

যাব মধুর-বৃন্দাবনে

দেখিব মোরা নয়নে

প্রভু,—প্রবেশিবেন ব্রজবনে

রাস-পূর্ণিমার দিনে—প্রভু,—প্রবেশিবেন ব্রজবনে

ভ্রমিবে ব্রজের বনে বনে

বিরহিণী গৌরকিশোরী—ভ্রমিবে ব্রজের বনে বনে
করি' কৃষ্ণ অন্বেষণে—ভ্রমিবে ব্রজের বনে বনে

শুধাইবে কৃষ্ণ-সন্দেশ

স্থাবর-জঙ্গম-পশু-পাখীর কাছে—শুধাইবে কৃষ্ণ-সন্দেশ

বড় সাধ দে'খ্‌ব ব'লে
সবে মিলে কৃপা কর গো
যেন বৃন্দাবনে যেতে পারি
যেন গিয়ে দে'খ্‌তে পাই

পরাণ-গৌরাঙ্গ-বিহার—যেন গিয়ে দে'খ্‌তে পাই

যেন,—নিজ-গুণে দেন দেখা

গৌরপ্রিয় গোস্বামীগণ—যেন,—নিজ-গুণে দেন দেখা

যেন,—গোস্বামীগণের দেখা পাই

শ্রীগুরুগণের আনুগত্যে—যেন,—গোস্বামীগণের দেখা পাই
'শ্রীগুরুগণের আনুগত্যে'—
যাঁরা,—তাঁদের সন্ধান জানায়েছেন—শ্রীগুরুগণের আনুগত্যে

যেন,—গোস্বামীগণের দেখা পাই
অতবড় আশা ভাল নয়
এই-কৃপা কর সবে
যেন,—প্রাণগৌর খুঁ'জ্‌তে পারি

মধুর-বৃন্দাবনে গিয়ে—যেন,—প্রাণগৌর খুঁ'জ্‌তে পারি

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌তে পারি

গোস্বামীগণের নাম ধরি'—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌তে পারি
প্রাণগৌর দেখাও ব'লে—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্‌তে পারি

যদি বল তোমরা
ব্যাকুলতা কোথা পাবে
এই কৃপা কর হে

যেন,—ব্যাকুলতা পাবার লাগি'
তঁাদের,—নাম ধ'রে কাঁ'দ্‌তে পারি
ব্যাকুলতার স্বরূপ যঁারা—তঁাদের,—নাম ধ'রে কাঁ'দ্‌তে পারি
শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি'—তঁাদের,—নাম ধ'রে কাঁ'দ্‌তে পারি
মি'ল্‌লে ব্যাকুলতা-কণা
পূরিবে সকল-বাসনা—মি'ল্‌লে ব্যাকুলতা-কণা
বিনিময় বটে গো
ভাগবত ফুকারি' কয়—বিনিময় বটে গো
একমাত্র মূল্য বটে
লৌল্য তার—একমাত্র মূল্য বটে
আয় তঁাদের,—নাম ধ'রে কাঁদি ভাই
ব্যাকুলতাময় স্বরূপ যঁাদের—আয় তঁাদের,—নাম ধ'রে কাঁদি ভাই
শ্রীনিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ—শ্রীনিবাস নরোত্তম
[মাতন]
এই কৃপা কর হে
ঠাকুর-শ্রীনরোত্তম—এই কৃপা কর হে
প্রাণে প্রাণে জানাও হে
শ্রীগুরুসেবা সর্ব্বোত্তম—প্রাণে প্রাণে জানাও হে
শ্রীগুরুসেবা-শকতি দাও
তোমার,—নিজ-স্বভাব সঞ্চারিয়ে—শ্রীগুরুসেবা-শকতি দাও
প্রাণে প্রাণে জানাও হে
কেমন ক'রে,—গুরুসেবা ক'র্‌তে হয়—প্রাণে প্রাণে জানাও হে
এই কৃপা কর রামচন্দ্র
প্রাণে প্রাণে জানাও হে
কেমন ক'রে বিকাতে হয়—প্রাণে প্রাণে জানাও হে
'কেমন ক'রে বিকাতে হয়'—
অবিচারে শ্রীগুরুপদে—কেমন ক'রে বিকাতে হয়

প্রাণে প্রাণে জানাও হে
প্রাণে প্রাণে জানাও হে

হা ঠাকুর শ্যামানন্দ—প্রাণে প্রাণে জানাও হে
কেমন ক'রে পালন ক'র্তে হয়—প্রাণে প্রাণে জানাও হে
'কেমন ক'রে পালন ক'রতে হয়'—
অবিচারে শ্রীগুরু-আজ্ঞা—কেমন ক'রে পালন ক'র্তে হয়

প্রাণে প্রাণে জানাও হে
এই,—কৃপা কর শ্রীনিবাস

বিতরি ব্যাকুলতা-কণা—এই,—কৃপা কর শ্রীনিবাস

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্তে পারি

এই তিন-জনার গুণে—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্তে পারি

যেন,—এই তিনের গুণে মেতে থাকি

নরোত্তম রামচন্দ্র শ্যামানন্দ—যেন,—এই তিনের গুণে মেতে থাকি
তোমার চরণ হৃদে ধরি'—যেন,—এই তিনের গুণে মেতে থাকি

যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
হা শ্রীনিবাস নরোত্তম

রামচন্দ্র শ্যামানন্দ—হা শ্রীনিবাস নরোত্তম [মাতন]

এই কৃপা কর হে

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম—এই কৃপা কর হে

যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্তে পারি

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি'—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্তে পারি
গৌরলীলা-অদর্শনে—যেন,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁ'দ্তে পারি

বিতর ব্যাকুলতা-কণা
এই,—কৃপা কর ঠাকুর নরোত্তম
যেন,—গৌর ব'লে ম'র্তে পারি

গৌর ত' পেলাম্ না—যেন,—গৌর ব'লে ম'র্তে পারি
শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি'—যেন,—গৌর ব'লে ম'র্তে পারি [মাতন]

আর যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

শ্রীগুরুদেবের সুখ সঙরি'—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
যারে দেখি তারে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"
গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥

——o——

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সূচক-কীর্ত্তন

(জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-প্রতিপদ)

——(*)——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"
"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

——o——

"ও মোর পরাণ-বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু,"

শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু

শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনের আদর্শ মূরতি—শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু
শ্রীসীতানাথের প্রেম-অবতার—শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু
শ্রীঅদ্বৈতের দ্বিতীয় প্রকাশ—শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু

প্রকট শ্যামানন্দরূপে

অদ্বৈত অদ্বৈত আস্বাদিতে—প্রকট শ্যামানন্দরূপে

সেই ত' গুণের শ্যামানন্দ

"দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীদুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ॥
ধারেন্দা-বাহাদুর-পুরেতে পূর্ব্বস্থিতি।
শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ-জন্ম তথি ॥
কোন মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্র-কন্যা গত হৈলে হৈল শ্যামানন্দ ॥
জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি শুভক্ষণে।
যে দেখে বারেক তার মহানন্দ মনে ॥"

সবার মনে আনন্দ

দেখি' বদন শ্যামানন্দ—সবার মনে আনন্দ

"গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বার বার।
এখন দুঃখীয়া নাম রহুক ইহার ॥

মাতাপিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হইল ॥
দিনে দিনে বাড়ে দেখি' সবার উল্লাস।
পরম-অদ্ভুত চেষ্টা হইল প্রকাশ ॥
কখন না যায় অন্য-বালকের মেলে।
ব্যাকরণ-আদি-পাঠ হইল অল্পকালে ॥
গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতগণের চরিত।
বৈষ্ণবের মুখে শুনে হইয়া সাবহিত ॥"

আর কিছু ভাল লাগে না

নিতাই-গৌর-সীতানাথের গুণ বিনা—আর কিছু ভাল লাগে না

"নিরন্তর সেই গুণ করয়ে কীর্ত্তন।
নদীরপ্রবাহ প্রায় ঝরে দু'নয়ন ॥"

তিন-প্রভুর গুণ গায়

নিতাই গৌর সীতানাথ—তিন-প্রভুর গুণ গায়
স্বাভাবিক স্বভাবে—তিন-প্রভুর গুণ গায়
ভাসে দু'টী-নয়ন-ধারায়—তিন-প্রভুর গুণ গায়

"সদা রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত করে পান।
পিতামাতা-সেবায় অত্যন্ত সাবধান ॥
পিতা-মাতা পুত্রে যোগ্য দেখিয়া কহয়।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয় ॥"

প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ল

দীক্ষা-গ্রহণের কথা শুনে—প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ল

দীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌বে সেইখানে

যা আছে তার প্রাণে প্রাণে—দীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌বে সেইখানে

"সদাই বিহ্বল গোরাগুণে।"

সদাই প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে

গৌরাঙ্গ-বিহার-কথা শুনি'—সদাই প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে
কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম্‌ না ব'লে—সদাই প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে

নিশিদিশি গৌর-গুণে ঝুরে

আর ত' মন থাকে না রে—নিশিদিশি গৌর-গুণে ঝুরে

সে,—আর কি ঘরে রইতে পারে

যার,—প্রাণ কেঁদেছে গৌর-গুণে—সে,—আর কি ঘরে রইতে পারে

"সদাই বিহ্বল গোরা-গুণে।"

তাই,—"গৃহ পরিহরি দূরে,"

পূর্ব্বে ইঙ্গিত পেয়েছেন

স্বপ্নাদেশে প্রাণ-গৌরহরির—পূর্ব্বে ইঙ্গিত পেয়েছেন

তোমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য

গৌরীদাস-পণ্ডিতের শিষ্য—তোমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য

যাও ত্বরায় অম্বিকাপুরে

হৃদয়চৈতন্য-পদে বিকাও গিয়ে—যাও ত্বরায় অম্বিকাপুরে

প্রাণগৌর-কৃপা-ইঙ্গিত পেয়ে

পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌লেন

"গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

অম্বিকার পথে যেতে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

অঙ্গীকার ক'র্‌বেন কি

প্রভু হৃদয়চৈতন্য—অঙ্গীকার ক'র্‌বেন কি

মনে মন গণে রে

কতক্ষণে দে'খ্‌তে পাব

শ্রীগুরুদেবের চরণ—কতক্ষণে দে'খতে পাব

প্রভু হৃদয়চৈতন্য—কতক্ষণে দে'খ্‌তে পাব

জেনেছেন প্রাণে প্রাণে

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য—জেনেছেন প্রাণে প্রাণে

শ্যামানন্দ আসিছে এখানে—জেনেছেন প্রাণে প্রাণে

তাই,—পথ-পানে চেয়ে আছে

কতক্ষণে আ'স্‌বে শ্যামানন্দ ব'লে—তাই,—পথ-পানে চেয়ে আছে

"হৃদয়চৈতন্যে দেখি,"

তাই নাম হৃদয়চৈতন্য

তাঁর হৃদে বিহরে চৈতন্য—তাই নাম হৃদয়চৈতন্য

"হৃদয়চৈতন্যে দেখি, অঝোরে ঝরয়ে আঁখি,"

যেন,—কতকালের পরিচয়

বহুদিন দেখা হয় নাই—কিন্তু যেন,—কতকালের পরিচয়

অঝোরে নয়ন ঝরে

নিত্য সম্বন্ধ তার তাই—অঝোরে নয়ন ঝরে
স্বাভাবিক-অনুরাগে—অঝোরে নয়ন ঝরে
এই ত' আমার প্রভু ব'লে—অঝোরে নয়ন ঝরে
'এই ত' আমার প্রভু ব'লে'—
সর্ব্বাভীষ্টদাতা—এই ত' আমার প্রভু ব'লে

অঝোরে নয়ন ঝরে

"হৃদয়চৈতন্যে দেখি,' অঝোরে ঝরয়ে আঁখি,
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।"

তোমার,—ক্রীতদাস এসেছে ব'লে

তোমার কৃপা-আকর্ষণ-বলে—তোমার,—ক্রীতদাস এসেছে ব'লে

টেনে এনেছ নিজ-বলে

সংসার-কূপ-হ'তে তুলে—টেনে এনেছ নিজ-বলে

দেখ প্রভু নয়ন মেলে

চিরদাস পড়ে চরণতলে—দেখ প্রভু নয়ন মেলে

"শিরে ধরি' সে-চরণ,"

তাহার সর্ব্বস্বধন

শ্রীগুরু-হৃদয়চৈতন্য-চরণ—তাহার সর্ব্বস্বধন

"শিরে ধরি' সে-চরণ, করি আত্ম-সমর্পণ,"

প্রাণে প্রাণে আগেই হয়েছিল

শ্রীগুরুপদে-আত্ম-সমর্পণ—প্রাণে প্রাণে আগেই হয়েছিল

এখন একান্তেতে বিকাইল

বলে,—অঙ্গীকার কর নিজগুণে

যদি,—টেনে এনেছ নিজ-কৃপা-বলে—বলে,—অঙ্গীকার কর নিজগুণে

আর আমার কেউ নাই হে

ঐ-চরণে শরণ নিলাম—আর আমার কেউ নাই হে

"এক-ভিতে রহে দাঁড়াইয়া ॥"

হৃদয়চৈতন্য-পানে চাইয়া

অঝোরে ঝুরিয়া—হৃদয়চৈতন্য-পানে চাইয়া

"এক-ভিতে রহে দাঁড়াইয়া ॥"

ভক্তির স্বভাব-দৈন্যে

কত অপরাধী যেন—ভক্তির স্বভাব-দৈন্যে

"দেখি' শ্যামানন্দ-রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত,"

এস এস আমার বাপ ব'লে

বাহু পসারি' কৈল কোলে—এস এস আমার বাপ ব'লে

"নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।"

এ ত,—নূতন শিষ্য করা নয়

শ্যামানন্দ তাঁর নিত্যদাস হয়—এ ত,—নূতন শিষ্য করা নয়

"করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি-রীতি,
নিতাই-চৈতন্যে সমর্পিল ॥"

প্রাণে প্রাণে অঙ্গীকার কর ব'লে

তোমা-দোঁহার নিত্যদাস—প্রাণে প্রাণে অঙ্গীকার কর ব'লে

দোঁহে প্রভু কর অঙ্গীকার

এ যে তোমাদের নিত্যকিঙ্কর—দোঁহে প্রভু কর অঙ্গীকার

"নিতাই-চৈতন্যে সপর্পিল ॥"
"শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দায় উপজিল।
দুঃখী নাম পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস নাম থুইল ॥
দুঃখীকৃষ্ণদাস নাম হইল বিদিত।
নিজ-ইষ্ট-সেবায় হইল নিয়োজিত ॥"

কি ব'ল্‌ব সে সেবার কথা

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দের—কি ব'ল্‌ব সে সেবার কথা

আদর্শ শ্রীশ্যামানন্দ

শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনের—আদর্শ শ্রীশ্যামানন্দ

কি ব'ল্‌ব সে নিষ্ঠার কথা

সঙরিলে প্রাণ কেঁদে উঠে—কি ব'ল্‌ব সে নিষ্ঠার কথা

শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনে যথাবিধি

কি ব'ল্‌ব শ্যামানন্দ-রীতি—শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনে যথাবিধি

আদেশিলেন হৃদয়চৈতন্য

প্রাণপ্রিয়-শ্যামানন্দে—আদেশিলেন হৃদয়চৈতন্য
ফুলবাটীতে জল দিতে—আদেশিলেন হৃদয়চৈতন্য
'ফুলবাটীতে জল দিতে'—
প্রভুনিতাই-প্রাণগৌরাঙ্গের—ফুলবাটীতে জল দিতে

আদেশিলেন হৃদয়চৈতন্য
এই সেবা দিলেন তারে

পুষ্পবাটীতে জল সেচন—এই সেবা দিলেন তারে

শ্রীগুরু-আজ্ঞা করি' শিরোধার্য্য
জল সেচন করে শ্যামানন্দ

মাথায় ল'য়ে মৃৎকুম্ভ—জল সেচন করে শ্যামানন্দ
আর,—নাই তার কোন লক্ষ্য—জল সেচন করে শ্যামানন্দ

অপূর্ব্ব সে আজ্ঞা-পালন

আর কিছুতেই নাই মন—অপূর্ব্ব সে আজ্ঞা পালন

দাস-গোস্বামী তুলিলেন তারে

প্রেমবাহু পসারিয়ে—দাস-গোস্বামী তুলিলেন তারে

গৌর-কৃপার লক্ষণ দে'খে

ডাকি' কাছে বসাইলেন

তার সাত্ত্বিক বিকার দে'খে

মধুর-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন

কে বাপু তুমি বটে

তোমার পরিচয় বল—কে বাপু তুমি বটে

নিজ-পরিচয় দিলেন

বিনয়-বচনে শ্যামানন্দ—নিজ-পরিচয় দিলেন

গৌরদাসের গণ ব'লে—নিজ-পরিচয় দিলেন

শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন মোরে

অহৈতুকী-কৃপার বলে—শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন মোরে

হৃদয়চৈতন্য-ঠাকুর—শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন মোরে

আমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য

অম্বিকানগরবাসী—আমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য

গৌরীদাস-পণ্ডিতের শিষ্য—আমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য

গৌরীদাসের গণ এই পরিচয় পেয়ে

ডাকিলেন প্রেমস্বরে

কুণ্ডবাসী দাস-গোসাঞি—ডাকিলেন প্রেমস্বরে

আইস বাপু আইস ব'লে—ডাকিলেন প্রেমস্বরে

আইস বাপু তোমায় দেখি

বহুদিন হ'তে সাধ ছিল—আইস বাপু তোমায় দেখি

বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

জে'নে রঘুনাথ শ্যামানন্দে—বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

শ্রীমুখেতে আজ্ঞা দিলেন

ব্রজবনে বাস কর গিয়া

শ্রীজীবের পদাশ্রয় লৈয়া—ব্রজবনে বাস কর গিয়া

"শ্রীজীবের নিকটে গেলা, নিজ-পরিচয় দিলা,
তেঁহ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।"

বাৎসল্য উপজিল মনে

গৌরীদাসের গণ জে'নে—বাৎসল্য উপজিল মনে

আপনার কাছে রাখিলেন

বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

আইস বাপু আইস ব'লে—বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

ভজন-প্রণালী জানাইলেন

গোস্বামি-গ্রন্থ পড়াইলেন

"যে বা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল,
হৃদয়চৈতন্য-কৃপা হইতে॥"

সব মনোরথ পূর্ণ হ'ল

শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপা পেয়ে—সব মনোরথ পূর্ণ হ'ল

হৃদয়চৈতন্যের কৃপায়—সব মনোরথ পূর্ণ হ'ল

শ্যামানন্দের সাধনের সম্বল

হৃদয়চৈতন্যের কৃপাবল—শ্যামানন্দের সাধনের সম্বল

কোন্ ফল বা কারে মিলে

শ্রীগুরু-কৃপা না হইলে—কোন্ ফল বা কারে মিলে

মন দিয়ে শুন ভাই

শ্রীগুরু-হৃদয়চৈন্যের কৃপা—মন দিয়ে শুন ভাই

বৃন্দাবনে পাঠাইয়ে

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দে—বৃন্দাবনে পাঠাইয়ে

"শ্রীজীব-গোস্বামীরে লিখয়ে পত্রিদ্বারে।
দুঃখী-কৃষ্ণদাস-শিষ্যে সঁপিনু তোমারে॥"

যোগ্য-আধার জে'নে

তোমাদের কৃপা পাবার—যোগ্য-আধার জে'নে

"ইহার যে মনোঽভীষ্ট পূরিবে সর্ব্বথা।
কতদিন-পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা॥
শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর।
শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোসর॥
সাবধান হবে ভক্তিরত্ন উপার্জ্জনে।
অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে॥"

সদাই সাবধান হবে

বৈষ্ণব-অপরাধ হ'তে—সদাই সাবধান হবে

"এইরূপ শিষ্যে সদা করে সাবধান।
গুরু-অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান্॥"

নিশিদিশি হা-হুতাশ

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দের—নিশিদিশি হা-হুতাশ
শ্রীজীব-পদাশ্রয়ে বাস—নিশিদিশি হা-হুতাশ

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

শ্রীজীবের চরণে প'ড়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বল বল শ্রীজীব-গোসাঞি

আমি কি গৌরাঙ্গ পাব—বল বল শ্রীজীব-গোসাঞি [মাতন]

হৈল,—অপূর্ব্ব-মিলন কিছুদিনে

শ্রীজীব-গোস্বামীর কাছে গিয়ে—হৈল,—অপূর্ব্ব-মিলন কিছুদিনে
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সনে—হৈল,—অপূর্ব্ব-মিলন কিছুদিনে

নিশিদিশি হিয়া জ্ব'ল্‌ছিল

গৌরের,—প্রকট-লীলার অদর্শনে—নিশিদিশি হিয়া জ্ব'ল্‌ছিল

দগ্ধহৃদয় শান্ত হ'ল

প্রাণপ্রিয়-সঙ্গ পেল—দগ্ধহৃদয় শান্ত হ'ল

দুইজনের সঙ্গে দেখা হ'ল
অপূর্ণ-সাধ পূর্ণ হ'ল
বহুদিনের সাধ ছিল

যে-দিন হ'তে নাম শুনেছিল

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের—যে-দিন হ'তে নাম শুনেছিল

সে-দিন হ'তে সাধ ছিল মনে

ওঁদের সঙ্গ পাব কতদিনে—সে-দিন হ'তে সাধ ছিল মনে

পূর্ব্বে এসেছেন বৃন্দাবনে

শ্রীনিবাস-নরোত্তম দুইজনে—পূর্ব্বে এসেছেন বৃন্দাবনে

পথ-পানে চেয়েছিলেন

স্বাভাবিক-প্রেমের টানে—পথ-পানে চেয়েছিলেন
শ্যামানন্দ আ'সবে কতদিনে—পথ-পানে চেয়েছিলেন

তিন-জনে হৈল মিলন

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ—তিন-জনে হৈল মিলন
বিনে এক তনু মন—তিন-জনে হৈল মিলন

তিন-শক্তি একঠাঁই

নিতাই গৌর সীতানাথ—তিন-শক্তি একঠাঁই
মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—তিন-শক্তি একঠাঁই

এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন

আবেশ-অবতারে—এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন
ব্রজবনে শ্রীজীবগোস্বামীর কাছে—এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন
নিতাই গৌর সীতানাথের—এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন

এমন মিলন বুঝি হয় নাই

পূর্ব্ব-অবতারে—এমন মিলন বুঝি হয় নাই

হৈল অপূর্ব্ব মিলন

ব্রজবনে তিন-শক্তির—হৈল অপূর্ব্ব মিলন
অপূর্ণ পূর্ণ-আশে—হৈল অপূর্ব্ব মিলন

এ-তিনজনের মিলনে

শ্রীজীব-গোস্বামি-চরণে—এ-তিনজনের মিলনে

হইল আনন্দ বৃন্দাবনে

নিরজনে কাঁদেন তিনজনে

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—নিরজনে কাঁদেন তিনজনে
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ব'লে—নিরজনে কাঁদেন তিনজনে

তাঁদের,—অঝোরে নয়ন ঝুরে

হা গৌর গৌরগণ ব'লে—তাঁদের,—অঝোরে নয়ন ঝুরে

বলে,—কোথা প্রাণ-শচীনন্দন

কোথা শ্রীরূপ-সনাতন—বলে,—কোথা প্রাণ-শচীনন্দন

"ভ্রমিলা দ্বাদশ-বন,"

ভ্রময়ে দ্বাদশ-বনে

হৃদে ধরি' গুরুকৃপা-ধনে—ভ্রময়ে দ্বাদশ-বনে
সঙরি' শ্রীগুরুধনে—ভ্রময়ে দ্বাদশ-বনে

ব্রজবনে ভ্রমিছে বটে

কিন্তু,—শান্তি নাই কোন-মতে—ব্রজবনে ভ্রমিছে বটে

প্রাণে উ'ঠ্ছে হা-হুতাশ
দে'খ্তে ত' পেলাম্ না

ব্রজবনে গৌরাঙ্গ-বিহার—দে'খ্তে ত' পেলাম্ না
ব্রজবনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ—দে'খ্তে ত' পেলাম্ না
'ব্রজবনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ'—
বিরহিণী গৌর-কিশোরীর—ব্রজবনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ

দে'খ্তে ত' পেলাম না
কেউ ত' দেখা দিলে না

কৃপা ক'রে আ'নলে বটে—কেউ ত' দেখা দিলে না
গৌরপ্রিয়-শ্রীরূপ-সনাতন—কেউ ত' দেখা দিলে না

"ভ্রমিলা দ্বাদশ-বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
হৈলা অতি-নিপুণ সেবায়।"

কি ব'ল্ব সে সেবার কথা
যে নিপুণ-সেবার বলে

শ্যামানন্দ নাম মিলে

নূপুর-তিলক ভালে—শ্যামানন্দ নাম মিলে

অদ্ভুত প্রসঙ্গ ভাই

শ্যামানন্দের সেবা-অধিকারে—অদ্ভূত প্রসঙ্গ ভাই

প্রাণে প্রাণে আশা জাগিল

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দের —প্রাণে প্রাণে আশা জাগিল
নিকুঞ্জ-বিহার ভোগ করিতে—প্রাণে প্রাণে আশা জাগিল

শ্রীজীবগোস্বামীর আজ্ঞা পেয়ে
নিধুবন-সেবা করে

সম্মার্জ্জনী করে ধ'রে—নিধুবন-সেবা করে
রাধাদাসী-ভাব অন্তরে—নিধুবন-সেবা করে
মানসেতে শ্যামানন্দ —নিধুবন-সেবা করে

শ্যামানন্দের নিত্য-সেবা

নিকুঞ্জবন মার্জ্জন—শ্যামানন্দের নিত্য-সেবা

নিতুই গিয়ে ঝাড়ু দেয়

শ্রীজীব-গোস্বামীর আজ্ঞা-মতে—নিতুই গিয়ে ঝাড়ু দেয়

প্রাণে প্রাণে এই বাসনা
কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

এই নিকুঞ্জে যুগল-বিহার—কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

অপরূপ রহস্য ভাই
অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে
শ্যামানন্দের চরিত্র—অনুভব কর ভাই রে
শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনের কি ফল—অনুভব কর ভাই রে
অকপটে শ্রীগুরু-সেবার ফল—অনুভব কর ভাই রে [মাতন]

মন দিয়ে শুন ভাই

শ্যামানন্দের ভাগ্যের সীমা—মন দিয়ে শুন ভাই

"একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ-সঙ্গে।
কুঞ্জে নৃত্যগীত করে বিবিধ-তরঙ্গে॥
রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত-প্রচুর।
খসিয়া পড়য়ে বাম-পদের নূপুর॥"

বাম-পায়ের নূপুর খ'সে প'ড়্ল

অপরূপ-নৃত্যরসে—বাম-পায়ের নূপুর খ'সে প'ড়্ল

"আপনি না জানে সখীগণ না জানিল।
শ্যামানন্দে কৃপার তরে এই ভঙ্গী কৈল॥
প্রাতে রাই নিজে গৃহে প্রবেশ হইলা।
নূপুর না দেখি' পায়ে চমৎকার পাইলা॥"

যাও ললিতে ত্বরিতে

কোথা নূপুর আছে খুঁজিতে—যাও ললিতে ত্বরিতে

ত্বরায় যাও কুঞ্জবনে

নূপুর বুঝি আছে সেইখানে—ত্বরায় যাও কুঞ্জবনে

"বৃদ্ধা-ব্রাহ্মণী হইয়া ললিতা-সুন্দরী।
নূপুর খুঁজিতে কুঞ্জে আইলা শীঘ্র করি'॥
এথা শ্যামানন্দ প্রাতে কুঞ্জ-সেবায় আইলা।
নূপুরের জ্যোতি দেখি' মূর্চ্ছিত হইলা॥"

বন আলোকিত হয়েছে

শ্যামানন্দ দেখে বিস্ময়-মনে—বন আলোকিত হয়েছে
নূপুরের জ্যোতিতে—বন আলোকিত হয়েছে

শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে

হায় এ কি দে'খ্লাম ব'লে—শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে

"তবে কতক্ষণে তি হ চেতন পাইলা।
নূপুর করিয়া হস্তে মস্তকে ধরিলা॥"

মনে অনুভব কৈলা

কিশোরীর পদের নূপুর বটে—মনে অনুভব কৈলা

এই মনে অনুভব করি'
আনন্দ আর ধরে না

"গদগদ স্বেদ স্তম্ভ আনন্দে বিহ্বল।
নূপুর চুম্বয়ে ধরে হৃদয়-কমল ॥"

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবের প্রকাশ

নরবিণীর নূপুর-পরশে—অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবের প্রকাশ

কেন বা হবে না

যে পরশ পেয়েছে

মহাভাব-স্বরূপিণীর—যে পরশ পেয়েছে

তার পরশেতে ভাবোদ্গম

কেন বা হবে না

"প্রেমেতে আকুল হইয়া করয়ে রোদন।
কবে মোরে রাধাকৃষ্ণ দিবে দরশন ॥"

শ্যামানন্দের নয়ন ঝুরে

সেই নূপুর বুকে ধ'রে—শ্যামানন্দের নয়ন ঝুরে

বলে,—কেন দেখা না দিলা

অঙ্গের ভূষণ দেখাইলা—বলে,—কেন দেখা না দিলা [মাতন]

"তারে দেখি' শ্রীললিতা জিজ্ঞাসেন বাণী।
বধূর নূপুর মোর পাইয়াছ তুমি ॥
যমুনার জল নিতে বধূ এসেছিল।
স্বভ্রমে নূপুর কুঞ্জে খসিয়া পড়িল ॥
শ্যামানন্দ কহে বটে পাইয়াছি আমি।
কিন্তু তোমার নূপুর নয় শুন ঠাকুরাণী ॥
নূপুর দেখিয়া মুঞি মূর্চ্ছিত হইনু।
নূপুর ছুঁইতে প্রেম-সমুদ্রে ডুবিনু ॥
মনুষ্যের নূপুর ছুঁইতে প্রেম নাহি হয়।
শ্রীরাধার নূপুর এই জানিহ নিশ্চয় ॥"

জে'নেছি,—পরশেতে প্রেম পে'য়ে

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রেরণাতে—জে'নেছি,—পরশেতে প্রেম পে'য়ে

এ শ্রীরাধিকার নূপুর বটে—জে'নেছি,—পরশেতে প্রেম পে'য়ে

দাস-গোস্বামী তুলিলেন তারে
প্রেমবাহু পসারিয়ে—দাস-গোস্বামী তুলিলেন তারে

গৌর-কৃপার লক্ষণ দে'খে
ডাকি' কাছে বসাইলেন
তার সাত্বিক বিকার দে'খে
মধুর-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন
কে বাপু তুমি বটে
তোমার পরিচয় বল—কে বাপু তুমি বটে

নিজ-পরিচয় দিলেন
বিনয়-বচনে শ্যামানন্দ—নিজ-পরিচয় দিলেন
গৌরদাসের গণ ব'লে—নিজ-পরিচয় দিলেন

শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন মোরে
অহৈতুকী-কৃপার বলে—শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন মোরে
হৃদয়চৈতন্য-ঠাকুর—শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন মোরে

আমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য
অম্বিকানগরবাসী—আমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য
গৌরীদাস-পণ্ডিতের শিষ্য—আমার প্রভু হৃদয়চৈতন্য

গৌরীদাসের গণ এই পরিচয় পেয়ে
ডাকিলেন প্রেমস্বরে
কুণ্ডবাসী দাস-গোসাঞি—ডাকিলেন প্রেমস্বরে
আইস বাপু আইস ব'লে—ডাকিলেন প্রেমস্বরে

আইস বাপু তোমায় দেখি
বহুদিন হ'তে সাধ ছিল—আইস বাপু তোমায় দেখি

বাহু পসারি' কৈলেন কোলে
জে'নে রঘুনাথ শ্যামানন্দে—বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

শ্রীমুখেতে আজ্ঞা দিলেন
ব্রজবনে বাস কর গিয়া

শ্রীজীবের পদাশ্রয় লৈয়া—ব্রজবনে বাস কর গিয়া

"শ্রীজীবের নিকটে গেলা, নিজ-পরিচয় দিলা,
তেঁহ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।"

বাৎসল্য উপজিল মনে

গৌরীদাসের গণ জে'নে—বাৎসল্য উপজিল মনে

আপনার কাছে রাখিলেন

বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

আইস বাপু আইস ব'লে—বাহু পসারি' কৈলেন কোলে

ভজন-প্রণালী জানাইলেন

গোস্বামি-গ্রন্থ পড়াইলেন

"যে বা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল,
হৃদয়চৈতন্য-কৃপা হইতে॥"

সব মনোরথ পূর্ণ হ'ল

শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপা পেয়ে—সব মনোরথ পূর্ণ হ'ল

হৃদয়চৈতন্যের কৃপায়—সব মনোরথ পূর্ণ হ'ল

শ্যামানন্দের সাধনের সম্বল

হৃদয়চৈতন্যের কৃপাবল—শ্যামানন্দের সাধনের সম্বল

কোন্ ফল বা কারে মিলে

শ্রীগুরু-কৃপা না হইলে—কোন্ ফল বা কারে মিলে

মন দিয়ে শুন ভাই

শ্রীগুরু-হৃদয়চৈন্যের কৃপা—মন দিয়ে শুন ভাই

বৃন্দাবনে পাঠাইয়ে

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দে—বৃন্দাবনে পাঠাইয়ে

"শ্রীজীব-গোস্বামীরে লিখয়ে পত্রিদ্বারে।
দুঃখী-কৃষ্ণদাস-শিষ্যে সঁপিনু তোমারে॥"

যোগ্য-আধার জে'নে

তোমাদের কৃপা পাবার—যোগ্য-আধার জে'নে

"ইহার যে মনোঽভীষ্ট পূরিবে সর্ব্বথা।
কতদিন-পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা॥
শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর।
শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোসর॥
সাবধান হবে ভক্তিরত্ন উপার্জ্জনে।
অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে॥"

সদাই সাবধান হবে

বৈষ্ণব-অপরাধ হ'তে—সদাই সাবধান হবে

"এইরূপ শিষ্যে সদা করে সাবধান।
গুরু-অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান্॥"

নিশিদিশি হা-হুতাশ

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দের—নিশিদিশি হা-হুতাশ
শ্রীজীব-পদাশ্রয়ে বাস—নিশিদিশি হা-হুতাশ

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

শ্রীজীবের চরণে প'ড়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বল বল শ্রীজীব-গোসাঞি

আমি কি গৌরাঙ্গ পাব—বল বল শ্রীজীব-গোসাঞি [মাতন]

হৈল,—অপূর্ব্ব-মিলন কিছুদিনে

শ্রীজীব-গোস্বামীর কাছে গিয়ে—হৈল,—অপূর্ব্ব-মিলন কিছুদিনে
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সনে—হৈল,—অপূর্ব্ব-মিলন কিছুদিনে

নিশিদিশি হিয়া জ্ব'ল্‌ছিল

গৌরের,—প্রকট-লীলার অদর্শনে—নিশিদিশি হিয়া জ্ব'ল্‌ছিল

দগ্ধহৃদয় শান্ত হ'ল

প্রাণপ্রিয়-সঙ্গ পেল—দগ্ধহৃদয় শান্ত হ'ল

দুইজনের সঙ্গে দেখা হ'ল
অপূর্ণ-সাধ পূর্ণ হ'ল
বহুদিনের সাধ ছিল

যে-দিন হ'তে নাম শুনেছিল

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের—যে-দিন হ'তে নাম শুনেছিল

সে-দিন হ'তে সাধ ছিল মনে

ওঁদের সঙ্গ পাব কতদিনে—সে-দিন হ'তে সাধ ছিল মনে

পূর্ব্বে এসেছেন বৃন্দাবনে

শ্রীনিবাস-নরোত্তম দুইজনে—পূর্ব্বে এসেছেন বৃন্দাবনে

পথ-পানে চেয়েছিলেন

স্বাভাবিক-প্রেমের টানে—পথ-পানে চেয়েছিলেন
শ্যামানন্দ আ'সবে কতদিনে—পথ-পানে চেয়েছিলেন

তিন-জনে হৈল মিলন

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ—তিন-জনে হৈল মিলন
বিনে এক তনু মন—তিন-জনে হৈল মিলন

তিন-শক্তি একঠাঁই

নিতাই গৌর সীতানাথ—তিন-শক্তি একঠাঁই
মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—তিন-শক্তি একঠাঁই

এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন

আবেশ-অবতারে—এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন
ব্রজবনে শ্রীজীবগোস্বামীর কাছে—এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন
নিতাই গৌর সীতানাথের—এবার হ'ল দ্বিতীয় মিলন

এমন মিলন বুঝি হয় নাই

পূর্ব্ব-অবতারে—এমন মিলন বুঝি হয় নাই

হৈল অপূর্ব্ব মিলন

ব্রজবনে তিন-শক্তির—হৈল অপূর্ব্ব মিলন
অপূর্ণ পূর্ণ-আশে—হৈল অপূর্ব্ব মিলন

এ-তিনজনের মিলনে

শ্রীজীব-গোস্বামি-চরণে—এ-তিনজনের মিলনে

হইল আনন্দ বৃন্দাবনে

নিরজনে কাঁদেন তিনজনে

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—নিরজনে কাঁদেন তিনজনে
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ব'লে—নিরজনে কাঁদেন তিনজনে

তাঁদের,—অঝোরে নয়ন ঝুরে

হা গৌর গৌরগণ ব'লে—তাঁদের,—অঝোরে নয়ন ঝুরে

বলে,—কোথা প্রাণ-শচীনন্দন

কোথা শ্রীরূপ-সনাতন—বলে,—কোথা প্রাণ-শচীনন্দন

"ভ্রমিলা দ্বাদশ-বন,"

ভ্রময়ে দ্বাদশ-বনে

হৃদে ধরি' গুরুকৃপা-ধনে—ভ্রময়ে দ্বাদশ-বনে
সঙরি' শ্রীগুরুধনে—ভ্রময়ে দ্বাদশ-বনে

ব্রজবনে ভ্রমিছে বটে

কিন্তু,—শান্তি নাই কোন-মতে—ব্রজবনে ভ্রমিছে বটে

প্রাণে উ'ঠ্‌ছে হা-হুতাশ
দে'খ্‌তে ত' পেলাম্ না

ব্রজবনে গৌরাঙ্গ-বিহার—দে'খ্‌তে ত' পেলাম্ না
ব্রজবনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ—দে'খ্‌তে ত' পেলাম্ না
'ব্রজবনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ'—
বিরহিণী গৌর-কিশোরীর—ব্রজবনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ

দে'খ্‌তে ত' পেলাম না
কেউ ত' দেখা দিলে না

কৃপা ক'রে আ'ন্‌লে বটে—কেউ ত' দেখা দিলে না
গৌরপ্রিয়-শ্রীরূপ-সনাতন—কেউ ত' দেখা দিলে না

"ভ্রমিলা দ্বাদশ-বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
হৈলা অতি-নিপুণ সেবায়।"

কি ব'ল্‌ব সে সেবার কথা
যে নিপুণ-সেবার বলে

শ্যামানন্দ নাম মিলে

নূপুর-তিলক ভালে—শ্যামানন্দ নাম মিলে

অদ্ভুত প্রসঙ্গ ভাই

শ্যামানন্দের সেবা-অধিকারে—অদ্ভুত প্রসঙ্গ ভাই

প্রাণে প্রাণে আশা জাগিল

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দের—প্রাণে প্রাণে আশা জাগিল
নিকুঞ্জ-বিহার ভোগ করিতে—প্রাণে প্রাণে আশা জাগিল

শ্রীজীবগোস্বামীর আজ্ঞা পেয়ে
নিধুবন-সেবা করে

সম্মার্জ্জনী করে ধ'রে—নিধুবন-সেবা করে
রাধাদাসী-ভাব অন্তরে—নিধুবন-সেবা করে
মানসেতে শ্যামানন্দ—নিধুবন-সেবা করে

শ্যামানন্দের নিত্য-সেবা

নিকুঞ্জবন মার্জ্জন—শ্যামানন্দের নিত্য-সেবা

নিতুই গিয়ে ঝাড়ু দেয়

শ্রীজীব-গোস্বামীর আজ্ঞা-মতে—নিতুই গিয়ে ঝাড়ু দেয়

প্রাণে প্রাণে এই বাসনা
কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

এই নিকুঞ্জে যুগল-বিহার—কতদিনে দে'খ্‌তে পাব

অপরূপ রহস্য ভাই
অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে
শ্যামানন্দের চরিত্র—অনুভব কর ভাই রে
শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনের কি ফল—অনুভব কর ভাই রে
অকপটে শ্রীগুরু-সেবার ফল—অনুভব কর ভাই রে [মাতন]

মন দিয়ে শুন ভাই

শ্যামানন্দের ভাগ্যের সীমা—মন দিয়ে শুন ভাই

"একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ-সঙ্গে।
কুঞ্জে নৃত্যগীত করে বিবিধ-তরঙ্গে॥
রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত-প্রচুর।
খসিয়া পড়য়ে বাম-পদের নূপুর॥"

বাম-পায়ের নূপুর খ'সে প'ড়্ল

অপরূপ-নৃত্যরসে—বাম-পায়ের নূপুর খ'সে প'ড়্ল

"আপনি না জানে সখীগণ না জানিল।
শ্যামানন্দে কৃপার তরে এই ভঙ্গী কৈল॥
প্রাতে রাই নিজে গৃহে প্রবেশ হইলা।
নূপুর না দেখি' পায়ে চমৎকার পাইলা॥"

যাও ললিতে তুরিতে

কোথা নূপুর আছে খুঁজিতে—যাও ললিতে তুরিতে

ত্বরায় যাও কুঞ্জবনে

নূপুর বুঝি আছে সেইখানে—ত্বরায় যাও কুঞ্জবনে

"বৃদ্ধা-ব্রাহ্মণী হইয়া ললিতা-সুন্দরী।
নূপুর খুঁজিতে কুঞ্জে আইলা শীঘ্র করি'॥
এথা শ্যামানন্দ প্রাতে কুঞ্জ-সেবায় আইলা।
নূপুরের জ্যোতি দেখি' মূর্চ্ছিত হইলা॥"

বন আলোকিত হয়েছে

শ্যামানন্দ দেখে বিস্ময়-মনে—বন আলোকিত হয়েছে
নূপুরের জ্যোতিতে—বন আলোকিত হয়েছে

শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে

হায় এ কি দে'খ্লাম ব'লে—শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে

"তবে কতক্ষণে তি হ চেতন পাইলা।
নূপুর করিয়া হস্তে মস্তকে ধরিলা॥"

মনে অনুভব কৈলা

কিশোরীর পদের নূপুর বটে—মনে অনুভব কৈলা

এই মনে অনুভব করি'
আনন্দ আর ধরে না

"গদগদ স্বেদ স্তম্ভ আনন্দে বিহ্বল।
নূপুর চুম্বয়ে ধরে হৃদয়-কমল॥"

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবের প্রকাশ

ারবিণীর নূপুর-পরশে—অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবের প্রকাশ

কেন বা হবে না

যে পরশ পেয়েছে

মহাভাব-স্বরূপিণীর—যে পরশ পেয়েছে

তার পরশেতে ভাবোদ্গম

কেন বা হবে না

"প্রেমেতে আকুল হইয়া করয়ে রোদন।
কবে মোরে রাধাকৃষ্ণ দিবে দরশন॥"

শ্যামানন্দের নয়ন ঝুরে

সেই নূপুর বুকে ধ'রে—শ্যামানন্দের নয়ন ঝুরে

বলে,—কেন দেখা না দিলা

অঙ্গের ভূষণ দেখাইলা—বলে,—কেন দেখা না দিলা [মাতন]

"তারে দেখি' শ্রীললিতা জিজ্ঞাসেন বাণী।
বধূর নূপুর মোর পাইয়াছ তুমি॥
যমুনার জল নিতে বধূ এসেছিল।
স্বভ্রমে নূপুর কুঞ্জে খসিয়া পড়িল॥
শ্যামানন্দ কহে বটে পাইয়াছি আমি।
কিন্তু তোমার নূপুর নয় শুন ঠাকুরাণী॥
নূপুর দেখিয়া মুঞি মূর্চ্ছিত হইনু।
নূপুর ছুঁইতে প্রেম-সমুদ্রে ডুবিনু॥
মনুষ্যের নূপুর ছুঁইতে প্রেম নাহি হয়।
শ্রীরাধার নূপুর এই জানিহ নিশ্চয়॥"

জে'নেছি,—পরশেতে প্রেম পে'য়ে

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রেরণাতে—জে'নেছি,—পরশেতে প্রেম পে'য়ে
এ শ্রীরাধিকার নূপুর বটে—জে'নেছি,—পরশেতে প্রেম পে'য়ে

এ যে রাই-কিশোরীর

আমার শ্যামা-প্যারীর—এ যে রাই-কিশোরীর

প্রেম ত' কভু হয় না

শ্রীরাধার নূপুর-পরশ বিনা—প্রেম ত' কভু হয় না

এ,—মহাভাবময়ীর নূপুর হবে

নৈলে,—স্পর্শে ভাব কেন উপজিবে—এ,—মহাভাবময়ীর নূপুর হবে

এ, প্রেমময়ীর নূপুর নিশ্চয়

নৈলে কেন,—স্পর্শে হ'ল প্রেমোদয়—এ,—প্রেমময়ীর নূপুর নিশ্চয়

"যে পদের নূপুর সেই-পদে পরাইব।"

আমি তার পায়ে পরাব

এ যার নূপুর হবে—আমি তার পায়ে পরাব

"নৈলে নূপুর আমি তোমায় কেনে দিব॥"

এ বা কিসের বল বলো

এ যে শ্রীগুরু-কৃপা কেবল—এ বা কিসের বল বলো

"শুনি' ললিতা কহে সত্য তোমার বচন।
তোমারে যে আমি হইল সুপ্রসন্ন মন॥
কি বর মাগিবে মাগ তোমারে সে দিব।
বাঞ্ছাসিদ্ধ করিয়া নূপুর লইয়া যাব॥
তোমারে প্রসন্ন হৈলা বৃষভানু-সুতা।
নূপুর পাইলে হাতে বুঝিয়ে সর্ব্বথা॥"

আনে কি পাইতে পারে

যাঁর নূপুর তাঁর কৃপা না হ'লে—আনে কি পাইতে পারে

নূপুরের,—সেই ত' দরশ পরশ পায়

শ্রীরাধা-কৃপা যারে হয়—নূপুরের,—সেই ত' দরশ পরশ পায়

সেই ত' পরশিতে পারে

ভানুসুতার কৃপা যারে—সেই ত' পরশিতে পারে

তোমারে,—ভানুসুতার কৃপা নিশ্চয়

নৈলে,—তার নূপুর কি পরশ হয়—তোমারে,—ভানুসুতার কৃপা নিশ্চয়

"শ্যামানন্দ বলে তবে শুন ঠাকুরাণী।
কে তুমি তোমার রূপ দেখিব যে আমি॥"

আনে কেন আ'সবে

শ্রীরাধার গণ না হ'লে—আনে কেন আ'সবে

কেন আ'সবে অন্যজনে

তাঁর নূপুর অন্বেষণে—কেন আ'সবে অন্যজনে

আমি,—নূপুর ত' দিব না

তোমার পরিচয় না পাইলে—আমি—নূপুর ত' দিব না

শুধু পরিচয়ে মা'নব না

রূপ দেখে মেনে নিব—শুধু পরিচয়ে মা'নব না

তখন শ্রীললিতা দেবী

নিজ-পরিচয় দিলেন হাসি' হাসি'—তখন শ্রীললিতা দেবী

আমি হই রাধাদাসী

নূপুর খুঁ'জ্‌তে এসেছি—আমি হই রাধাদাসী

"শ্রীরাধার দাসী মুঞি নাম সে ললিতা।
এত বলি' নিজরূপ দেখাইল সর্ব্বথা॥"

নিজরূপ দেখাইলা

শ্রীললিতা অনুরাধা—নিজরূপ দেখাইলা

"ললিতার রূপ নেত্রে নিরীক্ষণ কৈলা।
মূর্চ্ছিত হই শ্যামানন্দ ভূমিতে পড়িলা॥"

শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে

ললিতার রূপ দরশনে—শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে
হায় কি দে'খ্‌লাম ব'লে—শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে
জয় প্রভু হৃদয়চৈতন্য ব'লে—শ্যামানন্দ,—মূরছিত ভূমিতলে

শ্যামানন্দ মূরছিত

দেখি,'—ললিতার রূপ অদভুত—শ্যামানন্দ মূরছিত

"শ্রীললিতা দেবী তারে করান চেতন।
প্রণময়ে শ্যামানন্দ সাশ্রুলোচন॥
প্রেমে অঙ্গ গদগদ বাক্য নাহি স্ফুরে।
পুলকাঙ্গ প্রেম-অশ্রু ঝর্ ঝর্ ঝরে॥
ললিতা কহেন বর মাগ কৃষ্ণদাস।
কোন্-বাঞ্ছা হয় তোমার মনে অভিলাষ॥
শ্যামানন্দ কহে আর কি বর মাগিব।
তব দাসী হঞা রাধাকৃষ্ণকে সেবিব॥
শুনি' ললিতা দেবী প্রসন্না হইলা।
'রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হউ' কহিতে লাগিলা॥
এই নিত্য মন্ত্র তুমি করহ গ্রহণ।
স্মরণ করিলে হ'বে রাধিকা দর্শন॥"

রাধার হ'বে দর্শন

এই মন্ত্রের স্মরণে—রাধার হ'বে দর্শন

"মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেতে প্রেম উপজিলা।
আনন্দিত হঞা তাঁর চরণে পড়িলা॥
শ্যামানন্দ-মাথে তিঁহ পদ তুলি' দিলা।
কোলে করি' তবে বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
'নূপুর পাইয়া তার কপালে ছোঁয়াইলা।"

কৃপাময়ী শ্রীললিতা

"রাধাপদ-চিহ্ন থাকু' হাসিয়া বলিলা॥
ললাটে নূপুর-স্পর্শে তিলক হইলা।"

শ্যামানন্দের নূপুর-তিলক

শ্রীললিতার কৃপা হ'তে—শ্যামানন্দের নূপুর-তিলক

"নূপুরের চূড়া লাগি' বিন্দু মাথে হৈলা॥
ললিতা কহে পাইলে তুমি শ্যামাপদদ্বন্দ্ব।
আজি হইতে তোমার নাম হইল শ্যামানন্দ॥"

তোমার নাম শ্যামানন্দ

পাইলে শ্যামাপদদ্বন্দ্ব—তোমার নাম শ্যামানন্দ [মাতন]

"শ্রীজীব বিনা এই কথা কারে না কহিবে।
এত বলি' শ্রীললিতা চলিলা তুরিতে ॥"

শ্যামানন্দ কাঁদে ব্যাকুল হ'য়ে
ললিতা-দিদি কোথা গেলে

যদি,—দেখা দিলে কৃপা-বলে—ললিতা-দিদি কোথা গেলে
নূপুর লইয়া করে—ললিতা-দিদি কোথা গেলে } [মাতন]

"শ্রীললিতা-পরশে শ্রীশ্যামানন্দ দেহ।
কাঞ্চন-বরণ হৈল রূপে জগমোহ ॥"

শুধু পরশ করা নয়

আপন-বরণ ধরাইল—শুধু পরশ করা নয়

"প্রেমাবিষ্ট তিঁহ আসি' শ্রীজীবের স্থানে।
গুপতে কহিল তাঁরে সব বিবরণে ॥
শ্যামানন্দ কহে পড়ি' শ্রীজীবের পদে।
আপনে কৈলে কৃপা শ্রীললিতারূপে ॥"

এই ত' আমার মহালাভ

শ্রীজীব কেবল তোমার কৃপায়—এই ত' আমার মহালাভ

তাইতে আমায় কৃপা কৈলে

নিকুঞ্জ-সেবায় আদেশ কৈলে—তাইতে আমায় কৃপা কৈলে

অনুভব কর ভাই রে

শ্যামানন্দের আচরণে—অনুভব কর ভাই রে

এ ত' সাধনের ফল নয়

একমাত্র গুরু-কৃপায় হয়—এ ত' সাধনের ফল নয়

একমাত্র বল বটে

গৌর-গোবিন্দ পাবার—একমাত্র বল বটে
শ্রীগুরুদেবের কৃপা—একমাত্র বল বটে

"মস্তকে তিলক এই তব কৃপা-চিহ্ন।
করহ করুণা দিঠে মুঞি দীনহীন॥
শুনি' তারে কোলে করি' শ্রীজীব-গোসাঞি।
কহিল বিক্রীত আজি হৈনু তব ঠাঞি॥"

আমি,—তোমার কাছে বিকাইলাম
শ্যামানন্দে বলেন শ্রীজীব-গোসাঞি—আমি,—তোমার কাছে বিকাইলাম
শ্যামানন্দ তোমার হ'লাম—আমি,—তোমার কাছে বিকাইলাম [মাতন]
তুমি,—ভাগ্যবান্ শ্যামানন্দ
পাইলে শ্যামা-পদদ্বন্দ্ব—তুমি,—ভাগ্যবান্ শ্যামানন্দ [মাতন]

"তিলকের নাম রাখিল শ্যামানন্দী।
শ্যামানন্দ কহে তোমার প্রেমে হৈনু বন্দী॥"

আমায়,—রাধারাণীর কৃপা হয়
শ্রীজীবগোসাঞি তোমার কৃপায়—আমায়,—রাধারাণীর কৃপা হয়
অনুভব কর ভাই
শ্রীরাধিকা-চরণের নূপুর মিলে
অকপটে শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনে—শ্রীরাধিকা-চরণের নূপুর মিলে [মাতন]
অনেক বিবাদ উঠেছিল
এই তিলক ল'য়ে—অনেক বিবাদ উঠেছিল
শ্রীগৌড়মণ্ডলে—অনেক বিবাদ উঠেছিল
গৌরীদাস-পণ্ডিতের পরিচয়ে
ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দ-সনে—গৌরীদাস-পণ্ডিতের পরিচয়ে
তাঁর তিলক স্বতন্ত্র
শ্যামানন্দের নূপুর তিলক
এই নিয়ে বিবাদ উঠেছিল
খ্যাতি প'ড়ে গিয়েছিল
শ্যামানন্দ গুরুত্যাগী ব'লে—খ্যাতি প'ড়ে গিয়েছিল

কতই না চেষ্টা কৈল

তিলক মুছাবার লাগি'—কতই না চেষ্টা কৈল

তিলক মুছাবার করে চেষ্টা

আরও তিলক উজ্জ্বল হয়

তাতে হৈল দৈববাণী

বৃথা-চেষ্টা পরিহর

এ যে,—শ্রীরাধারাণীর কৃপার তিলক—বৃথা-চেষ্টা পরিহর

গুণ কি বা ব'লব রে

ঠাকুর-শ্রীশ্যামানন্দের—গুণ কি বা ব'লব রে

"শ্রীগৌড়-অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া,
শ্রীগোস্বামীগণের আজ্ঞায় ॥
পাষণ্ডী-অসুরগণে, মাতাইলা গোরাগুণে,
কারে বা না কৈল দান।"

গৌরপ্রেমে ভাসাইল উৎকলে

শ্যামানন্দ নিজ-কৃপা-বলে—গৌরপ্রেমে ভাসাইল উৎকলে [মাতন]

"অধম আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ-কৃপালেশে,
কে বা না পাইল পরিত্রাণ ॥
কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব, সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত,"

সেই ত' শ্যামানন্দ এবার

শ্রীঅদ্বৈত-অবতার—সেই ত' শ্যামানন্দ এবার [মাতন

"অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ-পরিকর-সঙ্গে বিলসে পরম-রঙ্গে,
উৎকলে সুখের নাহি সীমা ॥"

উৎকল সুখেতে ভাসে

শ্যামানন্দের প্রেমাবেশে—উৎকল সুখেতে ভাসে

"যে বারেক দেখে তাঁরে, সে ধৃতি ধরিতে নারে,
কি বা সে মূরতি মনোহর।"

শ্রীঅদ্বৈত-আবেশ-মূরতি

আমার ঠাকুর শ্যামানন্দ—শ্রীঅদ্বৈত-আবেশ-মূরতি

"কি বা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের প্রভু,
হবে কি এ-নয়ন-গোচর ॥"

শ্যামানন্দ কৃপা কর

রসিকানন্দের প্রভু—শ্যামানন্দ কৃপা কর

ব্যাকুল হ'য়ে রসিকানন্দ কাঁদে

শ্যামানন্দের বিরহে—ব্যাকুল হ'য়ে রসিকানন্দ কাঁদে

কোথা বা লুকালে

হা ঠাকুর শ্যামানন্দ—কোথা বা লুকালে

"জয় প্রভু শ্যামানন্দ করুণা-নিধান।
হেন প্রভু কোথা গেল ক'রে অনাথিন ॥"

রসিকানন্দ কেঁদে লুটায়

শ্যামানন্দের অদর্শনে—রসিকানন্দ কেঁদে লুটায়

বলি',—হা শ্যামানন্দ গেলে কোথায়—রসিকানন্দ কেঁদে লুটায় [মাতন]

হায়,—বিধি মোরে কি করিলা

শ্যামানন্দ প্রভু কোথা গেলা—হায়,—বিধি মোরে কি করিলা [মাতন]

"হেন প্রভু কোথা গেল না দেখিয়ে আর।
এবে শূন্য হ'ল মোর সকল সংসার ॥"

আঁধার দেখিয়ে দিনে

রসিকানন্দ কেঁদে বলে—আঁধার দেখিয়ে দিনে

প্রভু শ্যামানন্দ বিনে—আঁধার দেখিয়ে দিনে

"কে মোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।
কার সঙ্গে দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া ॥"

বেড়াইব কার সঙ্গে

নিতাই-গৌর-প্রসঙ্গে—বেড়াইব কার সঙ্গে

"কার সঙ্গে করিব আর তীর্থ পর্য্যটন।
কে মোরে লইয়া যাবে শ্রীবৃন্দাবন॥
আর না দেখিব সে চরণ দু'খানি।
এত বলি' রসিকানন্দ লুটায় ধরণী॥
রসিকের অনুরাগ কহনে না যায়।
যাঁর অনুরাগ শুনি' পাষাণ মিলায়॥
মোরে দয়া কর প্রভু শ্যামানন্দ-রায়।
দয়ার ঠাকুর তুমি ত্রিভুবনে গায়॥"

আয়,—প্রাণভ'রে গাই ভাই

মিলেছি,—ভাই ভাই এক-ঠাঁই—আয়,—প্রাণভ'রে গাই ভাই
শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—আয়,—প্রাণভ'রে গাই ভাই

জয়,—শ্যামানন্দ রসিকানন্দ

জয়,—শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র—জয়,—শ্যামানন্দ রসিকানন্দ [মাতন]

এই,—কৃপা কর সবে মিলে

যেন,—বিকাই শ্রীগুরু-পদতলে

অবিচারে ভাই ভাই মিলে—যেন,—বিকাই শ্রীগুরু-পদতলে

শকতি দাও হে

শ্রীগুরু-আজ্ঞা-পালনের—শকতি দাও হে

যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি

অবিচারে শ্রীগুরুদেবের—যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি
তোমাদের চরণ হৃদে ধরি'—যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি } [মাতন]

সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

কারে ব'ল্‌ব দুঃখের কথা—সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

দেখিতে ত' পেলাম না

তখন জনম হ'ল না—দেখিতে ত' পেলাম না
প্রাণ,—গৌর-লীলা তার আবেশের খেলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

অতঃপর মহাজনী আক্ষেপ-কীর্ত্তন—

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর,"......ইত্যাদি—

পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে

হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে [মাতন]

হা শ্রীগুরুদেব

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছিলাম

কোন-লীলা দে'খ্‌তে নাহি পেলাম—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছিলাম

কৃপা ক'রে দেখা দিলে

হা নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—কৃপা ক'রে দেখা দিলে

সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গেলে

এই কালে নীলাচলে—সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গেলে

গৌরলীলা জানাইলে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে— গৌরলীলা জানাইলে

দেখাবে ব'লে ব'লেছিলে

কিন্তু,—ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে—দেখাবে ব'লে ব'লেছিলে

লুকাইয়া ক'র্‌ছ খেলা

শ্রীমুখে ব'লেছ তুমি

ত্রিকাল-সত্য গৌরলীলা—শ্রীমুখে ব'লেছ তুমি

আজ প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

সেই কথা সঙরিয়ে—আজ প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

এই ত' যাবার সময় জে'নে—আজ প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

'এই ত' যাবার সময় জে'নে'—

ত্রিকাল-সত্য-লীলায় গৌরগণের—এই ত' যাবার সময় জে'নে

শ্রীসীতানাথ-সনে নীলাচলে—এই ত' যাবার সময় জে'নে

আজ প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

কে আমাদের ল'য়ে যাবে

রথযাত্রা আগত প্রায়—কে আমাদের ল'য়ে যাবে

আমরা,—আশা ক'রে ব'সে আছি—কে আমাদের ল'য়ে যাবে

'আমরা,—আশা ক'রে ব'সে আছি'—

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে—আমরা,—আশা ক'রে ব'সে আছি

আর আমাদের কে বা আছে

আপন ব'ল্‌তে এ-জগমাঝে—আর আমাদের কে বা আছে

ওগো আমার ব্যথার ব্যথী

পাগলা প্রভু শ্রীরাধারমণ—ওগো আমার ব্যথার ব্যথী

ল'য়ে যেও নিজ-গুণে টেনে

যোগ্যতা অযোগ্যতা না মেনে—ল'য়ে যেও নিজ-গুণে টেনে

প্রাণভ'রে ভোগ ক'র্‌তে দিও

ভক্ত-সম্মিলন-লীলা—প্রাণভ'রে ভোগ ক'র্‌তে দিও

ঝালি-সমর্পণ লীলা—প্রাণভ'রে ভোগ ক'র্‌তে দিও

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা—প্রাণভ'রে ভোগ ক'র্‌তে দিও

রথাগ্রে কীর্ত্তন-রঙ্গ—প্রাণভ'রে ভোগ ক'র্‌তে দিও

ভোগ করিব প্রাণভ'রে

পাগলা-প্রভু তোমার পিছে থেকে—ভোগ করিব প্রাণভ'রে

এই কৃপা কর হে

ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দ—এই কৃপা কর হে

যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি

শ্রীগুরু-আনুগত্যে—যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি

রথের আগে গৌর-নটন-মাধুরী—যেন ভোগ কর্‌তে পারি

হৃদে ধরি' সেই মাধুরী—যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি

'হৃদে ধরি' সেই মাধুরী'—

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নটন—হৃদে ধরি' সেই মাধুরী

যেন ভোগ ক'র্‌তে পারি

যারে দেখি তারে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"
গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল॥
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল॥"

—০—

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সুচক-কীর্ত্তন

(আশ্বিন-কৃষ্ণাষ্টমী তিথি)

——(*)——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

——o——

"প্রভু মোর রামচন্দ্র, সেন-চিরঞ্জীব-পুত্র,
জন্মভূমি শ্রীখণ্ডে যাহার।"

চিরঞ্জীব-সেনের পুত্র

প্রভু মোর রামচন্দ্র—চিরঞ্জীব-সেনের পুত্র
খণ্ডবাসী গৌরপ্রিয়—চিরঞ্জীব-সেনের পুত্র [মাতন]

"মাতামহ-দেহ-অন্তে, অনুজ-গোবিন্দ-সাথে,
স্থিতি যার কুমার-নগর ॥"

অভিন্ন শ্রীনরোত্তম

প্রভু মোর রামচন্দ্র--অভিন্ন শ্রীনরোত্তম

অতিগূঢ় রহস্য ভাই
অনুভব কর ভাই রে

গৌরগণের গূঢ়-চরিত—অনুভব কর ভাই রে
শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে —অনুভব কর ভাই রে

ব্রজের অপূর্ণ-সাধ মিটাইতে
আইলা,—কিশোরী গদাই অনঙ্গ নিতাই হ'য়ে
নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলায়—আইলা,—কিশোরী গদাই অনঙ্গ নিতাই হ'য়ে

দোঁহার ত' এই স্বভাব

"নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে। রে!
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥ রে !!

গদাধর পণ্ডিতের সঙ্কল্প এইরূপ। রে!
নিত্যানন্দ-বিমুখের না দেখেন মুখ॥ রে!!
নিত্যানন্দ-স্বরূপেতে প্রীতি যার নাই। রে!
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥ রে!!"

দোঁহার,—মনে বড় সাধ সদাই
নিরন্তর,—থাকি' দোঁহে একঠাঁই—দোঁহার,—মনে বড় সাধ সদাই
কিশোরী গদাই অনঙ্গ নিতাই—দোঁহার,—মনে বড় সাধ সদাই

সে সাধ পূর্ণ হয় নাই
নিতাই গদাই স্বরূপেতে—সে সাধ পূর্ণ হয় নাই
নিরন্তর মিলন-সাধ—সে সাধ পূর্ণ হয় নাই

সেই সাধ মিটাইতে
এলেন আবার দুই-স্বরূপে
নরোত্তম-রামচন্দ্র-রূপে— এলেন আবার দুই-স্বরূপে

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম
নিত্যানন্দের দ্বিতীয়-প্রকাশ—ঠাকুর শ্রীনরোত্তম

প্রভু মোর রামচন্দ্র
শ্রীগদাধরের দ্বিতীয়-প্রকাশ—প্রভু মোর রামচন্দ্র

তাইতে এত মাখামাখি
নরোত্তম রামচন্দ্রে—তাইতে এত মাখামাখি

তেম্‌নি তেম্‌নি মাখামাখি
পূর্ব্বলীলায়,—নিতাই-গদাইয়ের যেমন দেখি—তেম্‌নি তেম্‌নি মাখামাখি

পূর্ণরূপে ভোগ হ'ল
এই দ্বিতীয়-প্রকাশে—পূর্ণরূপে ভোগ হ'ল
রাধা অনঙ্গে যে প্রীতি—পূর্ণরূপে ভোগ হ'ল
সেই স্বভাব প্রকট হ'ল—পূর্ণরূপে ভোগ হ'ল

কেউ কা'রে ছা'ড়্‌তে নারে
নিরন্তর সঙ্গ-বাসনা করে—কেউ কা'রে ছা'ড়্‌তে নারে

পলকে প্রলয় গণে

দোঁহে দোঁহার অদর্শনে—পলকে প্রলয় গণে

নরোত্তম রামচন্দ্র—পলকে প্রলয় গণে

পরিচয় পাবে ভাই

রামচন্দ্রের চরিতে তার—পরিচয় পাবে ভাই

শুন রামচন্দ্রের কথা

এ যে অমিয়া-মাখান-গাথা—শুন রামচন্দ্রের কথা

অপরূপ প্রসঙ্গ ভাই

আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন—অপরূপ প্রসঙ্গ ভাই

একদিন,—"যাজিগ্রামে বৃক্ষমূলে, কৃষ্ণকথা কুতুহলে,
ভক্ত-সনে আচার্য্য-ঠাকুর।"

বসিয়াছেন বটবৃক্ষ-মূলে

ভক্ত-সঙ্গে-কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে—বসিয়াছেন বটবৃক্ষ-মূলে

অদ্যাপিও সাক্ষী আছে

সেই স্মৃতিচিহ্ন-বটবৃক্ষ—অদ্যাপিও সাক্ষী আছে

"রামচন্দ্র হেনকালে, বিবাহান্তে নিজালয়ে,
ফিরিছেন মূরতি মধুর ॥
হেরি' তার রূপঠাম, শ্রীআচার্য্য গুণধাম,
কহিছেন উদ্দেশে তাঁহার।"

আপন-মনে ব'ল্ছেন

নিজ-ভক্তগণ-মধ্যে ব'সে—আপন-মনে ব'ল্ছেন

রামচন্দ্রে লক্ষ্য ক'রি—আপন-মনে ব'ল্ছেন

"অপূর্ব্ব এ-রূপ ধন্য, নহে আত্মভোগ-জন্য,
যোগ্য শুধু গোবিন্দ-সেবার ॥"

আত্মভোগের দেহ নয়

এ ত' গোবিন্দ-সেবার দেহ—আত্মভোগের দেহ নয়

কিন্তু—"সংসার-বিষয়কূপে, ডুবাইতে সর্ব্ব-জীবে,
মায়ার মূরতি এই নারী।

"কৃষ্ণদাস্য ভুলাইতে,"

অবশ্য-কর্ত্তব্য-কৃষ্ণদাস্য ভুলাইতে

"কৃষ্ণদাস্য ভুলাইতে, নরক-যন্ত্রণা দিতে,
পুরুষ-রতনে লয় হরি' ॥
আচার্য্য-বচন শুনি,' রামচন্দ্র গুণমণি,
গৃহে গিয়া উৎসাহ না পায়।"

স্বভাব জাগিয়া উ'ঠ্‌ল

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণসেবার—স্বভাব জাগিয়া উ'ঠ্‌ল

মনে মনে গণে রে

কি কথা শু'ন্‌লাম কাণে

পথে আ'স্‌তে যাজিগ্রামে—কি কথা শু'ন্‌লাম কাণে

কি শু'ন্‌লাম অপূর্ব্ব-তত্ত্ব

মানব-জীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্য—কি শু'ন্‌লাম অপূর্ব্ব-তত্ত্ব

এই যে দুর্ল্লভ তনু

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের—এই যে দুর্ল্লভ তনু

ইহারে করিলাম নাশ

হায় আমি কি করিলাম

গোবিন্দ-সেবার দেহ কারে দিলাম—হায় আমি কি করিলাম [মাতন]

"সদা প্রাণ উচাটন, কভু স্থির নহে মন,"

সেইকথা শুনা-অবধি

আচার্য্য-মুখে যাজিগ্রামে—সেইকথা শুনা-অবধি

সদাই তার প্রাণ চঞ্চল

আর,—কতক্ষণে যাজিগ্রামে যাব

কেমন ক'রে সুযোগ পাব—আর,—কতক্ষণে যাজিগ্রামে যাব

আচার্য্য-পদে গিয়া লুটাইব—আর,—কতক্ষণে যাজিগ্রামে যাব

"মানে গৃহ অনল-সমান ॥"

অশান্তি-অনল জ্বলে

শ্রীরামচন্দ্র-মনে—অশান্তি-অনল জ্বলে

হায় কি ক'রেছি ব'লে—অশান্তি-অনল জ্বলে

"সবাকার অলক্ষিতে, অতি ব্যাকুল-চিতে,
আসি' নিশিযোগে যাজিগ্রামে।
প্রাতে,—ছিন্নমূল-বৃক্ষপ্রায়, কাঁদি তিঁহ উভরায়,
পড়িলেন আচার্য্য-চরণে॥"

পড়িলা আচার্য্য-পদতলে
ভাসি' দু'টি-নয়ন-জলে—পড়িলা আচার্য্য-পদতলে
তোমার,—ক্রীতদাস এসেছে ব'লে —পড়িলা আচার্য্য-পদতলে
'তোমার,—ক্রীতদাস এসেছে ব'লে'—
যারে,—ইঙ্গিতেতে এনেছ টেনে—সেই ক্রীতদাস এসেছে ব'লে
পড়িলা আচার্য্য-পদতলে
কৃপাদিঠে দেখ চেয়ে
তোমার,—নিজদাস পড়ে পদতলে—কৃপাদিঠে দেখ চেয়ে
অঙ্গীকার কর হে
নিজ-গুণে লও তুলে—অঙ্গীকার কর হে
রাখ নিজ-পদ-পাশে
বাঁধি' নিজ-প্রেম-ফাঁদে—রাখ নিজ-পদ-পাশে
বাঁধিয়া মোহন-ফাঁদে—রাখ নিজ-পদ-পাশে
গাঁথিয়া মোহন-ছাঁদে—রাখ নিজ-পদ-পাশে [মাতন]

"হেরি' প্রভু প্রেমভরে, রামচন্দ্রে বক্ষে ধরে,"

তখন হ'তে,—আচার্য্য কাঁ'দ্‌ছিলেন প্রাণে
যখন,—রামচন্দ্রে যেতে দেখেছে—তখন হ'তে,—আচার্য্য কাঁ'দ্‌ছিলেন প্রাণে
'যখন,—রামচন্দ্রে যেতে দেখেছে'—
বিবাহবন্ধনে বাঁধা প'ড়ে—যখন,—রামচন্দ্রে যেতে দেখেছে
তখন হ'তে,—আচার্য্য কাঁ'দ্‌ছিলেন প্রাণে
প্রাণ,—রামচন্দ্রে পাব কতক্ষণে—তখন হ'তে,—আচার্য্য কাঁ'দ্‌ছিলেন প্রাণে
যেন হারানিধি পেলেন ফিরে
রামচন্দ্রে কৈলেন কোলে

আইস বাপু আইস ব'লে—রামচন্দ্রে কৈলেন কোলে
'আইস বাপু আইস ব'লে'—
প্রেমবাহু পসারিয়ে—আইস বাপু আইস ব'লে
'প্রেমবাহু পসারিয়ে'—
প্রেম-দিঠে চেয়ে—প্রেমবাহু পসারিয়ে

আইস বাপু আইস ব'লে

তোমার,—পথ চেয়ে আছি ব'সে—আইস বাপু আইস ব'লে

রামচন্দ্রে কৈলেন কোলে

"হেরি' প্রভু প্রেমভরে, রামচন্দ্রে বক্ষে ধরে,
অশ্রুনীরে সিক্ত কলেবর।"

আচার্য্য ভাসে নয়ন-জলে

প্রিয়-রামচন্দ্রে করি' কোলে—আচার্য্য ভাসে নয়ন-জলে

আনন্দ আর ধরে না রে

মায়ার কবল হ'তে এনেছে ব'লে—আনন্দ আর ধরে না রে

"কহিলা মধুর-বাণী, কৃষ্ণ মোর কৃপা-খনি,
ও বাপ,—ছুটাইলা সংসার তোমার ॥"

কৃপার খনি কৃষ্ণ আমার

ছুটাইলা সংসার তোমার—কৃপার খনি কৃষ্ণ আমার [মাতন]

"রামচন্দ্রে সযতনে, রাখি' নিজ-সন্নিধানে,
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিলা।
গৌরগণ-সুসম্মত, ভকতি-সিদ্ধান্ত যত,
কৃপা করি' সব জানাইলা ॥
প্রভু-কৃপা হৃদে ধরি', সদা চিন্তে গৌরহরি,
মন প্রাণ আকুল সদায়।"

প্রকট-লীলার অদর্শনে

প্রাণের প্রাণ গৌরাঙ্গের—প্রকট-লীলার অদর্শনে

"মন প্রাণ আকুল সদায়।
নরোত্তম-সঙ্গ পাবে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে,
স্বপ্নে গৌর কহেন তাহায় ॥"

ও প্রিয় রামচন্দ্র

তোমার,—সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে

নরোত্তমের সঙ্গ পাবে যবে—তোমার,—সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে

আগে হ'তে শু'নেছিলেন

শ্রীনিবাস-আচার্য্য-মুখে—আগে হ'তে শুনেছিলেন
নরোত্তমের গুণগাথা—আগে হ'তে শু'নেছিলেন

হ'য়েছিলেন ব্যাকুল-চিত

তাঁর সঙ্গ পাবার লাগি'—হ'য়েছিলেন ব্যাকুল-চিত

এখন,—স্বপ্নাদেশ পেয়ে অবধি
নিশিদিশি মনে জপে

নরোত্তম-সঙ্গ পাব কবে—নিশিদিশি মনে জপে

"তেলিয়া-বুধরী-গ্রাম, গঙ্গা-পদ্মা-মধ্যস্থান,
শ্রীখেতুরী-সন্নিকট-স্থিতি।
অতি-উৎকণ্ঠিত-মনে, ভ্রাতা-শ্রীগোবিন্দ-সনে,
তাঁহা আসি' করিলা বসতি ॥"

কুমার-নগর-বাস পরিহরি'

নরোত্তমের সঙ্গ পাবার লাগি'—কুমার-নগর-বাস পরিহরি'

কৈল বুধরীতে বাস

রামচন্দ্র-কবিরাজ—কৈল বুধরীতে বাস
করি,'—নরোত্তমের সঙ্গ-আশ—কৈল বুধরীতে বাস

লীলাশক্তি কৈল সংঘটনে

রামচন্দ্রের বাস বুধরী-গ্রামে—লীলাশক্তি কৈল সংঘটনে
পরস্পর-প্রীতির টানে—লীলাশক্তি কৈল সংঘটনে

বাস দিলেন,—পদ্মার এ-পারে ও-পারে

অনায়াসে দোঁহারে মিলাবার তরে—বাস দিলেন,—পদ্মার এ-পারে ও-পারে

পদ্মার উত্তরে খেতুরী

দক্ষিণ-পারে বুধরী—পদ্মার উত্তরে খেতুরী

এ-পারে ও-পারে বাস

নরোত্তম-রামচন্দ্রের হ'ল—এ-পারে ও-পারে বাস

অপূর্ব্ব মিলনের কথা

নরোত্তম-রামচন্দ্রের—অপূর্ব্ব মিলনের কথা

নিরন্তর চিন্তে অন্তরে

রামচন্দ্র বুধরী-এ'সে—নিরন্তর চিন্তে অন্তরে
খেতুরী-গ্রামের পানে চেয়ে—নিরন্তর চিন্তে অন্তরে
নরোত্তমের সঙ্গ পাব কবে—নিরন্তর চিন্তে অন্তরে
একদিন,—"নিজালয়ে পিণ্ডোপরে, উৎকণ্ঠিত-অন্তরে,
রামচন্দ্র আছেন বসিয়া।"

মনে মনে ভাবছেন
এই ত' যাতায়াতের পথ

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তমের—এই ত' যাতায়াতের পথ
যাজিগ্রামে আচার্য্যের কাছে—এই ত' যাতায়াতের পথ

এই,—পথের ধারে ব'সে থাকি

যদি,—পথে যেতে দেখা হয়—এই,—পথের ধারে ব'সে থাকি

এত-ভাবি' ব'সে আছেন
রামচন্দ্র আছেন ব'সে

নিজালয়ে পিণ্ডোপরে—রামচন্দ্র আছেন ব'সে
নরোত্তম-দর্শন-উৎকণ্ঠা অন্তরে—রামচন্দ্র আছেন ব'সে
নরোত্তম-সঙ্গ-আশা অন্তরে—রামচন্দ্র আছেন ব'সে
"হেনকালে আচম্বিতে, নরোত্তম অতিপ্রীতে,
মিলিলেন তথায় আসিয়া।"

আর কি রইতে পারে

প্রাণে প্রাণে প'ড়েছে টান—আর কি রইতে পারে

এ ত' নয় নূতন টান

স্বাভাবিক-প্রীতির আকর্ষণ—এ ত' নয় নূতন টান

"দোঁহে দোঁহা-মুখ দেখি', ফিরাইতে নারে আঁখি'',

আঁখি ফিরাইতে নারে

দূরে পরস্পর হে'রে—আঁখি ফিরাইতে নারে

আছে পরিচয় প্রাণে প্রাণে

প্রাণে প্রাণে আছে পরিচয়

এই দেখা-শুনা নয়—প্রাণে প্রাণে আছে পরিচয়

"দোঁহে দোঁহা-মুখ দেখি', ফিরাইতে নারে আঁখি,

প্রেমজলে ভাসে দু'নয়ন ।"

যেন বহুদিন-পরে দেখা

দোঁহে দোঁহার চির-পরিচিত—যেন বহুদিন-পরে দেখা

কতদিন দেখে নাই

চকোর-আঁখি পিপাসিত ছিল

অভিলষিত-সুধা-পানের আশে—চকোর-আঁখি পিপাসিত ছিল

বহুদিন পরে পেয়ে ভোগ্যধন

অনিমিখ হইল নয়ন

প্রথম-মিলনের এই ত' দশা

পরস্পর-অনুরাগীর—প্রথম-মিলনের এই ত' দশা

না চলে পা না স্ফুরে ভাষা—প্রথম-মিলনের এই ত' দশা

কা'রো পদ চলে না

আঁখি-তারা মানে না—কারো পদ চলে না

না চলে পা না সরে রা

রসরাজ্যে,—নব-মিলনের এই ত' ধারা—না চলে পা না সরে রা

হয় দোঁহে,—থকিত-পারা ঠউর-হারা—না চলে পা না সরে রা

কেবল,—দু'নয়নে বহে ধারা—না চলে পা না সরে রা [মাতন]

পহিলহি রাগ রে

নরোত্তম-রামচন্দ্রের—পহিলহি রাগ রে

বুঝি দোঁহে,—কোটি-অাঁখি বাঞ্ছা করে
বিধাতারে নিন্দা করে
বিধি সৃজন জানে না রে
কোটি-অাঁখি দিল না রে

দে'খ্‌তাম বদন নয়ন-ভ'রে —কোটি-অাঁখি দিল না রে

কতক্ষণে—"রামচন্দ্র নরোত্তমে, কৈল দণ্ড-পরণামে",

এবার,—করে সব উল্টো রীতি

প্রণম্য হ'য়ে প্রণাম করে এবার,—করে সব উল্টো রীতি

"তিঁহ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥"

রামচন্দ্রে করে কোলে

নরোত্তম প্রেমভরে—রামচন্দ্রে করে কোলে
প্রেমবাহু পসারিয়ে—রামচন্দ্রে করে কোলে
ভাসি' দু'টী নয়ন-নীরে—রামচন্দ্রে করে কোলে

যেন প্রাণে প্রাণে কি বলিল

রামচন্দ্রে কোলে নিল—যেন,—প্রাণে প্রাণে কি বলিল
বলিবার কিছু ভাষা নাই—যেন,—প্রাণে প্রাণে কি বলিল

মনে মনে এই ত' জাগে
যেন,—এই ব'লে কৈল আলিঙ্গন

রামচন্দ্রে নরোত্তম—যেন,—এই ব'লে কৈল আলিঙ্গন
এস প্রাণের দিদি এস—যেন,—এই ব'লে কৈল আলিঙ্গন

এস তোমায় বুকে রাখি

হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী—এস তোমায় বুকে রাখি

"নরোত্তম-সঙ্গে তাঁর, যে প্রীতি-ব্যবহার,
বর্ণিবারে নাহিক শকতি ।"

নরোত্তম রামচন্দ্র দুঁহু

এক প্রাণ ভিন্ন দেহ—নরোত্তম রামচন্দ্র দুঁহু

"ক্ষণমাত্র অদর্শনে, যুগ-সম করি' মানে,
যাচে দোঁহে দোঁহার সঙ্গতি ॥"

কেউ,—কা'রে ছেড়ে রইতে নারে
যেন এই প্রার্থনা করে

নরোত্তম রামচন্দ্র—যেন এই প্রার্থনা করে

এই ক'রো প্রাণ-গৌরহরি

না হই যেন ছাড়াছাড়ি—এই ক'রো প্রাণ-গৌরহরি

"কৃষ্ণকথা নিরন্তর, আস্বাদয়ে পরস্পর,
কভু কাঁদে গোরা-গুণ স্মরি'।"

ভাসে দু'টী-নয়ন-জলে

নরোত্তম রামচন্দ্রে করি'কোলে—ভাসে দু'টী-নয়ন-জলে

ব্যাকুল-অন্তরে হা-হুতাশ

না দেখি' সে সুখ-বিলাস—ব্যাকুল-অন্তরে হা-হুতাশ

"ভাবে গরগর মন, প্রেমাবেশে অনুক্ষণ,
পিয়ে কৃষ্ণ বিগ্রহ মাধুরী ॥"

নিরন্তর পান করে

রাধা-জড়িত-কৃষ্ণ-মাধুরী—নিরন্তর পান করে

"শ্রীআচার্য্য-প্রিয়তম, নরোত্তম-প্রাণ যেন,
রামচন্দ্র-কবিরাজ সেই।
অদ্ভুত চরিত্র তাঁর, শুনি' লাগে চমৎকার,
উল্লাসেতে কথা এক কই ॥
একদিন,—নিশিতে আচার্য্য-সঙ্গে, আঙ্গিনাতে ফিরে রঙ্গে,
রজ্জু এক আছিল তথায়।
রামচন্দ্র জানে তাহা, কিন্তু,—প্রভু কহে সর্প ইহা,

রজ্জু দেখায়ে ব'লছেন আচার্য্য

রামচন্দ্র দেখ বিষধর সর্প—রজ্জু দেখায়ে ব'লছেন আচার্য্য

অমনি,—"তিঁহ সর্প মানয়ে তাহায় ॥"

শ্রীগুরু-বাক্যে সর্প মানে

রজ্জু ব'লে আগে জানে—শ্রীগুরু-বাক্যে সর্প মানে

শুধু,—মনে মনে মানা নয়

রজ্জুতেই সর্প দেখে

শ্রীগুরু-বাক্য-নিষ্ঠা-বলে —রজ্জুতেই সর্প দেখে

প্রভুর,—বাক্য-সঙ্গেই সর্প দেখে

রজ্জু জানি পরতেকে—প্রভুর,—বাক্য-সঙ্গেই সর্প দেখে

রজ্জুতে,—সর্প দেখে সেইকালে

শ্রীগুরু-বাক্যে বিশ্বাসের বলে—রজ্জুতে,—সর্প দেখে সেইকালে

তাই,—ঐ সাপ ব'লে তটস্থ হয় রে

"কহে বটে সর্প হয়, পুনঃ প্রভু কহে নয়,
ইহ রজ্জু দেখহ নিশ্চয়।"

রামচন্দ্র ! ও ত' সর্প নয়

দেখ এ যে রজ্জু হয়—রামচন্দ্র ! ও ত' সর্প নয়

অমনি—"সর্পস্থানে ততক্ষণ, পুনঃ রজ্জু দরশন,
করে রামচন্দ্র মহাশয় ॥"

আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীগুরু-বাক্য-নিষ্ঠার—আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র

শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে

এমন,—গুরু-বাক্যে নিষ্ঠা না হইলে—শুধু,—মুখের কথায় কি গৌর মিলে

যদি,—গুরু-বাক্য-নিষ্ঠা-স্বভাব চাও

যার অভাবে,—সাধন ভজন কিছু না হয়—যদি,—গুরু-বাক্য-নিষ্ঠা-স্বভাব চাও

রামচন্দ্রের পদে বিকাও—যদি,—গুরু-বাক্য-নিষ্ঠা-স্বভাব চাও [মাতন]

"শ্রীগুরু-বাক্যে নিষ্ঠা তাঁর, ত্রিভুবনে পরচার,
এই বাক্য হয় সুপ্রমাণ।
যথা গুরু-পদে রতি, তুলনা নাহিক কতি,
শুনহ সে অপূর্ব্ব-কথন ॥"

কি ব'ল্‌ব সে লীলার কথা

অতিগৃহ্য-লীলা ভাই রে

একদিন শ্রীআচার্য্য

আদেশিলেন রামচন্দ্রে

যাও,—রামচন্দ্র একবার যাও

সম্ভাষণ ক'রে এস

বিবাহিতা-পত্নী-সনে—সম্ভাষণ ক'রে এস

আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে গেলেন

রামচন্দ্র অবিচারে—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে গেলেন

রামচন্দ্র গেলেন নিজ-গৃহে

প্রাণ রাখি' আচার্য্য-চরণে—রামচন্দ্র গেলেন নিজ-গৃহে

বেলি-অবশান-কালে—রামচন্দ্র গেলেন নিজ-গৃহে

রামচন্দ্রের এই ত' দশা

শ্রীআচার্য্য-প্রভুর কৃপায়—রামচন্দ্রের এই ত' দশা

স্ত্রী পুরুষ ভেদ-জ্ঞান-নাই

নিজের,—পুরুষ-দেহ-স্মৃতি নাই—স্ত্রী পুরুষ ভেদ-জ্ঞান নাই

নিশিদিশি আচার্য্যে সেবে

আপন-প্রকৃতি-স্বভাবে—নিশিদিশি আচার্য্যে সেবে

নিশিদিশি সেবায় মত্ত

সেই-দশায় রামচন্দ্র

গেলেন আজ্ঞা-পালনে

অপূর্ব্ব রহস্য-কথা

স্থির হ'য়ে অনুভব কর ভাই—অপূর্ব্ব রহস্য-কথা

আর কিছু জানে না

আচার্য্যের,—সেবা বিনে রামচন্দ্র—আর কিছু জানে না

সদাই তার প্রাণে জাগে

শ্রীআচার্য্য-প্রভুর সেবা—সদাই তার প্রাণে জাগে

তাই,—সারা-নিশি ক'র্লেন আলাপন

আপনার পত্নী-সনে—তাই,—সারা-নিশি কর্লেন আলাপন
শ্রীআচার্য্যের সেবা-কথা-প্রসঙ্গে—সারা-নিশি ক'র্লেন আলাপন

আমার প্রভু এই ক'র্ছেন

এইকালে যাজিগ্রামে—আমার প্রভু এই ক'র্ছেন

এমনি ক'রে করি সেবা

এইকালে আমার প্রভুর -এমনি ক'রে করি সেবা

এই-প্রসঙ্গে নিশি প্রভাত

রামচন্দ্রের স্মৃতি নাই

কেবা তার স্ত্রী ব'লে—রামচন্দ্রের স্মৃতি নাই
স্ত্রীর সঙ্গে কি সম্বন্ধ—রামচন্দ্রের স্মৃতি নাই

রামচন্দ্রের দেহ-স্মৃতি নাই

সিদ্ধদেহে স্থিতি সদাই—রামচন্দ্রের দেহ-স্মৃতি নাই

সারা-নিশি কাটালেন

স্ত্রীকে নিজ-সঙ্গী জে'নে—সারা-নিশি কাটালেন

এই-ভাবে কাটালেন নিশি

দুই যেন একজাতি—এই-ভাবে কাটালেন নিশি

সংসার-কূপ-কাঁহা তার

দেহ-স্মৃতি নাহি যার—সংসার-কূপ কাঁহা তার

নিশি পরভাত হ'লে

শ্রীআচার্য্যের কথা প্রসঙ্গে—নিশি পরভাত হ'লে

প্রাণ কেঁদে উঠ্ল

শ্রীগুরু-সেবাকাল হ'য়েছে দে'খে—প্রাণ কেঁ'দে উ'ঠ্ল
নিজ-প্রভুর সেবার তরে—প্রাণ কেঁ'দে উ'ঠ্ল

চলিলেন ত্বরা ক'রে

নিজ-প্রভুর সেবার তরে—চলিলেন ত্বরা ক'রে
শ্রীযাজিগ্রাম-পানে—চলিলেন ত্বরা ক'রে

কিছুদূর এ'সে মনে হ'ল
প্রভু আজ্ঞা ক'রেছিলেন
স্ত্রী-সনে সম্ভাষণের—প্রভু আজ্ঞা ক'রেছিলেন

আবার,—ফিরে গেলেন রামচন্দ্র
শ্রীগুরু-আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে—আবার,—ফিরে গেলেন রামচন্দ্র

সম্ভাষণ ক'র্‌লেন
বাহু পসারি' কৈলেন আলিঙ্গন
আপনার পত্নীকে—বাহু পসারি' কৈলেন আলিঙ্গন

রামচন্দ্রের,—পুরুষ-অভিমান নাই
প্রকৃতি-ভাব ভিতরে বাইরে—রামচন্দ্রের,—পুরুষ-অভিমান নাই

সেই স্বভাবে রামচন্দ্র
করিলেন আলিঙ্গন
প্রভু-আজ্ঞা সঙরি'—করিলেন আলিঙ্গন

তেম্‌নি ক'রে আলিঙ্গন
সখী সখীরে কোলে নেয়—তেম্‌নি ক'রে আলিঙ্গন

রামচন্দ্রের নাই বাহ্য-স্মৃতি
আলিঙ্গনের আজ্ঞা-পালন লাগি'—রামচন্দ্রের নাই বাহ্য-স্মৃতি

রামচন্দ্র জা'ন্‌লেন না
কারে আলিঙ্গন ক'র্‌লেন—রামচন্দ্র জা'ন্‌লেন না
পুরুষ কিম্বা প্রকৃতি ঐ—রামচন্দ্র জা'ন্‌লেন না

সেই-সম্ভাষণ-কালে
লাগিল রামচন্দ্র-ললাটে
প্রিয়ার সিঁথির-সিন্দূর—লাগিল রামচন্দ্র-ললাটে

রামচন্দ্রের দেহ-স্মৃতি নাই
সেই-চিহ্ন নিয়ে রামচন্দ্র
ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে যায়
প্রভুর,—সেবার সময় বয়ে যায়—ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে যায়

উপনীত হ'লেন যাজিগ্রামে

প্রভুর শ্রীঅঙ্গনে—উপনীত হ'লেন যাজিগ্রামে

সেইকালে নরোত্তম

ক'র্ছিলেন আঙ্গিনা মার্জ্জন

সম্মার্জ্জনী করে ধ'রে—ক'র্ছিলেন আঙ্গিনা মার্জ্জন

অকস্মাৎ দে'খ্‌তে পেলেন

রামচন্দ্র কাছে দাঁড়ায়ে—অকস্মাৎ দে'খ্‌তে পেলেন

রামচন্দ্রের পানে চেয়ে

সিন্দুর-বিন্দু দে'খে তার মাথে—রামচন্দ্রের পানে চেয়ে

কহিলেন দৃঢ় ক'রে

যেন অতি রোষভরে—কহিলেন দৃঢ় ক'রে

কোথা গিয়েছিলে তুমি

এখন বা কোথা যাও—কোথা গিয়েছিলে তুমি

রামচন্দ্র নিবেদিলেন

পত্নী-সম্ভাষণে গিয়েছিলাম

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে আমি—পত্নী-সম্ভাষণে গিয়েছিলাম

এই এখনি ফিরে এলাম

প্রভুর সেবা ক'র্ব ব'লে—এই এখনি ফিরে এলাম

নরোত্তম বলিলেন প্রেমভরে

ছি ছি রামচন্দ্র

এ কি তোমার ব্যবহার—ছি ছি রামচন্দ্র

এসেছ প্রভুর সেবায়

ধিক্ ধিক্ তোমায়—এসেছ প্রভুর সেবায়

প্রভু-সেবা ক'র্বে কেমনে

এই অপবিত্র-দেহে—প্রভু-সেবা ক'র্বে কেমনে

এত বলি' নরোত্তম

অপরূপ লীলা রে

প্রাণগৌর-গৌরগণের—অপরূপ লীলা রে
মহিমা প্রকাশের লাগি'—অপরূপ লীলা রে

এত বলি' ক্রোধ প্রকাশে
সেই সম্মার্জ্জনী ল'য়ে

আঙ্গিনা ঝাড়ু দেওয়া—সেই সম্মার্জ্জনী ল'য়ে

আঘাত ক'র্‌লেন রোষভরে

রামচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে—আঘাত ক'র্‌লেন রোষভরে

দেহ-স্মৃতি নাহি ছিল

এতক্ষণ রামচন্দ্রের—দেহ-স্মৃতি নাহি ছিল
নরোত্তমের বাক্যে উদয় হ'ল—দেহ-স্মৃতি নাহি ছিল

সঙ্গে সঙ্গে মনে ক'র্‌লেন
হায় হায় কি ক'রেছি
কি অকার্য্য ক'রেছি
মানি,—নিজ-কৃত-অপরাধ

রামচন্দ্র-কবিরাজ—মানি,—নিজ-কৃত-অপরাধ

গেলেন প্রভুর সেবা-কাজে

অবগাহন ক'রে—গেলেন প্রভুর সেবা-কাজে

এদিকে মধ্যাহ্ন-কালে
ঠাকুর-নরোত্তমের সেবা

আচার্য্যের অঙ্গে তৈল-মর্দ্দন—ঠাকুর-নরোত্তমের সেবা

করিতেছেন তৈল-মর্দ্দন

বড়-সুখে নরোত্তম—করিতেছেন তৈল মর্দ্দন

অকস্মাৎ দে'খ্‌তে পেলেন

আচার্য্যের পৃষ্ঠদেশে—অকস্মাৎ দে'খ্‌তে পেলেন
সম্মার্জ্জনীর আঘাত—অকস্মাৎ দে'খ্‌তে পেলেন

মনে মনে ভা'ব্‌লেন
হায় হায় কি ক'রেছি

কার অঙ্গে আঘাত ক'রেছি

কারণ না জে'নে আমি—কার অঙ্গে আঘাত ক'রেছি
দোষী মনে ক'রে আমি—কার অঙ্গে আঘাত ক'রেছি

ও ত' নয় রামচন্দ্রের দেহ

ও-যে,—আচার্য্যের অঙ্গীকৃত-দেহ—ও ত' নয় রামচন্দ্রের দেহ

নৈলে কেন প'ড়্‌ল

তার অঙ্গ-আঘাত—নৈলে কেন প'ড়্‌ল
শ্রীআচার্য্যের অঙ্গে—নৈলে কেন প'ড়্‌ল

নরোত্তম বড় ব্যাকুল হ'লেন
হায় হায় কি ক'রেছি

আচার্য্যের অঙ্গে আঘাত ক'রেছি—হায় হায় কি ক'রেছি

নিজ-অপরাধ মানি'
অপরাধ ক্ষালন লাগি'
মনে ক'র্‌লেন সঙ্কল্প
উপযুক্ত-দণ্ড দিব

এই-অপরাধী-হস্তে—উপযুক্ত-দণ্ড দিব

আর আমি রা'খ্‌ব না

রামচন্দ্র-অঙ্গে আঘাত-করা-হস্ত—আর আমি রা'খ্‌ব না

অপরূপ লীলা তাহার
নরোত্তম ক'র্‌লেন মনে

হাত পোড়াব আগুনে—নরোত্তম ক'র্‌লেন মনে

অমনি আচার্য্য জা'ন্‌লেন প্রাণে
কেমন ক'রে বাধা দিবেন
নরোত্তমের সান্ত্বনা লাগি'
জানাইছেন তার অধিক অধিকার
আপন-মনে ব'ল্‌ছেন

তার অধিকার জা'নায়ে—আপন-মনে ব'ল্‌ছেন

"এ-দেশে বিচার নাই বাপ রে বাপ।
দিনে মারে ঝাঁটার বাড়ী রাত্রে পোড়ায় হাত ॥" [মাতন]

আমার অঙ্গে লেগেছে
রামচন্দ্রের অঙ্গে আঘাত করাতে—আমার অঙ্গে লেগেছে
আর আমার হাত পুড়েছে
তুমি,—হাত পোড়াব এই মনে করাতে—আর আমার হাত পুড়েছে
ও ত' নয় তোমার হাত
ও ত' করেছি আমি আত্মসাৎ—ও ত' নয় তোমার হাত
দুই ত' আমার বটে
দুইজন আমার দুই-হাত
তুমি রামচন্দ্র-সাথ—দুইজন আমার দুই-হাত
এ-দেহের যেমন দুই-হস্ত
তেমনি তুমি আর রামচন্দ্র—এ-দেহের যেমন দুই-হস্ত
নরোত্তমে শান্ত কৈলেন
ইঙ্গিতে অধিকার জা'নায়ে—নরোত্তমে শান্ত কৈলেন
বাহু পসারি' ধ'র্লেন বুকে
নরোত্তম-রামচন্দ্র-দোঁহারে—বাহু পসারি' ধ'র্লেন বুকে
আবেশেতে বলিলেন
তোমরা আমার,—দুই-বাহু দুইজন
ও রামচন্দ্র নরোত্তম—তোমরা আমার,—দুই-বাহু দুইজন
কি সুমধুর লীলা রে
বালাই ল'য়ে মরে যাই
আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র
শ্রীগুরু-পদে আত্ম-সমর্পণের—আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র
যদি কা'রো সাধ থাকে
শ্রীগুরুপদে বিকাইতে—যদি কা'রো সাধ থাকে
রামচন্দ্রে ধর বুকে—যদি কা'রো সাধ থাকে [মাতন]

রামচন্দ্রের শরণ লও

যদি,—গুরু-পদে বিকাতে চাও—রামচন্দ্রের শরণ লও [মাতন]

পাওয়া যায় কি সাধন-ফলে

শ্রীগুরু-পদে বিকান-স্বভাব—পাওয়া যায় কি সাধন-ফলে

আমার ত' আশা হয় না

সাধনে আনুগত্যের কক্ষায় যেতে—আমার ত' আশা হয় না

আমার প্রাণে এই ত' জাগে

পাওয়া যায় কেবল কৃপা বলে—আমার প্রাণে এই ত' জাগে

তবে অনায়াসে মিলে

শ্রীগুরু-আনুগত্য-স্বভাব—তবে অনায়াসে মিলে
বিকালে তার পদতলে—তবে অনায়াসে মিলে [মাতন]

তারে অনায়াসে মিলে

যে বিকায়েছে শ্রীগুরু-পদে—তারে অনায়াসে মিলে

সর্ব্বোত্তমা-গতি মিলে

শ্রীগুরু-পদে রতি—সর্ব্বোত্তমা-গতি মিলে
রামচন্দ্রের কৃপা হ'লে—সর্ব্বোত্তমা-গতি মিলে [মাতন]

শ্রীগুরু-পদে বিকাবার এই ত' সাধন

রামচন্দ্রের গুণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরু-পদে বিকাবার এই ত' সাধন [মাতন]

কি ব'ল্‌ব গুণের কথা

প্রাণের ঠাকুর রামচন্দ্রের—কি ব'ল্‌ব গুণের কথা

একদিন,—"শ্রীআচার্য্য লীলা-ধ্যানে, মগ্ন ছিলা নিকেতনে,
বাহ্যজ্ঞান নাহি ছিল তাঁহার।"

লীলা-স্মরণে আছেন আবিষ্ট

তিনদিন শ্রীআচার্য্য—লীলা-স্মরণে আছেন আবিষ্ট
"শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া-আদি,"

শ্রীআচার্য্যের ঘরণী

"শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া-আদি, আকুল হইলা কাঁদি;
চিন্তান্বিত মন সবাকার॥"

সবাই,—মনে মনে ভয় গণে

আচার্য্য,—কৈলা বুঝি লীলা-সঙ্গোপনে—সবাই,—মনে মনে ভয় গণে

"রামচন্দ্র হেনকালে,"

লীলা-শক্তির আকর্ষণে

"রামচন্দ্র হেনকালে, আসি' উপনীত হ'লে,
শুনি' তার সব বিবরণ ।"

প্রাণে প্রাণে হইল স্ফুরণ

শ্রীগুরু-আনুগত্য-বলে—প্রাণে প্রাণে হইল স্ফুরণ

প্রভু আছেন লীলায় মগন—প্রাণে প্রাণে হইল স্ফুরণ

সবারে সান্ত্বনা দিলেন

প্রভু এখনই প্রকৃতিস্থ হবেন—সবারে সান্ত্বনা দিলেন

তোমরা স্থির হও সবে

চিন্তা ছাড় মাতা তুমি

প্রভুর চৈতন্য হবে এখনি—চিন্তা ছাড় মাতা তুমি

এখনই সমাধান ক'র্ব আমি

তোমার চরণধূলি-বলে ঠাকুরাণী—এখনই সমাধান ক'র্ব আমি

এত বলি' ভা'ব্লেন মনে

যাই গিয়ে দেখে আসি

কোন্-সুখে ভা'স্ছেন গুরুমণি—যাই গিয়ে দেখে আসি

"করি' দণ্ড-পরণামে,"

আচার্য্যঘরণী-পদে

গৌরাঙ্গপ্রিয়া-দেবী—আচার্য্যঘরণী-পদে

আনুগত্যে,—"করি' দণ্ড-পরণামে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-ধ্যানে,"

জয় প্রভু শ্রীনিবাস ব'লে

তাঁর চরণে শরণাগত হ'য়ে—জয় প্রভু শ্রীনিবাস ব'লে

"বসিলেন নিকটে তাহান ॥"

বসিলেন লীলা-ধ্যানে

শ্রীআচার্য্যের আনুগত্যে—বসিলেন লীলা-ধ্যানে

নিজ, —সিদ্ধস্বরূপ সঙরিয়ে—বসিলেন লীলা-ধ্যানে

অনুভব কর ভাই রে

আনুগত্যের কত বল—অনুভব কর ভাই রে

"ধরি' নিজ-সিদ্ধদেহ, গুরুরূপা-সখী-সহ,
মিলিলেন শ্রীযমুনা-নীরে।
দেখি' সখী-আজ্ঞা-মতে, খুঁজিছেন একচিতে,
শ্রীমতীর নাসার বেশরে॥"

এই ত' বটে লীলা-রহস্য

রাসলীলা-অন্তে

যমুনায় জলকেলি ক'র্তে ক'র্তে

স্খলিত হ'য়েছে যমুনার নীরে

প্রাণ-কিশোরীর নাসার বেশর—স্খলিত হ'য়েছে যমুনার নীরে

হারায়েছেন প্রাণ-কিশোরী

আপনার নাসার বেশর—হারায়েছেন প্রাণ-কিশোরী

জলকেলি শেষ হ'লে

সবাই গেলেন নিজ-গৃহে

প্রাতে আসি' সখী-সবে

প্রাণ-কিশোরীর কাছে—প্রাতে আসি' সখী-সবে

দেখে নাসার বেশর নাই

বড়ই ব্যস্ত হ'লেন সবাই

সেইকালে হ'য়েছেন লীলায় প্রবিষ্ট

নিজ,—সিদ্ধ-স্বরূপে শ্রীআচার্য্য—সেইকালে হ'য়েছেন লীলায় প্রবিষ্ট

রামচন্দ্র দে'খ্‌লেন

সেই-লালায় প্রবেশ ক'রে—রামচন্দ্র দে'খ্‌লেন

সেই-অনুসন্ধানে মত্ত

শ্রীগুরু-শ্রীআচার্য্য—সেই-অনুসন্ধানে মত্ত

সখীর আদেশ-মত—সেই-অনুসন্ধানে মত্ত

তা'তেই আছেন বিভোর হ'য়ে
কোন সন্ধান না পেয়ে—তা'তেই আছেন বিভোর হ'য়ে
তাই আচার্য্যের বাহ্য নাই
বেশর-সন্ধানে মত্ত সদাই—তাই আচার্য্যের বাহ্য নাই
এই-দশায় তিনদিন গেছে
বেশর-সন্ধানে শ্রীআচার্য্যের—এই-দশায় তিনদিন গেছে

"তবে দুই-সখী-মিলি,' হ'য়ে অতি-কুতুহলী,
খুঁজি তথা পদ্মপত্র-তলে।
পাইয়া বেশর-খানি, আনন্দেতে পুনি পুনি,
বক্ষে শিরে ধরে পরস্পরে ॥"

অনুভব কর ভাই রে
শ্রীগুরু-আনুগত্যের কত বল—অনুভব কর ভাই রে
পাইলা সে-বেশরে
রামচন্দ্র পদ্মপত্রতলে—পাইলা সে-বেশরে
শ্রীগুরু-আনুগত্যের বলে—পাইলা সে-বেশরে
আনন্দেতে ভে'সে যায়
প্রাণ-কিশোরীর বেশর জানি'—আনন্দেতে ভে'সে যায়

"শ্রীগুণমঞ্জরী-করে,"

শ্রীগোপাল ভট্ট-গোসাঞি
শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রভু—শ্রীগোপাল ভট্ট-গোসাঞি

"শ্রীগুণমঞ্জরী-করে, দোঁহে সমর্পণ করে,"

অনায়াসে দিতে পা'র্‌তেন
কিশোরীর করে কিশোরীর বেশর—অনায়াসে দিতে পা'র্‌তেন
তা' ত' দিলেন না
দিলেন শ্রীগুণমঞ্জরী-করে
শ্রীগুরু-আনুগত্য-ভরে—দিলেন শ্রীগুণমঞ্জরী-করে
আনুগত্যের এই ত' রীতি

"তিঁহ রূপমঞ্জরীরে দিলা।"

দেখ আনুগত্যের গতি

উপাসনার এই ত' রীতি—দেখ আনুগত্যের গতি

আনুগত্যে দান কৈলা

কোটি-গুণ ভোগ ক'র্‌বে ব'লে—আনুগত্যে দান কৈলা
'কোটি-গুণ ভোগ করবে ব'লে'—
কিশোরীর মনের আনন্দ—কোটি-গুণ ভোগ ক'র্‌বে ব'লে

আনুগত্যে দান কৈলা

তারা কিন্তু চায় না

কিশোরীর সুখ-ভোগ—তারা কিন্তু চায় না
আনুগত্য যেচে দেয়—তারা কিন্তু চায় না

"তিঁহ শীঘ্র শ্রীমতীরে, পরাইলা সে বেশরে,
সবে অতি আনন্দ লভিলা॥"

অপরূপ রহস্য ভাই

পর পর আনন্দের বিকাশ

শ্রীমতীর সুখ যত

হয়,—শ্রীরূপেতে পর্য্যবসিত—শ্রীমতীর সুখ যত

কোটি-গুণে ভোগ করে

শ্রীরূপ আবার সে আনন্দ—কোটি-গুণে ভোগ করে
শ্রীমতীর সন্তোষ দে'খে—কোটি-গুণে ভোগ করে

এইরূপ,—আনন্দের হয় ক্রম বিকাশ

পরস্পর মুখ হে'রে—এইরূপ,—আনন্দের হয় ক্রম বিকাশ

শ্রীরূপের ভোগ হ'য়ে কোটি-গুণিত

হয়,—শ্রীগুণমঞ্জরীতে পর্য্যবসিত—শ্রীরূপের ভোগ হ'য়ে কোটি-গুণিত

আবার,—শ্রীআচার্য্য-প্রভু ভোগ করে

গুণমঞ্জরীর হাসি-মুখ হে'রে—আবার,—শ্রীআচার্য্য-প্রভু ভোগ করে
গুণমঞ্জরীর সুখ কোটিগুণে—আবার,—শ্রীআচার্য্য-প্রভু ভোগ করে

আবার,—আচার্য্যের ভোগ হ'য়ে কোটি-গুণিত
হয়,—শ্রীরামচন্দ্রে পর্য্যবসিত
তাই লিখেছেন শ্রীকবিরাজ
সখীগণ পল্লব-পুষ্প-পাতা
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-বৃক্ষে—সখীগণ পল্লব-পুষ্প-পাতা

পল্লবাদ্যে কোটি-সুখ-ভোগ
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস যত সুখ—তার,—পল্লবাদ্যে কোটি-সুখ-ভোগ
আনুগত্যে অধিক সুখ

"শ্রীরাধিকা হৃষ্টমনে,"

নিজ,—নাসার বেশর পেয়ে

"শ্রীরাধিকা হৃষ্টমনে, চর্ব্বিত-তাম্বুল দানে,
তুষিলেন নব-সখীদ্বয়ে।
তাঁহার অধরামৃত, পাই' দোঁহে ফুল্লচিত,
রাধে জয়ধ্বনি উচ্চারয়ে॥"

জয় প্রেমময়ী রাধে
না চাইতে পূরালে সাধে—জয় প্রেমময়ী-রাধে [মাতন]
জয় রাধে কিশোরী
ক'রে রেখো নিজ-কিঙ্করী—জয় রাধে কিশোরী [মাতন]

"রাধে জয়ধ্বনি উচ্চারয়ে॥
বাহ্য হৈল হেন-মতে, দেখিল তাম্বুল হাতে,
সৌরভেতে ভরিল আলয়।"

কেউ,—ভেদ মনে ক'রো না ভাই
ব্রজপরিকর-গৌরপরিকর-দেহে—কেউ,—ভেদ মনে ক'রো না ভাই
তার প্রমাণ দেখ ভাই
শ্রীরামচন্দ্রের চরিতে—তার প্রমাণ দেখ ভাই

যদি,—দুই-দেহ ভিন্ন হয়
গৌরপরিকর-ব্রজপরিকর-দেহ—যদি,—দুই-দেহ ভিন্ন হয়

কেমন ক'রে এ'ল বল

শ্রীমতীর চর্ব্বিত-তাম্বুল—কেমন ক'রে এ'ল বল
রামচন্দ্র-কবিরাজের হাতে—কেমন ক'রে এ'ল বল
যদি,—সেই-দেহ এই-দেহ না হয়—কেমন ক'রে এ'ল বল

দুই-স্বরূপ ত' এক হয়

লীলা-ভেদে ভিন্ন দেখায়—দুই-স্বরূপ ত' এক হয়

দুই-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ

কেউ ভে'বো না অন্যমত—দুই-স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ

গৌর-গোবিন্দ-পরিকরের

নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ বটে—গৌর-গোবিন্দ-পরিকরের

অসিদ্ধ মনে ক'রো না

গৌর-পরিকরের স্বরূপ—অসিদ্ধ মনে ক'রো না

ব'ল্‌তে গেলে ব'ল্‌তে পারি

শ্রীগুরুর চরণ হৃদে ধরি'—ব'ল্‌তে গেলে ব'ল্‌তে পারি

দুই-লীলায় সমান অধিকার

গৌর-পরিকরগণের—দুই-লীলায় সমান অধিকার

দুই-লীলা ভোগ করে

প্রতি-গৌরকিঙ্করে—দুই-লীলা ভোগ করে
নদীয়া-লীলা ব্রজ-লীলা—দুই-লীলা ভোগ করে [মাতন]
ভাব-গোপী-স্বরূপ আর গোপীরূপে—দুই-লীলা ভোগ করে

কিন্তু যদি লোভ হয়

ব্রজ-পরিকরের গৌর-লীলা-ভোগে—কিন্তু যদি লোভ হয়

আনুগত্য ক'র্‌তে হয়

তবে গৌর-পরিকরের—আনুগত্য ক'র্‌তে হয়

দুই-লীলার অধিকারী

আমার গৌর-পরিকর—দুই-লীলার অধিকারী
নদীয়া আর ব্রজপুরী—দুই-লীলার অধিকারী

যদি,—গৌর-পরিকর ইচ্ছা করে

দুই-লীলা ভোগ ক'র্‌তে পারে—যদি,—গৌর-পরিকর ইচ্ছা করে

অপূর্ব্ব রহস্য ভাই

শ্রীগুরু-আনুগত্যের—অপূর্ব্ব রহস্য ভাই

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি'—অনুভব কর ভাই রে

এ-দেহ সেই-দেহ হয়

শ্রীগুরুচরণে যার রতি হয়—এ-দেহ সেই দেহ হয়

কেন বা হবে না

এই-প্রাকৃত-রাজ্যে দেখ

আরশোলা কাঁচপোকা হয়

কাঁচপোকা ভা'ব্‌তে ভা'ব্‌তে—আরশোলা কাঁচপোকা হয়

প্রাকৃত-রাজ্যে যদি এই হয়

সে-রাজ্যে কেন না হবে

এ-দেহ সেই-শক্তি পায়

শ্রীগুরু-আনুগত্যের ফলে—এ-দেহ সেই-শক্তি পায়

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ ভাই—এ-দেহ সেই-শক্তি পায়

"শ্রীমুখ-তাম্বুল পাইয়া, অতি উল্লসিত হৈয়া,
সবে রামচন্দ্র-গুণ গায় ॥"

বলে,—জয় কবিরাজ-রামচন্দ্র

শ্রীগুরু-নিষ্ঠার আদর্শ—বলে,—জয় কবিরাজ-রামচন্দ্র [মাতন]

দেখাইলা জগমাঝ

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ—দেখাইলা জগমাঝ

যদি,—ভোগ করিতে সাধ কর

গৌর-গোবিন্দ-লীলা—যদি,—ভোগ করিতে সাধ কর
শ্রীগুরু-আনুগত্য কর—যদি,—ভোগ করিতে সাধ কর } [মাতন]

সেই সে উত্তমা-গতি

শ্রীগুরুচরণে রতি—সেই সে উত্তমা গতি

সর্ব্ব-আশা অনায়াসে পূরে

শ্রীগুরুদেবের প্রসাদে—সর্ব্ব-আশা অনায়াসে পূরে

"অভিন্ন আচার্য্য-প্রাণ, রামচন্দ্র গুণধাম,
উচ্চৈঃস্বরে সকলেই বলে।
গুরুপদে বিকাইতে, মন-প্রাণ সমর্পিতে,
কেহ শুনিয়াছে কোন-কালে ॥
যেই-সঙ্গ-সুখ-লাগি,' নরোত্তম অনুরাগী,
সকাতরে করেন প্রার্থনা।"

কিছুই ত' চাইলেন না

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তম—কিছুই ত' চাইলেন না
লীলা-অবসানকালে—কিছুই ত' চাইলেন না
গুরু গৌর গোবিন্দ—কিছুই ত' চাইলেন না

ঠাকুর,—নরোত্তমের শেষ প্রার্থনা
এই ক'রো শ্রীগুরুদেব

ব্যাকুল হ'য়ে ব'ল্লেন—এই ক'রো শ্রীগুরুদেব

"যদি হয় জন্ম পুনঃ, পাই,—রামচন্দ্র-সঙ্গ যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য।"

প্রার্থনা ত' ক'র্লেন না

গৌর গোবিন্দ দেখাও ব'লে—প্রার্থনা ত' ক'র্লেন না

অনুভব কর ভাই

প্রার্থনার রহস্য—অনুভব কর ভাই

সবাই,—বাঁধা পড়ে সে-আধারে

গুরু গৌর গোবিন্দ—সবাই,—বাঁধা পড়ে সে-আধারে
যে গুরুপদে বিকায়েছে—সবাই,—বাঁধা পড়ে সে-আধারে
গুরু গৌর গোবিন্দ অভিন্ন—তাই সবাই,—বাঁধা পড়ে সে-আধারে

তার হৃদে সদা জাগে

যে গুরু-বই আর নাহি জানে—তার হৃদে সদা জাগে

গৌর-গোবিন্দ-লীলা—তার হৃদে সদা জাগে

দুই,—লীলা ভূমির দুই-স্বরূপ—তার হৃদে সদা জাগে

'দুই,—লীলা-ভূমির দুই স্বরূপ'—

গৌর আর গোবিন্দ—দুই,—লীলাভূমির দুই স্বরূপ

তার হৃদে সদা জাগে

কোন-ভাগ্যে তার সঙ্গ হ'লে

গুরু গৌর গোবিন্দ সকলই মিলে—কোন-ভাগ্যে তার সঙ্গ হ'লে

বাকী থাকে না কিছু পেতে

শ্রীগুরুনিষ্ঠ-ভক্তের সঙ্গ হ'লে—বাকী থাকে না কিছু পেতে

তাই,—ঠাকুর-নরোত্তম ভাব্‌লেন

সকলই পাওয়া হবে

রামচন্দ্র-সঙ্গ পাব যবে—সকলই পাওয়া হবে

তাই,—আর কিছু চাইলেন না

সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি ভাই

ঠাকুর,—নরোত্তম-প্রার্থনাতে জে'নো—সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি ভাই

গৌরদাসের দাসের সঙ্গ—সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি ভাই

যদি,—গৌরদাসের সঙ্গ ঘটে

সব-লীলা ভোগ হয় অনায়াসে—যদি,—গৌরদাসের সঙ্গ ঘটে

বিরহের মধ্যে সেই বড়

গুরুনিষ্ঠ-ভক্তের বিরহ—বিরহের মধ্যে সেই বড়

তাই,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদিলেন

ঠাকুর-শ্রীনরোত্তম—তাই,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদিলেন

শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে—তাই,—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদিলেন

"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,

হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।

গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেই সঙ্গ ছাড়ি গেলা,
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥
পুনঃ কি এমন হ'ব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব,
এই জন্ম মিছা বহি গেল ।
যদি প্রাণ দেহে থাক, রামচন্দ্র বলি' ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে ।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যাঁর দাস,
পুনঃ না কি মিলিব আমারে ॥"

নরোত্তম আর্ত্তনাদ করে
সবে মিলে কৃপা কর

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—সবে মিলে কৃপা কর
যেন,—শ্রীনিবাসে পাই রামচন্দ্র-সহ—সবে মিলে কৃপা কর [মাতন]

"না দেখি' সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বিষশরে কুরঙ্গিণী যেন ।
আঁচলে রতন ছিল, কোন্ ছলে কে বা নিল,
নরোত্তমের হেন দশা কেন ॥"

"সেই রামচন্দ্র-কবিরাজ, ভ্রাতা-শ্রীগোবিন্দ-সাথ,
অধমে কি করিবে করুণা ॥"

এইবার আমায় দয়া কর

রামচন্দ্র-কবিরাজ—এইবার আমায় দয়া কর

সাধের জনম বিফলে গেল

শ্রীগুরু-কৃপা প্রাপ্তি না হইল—সাধের জনম বিফলে গেল

লোক ভাঁড়ায়ে জনম গেল

সাধু সে'জে দেশ-বিদেশে—লোক ভাঁড়ায়ে জনম গেল
শ্রীগুরুচরণে রতি না মিলিল—লোক ভাঁড়ায়ে জনম গেল

এইবার আমার দয়া কর

নিষ্ঠাকণা বিতর মোরে

শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবাক্যে—নিষ্ঠাকণা বিতর মোরে

বিচার ক'রে প'ড়্‌লাম ফেরে—নিষ্ঠাকণা বিতর মোরে } [মাতন]

যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি

অবিচারে শ্রীগুরুদেবের—যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি

শ্রীগুরুপদে বিকাইয়ে—যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি

রামচন্দ্র কৃপা কর

আপন-স্বভাব সঞ্চার—রামচন্দ্র কৃপা কর

স্বভাব দাও হে

অবিচারে বিকাইবার—স্বভাব দাও হে

'অবিচারে বিকাইবার'—

শ্রীগুরু-চরণে—অবিচারে বিকাইবার

স্বভাব দাও হে

তোমার ত' নাই অভাব

কৃপা ক'রে দাও স্বভাব—তোমার ত' নাই অভাব

কৃপাদিঠে একবার চাও

শ্রীগুরুপদে বিকাইতে শিখাও—কৃপাদিঠে একবার চাও

যেন,—গুরু-আনুগত্য করি

তোমার চরণ হৃদে ধরি'—যেন,—গুরু-আনুগত্য করি

যেন,—আর কিছু চাই না

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

সব,—চাওয়া পাওয়া শেষ হয়েছে

যে-দিনে,—গুরুরূপে হাত ধ'রেছে—সব,—চাওয়া পাওয়া শেষ হয়েছে

চাইতে হয় না আপনি মিলে

শ্রীগুরুপদে বিকাইলে—চাইতে হয় না আপনি মিলে

গৌর-গোবিন্দ-লীলা-ভোগ—চাইতে হয় না আপনি মিলে

বরং অধিক পাওয়া যায়

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়-ফলে—বরং অধিক পাওয়া যায়
শ্রীগুরুলীলা ভোগ হয়—বরং অধিক পাওয়া যায়

সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি হয়

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়—সর্ব্বোত্তমা প্রাপ্তি হয়

সর্ব্বোপরি উত্তমা গতি

শ্রীগুরুচরণে রতি—সর্ব্বোপরি উত্তমা গতি

এই মোদের দাও মতি

রামচন্দ্র কৃপা করি'—এই মোদের দাও মতি
শ্রীগুরুচরণে রতি—এই মোদের দাও মতি

সবে মিলে কোথা লুকালে

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—সবে মিলে কোথা লুকালে
হা দাস গদাধর—সবে মিলে কোথা লুকালে

অতঃপর মহাজনী আক্ষেপ-কীর্ত্তন—
"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর,"………ইত্যাদি

……………………………………………………

……………………………………………………

"যতক্ষণ এই-দেহে থাক, হা গুরু-গৌর ব'লে ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

কণ্ঠহার কর রে

শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত-নামাবলী—কণ্ঠহার কর রে

কণ্ঠহার ক'র্‌তে পা'র্‌বে

তাদের কৃপা হ'লে পরে—কণ্ঠহার ক'র্‌তে পা'র্‌বে

তাদের জয় দাও ভাই রে

প্রাণভ'রে গাও রে—তাদের জয় দাও ভাই রে

জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম

জয় রামচন্দ্র শ্যামানন্দ—জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম [মাতন]

এই কৃপা কর চারজনে

যেন,—গান ক'রে ম'রতে পারি

শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—গান ক'রে ম'রতে পারি

শ্রীগুরু-সুখ বাঞ্ছা করি'—যেন,—গান ক'রে ম'রতে পারি

যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

ভাই ভাই একপ্রাণে—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি'—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

এই কৃপা কর সবে

যেন,—নিশিদিশি থাকি মেতে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—যেন,—নিশিদিশি থাকি মেতে

কেবল,—তাঁর সুখ বাঞ্ছা ক'রে—যেন,—নিশিদিশি থাকি মেতে

তাঁর,—মুখোদ্গীর্ণ-নাম গানে—যেন,—নিশিদিশি থাকি মেতে

যারে দেখি তারে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" } [মাতন]

গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

শ্রীশ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুরের সূচক-কীর্ত্তন

(আশ্বিন-শুক্লা প্রতিপদ)

——(*)——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"
"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

———o———

"আরে মোর প্রেমালয়, শ্রীগোবিন্দ-দাস জয়,"

শ্রীগোবিন্দ-দাস জয়

রামচন্দ্র-কবিরাজের ভ্রাতা—শ্রীগোবিন্দ-দাস জয়

"কবিরাজ-ঠাকুর খেয়াতি।"

শ্রীগোবিন্দ-দাস জয়

কবিরাজ খ্যাতি যাঁর—শ্রীগোবিন্দ-দাস জয়

"কবিরাজ-ঠাকুর খেয়াতি।
জন্ম যাঁর শ্রীখণ্ডেতে, মাতামহ-আলয়েতে,
যাঁরে কৃপা করে ভগবতী ॥
শুন সে অপূর্ব্ব-কথা, কবিরাজ-জন্ম যথা,
দেবীবরে দামোদর ঘরে।
শক্তি-উপাসনা-তত্ত্ব, করিবারে প্রকাশিত,
নিজে দেবী যেন ভঙ্গী ক'রে ॥
চৈতন্য-পার্ষদবর, চিরঞ্জীব গুণধর,
দামোদর-সেনের জামাতা।
সুনন্দা বিবাহ করি,' কুমার-নগর ছাড়ি,'
খণ্ডে বাস ভক্ত-সঙ্গে যথা ॥
ফাল্গুনী পবিত্রা অতি, শুক্লাত্রয়োদশী তিথি,
তনয়া-প্রসব-দুঃখ শুনি'।

দামোদর দেবী-ঘরে, নেত্র-হস্ত-ভঙ্গী-দ্বারে,
দেখায় দেবীর যন্ত্রখানি ॥
যন্ত্রোদক পান-অন্তে, মাতা হৈলা সুস্থ চিতে,
যাহাতে গোবিন্দ জনমিলা।
মাতামহ-সঙ্গ হইতে দেবী-কৃপা বিধিমতে,
নিরন্তর আজন্ম লভিলা ॥
পিতা-মাতামহগণ, ক্রমে হৈল অদর্শন,
সহ রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা।
কুমার-নগরে আসি,' নিজ-পিতৃগৃহে বসি,
সেবা করি' সুখী কৈলা মাতা ॥
রামচন্দ্র-প্রিয়তম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
শ্রীখেতুরি-গ্রামেতে বসতি।
তার সন্নিকট-স্থানে, তেলিয়া-বুধরী-গ্রামে,
বাস মনে করয়ে যুকতি ॥
দুই ভাই যুক্তি করি,' পূর্ব্বাবাস পরিহরি,
গঙ্গা-পদ্মা-মধ্যস্থানে আইলা।
গোবিন্দ মন্দির করি, পূজে শক্তি শ্রীশঙ্করী,
বুধরীতে যিঁহ খ্যাতা হইলা ॥
গোবিন্দের ভক্তিগুণে, সাক্ষাৎ-দর্শন-দানে,
দেবী তাঁরে কৃতার্থ করিলা।"

সাক্ষাৎ দেবী দর্শন দিলা

গোবিন্দের ভক্তিগুণে—সাক্ষাৎ দেবী দর্শন দিলা

"দেবী তাঁরে কৃতার্থ করিলা।
রামচন্দ্র-প্রাণধন, শ্রীআচার্য্য-শ্রীচরণ,
গোবিন্দের হৃদয়ে উদিলা ॥
একদিন দৈবক্রমে, তেলিয়া-বুধরী-গ্রামে,
একবিপ্র-বৈষ্ণব আসিয়া।
গোবিন্দের গৃহ-দ্বারে, কৈল সেবা অঙ্গীকারে,
তাঁর ধর্ম্মমত না জানিয়া ॥

তিঁহ বিপ্রে সমাদরে, লৈয়া নিজ-দেবী-ঘরে,
সন্ধ্যা-পূজা করিবারে দিলা।
দেবী-পূজা-সজ্জ দেখি,' বিপ্র মনে মহাসুখী,
শালগ্রামে সব নিবেদিলা॥"

সেই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ
শালগ্রামে সমর্পিল

দেবী-পূজার সজ্জ যত—শালগ্রামে সমর্পিল

"শালগ্রামে সব নিবেদিলা॥
দেবীর পূজারী পরে আসি' নিত্য পূজা করে,
সেই দ্রব্য দেবীরে অর্পিলা।"

দেবীকে অর্পণ কৈলা

শালগ্রামের প্রসাদী-দ্রব্য—দেবীকে অর্পণ কৈলা

"সেই দ্রব্য দেবীরে অর্পিলা।
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে, মাতা তুষ্টা হৈলা মনে,
প্রেমভরে প্রসাদ পাইলা॥
নিশিযোগে গোবিন্দেরে, কহে মাতা স্নেহভরে,
আজি মোরে বড় সুখ দিলে।"

এমন-সুখ কখনও দাও নাই

আজ,—আমায় যে সুখ দিলে—এমন-সুখ কখনও দাও নাই

"আজি মোরে বড় সুখ দিলে।
বিষ্ণুর প্রসাদী-অন্ন, পাইয়া আজ হইনু ধন্য,
হেন কোনদিন নাহি মিলে॥"

বিষ্ণুর প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'লাম

এমন-দিন কখনও হয় নাই—বিষ্ণুর প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'লাম

সারাদিন নাহি মিলে

"হেন কোনদিন নাহি মিলে॥
শুনিয়া সকল-কথা, গোবিন্দ কহেন মাতা,
কিবা কহ বুঝিতে না পারি।"

অনুভব কর ভাই রে

কৃপা-উপাসনার রীতি—অনুভব কর ভাই রে

এই ত' উপাসনার রীতি

যাতে পরতত্ত্ব স্থিতি—এই ত' উপাসনার রীতি

"শুনিয়া সকল কথা, গোবিন্দ কহেন মাতা,
কিবা কহ বুঝিতে না পারি।
তুমি' ত' ঈশ্বরী মাতা, তোমার ঈশ্বর কোথা,
মূলতত্ত্ব কহ গো বিচারি' ॥
তখন,—দেবী কহে ভঙ্গী করি', পরম-ঈশ্বর হরি,
পরাৎপর নিত সর্ব্বসার।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি,
তিনশক্তি প্রধান তাঁহার ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি,
আমি তাঁর দাসী অভিমান।
আমার অংশিনী যেই, মায়াশক্তি হয় সেই,
এই মোর তত্ত্বের বাখ্যান ॥
কৃষ্ণ-অধরামৃত-লাগি', সদা আমি অনুরাগী,
শ্রীপুরুষোত্তমে কৈনু বাস।"

অধরামৃত পাবার লাগি'

আমি,—নীলাচলে বাস করি—অধরামৃত পাবার লাগি'

"শ্রীপুরুষোত্তমে কৈনু বাস।
আমি,—বিমলারূপেতে রহি, ইহাতে সন্দেহ নাহি,
নিত্য করি প্রসাদের আশ ॥
এইরূপে নিজ-তত্ত্ব, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যত,
গোবিন্দেরে সকলই কহিলা।
শুনিয়া মাতার বাণী, হৃদয়ে আশ্চর্য্য মানি,'
মৌনধরি' গোবিন্দ রহিলা ॥"

এ কি-অপরূপ-রহস্য

কৃপা ক'রে জানাইলে—এ কি-অপরূপ রহস্য

"মৌনধরি' গোবিন্দ রহিলা।
আরও অপরূপ শুন, গোবিন্দ-ভকতিগুণ,
দেবীর বাৎসল্য যাতে জানি।
গোবিন্দেরে বুঝাইতে, কত না যতন চিতে,
বারবার কহয়ে বাখানি ॥
গৃহোদ্যানে পুষ্প দেখি', রামচন্দ্র মনে সুখী,
কৃষ্ণপদে মানসে অর্পিলা।
গোবিন্দ উদ্যানে গিয়া, সেই ফুল তুলি' লইয়া,
দেবীপদে দিবারে চলিলা ॥
হস্ত প্রসারণ করি', লইয়া অঞ্জলিভরি,'
কহে দেবী গোবিন্দের প্রীতে।"

এ কি-কর এ কি-কর

কহে দেবী গোবিন্দেরে—এ কি-কর এ কি-কর

"শ্রীকৃষ্ণ-পূজার ফুল, মস্তকে ভূষণাতুল,
পদে যোগ্য নহে কোন-রীতে ॥"

এ-যে আমার মস্তক-ভূষণ

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী-ফুল—এ-যে আমার মস্তক-ভূষণ
পদে যোগ্য নহে হেন ধন—এ-যে আমার মস্তক-ভূষণ

"তবে কতকাল পরে, ব্যাধি হৈল গোবিন্দেরে,
শরীরেতে গ্রহণী অস্বাস্থ্য।
ব্যাধি-ঘোরে পোড়ে মন, সদা মন উচাটন,
মরণ-সময় উপনীত ॥
আকাশ-বাণী-দ্বারে, কহে দেবী বারে বারে,
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর সার।"

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর সার

নিরাময় হবে তোমার—শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর সার [মাতন]

"শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কর সার।
গুরু কহে সেই হয়, নারায়ণ বিনে নয়,
তেঁহ ভবসিন্ধু-কর্ণধার॥
গোবিন্দ আকুল হইয়া, পত্রী দিলা পাঠাইয়া,
রামচন্দ্র-আচার্য্যের স্থানে।
রামচন্দ্র পত্রী পাইয়া, আচার্য্যেরে সঙ্গে লইয়া,
উপনীত আপন-ভবনে॥
আচার্য্য-রামচন্দ্রে, হেরিয়া গোবিন্দ কাঁদে,
শক্তি নাই প্রণাম করিতে।
কষ্টে দুইখানি কর, তুলিয়া মস্তকোপর,
স্তুতি করে গদগদ-চিতে॥
আপনা-ধিক্কার শুনি', শ্রীআচার্য্য—গুণমণি,
"গোবিন্দেরে মন্ত্র-দীক্ষা দিলা।"

আর কিছু ভয় নাই তোমার

কৃষ্ণ তোমায় কৃপা কৈলা—আর কিছু ভয় নাই তোমার

"আচার্য্যের কৃপা পাইয়া, সুস্থির হৈলা হিয়া,
ভব-দেহ দুই-রোগ গেলা॥"

দুই-ব্যাধি শান্তি হইলা

ভবরোগ দেহরোগ—দুই-ব্যাধি শান্তি হইলা
আচার্য্যের কৃপা পাইয়া—দুই-ব্যাধি শান্তি হইলা

"ভব-দেহ দুই-রোগ গেলা॥
পাইয়া ভকতি-জল, উপজিল প্রেমফল,
কৃষ্ণ-লীলামৃত-রসময়।
গোবিন্দ-মুখরাবিন্দে, ধারা বহে শতছন্দে,
"পদ শুনি আচার্য্য তন্ময়॥"

পদস্ফূর্ত্তি হৈল তাঁর

শ্রীআচার্য্যের কৃপাবলে—পদস্ফূর্ত্তি হৈল তাঁর

"পদ শুনি' আচার্য্য তন্ময়॥

কৃষ্ণলীলামৃতে মজি, গৌরপদ-রত্নরাজি,
তুলিয়া গাঁথিলা তর মালা।
পরিয়া ভতকগণ, আনন্দিত অনুক্ষণ'
জুড়াইলা হৃদয়ের জ্বালা ॥
শ্রীল রূপ সনাতন বিচ্ছেদে আকুল মন,
বৃন্দাবনে ভকত-সমাজ।
নিজকৃত গীত দিয়া, সে সবারে জীয়াইয়া,
জগতে বিদিত কবিরাজ ॥
শ্রীজীব-গোপালভট্ট, আস্বাদিয়া গীতামৃত,"

শ্রীগোবিন্দ-দাস-কৃত

শ্রীআচার্য্য-কৃপায় স্ফুরিত—শ্রীগোবিন্দদাস-কৃত

"শ্রীজীব গোপালভট্ট, আস্বাদিয়া গীতামৃত,
আলিঙ্গন কৈলা বারে বারে।
সেই,—শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ, জ্যেষ্ঠ-রামচন্দ্র-সাথ,
করুণা কি করিবে আমারে ॥"

এইবার আমায় দয়া কর

শ্রীআচার্য্যের কৃপাপাত্র—এইবার আমায় দয়া কর

গোবিন্দদাস শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীআচার্য্যের কৃপাপাত্র—গোবিন্দদাস শ্রীরামচন্দ্র

এই কৃপা কর হে

যেন,—গৌর-গোবিন্দ-লীলা স্ফূর্ত্তি পায়—এই কৃপা কর হে

'গৌর-গোবিন্দ-লীলা স্ফূর্ত্তি পায়'—

শ্রীগুরু-আজ্ঞায় নাম জ'পে—গৌর-গোবিন্দ-লীলা স্ফূর্ত্তি পায়

এই কৃপা কর হে

প্রাণভ'রে বল ভাই

শ্রীশ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তম

শ্রীরামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস—শ্রীশ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তম [মাতন]

এই কৃপা কর হে

পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

গুরু-কৃপাদত্ত-নাম গানে—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

যা'রে দেখি তা'রে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল॥"

——*——

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সূচক-কীর্ত্তন

(মাঘী-শ্রীপঞ্চমী তিথি)

—০—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"
"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

—০—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু ভক্তের জীবন।
ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাহি মন ॥
ভুবন-পাবন সে প্রভুর ভক্ত যত।"

ওহে,—ভুবন-পাবন যত গৌরাঙ্গগণ
সবাই ত,—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে
ভুবন-পাবন-গোরা হৃদে ধ'রে—সবাই ত,—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে [মাতন]

"ভুবন-পাবন সে প্রভুর ভক্ত যত।
নিরূপম মহিমা কহিবে কেবা কত ॥
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত অন্ত কেবা করে।
জগত ছাইল সে ভক্তের পরিকরে ॥
প্রভু প্রিয়পার্ষদ গোস্বামী-লোকনাথ।

সর্ব্ব-অগ্রে আগুয়ান

আমার গুণের প্রভু লোকনাথ—সর্ব্ব-অগ্রে আগুয়ান
মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—সর্ব্ব অগ্রে আগুয়ান

"প্রভু-প্রিয়পার্ষদ গোস্বামী লোকনাথ।
যাঁহার চরিত্র চারু জাগতে বিখ্যাত ॥
তাঁর প্রিয়-শিষ্য নরোত্তম প্রেমময়।
যাঁর খ্যাতি জগতে ঠাকুর-মহাশয় ॥"

ঠাকুর-নরোত্তম গৌর-প্রেমের মূরতি
রেখেছিলেন পদ্মাবতী

প্রাণগৌর-দত্ত প্রেমধন—রেখেছিলেন পদ্মাবতী

নরোত্তম পদ্মা-অবগাহনে এলেন
তাঁরে দিলেন সেই প্রেমধন
নরোত্তমে দিলেন সেই প্রেমধন

গৌর-আজ্ঞা-মতে পদ্মাবতী—নরোত্তমে দিলেন সেই প্রেমধন

নরোত্তম হইলেন গৌরবর্ণ

ছিলেন বটে কৃষ্ণবর্ণ—নরোত্তম হইলেন গৌরবর্ণ
গৌরের প্রেমধন পেয়ে—নরোত্তম হইলেন গৌরবর্ণ

"যাঁর খ্যাতি জগতে ঠাকুর-মহাশয়॥
তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।"

গাম্ভিলা-নামে খ্যাতি

অদ্যাপিও সেই-গ্রাম—গাম্ভিলা-নামে খ্যাতি
ঠাকুর-নরোত্তমের শেষ-অবস্থিতি—গাম্ভিলা-নামে খ্যাতি

তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্ত্তী।
পরম-পণ্ডিত যেঁহ প্রেমভক্তি-মূর্ত্তি॥
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণচরণ।
প্রেমময়-রামকৃষ্ণাচার্য্যের নন্দন॥
শ্রীরামচরণ-চক্রবর্ত্তী শিষ্য তাঁর।
সর্ব্বাংশে প্রবীণ অতি শুদ্ধ-ভক্তি যাঁর॥
তাঁর প্রিয়শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।"

ঠাকুর-নরোত্তমের গণ হয়

বিশ্বনাথ দয়াময়—ঠাকুর-নরোত্তমের গণ হয়

"তাঁর প্রিয়শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।
যাঁর জন্মকালে হইল সবার বিস্ময়॥
জন্ম-ঘরে তেজঃপুঞ্জ অগ্নির সমান।
ক্ষণেক থাকিয়া তাহা কৈল অন্তর্দ্ধান॥"

ইঙ্গিতেতে প্রকাশ হয়

ঠাকুর-বিশ্বনাথ গৌরাঙ্গ-শকতি—ইঙ্গিতেতে প্রকাশ হয়

"ক্ষণেক থাকিয়া তাহা কৈল অন্তর্দ্ধান ॥
বালক দেখিয়া সুখ বাড়িল সবার।
মধ্যে মধ্যে বালকের দেখে চমৎকার ॥
সর্ব্বত্র বিদিত প্রসংশয়ে সর্ব্বজনে।
অল্পকালে বিচক্ষণ হৈলা ব্যাকরণে ॥
দেবগ্রামী-পণ্ডিতের যাঁহে হৈল ভয়।
সেই দিগ্বিজয়ী বিশ্বনাথ কৈলা জয় ॥
হইলা সুখ্যাতি ইথে লজ্জা বহু পাইলা।
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবারে ভ্রাতা আজ্ঞা দিলা ॥
পাঠ সাঙ্গ করি' ভ্রাতার আগে দাঁড়াইলা।
বৃন্দাবনে যাইবারে আজ্ঞা মাগিলা ॥
ভ্রাতা-রামচন্দ্র সুখে আজ্ঞা তারে দিলা।
সেইক্ষণে বিশ্বনাথ বিদায় হইলা ॥"

প্রাণ-নিতাই-গৌর ব'লে

ঠাকুর-নরোত্তমের প্রাণধন—প্রাণ-নিতাই-গৌর ব'লে

"সেইক্ষণে বিশ্বনাথ বিদায় হইলা ॥
ব্রজভূমি ভ্রমি' কৈল রাধাকুণ্ডে বাস।
ব্রজবাসী-বৈষ্ণবের হইল উল্লাস ॥
কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামীর স্থানে।
শ্রীমুকুন্দদাস কৈলা গোস্বামি-গ্রন্থ অধ্যয়নে ॥
তাঁর অপ্রকটে বিশ্বনাথেরে পাইয়া।"

গৌরপ্রিয় মুকুন্দদাস

"তাঁর অপ্রকটে বিশ্বনাথেরে পাইয়া।
মুকুন্দদাস বহুকৃপা কৈলা হর্ষ হইয়া ॥
কতদিনে বিশ্বনাথ শ্রীকুণ্ড হইতে।
গৌড়ে গেলা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-মতে ॥

গুরু-আজ্ঞা পত্নীসহ করিতে শয়ন।
শুতিয়া করিলা সুখে শ্রীনাম-কীর্ত্তন॥
বিকার-রহিত বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী।
যৈছে তার স্পর্শ নহে কৈল তৈছে রীতি॥
"রজনী-প্রভাতে জীর্ণ-কম্বল উড়িয়া।
বাসায় আসিয়া করিলেন প্রাতঃক্রিয়া॥
সবার বিস্ময় শুনি' ঐছে রাত্রিবাস।"

নির্ব্বিকার বিশ্বনাথ

"সবার বিস্ময় শুনি' ঐছে রাত্রিবাস।
শিষ্য জিতেন্দ্রিয় ইথে ইষ্টের উল্লাস॥"

লোকমুখে ব্যবহার শুনি'

শিষ্য জিতেন্দ্রিয়—লোকমুখে ব্যবহার শুনি'

"শিষ্য জিতেন্দ্রিয় ইথে ইষ্টের উল্লাস॥
শ্রীমদ্ভাগবত ইষ্টদেবে লিখি দিল।
লিখনের কালে অতি কৌতুক হইল॥
একদিন এক-সরোবর-সন্নিধানে।
বসিয়া লিখেন পুঁথি ছায়াহীন-স্থানে॥
লিখিতে লিখিতে প্রেমানন্দে মগ্ন হৈলা।
হৈল যে মেঘবৃষ্টি কিছু না জানিলা॥"

সংসার-কূপ কাঁহা তা'র

দেহ স্মৃতি নাহি যা'র—সংসার-কূপ কাঁহা তা'র

"হৈল যে মেঘবৃষ্টি কিছু না জানিলা॥
গুরু-আজ্ঞা লইয়া পুনঃ বৃন্দাবন আসি'।
বর্ণিলেন বহুগ্রন্থ রাধাকুণ্ডে বসি'॥"

দাস-গোস্বামীর চরণ সঙরিয়ে

"বর্ণিলেন বহুগ্রন্থ রাধাকুণ্ডে বসি'॥
শ্রীভাগবত, গীতা, উজ্জ্বল-নীলমণি।
এ-সবার করিলেন মধুর-টিপ্পনী॥
শ্রীরূপের মনোঽভীষ্ট স্থাপনা করিলা।

শ্রীরূপের অবতার বলি' খ্যাত হৈলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত, শ্রীগীত-চিন্তামণি ।
কৈলা যাহা ভজন-সোপান করি' মানি ॥
গৌরাঙ্গের গূঢ়তত্ত্ব করিতে প্রকাশ ।
কৃপা করি' প্রকাশিলেন স্বপ্নবিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর গোবর্দ্ধন-শিলা ।"

যা,—কৃপা করি' রঘুনাথে দিয়াছিলা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু—যা,—কৃপা করি' রঘুনাথে দিয়াছিলা

অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে

শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দে—অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর গোবর্দ্ধন-শিলা ।
শ্রীগোকুলানন্দ বিশ্বনাথে কৃপা কৈলা ॥
গোবর্দ্ধনশিলা-শোভা কহন না যায় ।
অদ্যাপিহ গোকুলানন্দ-পাশে বিলসয় ॥
শ্রীরাধিকা বিশ্বনাথে স্বপ্নে দেখা দিলা ।
কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা আপনি করিলা ॥"

স্বপনে দেখা দিলা

শ্রীরাধারাণী বিশ্বনাথে—স্বপনে দেখা দিলা

"কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা আপনি করিলা ॥
শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরিবল্লভ ।
গীতের আভোগে ব্যক্ত করে বিজ্ঞ-সব ॥
ওহে নাথ বিশ্বম্ভর পতিত-পাবন ।"

বিশ্বনাথ কীর্ত্তন করেন

প্রেমেতে আবিষ্ট হ'য়ে—বিশ্বনাথ কীর্ত্তন করেন

"ওহে নাথ বিশ্বম্ভর পতিত-পাবন ।
ওহে নিত্যানন্দ-প্রভু দয়ার ভবন ॥
হা হা অদ্বৈতদেব কৃপাসিন্ধু-মূর্ত্তি ।
হা হা গদাধর-প্রভু প্রভুর নিজ-শক্তি ॥

হা হা হরিদাস হে শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
মুকুন্দ মুরারি নবদ্বীপ-পরিকর ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে কীর্ত্তন করেন

সদাই ভজে প্রাণ-গৌরাঙ্গে—ব্যাকুল হ'য়ে কীর্ত্তন করেন

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

গুণনিধি বিশ্বনাথ—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

"কোথা গেলা প্রভুগণ হৈল অন্ধকার।
হেনকালে জন্ম কেন লভিনু মুঁই ছার ॥"

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

গৌরগণ-গৌরাঙ্গ-লীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

"হেনকালে জন্ম কেন লভিনু মুঁই ছার ॥
কৃপার সমুদ্র মোর প্রভু শ্রীনিবাস।
শ্যামানন্দ রামচন্দ্র নরোত্তম-দাস ॥
এ-সব গৌরাঙ্গগণ প্রকট যখন।
তখন নহিল মোর এ-দুঃখী জনম ॥"

কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

পূর্ব্বলীলা পরলীলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না রে

"তখন নহিল মোর এ-দুঃখী জনম ॥
এইখানে প্রভু মোর বিশ্বনাথদেব।
হা হা রূপ সনাতন বলি' করে খেদ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট বলিয়া কান্দয়।
ভট্টরঘুনাথ দাসরঘুনাথ ছয় ॥"

ব্যাকুল হ'য়ে বিশ্বনাথ কাঁদে

হা গৌরগণ ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে বিশ্বনাথ কাঁদে

"তোমরা ছাড়িয়া মোরে গেলা কোথাকারে।
না দেখিনু মুঞি এই প্রকট-বিহারে ॥"

কি ব'ল্‌ব দুর্দ্দৈবের কথা
কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

ব্যাকুল হ'য়ে বিশ্বনাথ কেঁদে বলে—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না
প্রাণ-গৌরলীলা তার গণের খেলা—কিছুই দে'খ্‌তে পেলাম না

"না দেখিনু মুঞি এই প্রকট-বিহারে ॥
তোমরা সকল বিনা শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ।"

গুণের প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ
গুণনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ

"তোমরা সকল বিনা শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ।
এ-হেন-দুঃখীরে কেবা করাবে শ্রবণ ॥"

এ-দগ্ধহৃদয় কেমনে জুড়াবে

প্রাণারাম-গৌরকথা বিনে—এ-দগ্ধহৃদয় কেমনে জুড়াবে

"এ-হেন-দুঃখীরে কেবা করাবে শ্রবণ ॥
না শুনিনু সে না মুখ-অমৃত-বচন।"

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ
গুণনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গগণ

"না শুনিনু সে না মুখ-অমৃত-বচন।
না দেখিনু সেই-সব-কমলচরণ ॥
গৌরাঙ্গ-ললিত-লীলা শুনি কার কাছে।
মোর রূপ সনাতন সদা যাহা যাচে ॥"

আর কার কাছে শুনিব

গৌরাঙ্গ-ললিত-লীলা—আর কার কাছে শুনিব
রূপ সনাতন যাহা যাচে— আর কার কাছে শুনিব

"মোর রূপ সনাতন সদা যাহা যাচে ॥
এ-সব-বিলাপ করি' কাঁদে বিশ্বনাথ।
দেখিনু শুনিনু কত পিতার সাক্ষাৎ ॥"

শুনেছি শ্রীগুরুদেবের কাছে

প্রাণ-গৌরগণের গুণের কথা—শুনেছি শ্রীগুরুদেবের কাছে
'প্রাণ-গৌরগণের গুণের কথা'—
গৌরাঙ্গ-লীলা-কথা—প্রাণ-গৌরগণের গুণের কথা

শুনেছি শ্রীগুরুদেবের কাছে
শ্রীগুরুদেবের মুখে শু'নেছিলাম

"হাহা বিধি কিবা কৈল কি হৈল হায়।
কোথা গেলা মোর চক্রবর্ত্তি-মহাশয় ॥
বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে যার গুণ শুনি।
সে হেন হারানু মুঞি পাঞা চিন্তামণি ॥
এ-হেন-দয়ালু-প্রভু মোরে ছাড়ি' গেল।
না সেবিনু সে না পদ রহি গেল শেল ॥
এ-সকল-পদাম্বুজে বঞ্চিত হইনু।
জন্মিয়া এবার মুঞি কিবা কর্ম্ম কৈনু ॥
আপতিত-উদ্ধারক গৌরাঙ্গ আমার।
বিশ্বনাথের পাদপদ্ম দেখাবে কি আর ॥
মোর প্রাণনাথ বিশ্বনাথ দয়াময়।
বিশ্ব পালিলেন তেঁহ হইয়া সদয় ॥
অযাচকে প্রেমভক্তি-রত্ন কৈল দান।
সর্ব্বত্র লওয়াইল গৌর-কৃষ্ণভগবান্ ॥
নিজ-পাত্র-শেষ মোরে দিয়া দয়াময়।
বলেন কৃপা কর শ্রীঠাকুর-মহাশয় ॥"

ঠাকুর-নরোত্তম কৃপা কর

সগণে গৌরগুণে মত্ত কর—ঠাকুর-নরোত্তম কৃপা কর

"ওহে শ্রীবৈষ্ণবগণ করি নিবেদন।
কৃপা করি' মোর মাথে ধর শ্রীচরণ ॥
তোমা সবার কৃপাতে যেন বঞ্চিত না হই।
বিশ্বনাথ-পাদপদ্ম দেখিবারে চাই ॥
এত কহি নরহরি অধোমুখ করি'।
কাঁদয়ে উচ্চৈঃস্বরে ফুকারি ফুকারি ॥"

আয় ভাই সবে মিলে

ঠাকুর-বিশ্বনাথের গুণ গাই—আয় ভাই সবে মিলে

অতিগূঢ়-কথা ভাই

গুরুদেবের প্রেরণায় বলি—অতিগূঢ়-কথা ভাই

জয় জয় ঠাকুর বিশ্বনাথ

জয় জয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীজীবের,—গুপ্ত-বাসনা পূরণ-মূর্ত্তি—জয় জয় বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী [মাতন]

বিশ্বনাথ-দ্বারে ব্যক্ত কৈলা

ব্রজের,—শুদ্ধ-পরকীয়া-রস—বিশ্বনাথ-দ্বারে ব্যক্ত কৈল [মাতন]

'শুদ্ধ-পরকীয়া-রস'—

শ্রীচৈতন্য-মনোবৃত্তি—শুদ্ধ-পরকীয়া-রস [মাতন]

'শুদ্ধ-পরকীয়া-রস'—

যা,—যোগমায়া কৈলা ঘটন—শুদ্ধ-পরকীয়া-রস [মাতন]

শ্রীরূপের দ্বারে প্রকাশ কৈলা

আপনার মনোবৃত্তি—শ্রীরূপের দ্বারে প্রকাশ কৈলা

বিশ্বনাথের দ্বারে জগতে দিলা—শ্রীরূপের দ্বারে প্রকাশ কৈলা [মাতন]

জয় বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী আমার

শ্রীজীবের মনোবৃত্তি-অবতার—জয় বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী আমার [মাতন]

এইবার মোদের কৃপা কর

ঠাকুর-নরোত্তমের-গণ—এইবার মোদের কৃপা কর

বিশ্বনাথ কৃপা কর

ঠাকুর-নরোত্তমের গণ—বিশ্বনাথ কৃপা কর [মাতন]

সকল-সুখে বঞ্চিত মোরা

অতঃপর মহাজনী-আক্ষেপ-কীর্ত্তন—

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর,".........ইত্যাদি

....

....

"তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

নিশিদিশি ডাক রে

ওরে রে নিলাজ-পরাণ—নিশিদিশি ডাক রে

ওরে রে কৃতঘ্ন-পরাণ—নিশিদিশি ডাক রে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

অহৈতুকী-কৃপা সঙরি—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে
'অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—
অদোষ-দরশী-শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী-কৃপা সঙরি

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে
কণ্ঠহার কর রে

যদি,—দগ্ধহৃদয় জুড়াইতে চাও—কণ্ঠহার কর রে
শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত নামাবলী—কণ্ঠহার কর রে
'শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত নামাবলী'—
সাধ্য সাধন নির্ণয়-করা—শ্রীগুরু কৃপাদত্ত নামাবলী

কণ্ঠহার কর রে
প্রাণভ'রে গাও রে

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"
গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

——०——

শ্রীশ্রীরামানন্দরায়ের সূচক-কীর্ত্তন

—(*)—

(চৈত্র-কৃষ্ণা পঞ্চমী)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

—o—

"জয়রে জয়রে জয়, পিরীতি রত্নালয়,
রামরায় রসের সাগর ।"

গৌর-পিরীতি-রত্নালয়

জয় রামানন্দ জয়—গৌর-পিরীতি-রত্নালয় [মাতন]

"রামরায় রসের সাগর ।
আপনি চৈতন্য যাহে,"

স্বমাধুরী-আস্বাদ-লুব্ধ

"আপনি চৈতন্য যাহে, মনোসাধে অবগাহে,
রসোন্মাদী নাগরী-নাগর ॥"

মনোসাধে অবগাহে

রামরায় রস-সাগরে—মনোসাধে অবগাহে

"রসোন্মাদী নাগরী-নাগর ॥

গৌরপ্রেমরসঘন, ভবানন্দনন্দন,
জয় জয় রামানন্দরায় ।
আলালনাথ-সন্নিধানে, বেঙ্কটপুর-নাম-গ্রামে,
কৃপা করি' হইলা উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, শ্রীরাধারমণ-রাম,
তাহারে আনন্দ বিতরিতে ।

শ্রীবিশাখা-সুন্দরী, রামানন্দ-নাম ধরি',
উদয় হইলা অবনীতে ॥
শৈশবেতে সঙ্গী-সনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণ-গানে,
দু'নয়নে প্রেমধারা বয়।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা, বিনে অন্য নাহি খেলা,
নিতি নব নিকুঞ্জ রচয় ॥
কৈশোরেতে অল্পদিনে, সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নে,
সুপণ্ডিত-প্রধান হইলা।
ভকতি-সিদ্ধান্ত-খনি, রসিক-মুকুট-মণি,
নিজগুণে জগৎ-জিনিলা ॥
প্রতাপরুদ্র মহারাজ, জানিলেন জগমাঝ,
রামানন্দ অপূর্ব্ব-রতন।
করিবারে রাজকাজ, যোগ্য জানি সভামাঝ,
রাজ্যভার করিলা অর্পণ ॥"

রাজা হৈলা বিদ্যানগরে

গোদাবরী-নদী-তীরে—রাজা হৈলা বিদ্যানগরে

"একদিন শুভক্ষণে গোদাবরী-নদী-স্নানে,
আইলেন দোলায় চড়িয়া।
সঙ্গে পাত্রমিত্রগণ, চলে বন্দী বাদকগণ,
পাঠক-পুরোহিত অগ্রে লইয়া ॥
করি নিত্যকৃত্য স্নান, আঁখি মুদি করে ধ্যান,
নিজ-ইষ্ট শ্যাম নবঘন।
শ্যামরূপ হেরিবারে, যতেক যতন করে,
তত হেরে গৌরবরণ ॥
আজানুলম্বিত-ভুজ, এক নব ন্যাসীরাজ,
হেরে,—রসভূপ মানস-মোহন।
গৌররূপে আলো করি', হৃদি-সিংহাসনোপরি,
বসি করে সর্ব্বস্ব-হরণ ॥"

রামরায় মনে মনে গণে

অপরূপ চোর এ কে রে

হৃদে ব'সে সর্ব্বস্ব হরে—অপরূপ চোর এ কে রে

"বসি' করে সর্ব্বস্ব হরণ ॥

"ব্যাকুল হইয়া রায়, নয়ন মেলিয়া চায়,

দেখে ঘাট ছাড়ি' কতদূরে।

বসি' জল-সন্নিধানে, করে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে,

চিতচোরা সেই ন্যাসীবরে ॥

সূর্য্য-শত-সম জ্যোতি, উজ্জ্বল-কনক-কাঁতি,

পরিধানে অরুণ-বসন।"

উজ্জ্বল-কনক-কাঁতি

সূর্য্য-শত-সম জ্যোতি—উজ্জ্বল-কনক-কাঁতি

"পরিধানে অরুণ-বসন।

সুবলিত-দীর্ঘকায়, পুলক কদম্ব তায়,

ঢলঢল-কমল-নয়ন ॥

হেরিয়া সে ন্যাসীবরে, ধৈরয ধরিতে নারে,

মন-প্রাণ হৈল উচাটন।"

এ বটে কোনজন

রামরায় মনে গণে—এ বটে কোনজন

চিতচোরা এ কোনজন

গৌর বরণ হিরণ কিরণ—চিতচোরা এ কোনজন [মাতন]

"মন-প্রাণ হৈল উচাটন।

প্রাণপণে প্রাণ টানে, আসি' পড়ে শ্রীচরণে,

করিলেন আত্ম সমর্পণ ॥"

কে হে তুমি প্রাণের প্রাণ

কৈল আত্ম সমর্পণ—কে হে তুমি প্রাণের প্রাণ

"করিলেন আত্ম সমর্পণ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ বলি', আলিঙ্গিতে কুতুহলী,

ন্যাসী পুছে তুমি রামানন্দ।"

তুমি কি রামানন্দরায়

সার্ব্বভৌম ব'লেছে আমায়—তুমি কি রামানন্দরায়

"ন্যাসী পুছে তুমি রামানন্দ।
তেঁহ কহে সেই হও, চরণে শরণ চাও,
তব দাসাধম শূদ্র মন্দ॥"

তুমি এলে,—এই দাসাধমে দর্শন দিতে

এই গোদাবরী-তীরে—তুমি এলে,—এই দাসাধমে দর্শন দিতে

"তব দাসাধম শূদ্র মন্দ॥
ন্যাসীমণি তা শুনিয়া, দুই-বাহু পসারিয়া,
রামানন্দে হৃদয়ে ধরিলা।"

বাহু পসারি' কৈলা কোলে

আইস রামানন্দ ব'লে—বাহু পসারি' কৈলা কোলে

"রামানন্দে হৃদয়ে ধরিলা।
সহজ-প্রেম উদ্দীপনে, প্রভু ভৃত্য দুইজনে,
দোঁহে,—অচেতন ভূমিতে পড়িলা॥"

এই শ্রীরাধিকা বিশাখিকা

"সহজ-প্রেম উদ্দীপনে, প্রভু ভৃত্য দুইজনে,
দোঁহে,—অচেতন ভূমিতে পড়িলা॥"

ভাগ্যবতী,—গোদাবরী-তীরভূমি

আমার মনে এই ত' লয়

ব্রজভূমি হ'তেও ভাগ্যবতী

হৃদে কি ধ'রেছে কখন

বুকে কি ধ'রেছে কখন

একাসনে রাই-কানু-মিলন—বুকে কি ধ'রেছে কখন [মাতন]

(শ্রীপাদের এই এই এই এই শব্দ)

তাই বলি ভাগ্যবতী

ব্রজভূমি হ'তেও গোদাবরী-তীর—তাই বলি ভাগ্যবতী

"অচেতন ভূমিতে পড়িলা ॥
কম্প-অশ্রু-পুলক-গায়, দোঁহে ভূমে গড়ি যায়,"

গোদাবরী-তীরের সৌভাগ্য বাড়ায়
রামরায় জড়িত গোরারায়—গোদাবরী-তীরের সৌভাগ্য বাড়ায় [মাতন]

"বিস্ময় মানে সবজনে।"

সবাই বলে এ'রা কা'রা
দোঁহে,—জড়াজড়ি মাতোয়ারা—সবাই বলে এ'রা কা'রা

গোরা,—"রসপ্রেমসিন্ধু-জলে, রায় তরঙ্গিণী মিলে,
কল্লোলে ভাসিল ত্রিভুবনে ॥"

উপজিল প্রেম-তরঙ্গ
গোরা রামরায় মিলনে—উপজিল প্রেম-তরঙ্গ

"কল্লোলে ভাসিল ত্রিভুবনে ॥
গোদাবরী-নদীতীরে, সেই রাত্রে বিপ্রঘরে,
নিরজনে মিলন দোঁহার।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা, রায় বক্তা প্রভু শ্রোতা,
বয়ে যায় প্রেমের পাথার ॥
প্রেমসিন্ধু গোরারায়, রায় মেঘ বরিষয়,
সিন্ধু তাহে রত্ন-আলয় হইল।
পহিলহি-পদ শুনি, আবেশেতে ন্যাসীমণি,
রামরায়ের মুখ আচ্ছাদিল ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সমাপণ, করজোড়ে নিবেদন,
করে রায় গৌরাঙ্গ-চরণে।
যে তত্ত্ব স্ফুরালে মোরে, ব্রহ্মাদিরও অগোচরে,
আমি কভু না জানি স্বপনে ॥"

আপনি করাইলা স্ফুরণে
আপন-সুখ-কারণে—আপনি করাইলা স্ফুরণে

"আমি কভু না জানি স্বপনে ॥
কলিতে সন্ন্যাসীবেশে, মোরে দেখা দিলে এসে,
এবে হেরি শ্যাম-গোপরূপ।

স্বর্ণ-পঞ্চালিকা-ঢাকা, মুরলীবদন বাঁকা,
এ কি তব লীলা অপরূপ ॥
প্রভু কহে তাহা শুনি, তুমি ভক্ত-চূড়ামণি,
তোমার,—সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-দরশন।"

কৃষ্ণ দেখে সর্ব্বভূতে

আপন-ভক্তি-স্বভাবেতে—কৃষ্ণ দেখে সর্ব্বভূতে
"সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-দরশন।
রায় কহে গৌরহরি, ছাড় তুমি ভারিভুরি,
নিজরূপ না কর গোপন ॥"

ছাড় সন্ন্যাসের ভারিভুরি
সকলই ত' জেনেছি

তোমার যত ভারিভুরি—সকলই ত' জেনেছি
"নিজরূপ না কর গোপন ॥
তবে প্রভু মৃদু হাসি', গূঢ়রূপ পরকাশি,
প্রিয়-রামানন্দে দেখাইলা।
রসরাজ মহাভাব, দুই তনু অভিনব,
স্বরূপ-রহস্য প্রকাশিলা ॥
বিবর্ত্তে বিবর্ত্ত রঙ্গ, তাহাতে বিলাসরঙ্গ,
হেরি' রায় মূরছিত ভেল।"

দেখায় গোরা রসভূপ

রামরায়ে নিজরূপ—দেখায় গোরা রসভূপ
"হেরি রায় মূরছিত ভেল।
পরশে চৈতন্য দিয়া, রামরায়ে উঠাইয়া,
মহানন্দ-সিন্ধু উথলিল ॥
আজ্ঞা দিয়া আনি তারে, নীলাচলে চোরাঘরে,
অন্তরঙ্গ-রস আস্বাদনে॥"

জাগিয়া রজনী পোহায়

গম্ভীরা-ভিতরে গোরারায়—জাগিয়া রজনী পোহায়
রামরায়ের কণ্ঠ ধরি'—জাগিয়া রজনী পোহায় [মাতন]

(শ্রীপাদের ভীষণ কম্পন ও চীৎকার শব্দ)

"অন্তরঙ্গ-রস আস্বাদনে।

প্রেম-বৈচিত্র্য-লীলা,"

নীলাচলে গম্ভীরাঘরে—প্রেম-বৈচিত্র্য-লীলা

অপরূপ রহস্য ভাই রে

সেই ত' মধুর-নদীয়া

ব্রজের নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

যেখানে গৌর-স্বরূপ প্রকট—ব্রজের নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

সেই ত' মধুর-নদীয়া

তার আবার নিভৃত-উদ্যান

যার নীলাচল নাম—তার আবার নিভৃত-উদ্যান

সে উদ্যানে ঘর চোরা

সেই ত' নিভৃত-গম্ভীরা—সে উদ্যানে ঘর চোরা [মাতন]

"প্রেম-বৈচিত্র্য-লীলা, মিলনে মিলা অমিলা,

ভাবোচ্ছাসে নিশি-জাগরণে ॥"

নিভৃত-গম্ভীরা-ঘরে

কিশোরী-আবেশে গোরারায়—নিভৃত-গম্ভীরা-ঘরে

"বলে সখী ও বিশাখা, কোথা সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা,

এনে দেখা নহে প্রাণ যায়।"

এনে দেখা ও বিশাখা

কোথা সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা—এনে দেখা ও বিশাখা [মাতন]

"এনে দেখা নহে প্রাণ যায়।

রায় কহে বিনোদিনী, কেন হইলে উন্মাদিনী,

ঐ বাজে মধুর বাঁশরী।

ধৈরয ধরহ রাই, চল বৃন্দাবনে যাই,

মিলাইব শ্যাম-বংশীধারী ॥

আবেশেতে গৌরহরি, রায়-স্বরূপের করে ধরি',

বলে,—চল সখী বিলম্ব না সয়।

চল ত্বরা বৃন্দাবনে, পরাণ-বঁধুয়া বিনে,
দেহে মোর প্রাণ নাহি রয় ॥"

চল চল ও বিশাখা

চল চল ও ললিতা বিশাখা

কোথা আছে প্রাণসখা—চল চল ও ললিতা বিশাখা [মাতন]

"দেহে মোর প্রাণ নাহি রয় ॥
তখন,—রায়-স্বরূপ-সহচরী, ল'য়ে গোরা-রাসেশ্বরী,
টোটা,—গোপীনাথ-সমীপেতে যায়।
হেরি' গোরা গোপীনাথ, মানে পাইনু প্রাণনাথ,
ভাবোল্লাসে বামেতে দাঁড়ায় ॥
ভাবনিধি গৌরহরি, রায় ভাব-পুষ্টিকারী,
ভাব বুঝি' করয়ে সেবন।"

ভাব করে ভাবের সেবা

আর সেবা জানে কেবা—ভাব করে ভাবের সেবা [মাতন]

"ভাব বুঝি' করয়ে সেবন।
আপন-নাটক-গীতি, শুনায় সতত নিতি,
সুখে গোরা করে আস্বাদন ॥
গৌরাঙ্গ পরাণ-বন্ধু, রামরায় গুণসিন্ধু,
একবিন্দু জগত ডুবায়।"

সেই ত' রায় রামানন্দ

"অর্জ্জুন অর্জ্জুনা যায়, করি নিত্য সমাশ্রয়,
গৌর-লীলামৃত আস্বাদয়।

গৌর-লীলামৃত আস্বাদ ক'রে

রামরায় আশ্রয় ক'রে—গৌর-লীলামৃত আস্বাদ করে

রামরায় আশ্রয় ক'রে

অর্জ্জুন অর্জ্জুনা-গোপী—রামরায় আশ্রয় ক'রে

"গৌর-লীলামৃত আস্বাদয় ॥
প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের দ্বারে, জানাইলা জগতেরে,
নিজ-রামানন্দের মহিমা।

রাজা প্রতাপরুদ্র-রায়, যার কৃপায় গৌর পায়,
তার গুণের কে পাইবে সীমা ॥
জয় রামানন্দ-রায়, কৃপা কর অমায়ায়,
একবিন্দু গৌরাঙ্গে মতি দিয়া।
গম্ভীরার গুপ্তধনে, ধনী কর নিজগুণে,
"কহে দীন দ্বিজ অভাগিয়া ॥"

কৃপা ক'রে আস্বাদ করাও

শ্রীগুরু-আনুগত্যে—কৃপা ক'রে আস্বাদ করাও
নিভৃত-গম্ভীরা-বিহার—কৃপা ক'রে আস্বাদ করাও [মাতন]

কোথা বা লুকালে

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ তোমরা—কোথা বা লুকালে

একে একে কোথা লুকালে

পরাণগৌরাঙ্গ ল'য়ে—একে একে কোথা লুকালে
এই,—কালকলির কবলে ফেলে—একে একে কোথা লুকালে

দাঁড়াইবার স্থান নাই গো

আর জুড়াবার—দাঁড়াইবার স্থান নাই গো

জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো

প্রাণ-গৌরকথা শু'নে প্রাণ—জুড়াইবার ঠাঁই নাই গো

দুঃখের কথা কারে বা ব'লব

অতঃপর মহাজনী-আক্ষেপ-কীর্ত্তন—
"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর,"—ইত্যাদি,

....

....

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥
গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

—o—

শ্রীশ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহারাজের
সূচক-কীর্ত্তন

(ভাদ্র-শুক্লাচতুর্থী তিথি)

——০——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

——০——

গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ বিশেষ—

"প্রেমসিন্ধু গোরারায়," ....

....

....

"লীলারস সংকীর্ত্তন."

....

....

সে পরিণতি ভোগ করে

মহারাস-বিলাসের পরিণতি ভোগ করে

....

....

....

পরিণতি ভোগ করে

নিগূঢ়-গম্ভীরা-লীলার—পরিণতি ভোগ করে

শ্রীরামরায় দেখে,—আবির্ভাব এক নব-মূরতি

অভিন্ন-স্বরূপে—আবির্ভাব এক নব-মূরতি

দেখে,—রাই কানু একাকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি

পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব

গৌর-স্বরূপে ভোগীর স্বভাব

নিতাই-স্বরূপে ভোগ দেওয়া স্বভাব—গৌর-স্বরূপে ভোগীর স্বভাব

গৌর-স্বরূপে নেওয়া স্বভাব
নিতাই-স্বরূপে দেওয়া স্বভাব
সে যে আমার নিতাই মূরতি
অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—সে যে আমার নিতাই-মূরতি
দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে দেখে অপরূপ
দুই-মূরতি জড়াজড়ি—দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে দেখে অপরূপ [মাতন]
অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ
বিলাস বিবর্ত্ত বিলাস-রঙ্গ—অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ
রামরায় মূরছিত
সেই মিলন-রঙ্গ দে'খে—রামরায় মূরছিত
দুই দেখে একরূপ
মহাভাব আর রসরাজ—দুই দেখে একরূপ
শ্বেতচাঁপা কনকচাঁপা—দুই দেখে একরূপ
দুই-মূরতি মিলিত
দুই-মূরতি মিলিত
দুই তো যুগল বটে
গৌর যুগল নিতাই যুগল—দুই তো যুগল বটে
এক বিষয় আর আশ্রয়—দুই তো যুগল বটে
একের নিরন্তর ভোগ-লালসা
গৌর-স্বরূপে রাধাকৃষ্ণের—একের নিরন্তর ভোগ-লালসা
নিরন্তর পূরার আশা
নিতাই-স্বরূপে রাধাকৃষ্ণ—নিরন্তর পূরায় আশা
তাই তো হয় এই উক্তি
মহাজনের শ্রীমুখে—তাই তো হয় এই উক্তি
"পূরায় চৈতন্য-কাম আমার নিত্যানন্দ রাম ॥" [মাতন]
নিতাই চৈতন্য নাম
নিতাই আশ্রয় গৌর বিষয়—নিতাই চৈতন্য নাম
আহা,—"লীলারস সংকীর্ত্তন, বিকশিত পদ্মবন," পূর্ব্ববৎ—

—o—

শ্রীশ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহারাজের সূচক-কীর্ত্তন

(ভাদ্র শুক্লা চতুর্থী)

—o—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

—o—

"শান্তিপুর সীতানাথ, তথা কোটি দণ্ডবৎ,
রামহরি যথা জনমিলা।"

শ্রীশান্তিপুরে দণ্ডবৎ

শ্রীসীতানাথের বিহারভূমি—শ্রীশান্তিপুরে দণ্ডবৎ

প্রভু, —রামহরির জন্মভূমি—শ্রীশান্তিপুরে দণ্ডবৎ

"রামহরি যথা জনমিলা।
কৃষ্ণ-অনুরাগ-ভরে, গরগর-অন্তরে,
একদিন কৃষ্ণ দেখা পাইলা॥"

আমার প্রভু রামহরি

শ্রীকৃষ্ণ-দেখা পাইলা—আমার প্রভু রামহরি

"পুনঃ কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান, না হেরি বিদরে প্রাণ,"

দেখা দিয়া লুকালে কোথায়

প্রাণের কালমাণিক আমার—দেখা দিয়া লুকালে কোথায়

প্রভু আমার,—"অনুরাগে নবদ্বীপে ধায়।
সিদ্ধ-জগন্নাথদাস"

গৌর-নিষ্ঠার আদর্শ-স্বরূপ

"সিদ্ধ জগন্নাথ-দাস, মিলিয়া তাহার পাশ,
প্রাণের পিপাসা নিবেদয়॥

তেঁহ প্রেমভক্তি দিয়ে,"

আইস বলি' আলিঙ্গিয়ে

"তেঁহ প্রেমভক্তি দিয়ে, বৈরাগ্য-বেশ ধরায়ে,
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেন।
নরহরি-পরিবার, রাধিকা-বিলাস-ঠাকুর,
তাঁর কাছে দীক্ষিত করেন ॥"

গোরারসে ডুবাইতে

ঠাকুর-নরহরির আনুগত্যে—গোরারসে ডুবাইতে

"উভয়ের কৃপা পাইয়া, প্রেমে উনমত হইয়া,"

শ্রীরাধিকা-বিলাস-ঠাকুর

সিদ্ধ-জগন্নাথদাস—আর,—শ্রীরাধিকা-বিলাস-ঠাকুর

সিদ্ধ-জগন্নাথ-দাস

তাঁর,—আবেশেতে পরকাশ

মধুর-শ্রীখণ্ডপুরে—তাঁর,—আবেশেতে পরকাশ

শ্রীখণ্ড-গ্রামে বসতি দোঁহার

অধিকাংশ সময়—শ্রীখণ্ড-গ্রামে বসতি দোঁহার

সিদ্ধ-শ্রীচৈতন্যদাস

সিদ্ধ-শ্রীজগন্নাথদাস—আর,—সিদ্ধ-শ্রীচৈতন্যদাস

অনেক সময় শ্রীখণ্ডে বাস

একদিন দু'জনে ভাবাবেশে

পরস্পরের স্বরূপ প্রকাশ ক'রছেন—একদিন দু'জনে ভাবাবেশে

জগন্নাথদাস মহারাস ক'র্‌লে

ব'ল্‌ছেন সিদ্ধ-চৈতন্যদাস—জগন্নাথদাস মহারাস ক'র্‌লে

চিনি আমি তোমায় ভাল চিনি

আমার কাছে লুকান চ'ল্‌বে না

সিদ্ধ জগন্নাথদাস ব'ল্‌ছেন

ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি—সিদ্ধ জগন্নাথদাস ব'ল্‌ছেন

জানি আমি ভাল জানি

ঠাকুর-নরহরির আবেশ-অবতার—জানি আমি ভাল জানি

সিদ্ধ-চৈতন্যদাস ব'লছেন

আমিও তোমায় ভাল জানি

দাস-রঘুনাথের আবেশ তুমি—আমিও তোমায় ভাল জানি

"উভয়ের কৃপা পাইয়া,"

ঠাকুর-শ্রীরাধিকা-বিলাস সিদ্ধ-জগন্নাথদাস

"উভয়ের কৃপা পাইয়া, প্রেমে উনমত হইয়া,
গেলেন মধুর-বৃন্দাবনে।
হা গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি', প্রেমে কাঁদি' ফুলি ফুলি,"

দোঁহার কৃপা-বলে হ'য়ে বলী

হা গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি'

মধুর-ব্রজবনে বুলে—হা গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি'

আমার প্রভু রামহরি

আমার প্রভুর প্রভু রামহরি

"উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ফিরে বনে ॥
মত্ত-কুঞ্জর-সম, গতি অতি-মনোরম,"

গোরারস-পানে হ'য়ে বিভোর

আমার প্রভু রামহরি

আবেশে বলেন দাস-বিশ্বম্ভর

ভক্ত-কুঞ্জ-মনোরমে—আবেশে বলেন দাস-বিশ্বম্ভর

"মত্ত-কুঞ্জর-সম, গতি অতি মনোরম,
কভু হেসে রহে স্থিরমতি।"

যেন সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে

প্রভু-রামহরি দেখে—যেন সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে

প্রাণ-সর্ব্বস্ব-গৌরকিশোর—যেন সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে

তাই,—প্রভু-রামহরি বলে হেসে

দূরে কেন এস বুকে—তাই,—প্রভু-রামহরি বলে হেসে

"কভু হেসে রহে স্থিরমতি।
কভু বাহু পসারিয়ে, কি যেন ধরে হৃদয়ে,
কভু বা ঢলিয়া পড়ে ক্ষিতি ॥"

পেয়েছি আর ছা'ড়্ব না ব'লে

নরহরির চিতচোর-গৌর—পেয়েছি আর ছা'ড়্ব না ব'লে

প্রাণ-গৌরস্বরূপ তার সম্মুখে ফিরে

তাই,—বাহু পসারি' হৃদে ধরে—প্রাণ-গৌরস্বরূপ তার সম্মুখে ফিরে

নিরন্তর কৃষ্ণ স্ফূর্তি

তাই,—বাহু পসারিয়া ধরে—নিরন্তর কৃষ্ণ স্ফূর্তি
তাই,—বাহু পসারিয়া হৃদে ধরে—নিরন্তর কৃষ্ণ স্ফূর্তি

"কভু বা ঢলিয়া পড়ে ক্ষিতি ॥
একদা মাথুর-লীলা, শুনি শোক' উপজিলা,
যমুনায় ধায় মরিবারে।"

হা হা প্রাণনাথ বলি'

"যমুনায় ধায় মরিবারে।
প্রাণনাথ-বিরহে, হিয়া স্থির নাহি রহে,
ভাসি' যায় নয়নের ধারে ॥
গিয়ে যমুনার তীরে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে,"

এই যে ছিলে কোথা লুকালে

হা প্রাণ রাধারমণ—এই যে ছিলে কোথা লুকালে

"সম্বিত পাইয়া শির ভাঙ্গে।
কভু কয় মনোস্মধে, রাই জয় জয় রাধে রাধে,
কৃষ্ণ সম্মিলনে শ্রীগৌরাঙ্গে ॥"

নিকুঞ্জেতে এ কি রঙ্গ

আয় তোরা দে'খে যা গো—নিকুঞ্জেতে এ কি রঙ্গ
রাই কানু মিলে হ'ল গৌরাঙ্গ—নিকুঞ্জেতে এ কি রঙ্গ } [মাতন]

"ইহা কহি' গুরু মোর, গোরারসে হ'য়ে ভোর,"

আবেশে বলেন দাস-বিশ্বম্ভর

"ইহ কহি' গুরু মোর, গোরারসে হ'য়ে ভোর,
কটি দুলায়ে কহে গোরা।"

নদীয়া-নাগরী-আবেশে

আমার প্রভু রামহরি—নদীয়া-নাগরী আবেশে

নাগরী-ভাবেতে ভোরা

নরহরির আনুগত্যে—নাগরী-ভাবেতে ভোরা

আর কি আমরা শু'নৃতে পাব

প্রাণভরা 'গোর' বুলি—আর কি আমরা শু'নৃতে পাব

"কটি দুলায়ে কহে গোরা।
গোরা গোরা গোরা গোরা, সে রমণীর চিতচোরা,
সে ধরা পড়ে কাঁসারি পাড়া॥
মোর প্রভু রামহরি, গৌরপ্রেমে আগরী,
ভাবিনীর ভাবে তিঁহ ভোরা।"

সে ভাবিনী নদীয়া-নাগরী

"ভাবিনীর ভাবে তিঁহ ভোরা।
কি মধুর হসন,"

সদাই মুখ হাসি-মাখা

গৌর-অনুরাগে মাতা—সদাই মুখ হাসি-মাখা

যে দেখেছে সেই ত' জানে

গোরারূপে ভোরা-মূরতি—যে দেখেছে সেই ত' জানে

"কি মধুর হসন, কি মধুর ভাষণ,
যাঁর,—মধুর-ঈক্ষণে ভুলে গোরা॥"

গৌর-প্রেমে আগরী

আমার ঠাকুর-রামহরি—গৌর-প্রেমে আগরী

সদাই,—নদীয়া-নাগরী-ভাবে ভোরা

কার্ত্তনেতে হ'য়ে ভোরা—সদাই,—নদীয়া-নাগরী-ভাবে ভোরা

তাই,—এই গরব হৃদয়ে ভরা

আমার ঈক্ষণে ভুলে গোরা—তাই,—এই গরব হৃদয়ে ভরা

"মধুর-ঈক্ষণে ভুলে গোরা ॥
নয়নে নলিনীর আভা, পুলকে শ্রীঅঙ্গ-শোভা,
গৌর-প্রণয়-রসে গড়া ।"

গৌর-প্রণয়-রসে গড়া

আমার প্রভু রামহরি—গৌর-প্রণয়-রসে গড়া

প্রভু আমার,—"গৌর-প্রণয়-রসে গড়া ।
নবীন-রসিয়া গোরা, যার রসে সদা ভোরা,
সে ভাবের তরুণী মনোহরা ॥
নিকষিত 'গোরা' নাম, শ্রীবদনে অবিরাম,
স্থূলকণ্ঠী মধুর-চুলিত ।"

প্রভু রামহরি তোমার

শ্রীবদনে অবিরাম নাম

নিকষিত 'গোরা' নাম—শ্রীবদনে অবিরাম নাম

আর কি শু'নতে পাব না

অনুরাগে মাখা 'গোরা' নাম—আর কি শু'নতে পাব না

"প্রেমে মত্ত কুতুহলী,"

হ'য়ে গর গর মাতোয়ারা

বলিতে,—গোরা গোরা গোরা গোরা—হ'য়ে গর গর মাতোয়ারা

"প্রেমে মত্ত কুতুহলী, কত ভাব-কলা-কেলি,
শ্রীঅঙ্গে হইত বিকশিত ॥"

যে দেখেছে তার অনুভব আছে

কত ভাব-কলা-কেলি—যে দেখেছে তার অনুভব আছে

যে দেখেছে সেই ত' জানে

আমার প্রভু-রামহরি-দাসে—যে দেখেছে সেই ত' জানে

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

ভাব-কলা-কেলি-বলিত-মূরতি—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

ভাব-কলা-কেলি-রঙ্গ—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

"কভু বা বড়াই করি, বিলসই নরহরি,
কহিতে হে প্রভু রামহরি ।"

হইতে গৌর-প্রেমে মাতা

নরহরি-গৌর-বিলাস-কথায়—হইতে গৌর-প্রেমে মাতা

ভাবাবেশে কহিতে ফুকারি'

নরহরি-গৌরাঙ্গ-বিলাস হেরি'—ভাবাবেশে কহিতে ফুকারি'
বিলসই নরহরি—ভাবাবেশে কহিতে ফুকারি'

বিলসই নরহরি

রসিয়া-গৌরাঙ্গ পাই'—বিলসই নরহরি

"শিবানন্দ জগদানন্দ, বাসু বসু রামানন্দ,
এই সব প্রেমের নাগরী ॥
মুকুন্দ শ্রীনরহরি, রঘুনন্দন মুরারী,
মোর চিরঞ্জীব সুলোচন।
সবে মেলি' কুতূহলী, করে গোরা রসকেলি,
কহিতে গো এ-সব-বচন ॥"

নাগরী-ভাবে ভোরা রামহরি

নরহরি-গৌরাঙ্গ-বিলাস হেরি'—নাগরী-ভাবে ভোরা রামহরি

"কহিতে গো এ-সব-বচন ॥
দাস-শ্রীচৈতন্য সিদ্ধ, নাগরী-ভাবে বিশুদ্ধ,
তা হইতে ঐ স্রোত প্রচলন।"

দাস-শ্রীচৈতন্য সিদ্ধ

ঠাকুর-নরহরির আবেশ-মূরতি—দাস-শ্রীচৈতন্য সিদ্ধ

যিনি আবেশে ক'র্‌তেন বসতি

শ্রীখণ্ডে নাগরী-সংহতি—যিনি আবেশে ক'র্‌তেন বসতি

নিশিদিশি গোঙাতেন

শ্রীখণ্ড-নাগরী-সঙ্গে—নিশিদিশি গোঙাতেন
গৌরাঙ্গ-বিলাস-কথা-রঙ্গে—নিশিদিশি গোঙাতেন

"তা হইতে এই স্রোত প্রচলন।"

আগে কেউ ত' জা'ন্‌ত না

এই রস-রহস্য—আগে কেউ ত' জা'ন্‌ত না

শ্রীচৈতন্য-দাস-হ'তে প্রকাশ হ'ল—আগে কেউ ত' জা'ন্‌ত না

"তা হইতে এই-স্রোত প্রচলন।
কহিতে এ-সব-রঙ্গ, গোরা-রস-তরঙ্গ,
হৃদয়ে হইত উদ্দীপন॥
হা নিতাই হা নিতাই বলি,"

প্রধানা-নাগরী বলি'

গোরা-রস-নাগরের—প্রধানা-নাগরী বলি'

ভাবাবেশে ব'লতে তুমি

নিতাই-রমণ-গোরা—ভাবাবেশে ব'লতে তুমি

"হা নিতাই হা নিতাই বলি', কভু কাঁদি' ফুলি ফুলি,
নিজ-বুকে মারিতে চাপড়।
নিতাই বলি' উচ্চৈঃস্বরে, নাচিতে গো দর্পভরে,
প্রেম হেরে সকলে ফাঁপর॥
পরিধেয় বহির্ব্বাস, না হইত তল্লাস,
খসিয়া পড়িত প্রেমাবেশে।"

নিতাই-রহস্য ব'লবার-কালে

দেহ-স্মৃতি থা'ক্‌ত না তোমার—নিতাই-রহস্য ব'লবার-কালে

নিতাই ব'লে না'চ্‌তে না'চ্‌তে

কটির বসন প'ড়্‌ত খ'সে—নিতাই ব'লে না'চ্‌তে না'চ্‌তে

বহির্ব্বাস প'ড়্‌ত খুলে

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস ব'লতে—বহির্ব্বাস প'ড়্‌ত খুলে

"খসিয়া পড়িত প্রেমাবেশে।"

আর কি দে'খ্‌তে পাব হে

সেই গৌর-প্রেমে বিহ্বল-মূরতি—আর কি দে'খ্‌তে পাব হে

ভাবাবেশে ব'লতে তুমি

কত-গুণের ঠাকুর-রামহরি—ভাবাবেশে ব'লতে তুমি

ও,—নিতাই মোর সরবস, তুমি বাড়াও গোরারস,
গৌরসুখী কর সর্ব্বরসে॥"

আর কেউ নাই প্রভু

তুমি বিনে সুখ দিতে—আর কেউ নাই প্রভু

আর কেবা আছে জগতে

প্রাণের নিতাই তোমা বিনে—আর কেবা আছে জগতে

গোরা-রসরাজে সুখ দিতে—আর কেবা আছে জগতে

ও,—"নিতাই মোর সরবস, তুমি বাড়াও গোরারস,
গৌর-সুখী কর সর্ব্বরসে ॥"

তুমি যে রসের খনি

রসের গোরা যখন যে রস চায়

রসের গোরা তখন সে রস পায়

রসের গোরা যখন যে রস চায়

রসের গোরা যখন যে-রস বাসনা করে

তুমি,—সেই-রস তখন যোগাও তারে—রসের গোরা যখন যে-রস বাসনা করে

নিতাই,—তুমি'ত সকল-রসের খনি

সুখী করিতে গোরা-গুণমণি—নিতাই,—তুমি' ত সকল-রসের খনি

"গৌর সুখী কর সর্ব্ব-রসে ॥"

পূরাও তুমি গৌরাঙ্গ-কাম

গৌরের,—অভিলষিত-আশ্রয়-ধাম—পূরাও তুমি গৌরাঙ্গ-কাম

ব'ল্‌তে,—কক্ষে কক্ষতালি দিয়ে

ঠাকুর-রামহরি গরব ক'রে—ব'ল্‌তে—কক্ষে কক্ষতালি দিয়ে

বিহরে গোরা নিতাই-সঙ্গে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—বিহরে গোরা নিতাই-সঙ্গে [মাতন]

নিত্যানন্দে রমে গোরা

চৌদ্দমাদল বাজাইয়ে—নিত্যানন্দে রমে গোরা [মাতন]

"গৌর-সুখী কর সর্ব্ব-রসে ॥
গৌরাঙ্গ-বিলাস-ভূমি, প্রভু নিত্যানন্দ তুমি,
অশেষ-বিশেষে সুখ দাও।"

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাস-ভূমি

নিতাই তোমার তনুখানি—শ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাস-ভূমি

"অশেষ-বিশেষে সুখ দাও।"

তখন,—সেই রস তাঁরে যোগাও

গোরা-যখন যে-রস চায়—তখন,—সেই রস তাঁরে যোগাও

আর কিছু পেতে বাকী থাকে না

নিতাই তোমায় হিয়ায় ধ'র্‌লে—আর কিছু পেতে বাকী থাকে না

"কে বুঝিবে তুঁয়া তত্ত্ব, বেদে নাহি পায় অন্ত,
কইতে নিতাই সবার প্রাণ হও ॥"

গৌরের নাই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

হা নিতাই তোমা বিনে—গৌরের নাই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

"কইতে নিতাই সবার প্রাণ হও ॥
ব'ল্‌তে কভু সীতানাথ, তুমি হে অনাথের নাথ,
নিতাই-গৌর আনিলা জগতে।"

নৈলে, কেবা পেত রে

সীতানাথ,—তোমার কৃপা না হ'লে—নৈলে, কেবা পেত রে

"ধন্য ধন্য সীতানাথ, তোমার নিজ-প্রাণনাথ,
কুণ্ঠিত না হও কা'রে দিতে ॥"

তুমি,—বলাইলে জগতে

সীতানাথ তোমার প্রাণনাথে—তুমি, বলাইলে জগতে

"ধন্য জীবের ভাগ্যোদয়, গৌর-প্রাণনাথ পায়,
সীতানাথ তব করুণায়।"

গৌর-প্রাণনাথ পায়

সীতানাথ তোমার করুণায়—গৌর-প্রাণনাথ পায়

"কইতে কভু গদাধর, তুয়া প্রেম চমৎকার,
যাতে বশীকৃত গোরারায় ॥
গদাধর তুমি সত্য, প্রকৃতি প্রধান-ভূত,
কায়ব্যূহ নদীয়া-নাগরী।

তুমি সকলের কুল, তব কায়ব্যূহ মূল,
তোমার,—প্রেমের রমণী নরহরি ॥
যাঁহার চপল-দিঠে, মধুরিম-বাণী মিঠে,
গোরাশশী-শ্রুতিযুগ-হারী।
হেন নরহরি-সনে, বিলসই রাত্রিদিনে,
রমণী-রমণ গৌরহরি ॥
কখনও বা হা শ্রীবাস, পূরাহ আমার আশ,
দেখাও তব অঙ্গনের নাটুয়া।
প্রিয়-পরিকর-সনে, রস-গীতি-আলাপনে,
নাচিবেক গোরা-বিনোদিয়া ॥
ঘুচিবে মায়ার নাট, দেখিয়ে প্রেমের হাট,
দেখায় মোরে করিয়ে করুণা।
গৌর-ভক্তবৃন্দ-প্রতি, কভু স-বিনয়-উক্তি,
দেহ মোরে পদধূলি-কণা ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ, কোথা শ্রীপ্রবোধানন্দ,
গোরারস-সিদ্ধান্তের খনি।
কোথা মোর হরিদাস, গৌর তব প্রেমে বশ,
প্রাপ্তিকালে হৃ'দে ধর জানি ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
কোথা মোর শ্রীজীব জীবন।
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র, নরোত্তম শ্যামানন্দ,
কোথা সব প্রেম-নিকেতন ॥
কোথা মাধব মুকুন্দ, বাসু ঘোষ শ্রীগোবিন্দ
গৌর-গুণ করাহ শ্রবণ।
নদীয়া-নাগরী-রস, বিস্তারিলা কি-সরস,
কোথা সেই ঠাকুর লোচন ॥

——*——

কহিতে এ-সব-কথা প্রেমেতে অথির।
সাত্ত্বিক-ব্যাপিত-তনু ঝরিত আঁখিনীর॥
গোরা-রস-তত্ত্ব-কথা কইতে কভু সুখে।
না শুনিয়ে সেই কথা রহি মন-দুঃখে॥
গোরা-রস-সিন্ধু-মাঝে নিতাই-তরঙ্গ।
নরহরি বিলসই সে রহস্য-রঙ্গ॥
রসরাজ-মহাভাব গৌরাঙ্গ-স্বরূপ।
তাঁর শক্তি গদাধর ভাব-অনুরূপ।
সিদ্ধ-জগন্নাথদাসের গণে নেহারিয়া।"

প্রেম-হুঙ্কার করিতে

সিদ্ধ জগন্নাথের গণ হে'রে—প্রেম-হুঙ্কার করিতে

মালসাট্ মারি' ব'ল্‌তে

চারি ধামে উড়েছে

সিদ্ধ—জগন্নাথের জয়-পতাকা—চারিধামে উড়েছে

"সিদ্ধ-জগন্নাথ-দাসের গণে নেহারিয়া।
গৌর-কথা শুনাইতে পাশে বসাইয়া॥"

ভাবাবেশে ক'র্‌তে কোলে

আমার জগন্নাথের গণ ব'লে—ভাবাবেশে ক'র্‌তে কোলে

আর কি কোলে ক'র্‌বে না

তেম্‌নি ক'রে আয় ভাই ব'লে—আর কি কোলে ক'র্‌বে না

আর কি শুনাবে না

নিগূঢ়-গৌর-লীলাকথা—আর কি শুনাবে না

"রসময়-অক্ষর সব দিতে গো শিখাইয়ে।
কভু কোলে করিতে গো প্রেমাকুল হ'য়ে॥
কীর্ত্তনের কালে যেই দিতে গো অক্ষর।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ অন্তর॥
মর্ম্মভেদী-বাক্য শুনি' ঢুলিয়া পড়িত।
হাহাকার-রবে আঁখি-নীরেতে ভাসিত॥

সবারে মধুর-ভাষে তুষিতে পিরীতে।
সবার হিয়া দরবিত তোমার প্রেমেতে ॥
অপ্রকট-কালে যাহা কহিলে গো বাণী।
সে কথা সঙরি কার না বিদরে পরাণী ॥
শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে নাচে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে সুশোভিত প্রিয়-পরিকর ॥
সবে গৌর-বিলাসিনীর ভাবেতে ভরিয়া।
গোরামুখ হেরি, নাচে রসেতে মাতিয়া ॥
এ-কথা কহিতে তুমি হইলে অদর্শন।
স্ব-স্বরূপে সেই রাসে হ'লে নিমগণ ॥
পাষাণ হইতে পাষাণ মোর এই হিয়া।
হায় রে কঠিন প্রাণ না যায় ফাটিয়া ॥
পুনঃ কি দেখিতে পাব সে মধুর-মূরতি।
পুনঃ কি শুনিতে পাব সিদ্ধান্ত-যুকতি ॥
আর কে শুনাবে মধুর-গোরা-রস-লীলা।
ভাগ্য-দোষে সে প্রেমার হাট ভাঙ্গি' গেলা ॥
কথায় যে মাধুরী লহু লহু ভাষ।
কত না মধুর সে রসের উল্লাস ॥
খে'তে খে'তে মধুর-ভাষে আয় আয় ব'লে।
অধরামৃত হাতে আর কে দিবে তুলে ॥
স্নেহের নাহিক সীমা প্রেমের মূরতি।
প্রসাদ-পাইবার-কালে বালকের রীতি ॥
প্রসাদ তুলিতে মুখে অর্দ্ধেক পড়িত।
সর্ব্বাঙ্গ হইত তব প্রসাদে ভূষিত ॥
সকলে দেখিয়া তাহা প্রেমেতে ভাসিত।
অনুভব নহে সেই প্রেমের কি রীত ॥
তোমার বিরহ-বিষে জারে তনু-মনে।
তব কথামৃত বিনে জুড়াব কেমনে ॥
চির-সন্তাপিতের শান্তি কোথা আর নাই।
শান্তির আলয় তুমি কোথা তোমা পাই ॥

অন্ন-জল তেয়াগিলে মৃত্যু নাহি হয়।
তব কৃপা বিনু মোর নাহিক উপায় ॥

গুহ্যাতিগুহ্য-কথা কে শুনাবে আর।
তোমার অভাবে এবে হেরি অন্ধকার ॥

গোরারসে ডগমগি অথির আশ্রয়।
সেই প্রেমে নাচাইতে আমা সবাকায় ॥
জীয়ন্তে মরিয়া আছি, শুষ্ক-কাষ্ঠ-প্রায়।
তোমা-মায়া সব পদদলিত করয় ॥
এ-দুঃখ সহিতে পারি যদি পুনঃ পাই।
এ-মহা-যন্ত্রণা হইতে তা' হ'লে এড়াই ॥
হাহা গুরু রামহরি তুমি প্রাণধন।
নিতাই গৌর সীতানাথ তোমার জীবন ॥
হাহা প্রভু রামহরি তুমি মোর ধরম।
গদাধর-গৌর-বিলাস তোমার মরম॥
হাহা মোর রামহরি দীনের জীবন।
নরহরি-গৌর তোমার হয় প্রাণধন ॥
নরহরি হয় তোমার প্রেমের রমণী।
গৌরবিলাস-রসে সে যে উন্মাদিনী॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-তরঙ্গিণী হইয়া আপনি।
সেবিছ প্রাণের যুগল গোরা-উন্মাদিনী ॥
গৌরগরবিণীগণ-সঙ্গে আছ সুখে।
করুণা করিয়া লহ মুঞি আছি দুঃখে ॥
গোরারস-রঙ্গিণীদের সঙ্গেতে রহিয়ে।
গোরারস-আস্বাদনে আছ গো মাতিয়ে ॥
গৌর-ভাবিনী-গণ-সঙ্গে কর বাস।
সে স্বরূপ ধরাইয়ে লহ নিজ-পাশ ॥
চির-সন্তাপিত হিয়া তবে সে জুড়ায়।
কহে এই দীনহীন লহ দয়াময় ॥"

প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্ছে

প্রভু-রামহরির গুণ সঙরি'—প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্ছে

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

কুসুম-সরোবরে নির্জ্জন-বনে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
গৌরভক্ত-অন্তরঙ্গ-সঙ্গে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
মাধব-হরিচরণ-সনে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
প্রাণ-রাধারমণ-সনে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

আর কি শু'ন্‌তে পাব না

চৈতন্য-মঙ্গল-গান—আর কি শু'ন্‌তে পাব না
রসকেলি-বিলাস-রঙ্গ—আর কি শু'ন্‌তে পাব না

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

গৌর-সনে মিলন-রঙ্গ—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
গৌরাঙ্গ-সম্ভোগ-রঙ্গ—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

হা প্রভু রামহরি—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
বিনোদ-কুঞ্জে নিভৃতঘরে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
'বিনোদকুঞ্জে নিভৃতঘরে'—
শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে—বিনোদকুঞ্জে নিভৃতঘরে

চারিদিকে ব'সেছেন ঘিরে

নিগূঢ়-কথা-প্রসঙ্গে—চারিদিকে ব'সেছেন ঘিরে

করিছেন,—নিকুঞ্জ-কথা-রস-প্রসঙ্গ
ব'সেছেন সব ক্ষীরখণ্ড

হ'তেছে ইষ্ট-গোষ্ঠী-প্রসঙ্গ—ব'সেছেন সব ক্ষীরখণ্ড

যত অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ

হরিচরণ, মাধব, রাধারমণ—যত অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ

নিকুঞ্জ-কথা-রস-প্রসঙ্গে
প্রকাশ হ'য়েছে গৌর-কথা

নিকুঞ্জ-কথা-রস-প্রসঙ্গে—প্রকাশ হ'য়েছে গৌর-কথা

আবেশেতে ক'র্‌ছেন গান

প্রভু শ্রীরঘুনন্দন—আবেশেতে ক'র্‌ছেন গান

হঠাৎ আমরা শু'ন্‌তে পেলাম

বিনোদকুঞ্জ-সম্মুখে—হঠাৎ আমরা শুন্‌তে পেলাম

ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে গেলাম

ভিতরে কাহারো যাবার নয়

ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গে—ভিতরে কাহারো যাবার নয়

পড়িলাম তোমার কৃপাদিঠে

আয় ভাই আয় ব'লে—পড়িলাম তোমার কৃপাদিঠে

মনে বড় ভয় পেলাম

কেমন ক'রে যাব আমি

ঐ অন্তরঙ্গ-সঙ্গে—কেমন ক'রে যাব আমি

আমার যাবার অধিকার নাই—কেমন ক'রে যাব আমি

অম্‌নি তখন করিলেন ইঙ্গিত

প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ—অম্‌নি তখন করিলেন ইঙ্গিত

ছুটে গেলাম তোমার কোলে

বাহু পসারিয়ে কোলে ক'র্‌লে

আয় ভাই আয় ব'লে—বাহু পসারিয়ে কোলে ক'র্‌লে

কি জানি কি কীর্ত্তন করা'লে

তখন,—জানি নাই শুনি নাই কীর্ত্তন-রহস্য—কি জানি কি কীর্ত্তন করা'লে

কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়ে—কি জানি কি কীর্ত্তন করা'লে

'কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়ে'—

পিঠে এক চাপড় দিয়ে—কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়ে

আয় ভাই আয় ব'লে—কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়ে

কি জানি কি কীর্ত্তন করা'লে

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

সেই প্রমোন্মত্ত-মুরতিতে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

শ্রীহরিচরণ-মাধব-সনে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
প্রাণ-রাধারমণ-সনে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
প্রভু-রঘুনন্দন-সঙ্গে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
গুরুগৌর-গোষ্ঠী-সঙ্গে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
গৌরকথা-প্রসঙ্গে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

আর কি ডেকে নিবে না

আয় ভাই আয় ব'লে—আর কি ডেকে নিবে না
'আয় ভাই আয় ব'লে'—
শ্রীরাধারমণ-সঙ্গে—আয় ভাই আয় ব'লে

আর কি ডেকে নিবে না
আর কি কীর্ত্তন করাবে না

ডেকে নিয়ে কোলে ক'রে—আর কি কীর্ত্তন করাবে না
বল্ ভাই বল্ ব'লে—আর কি কীর্ত্তন করাবে না
'বল্ ভাই বল্ ব'লে'—
পিঠেতে চাপড় দিয়ে—বল্ ভাই বল্ ব'লে

আর কি কীর্ত্তন করাবে না

নিজে মনোবৃত্তি সঞ্চারিয়ে—আর কি কীর্ত্তন করাবে না
গৌরাঙ্গ-রহস্য-কথা—আর কি কীর্ত্তন করাবে না
'গৌরাঙ্গ-রহস্য-কথা'—
নিকুঞ্জ-রাসরসের পরিণতি—গৌরাঙ্গ-রহস্য-কথা

আর কি কীর্ত্তন করাবে না

হা প্রভু রামহরি—আর কি কীর্ত্তন করাবে না

আর কি দে'খ্‌তে পাব না
দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উ'ঠ্‌লে

গৌর-কথা কইতে কইতে—দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উ'ঠ্‌লে

ভাই রে,—যার গুণে ঝুরি ঝুরি
ভাই রে,—যার গুণে ঝুরি ঝুরি
ভাই রে,—যার গুণে ঝুরি ঝুরি

ভাই রে,—"যার গুণে ঝুরি ঝুরি শ্রীরূপ সনাতন রে।
সকল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন রে॥
ভাই রে,—যার গুণে ঝুরি ঝুরি শ্রীরঘুনাথ-দাস রে।
ইন্দ্র-সম-রাজ্য ছাড়ি রাধাকুণ্ডে বাস রে॥"

তরুতলে কৈলা বাস

অতুল-ঐশ্বর্য্য বাম-পদে ঠেলে—তরুতলে কৈলা বাস

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

এই-রাধাকুণ্ড-তীরে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
কৃষ্ণদাস-কবিরাজের গলা ধরি'—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

বলে,—বল বল কবিরাজ
আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব
সোণার গৌরাঙ্গ-প্রভু—আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব [মাতন]
বলে,—এই দেখ কবিরাজ
গুঞ্জা-গিরিধারী দেখায়ে বলে—বলে,—এই দেখ কবিরাজ
এই আমার,—প্রভুর গলার গুঞ্জামালা
এই শিলা প্রভুর বক্ষে ছিলা—এই আমার,—প্রভুর গলার গুঞ্জামালা [মাতন]
কৃপা করি' প্রভু দিয়াছিলা
এই তোমার যুগল-সেবা

বলে,—ধর ধর রঘুনাথ—এই তোমার যুগল-সেবা
গুঞ্জা রাধা গিরিধারী কৃষ্ণ—এই তোমার যুগল-সেবা [মাতন]
এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে
গুঞ্জা-গিরিধারী বুকে ধ'রে
বাহু পসারি' জড়ায়ে ধরে
ভাবাবেশে বলে রে
বলে,—আর ছেড়ে দিব না
পেয়েছি তোমায় চিতচোর—বলে,—আর ছেড়ে দিব না [মাতন]

গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

গুঞ্জা গিরিধারী বুকে ধ'রে—গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে

সেই ত' গুণের রঘুনাথ

এই ত' সেই কুণ্ডতীর

কোথায় আছ রঘুনাথ

দাস-গোসাঞি কোথায় তুমি

এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর—দাস-গোসাঞি কোথায় তুমি [মাতন]

এই কথা শু'নে তুমি

হা প্রভু রামহরি—এই কথা শু'নে তুমি

পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বে তুমি

কুণ্ডতীরে কোথা রঘুনাথ ব'লে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বে তুমি
কীর্ত্তন শু'নে ব্যাকুল হয়ে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বে তুমি [মাতন]
মুখে বলি' এই বুলি—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বে তুমি

এই সেই রাধাকুণ্ড-তীর

কোথা আছ রঘুনাথ—এই সেই রাধাকুণ্ড-তীর [মাতন]

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

সেই,—প্রেমোন্মত্ত-মূরতিখানি—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

ফিরায়ে আ'ন্‌লে তোমায়

বৈষ্ণবগণ সকলে—ফিরায়ে আ'ন্‌লে তোমায়

কত না যতন ক'রে—ফিরায়ে আ'ন্‌লে তোমায়

আসি সেই গৃহে বসি'

বলিলে আমায় কোলে করি'

এই আমাদের প্রাপ্তি ভাই

নিজ-ভাষায় ব'ল্‌লে তুমি

তবেই মেরে দিয়েছিস্

যদি স্থায়ী ক'র্‌তে পারিস্—তবেই মেরে দিয়েছিস্

ইঙ্গিতেতে জানাইলে

এই আমাদের পূর্ণ-প্রাপ্তি

গৌরগণের বিরহ—এই আমাদের পূর্ণ-প্রাপ্তি

তখনও কিছু বুঝি নাই

সে-সঙ্কীর্ত্তনের কি রহস্য—তখনও কিছু বুঝি নাই

হয়েছিল স্ফুরিত

ভাবময়-অক্ষর কত—হয়েছিল স্ফুরিত

'ভাবময়-অক্ষর কত'—

জানি নাই শুনি নাই—এমন,—ভাবময়-অক্ষর কত

হয়েছিল স্ফুরিত

কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত—হয়েছিল স্ফুরিত

প্রেমে হয়েছিল পাগল

নিজ,—ভোগ্য-কথা প্রকাশ ক'রে—প্রেমে হয়েছিল পাগল

আমি কিছু বুঝি নাই

সেইদিন বুঝিলাম

যেদিন,—বৃন্দাবনে নিয়ে গেলে

এই গঙ্গাতীর হইতে—যেদিন,—বৃন্দাবনে নিয়ে গেলে

নিজ,—প্রিয়জনে আদেশ দিয়ে—যেদিন,—বৃন্দাবনে নিয়ে গেলে

'নিজ,—প্রিয়জনে আদেশ দিয়ে'—

রামে ল'য়ে এস ব'লে—নিজ,—প্রিয়জনে আদেশ দিয়ে

যেদিন,—বৃন্দাবনে নিয়ে গেলে

বৃন্দাবনে যাবার কালে

কলিকাতা-মহানগরী হইতে—বৃন্দাবনে যাবার কালে

প্রাণে প্রাণে জানাইলে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইবে—প্রাণে প্রাণে জানাইলে

দেখা দিতে ডেকেছ

এইবার শেষ—দেখা দিতে ডেকেছ

বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে

ছুটে এ'সে কোলে নিয়ে

আদর ক'রে ব'ললে
তাই তোরে ডেকেছি ভাই
সেই কীর্ত্তন শু'নব ব'লে—তাই তোরে ডেকেছি ভাই

তেম্‌নি ক'রে শু'ন্‌ব
যেমন ক'রে শুনেছিলাম
শ্রীকুণ্ড-তীরে বিনোদ-কুঞ্জে—যেমন ক'রে শুনেছিলাম

তেম্‌নি ক'রে শু'ন্‌ব
তখন বু'ঝ্‌তে পা'র্‌লাম
সে কীর্ত্তনের কি গুরুত্ব—তখন বুঝ্‌তে পা'র্‌লাম

একদিন কীর্ত্তন করা'লে
বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে—একদিন কীর্ত্তন করা'লে
নিজ-শক্তি সঞ্চারিয়ে—একদিন কীর্ত্তন ক'রালে

কেবল বিরহ স্ফুরণ
কৃপা ক'রে করা'লে কীর্ত্তন—কেবল বিরহ স্ফুরণ

বিরহ কীর্ত্তন শুনি'
হইলে তুমি ভাবাবিষ্ট
সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে
মহাপ্রসাদ ভোজন ক'রাইলে
পাইলাম নিদর্শন
তুমি হ'বে অদর্শন—পাইলাম নিদর্শন

প্রসাদ ভোজন করা'য়ে
নিজ-বাসায় পাঠায়ে দিলে
বু'ঝ্‌তে ত' পা'র্‌লাম না
তোমার অন্তরের কি দশা—বু'ঝ্‌তে ত' পা'র্‌লাম না
'তোমার অন্তরের কি দশা'—
বিরহ-কীর্ত্তন শুনে—তোমার অন্তরের কি দশা

বু'ঝ্‌তে ত' পা'র্‌লাম না
প্রভাতে উঠে শু'ন্‌তে পেলাম
আমাদের বিদায় দিয়ে

রাত্রি দ্বিতীয়-প্রহরে
হইলেন ভাবাবিষ্ট

কেবল গোঁ গোঁ শব্দ—হইলেন ভাবাবিষ্ট
'কেবল গোঁ গোঁ শব্দ'—
আর কোন শব্দ নাই—কেবল গোঁ গোঁ শব্দ

গিয়ে দে'খ্লাম সেইরূপ
এইরূপ গেল দুইদিন
মনে মনে ভা'ব্লাম

প্রত্যক্ষ হ'ল বুঝি অনুমান—মনে মনে ভা'ব্লাম

কিন্তু,—তিনদিনে বাহ্য প্রকাশিলেন
সুস্থভাব দেখাইলেন
আগেতে ব'লেছিলেন
শুন শুন ভাই রাম
যাব আমি নবদ্বীপে

নিশ্চয় ব'ল্ছি—যাব আমি নবদ্বীপে

এখন সুস্থভাব দেখাইয়ে
আদর ক'রে ডেকে ব'ল্লে
নদে যাওয়া হ'ল না

এবার রাম আমার—নদে যাওয়া হ'ল না

যাও যাও ত্বরা ক'রে

হরিদাসের উৎসব কর গিয়ে—যাও যাও ত্বরা ক'রে

ফাঁকি দিতে পাঠায়েছিলে

স্তোকবাক্য দিয়ে—ফাঁকি দিতে পাঠায়েছিলে

তার কয়েক দিন পরে
প্রভাতে উঠি ব'ল্লেন

আপনার সেবকেরে—প্রভাতে উঠি ব'ল্লেন

ত্বরা করি' দাও প্রসাদ

আমায় যে যেতে হবে

গৌরের মহাসঙ্কীর্ত্তনে—আমায় যে যেতে হবে

এই ব'লে প্রসাদ খে'তে খে'তে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

সৌভাগ্য-চতুর্থীদিনে—ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে

সৌভাগ্য-চতুর্থী

কে তোমার এ নাম দিল

দুর্ভাগ্য ঘটাইলে—কে তোমার এ নাম দিল

'দুর্ভাগ্য ঘটাইলে'—

সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে—দুর্ভাগ্য ঘটাইলে

আমাদের আগে সরায়ে দিয়ে—দুর্ভাগ্য ঘটাইলে

জুড়াইবার উপায় নাই

আর কি দেখা দিবে না

গিয়ে মধুর বৃন্দাবনে

ল'য়ে যাও নিজগুণে—গিয়ে মধুর বৃন্দাবনে

একবার চেয়ে দেখ

আমাদের কি দুর্দ্দশা—একবার চেয়ে দেখ

কি দশায় আছি মোরা—একবার চেয়ে দেখ

'কি দশায় আছি মোরা'—

তোমাদের সঙ্গ হারায়ে—কি দশায় আছি মোরা

একবার চেয়ে দেখ

আর কিছু জাগে না প্রাণে

দে'খ্‌তে সাধ হয় নয়নে

সেই গৌরপ্রেমে গড়া মূরতিরে—দে'খ্‌তে সাধ হয় নয়নে

আর কি দেখা দিবে না

কোথাও ত' যাও নাই

তোমরা সবে আছ ব্রজে

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গেতে—তোমরা সবে আছ ব্রজে

নিজগুণে দেখা দিও

কৃপা ক'রে ব্রজে ল'য়ে যেও—নিজগুণে দেখা দিও

সকল-সুখে বঞ্চিত মোরা

— —০— —

অতঃপর মহাজনী-আক্ষেপ-কীর্ত্তন :—

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর," ইত্যাদি.........................

....

....

....

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

গুরুগণের গুণ সঙরি'—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

আয় ভাই তাদের নাম গাই

মিলেছি সব ভাই ভাই—আয় ভাই তাদের নাম গাই

প্রাণভ'রে গাও রে

জয় জগদ্বন্ধু, রাধারমণ

রামহরি, মাধব, হরিচরণ—জয় জগদ্বন্ধু, রাধারমণ [মাতন]

সঙ্গে প্রভু রঘুনন্দন—জয় জগদ্বন্ধু, রাধারমণ [মাতন]

কুসুম-সরোবরে মধুর-মিলন

জগদ্বন্ধু, প্রাণ-রাধারমণ—কুসুম-সরোবরে মধুর-মিলন

রামহরি, মাধব, হরিচরণ—কুসুম-সরোবরে মধুর মিলন

গুণের প্রভু রঘুনন্দন—কুসুম-সরোবরে মধুর মিলন

সরোবরে সম্মিলন

চৌতারা-উপরে ব'সে—সরোবরে সম্মিলন

সবাই বলে কুসুম-বন—সরোবরে সম্মিলন

সবে মিলে কৃপা কর

এই কৃপা কর প্রভু রামহরি

যেন,—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

ভাই ভাই একপ্রাণে যেন,—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

আমাদের, পাগলা প্রভু হৃ'দে ধ'রে—যেন,—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

'পাগলা প্রভু হৃ'দে ধ'রে'—

তোমার প্রিয় চরণদাস—পাগলা প্রভু হৃ'দে ধ'রে

যেন,—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

তাঁর মুখোদ্‌গীর্ণ নাম গানে—যেন,—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদা

যেন,—প্রাণভ'রে গাই সকলে

যে ক'দিন এ দেহ থাকে—যেন,—প্রাণভ'রে গাই সকলে

তোমার,—চরণদাসের চরণ হৃ'দে ধ'রে—যেন,—প্রাণভ'রে গাই সকলে

তাঁর কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গাই সকলে

আর এক আশা প্রাণে জা'গ্‌ছে

দে'খ্‌তে পাব কি প্রাণ-গৌরাঙ্গে

হরিদাসের নির্য্যাণ-উৎসবে গিয়ে—দে'খ্‌তে পাব কি প্রাণ-গৌরাঙ্গে

দে'খ্‌তে পাব কি নয়নভরি'

সিংহদ্বারে গৌর ভিখারী—দে'খ্‌তে পাব কি নয়নভরি'

'সিংহদ্বারে গৌর ভিখারী'—

হরিদাসের প্রেমে বাঁধা-পড়ি'—সিংহদ্বারে গৌর ভিখারী [মাতন]

দে'খ্‌তে পাব কি নয়নভরি'

পরিবেষ্টা গৌরহরি—দে'খ্‌তে পাব কি নয়নভরি'

ঠাকুর-হরিদাসের উৎসবে—দে'খ্‌তে পাব কি নয়নভরি'

আশীষ-বাণী কি শু'ন্‌তে পাব

প্রাণ-গৌরাঙ্গের শ্রীমুখে—আশীষ-বাণী কি শু'ন্‌তে পাব

হা শ্রীগুরুদেব

কৃপাক'রে ল'য়ে যেও

শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের উৎসরে—কৃপা ক'রে ল'য়ে যেও

প্রাণগৌর দেখাইও—কৃপা ক'রে ল'য়ে যেও

প্রাণে প্রাণে ভোগ করায়ো

অতিগূঢ় নির্য্যাণ-লীলা—প্রাণে প্রাণে ভোগ করায়ো
ভক্তের বাসনা পূরণ-লীলা—প্রাণে প্রাণে ভোগ করায়ো
প্রাণ-গৌরাঙ্গের নিগূঢ়-ভোগ—প্রাণে প্রাণে ভোগ করায়ো

তোমা-সনে প্রাণগৌর দেখি'
হৃদিপটে এঁকে নেব

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহার—হৃদিপটে এঁকে নেব

প্রাণভ'রে গাইব

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"
গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

—o—

শ্রীল শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস দেবের সূচক-কীর্ত্তন

——(*)——

(ফাল্গুনী শুক্লা-দ্বিতীয়া)

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

———o———

"জয় রে জয় রে জয়, শ্রীগুরু,—শ্রীরাধারমণ জয়"

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

শ্রীগুরু-শ্রীরাধারমণের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই [মাতন]

আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

'আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই'—

যাঁর কৃপায় এই ঠাঁই—আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই

তাঁর,—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

নিতাই-গৌর-প্রেমে পাগলা-প্রভুর—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

তাঁদের চরণ বুকে ধ'রে—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

'তাঁদের চরণ বুকে ধ'রে'—

যাঁরা তাঁর-চরণ সর্ব্বস্ব ক'রেছে—তাঁদের চরণ বুকে ধ'রে

যাঁদের জীবনে মরণে গতি—তাঁদের চরণ বুকে ধ'রে

'যাঁদের জীবনে মরণে গতি'—

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগলা-মূরতি—যাঁদের জীবনে মরণে গতি

তাঁদের চরণ বুকে ধ'রে

নৈলে,—ভোগ হবে না তাঁর পাগল-পনা

যাঁদের সর্ব্বস্ব তাঁদের না হ'লে করুণা—নৈলে,—ভোগ হবে না তাঁর

পাগল-পনা

"জয় রে জয় রে জয়, আমার,—শ্রীরাধারমণ জয়,"

আমার,—শ্রীরাধারমণ জয়

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—আমার,—শ্রীরাধারমণ জয়

"প্রেমদাতা রসের সদন।"

সে যে,—প্রেমদাতা রসের সদন

আমার,—শ্রীগুরু শ্রীরাধারমণ—সে যে,—প্রেমদাতা রসের সদন

নিশিদিশি হিয়ায় ধরে

প্রেমদাতা রসের সদন—নিশিদিশি হিয়ায় ধরে

প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গ—নিশিদিশি হিয়ায় ধরে

আমার,—পাগলা প্রভু শ্রীরাধারমণ—নিশিদিশি হিয়ায় ধরে

'আমার,—পাগলা প্রভু শ্রীরাধারমণ'—

হৃ'দে ধরি' নিতাই-গৌর-রতন—আমার,—পাগলা প্রভু শ্রীরাধারমণ

সে যে,—"প্রেমদাতা রসের সদন।"

তাঁর স্বরূপে বিলসে অনুক্ষণ

বিলাসী আর বিলাস-রতন—তাঁর স্বরূপে বিলসে অনুক্ষণ

প্রভু নিতাই প্রাণ গৌর-রতন—তাঁর স্বরূপে বিলসে অনুক্ষণ

নিতাই প্রেমদাত গৌর রসের সদন—তাঁর স্বরূপে বিলসে অনুক্ষণ

নিতাই-গৌর-খেলার ভূমি

আমার,—শ্রীরাধারমণ-তনুখানি—নিতাই-গৌর-খেলার ভূমি

মূর্ত্তিমন্ত-প্রেম-রস—নিতাই-গৌর-খেলার ভূমি

দুই-খেলার মূরতি মানি

আমার,—শ্রীরাধারমণ তনুখানি—দুই খেলার মূরতি মানি

পূর্ব্বলীলা পরলীলা—দুই-খেলার মূরতি মানি

নদীয়া-লীলা খেতুরী-লীলা—দুই খেলার মূরতি মানি

পাগল আমার,—নিশিদিশি বিহরে
নদীয়া-খেতুরী-লীলা প্রকট ক'রে—পাগলা আমার,—নিশিদিশি বিহরে
'নদীয়া-খেতুরী-লীলা প্রকট ক'রে'—
প্রকট-অপ্রকট-গণ-সনে—নদীয়া-খেতুরী-লীলা প্রকট ক'রে
পাগল আমার,—নিশিদিশি বিহরে
সে যে,—"প্রেমদাতা রসের সদন।"
তাই,—প্রেম-রস দিতে সামর্থ্য ধরে
পাগল আমার,—রঙ্গিয়া রসিয়া হৃ'দে ধ'রে—প্রেম-রস দিতে সামর্থ্য ধরে
সে যে,—প্রেমদাতা রসের সদন
হৃ'দে ধ'রি' নিতাই-গৌর-যুগলরতন—সে যে,—প্রেমদাতা রসের সদন
তাই,—"প্রেমদাতা রসের সদন।
কিবা সে কোমল তনু, শিরীষ-কুসুম জনু,"
যারে,—পরশ ক'রেছে তার অনুভব আছে
ভজ ব'লে বাহু পসারি'—যারে,—পরশ ক'রেছে তার অনুভব আছে
তারই তো অনুভব আছে
বাহু পসারি' যারে বুকে ধ'রেছে—তারই তো অনুভব আছে
'বাহু পসারি' যারে বুকে ধ'রেছে'—
আমার,—নিতাই-গৌর ভজ ব'লে—বাহু পসারি' যারে বুকে ধ'রেছে
তারই তো অনুভব আছে
শিরীষ-কুসুম জিনি কোমল-শরীর—তারই তো অনুভব আছে
যে,—আলিঙ্গন ছলে পরশ পেয়েছে—তারই তো অনুভব আছে
যে,—মরমে মরমে ঝুরেছে—তারই তো অনুভব আছে
যে,—মরমেতে ঝুরে মরিছে—তারই তো অনুভব আছে
'যে,—মরমেতে ঝুরে মরিছে'—
আর কি পরশ পাব ব'লে—যে,—মরমেতে ঝুরে মরিছে
তারই তো অনুভব আছে
"কিবা সে কোমলতনু, শিরীষ-কুসুম জনু,
প্রেমে ঢর ঢর দু'নয়ন॥"

গরগর-নিতাই বুকে ধ'রে

নিশিদিশি গোরা-প্রেমে—গরগর-নিতাই বুকে ধ'রে

রঙ্গিয়া-রসিয়া-ভোগে মেতে

নিতাই রঙ্গিয়া গোরা রসিয়া—রঙ্গিয়া-রসিয়া-ভোগে মেতে

প্রেম-রস পান ক'রে—রঙ্গিয়া-রসিয়া-ভোগে মেতে

"প্রেমে ঢর ঢর দু'নয়ন ॥"

আমার,—নিতাই-গৌর ভজ ব'লে

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—আমার,—নিতাই-গৌর ভজ ব'লে

"প্রেমে ঢর ঢর দু'নয়ন ॥

পিরীতি মূরতি মানি, শ্যামল বরণ খানি,"

পাগলের,—পিরীতি-মূরতি মানি

প্রেমে ঢর ঢর দু'নয়নে—পাগলের,—পিরীতি-মূরতি মানি

হৃদে ধরা,—পিরীতি-মূরতির বিলাস জানি—পাগলের,—পিরীতি-মুরতি মানি

"পিরীতি-মূরতি মানি, শ্যামল-বরণ খানি,"

পিরীতি-মূরতি বুকে ধ'রে

মহারাস-বিলাসের পরিণতি—পিরীতি-মূরতি বুকে ধ'রে

নিতাই-গৌর-প্রেমের মুরতি

পাগলের শ্যামল-দেহখানি—নিতাই-গৌর-প্রেমের মূরতি

পাগলের আমার,—ভালবাসায় গড়া তনু

হৃ'দে ধ'রে প্রেমময় স্বরূপ—পাগলের আমার,—ভালবাসায় গড়া তনু

এও বস্তুর স্বভাব ধরায়

ভেবে ভেবে বরণ ধ'রেছে

পিরীতি নিশিদিনে—ভেবে ভেবে বরণ ধ'রেছে

প্রভুর আমার,—"পুলক-কদম্ব অঙ্গে শোভা।"

ভাব-ভূষণে বিভূষিত

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—ভাব-ভূষণে বিভূষিত

মহাভাবনিধি হৃ'দে ধ'রে—ভাব-ভূষণে বিভূষিত

পুলকে অঙ্গ সদা শোভিত

হৃ'দে ধরি' পদ্মাবতী-শচী-সুত—পুলকে অঙ্গ সদা শোভিত

সদা শ্রীঅঙ্গ পুলকিত

হৃ'দে ধ'রে প্রেমের মূরতি—সদা শ্রীঅঙ্গ পুলকিত

সদাই অঙ্গ পুলকিত তাই

হৃ'দে ধ'রে প্রেমের মূরতি—সদাই অঙ্গ পুলকিত তাই

হৃ'দে নিতাই-চাঁদে পাই—সদাই অঙ্গ পুলকিত তাই

হৃ'দে বিলসে প্রেমের নিতাই—সদাই অঙ্গ পুলকিত তাই

সদাই,—হৃদে বিলসে প্রেমের মূরতি নিতাই

সদাই,—প্রেমে অঙ্গ পুলকিত

পাগল আমার,—নিশিদিশি ভোগ করে

নিতাই-গৌর লীলারহস্য—পাগল আমার,—নিশিদিশি ভোগ করে

পুলক সে ভোগের বিকাশ করে

"পুলক-কদম্ব অঙ্গে শোভা।

সাত্ত্বিক-বিকার যত,"

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি

"সাত্ত্বিক-বিকার যত, ক্ষণে ক্ষণে সুবেকত",

হৃ'দে—নিতাই গৌর বিলাসের ফলে

"সাত্ত্বিক-বিকার যত, ক্ষণে ক্ষণে সুবেকত,

ভাবাবলী জগ-মন-লোভা॥"

ইহার,—শ্রীঅঙ্গে দেখি যে ভাবের বিকার

যে দেখে সে বলে—ইহার,—শ্রীঅঙ্গে দেখি যে ভাবের বিকার

সদাই,—বিলসে নিতাই-গৌর-বিহার—ইহার,—শ্রীঅঙ্গে দেখি যে ভাবের বিকার

তাইতে অঙ্গে ভাবের বিকার

ভাবের মূরতি হৃ'দে করে বিলাস—তাইতে অঙ্গে ভাবের বিকার

"ভাবাবলী জগ-মন-লোভা॥"

ভাবাবলী অঙ্গে শোভে

ভাবনিধি হৃ'দে ধ'রে—ভাবাবলী অঙ্গে শোভে
ভাবনিধির কথা-প্রসঙ্গে—ভাবাবলী অলে শোভে

ভাবাবলী-রত্নখনি

পাগলের মূরতিখানি—ভাবাবলী-রত্নখনি

শ্রীঅঙ্গ সদা বিভূষিত

ভাবাবলী ভূষণেতে—শ্রীঅঙ্গ সদা বিভূষিত
নিতাই-গৌর-ভোগে মত্ত তাই—শ্রীঅঙ্গ সদা বিভূযিত

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
নামগানে সদাই বিভোর।"

পাগল আমার,—নাম গানে সদাই বিভোর

নিতাই-গৌর-প্রেমে পাগল মোর—নাম গানে সদাই বিভোর

বিলাস-হৃ'দে ধ'রে তার ভোগের ফলে
একতিল রইতে নারে

এই নাম-প্রসঙ্গ না ক'রে—একতিল রইতে নারে
'এই নাম-প্রসঙ্গ না ক'রে'—
সাধ্য-সাধন নির্ণয়-করা—এই নাম-প্রসঙ্গ না ক'রে

একতিল রইতে নারে
একপদ চলে না

এই নাম-প্রসঙ্গ বিনা—একপদ চলে না

যারে দেখে তারে বলে

ভজ আমার নিতাই-গৌর—যারে দেখে তারে বলে

তোদের,—পাপ তাপ সব আমি নিব

"নাম গানে সদাই বিভোর।
সুমধুর-নৃত্যরঙ্গ,"

পদে পদ ছাঁদি নেচে যায় চ'লে

বাহু-যুগল দোলাইয়ে—পদে পদ ছাঁদি নেচে যায় চলে

পদে পদ ছাঁদি বাহু দোলাইয়ে

রঙ্গিয়া রসিয়া ধরি' হৃদয়ে—পদে পদ ছাঁদি বাহু দোলাইয়ে

যে দেখেছে সেই ত' জানে

তার,—নাটু-মূরতি নিরন্তর জাগে প্রাণে—যে দেখেছে সেই ত' জানে

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—যে দেখেছে সেই ত' জানে

"সুমধুর নৃত্যরঙ্গ, আবেশে অবশ অঙ্গ,"

শ্রুত-পূর্ব্ব-রঙ্গ জেগে উঠে

যা দেখে ভাবুক হিয়া-মাঝে—শ্রুত-পূর্ব্ব-রঙ্গ জেগে উঠে

উদ্দীপ্ত হয় পূর্ব্ব-রঙ্গ

দেখি' পাগলের মধুর-নৃত্য—উদ্দীপ্ত হয় পূর্ব্ব-রঙ্গ

কেন বা হবে না

এ যে,—নাটুয়া-মূরতির বিহার-ভূমি

হৃ'দে ধ'রে না'চ্ছে

সঙ্কীর্ত্তন- সুলম্পটে—হৃ'দে ধ'রে না'চ্ছে

তাই,—যে দেখেছে তার মনে হয়েছে

এ কে এল রে

এ কি অপরূপ নটন

বুঝি,—গুপতে গৌর হৃ'দে বিহরে

গুপতে গৌরাঙ্গ বিহরে

বুঝি ওর হৃদয়-মাঝারে—গুপতে গৌরাঙ্গ বিহরে

নৈলে,—এ স্বভাব পায় কেমন ক'রে

তাইতে বিকাশে এ নটন-মাধুরী

উহার,—হৃ'দে বিহরে গৌরহরি—তাইতে বিকাশে এ নটন-মাধুরী

'উহার,—হৃ'দে বিহরে গৌরহরি'—

যার,—নটনে উৎপত্তি নটনে স্থিতি—উহার,—হৃ'দে বিহরে গৌরহরি

তাইতে বিকাশে এ নটন-মাধুরী

গৌর নাচে উহার ভিতরে

তার বিকাশ দেখি বাহিরে—গৌর নাচে উহার ভিতরে

না হবে বা কেন রে
এই ত' গৌরের স্বভাব বটে
আপনায় আপনি ভোগ করে
যোগ্য-হৃ'দে বিলাস ক'রে—আপনায় আপনি ভোগ করে
প্রকট লীলায় তার প্রমাণ আছে
আপন-নটন-মাধুরী ভোগ করে
বক্রেশ্বরের হৃ'দে নেচে নাচাইয়ে—আপন-নটন-মাধুরী ভোগ করে
"সুমধুর নৃত্যরঙ্গ, আবেশে অবশ অঙ্গ,"
স্বাধীনতা নাই রে
আবেশে অবশ অঙ্গ—স্বাধীনতা নাই রে
যেমন নাচায় তেমনি নাচে—স্বাধীনতা নাই রে
কখনও বিষয় কখনও আশ্রয়
প্রভু আমার সদা আবেশময়—কখনও বিষয় কখনও আশ্রয়
বাহিরেতে তেমনি বিকাশ
হৃদয়ে হয় যেমন প্রকাশ—বাহিরেতে তেমনি বিকাশ
"সবাকারে ধরি' দেয় কোর ॥"
আমার,—নিতাই-গৌর ভজ ব'লে
ভাসি' দু'টী নয়ন-জলে—আমার,—নিতাই গৌর ভজ ব'লে
বলে,—বিনামূলে আমি হব তোর
মুখে বল নিতাই গৌর—বলে,—বিনামূলে আমি হব তোর
"সবাকারে ধ'রি দেয় কোর ॥"
পাগল আমার,—সবাকারে ধ'রি দেয় কোর
নিতাই গৌর ভজ আমি হব তোর
এতবলি—"সবাকারে ধরি' দেয় কোর ॥"
সবাকারে কোলে করে
ম্লেচ্ছ-যবনাদি অবিচারে—সবাকারে কোলে করে
অদোষ-দরশী নিতাই হৃ'দে ধ'রে—সবাকারে কোলে করে

প্রেমদিঠে চেয়ে বাহু পসারিয়ে—সবাকারে কোলে করে

পাগল আমার,—ভেসে যায় নয়ন-জলে

সবাকারে করি' কেলে—পাগল আমার,—ভেসে যায় নয়ন-জলে

বলে,—আমায় কিনে নে রে বিনামূলে

বাহু পসারি' কোলে করি' বলে—আমায় কিনে নে রে বিনামূলে

মুখে নিতাই গৌর ব'লে—আমায় কিনে নে রে বিনামূলে

প্রাণ নিতাই গৌর ভজ সুখে

পাগল আমার,—কেঁদে বলে করজোড়ে—প্রাণ নিতাই গৌর ভজ সুখে

তোদের,—পাপের বোঝা আমায় দিয়ে—প্রাণ নিতাই গৌর ভজ সুখে

তোদের,—পাপ ল'য়ে আমি যাব নরকে—প্রাণ নিতাই গৌর ভজ সুখে

এত বলি,—"সবকারে ধরি' দেয় কোর ॥
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত,
আর যত যত ভক্তিগ্রন্থ।
সকল-ভকত-সঙ্গে, আলাপ করয়ে রঙ্গে,
লীলা-কথা ভকতি-সিদ্ধান্ত ॥"

কখনও আন্ কথা নাই

আমার,—পাগলা প্রভুর শ্রীমুখেতে—কখনও আন্ কথা নাই

গৌর-গোবিন্দ-কথা কহেন সদাই—কখনও আন্ কথা নাই

সদাই প্রসঙ্গে গোঙায়

একতিল ব্যর্থ না যায়—সদাই প্রসঙ্গে গোঙায়

নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথায়—সদাই প্রসঙ্গে গোঙায়

'নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথায়'—

প্রাণ-নিতাই-গৌরাঙ্গের—নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথায়

সদাই প্রসঙ্গে গোঙায়

"রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন,"

হৃদে ধরি' নাটুয়া-শচীনন্দন

রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন—হৃদে ধরি' নাটুয়া-শচীনন্দন

হৃ'দে ধরি' সেই গৌরহরি

এ যে,—জগন্নাথে মুগ্ধকারী—হৃ'দে ধরি' সেই গৌরহরি

'এ যে,—জগন্নাথে মুগ্ধকারী'—

দেখায়ে নিজ-যুগল-মাধুরী—এ যে,—জগন্নাথে মুগ্ধকারী

হৃ'দে ধরি' সেই গৌরহরি

"রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন,"

প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্ছে

সেই নটনের কথা মনে ক'রে—প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্ছে

আর কি দে'খ্তে পাব না

শ্রীগুরু-স্বরূপে গৌরাঙ্গ-বিলাস—আর কি দে'খ্তে পাব না

পূর্ব্বলীলা-উদ্দীপক নৃত্য-কীর্ত্তন—আর কি দেখ্'ত পাব না

গৌর-লীলা ত' দেখি নাই মোরা

আমরা,—তাই যাই নীলাচলে

রথযাত্রাকালে ভাই ভাই মিলে—আমরা,—তাই যাই নীলাচলে

সেই ভাবাবেশ-নৃত্য-কীর্ত্তন সঙরিয়ে—আমরা,—তাই যাই নীলাচলে

সেই নটন দে'খে,—গৌর-নটন ভোগ ক'র্ব ব'লে—আমরা,—তাই যাই নীলাচলে

ব'লে তারে কি বুঝাব ভাই

যে,—সে নটন দেখে নাই—ব'লে তারে কি বুঝাব ভাই

সেই ত' জানে যে দেখেছে

তার হৃ'দিপটে আঁকা আছে—সেই ত' জানে যে দেখেছে

তার হৃ'দে জেগেছে

পূরব-নৃত্য-কীর্ত্তন-রঙ্গ—তার হৃ'দে জেগেছে

কেন বা জাগে বল

এ-নটন দে'খে সে-নটন—কেন বা জাগে বল

নিশ্চয়ই এ'-হৃ'দে সেই নাচে—নৈলে,—কেন বা জাগে বল

উহার হৃদয়ে গৌর বিহরে

নৈলে,—নৃত্য কি এত মাধুরী ধরে—উহার হৃদয়ে গৌর বিহরে

"রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন, সঙ্গে পারিষদগণ,
প্রাণনাথ পাইনু বলি' কাঁদে।"

সঙ্গে প্রভুর নিজগণ

মহাভাবনিধি হৃ'দে ধ'রে

রথের আগে নটন-পর—মহাভাবনিধি হৃ'দে ধ'রে
স্বমাধুরী ভোগেতে ভোর—মহাভাবনিধি হৃ'দে ধ'রে

সেই গৌরকিশোর হৃ'দে ধ'রে

"প্রাণনাথ পাইনু বলি' কাঁদে।"

পাগলের,—বয়ান ভাসে নয়ন-জলে

জগন্নাথের বদন চেয়ে—পাগলের,—বয়ান ভাসে নয়ন-জলে
দাঁড়ায়ে শ্রীরথের আগে—পাগলের,—বয়ান ভাসে নয়ন-জলে
প্রাণনাথ পাইনু ব'লে—পাগলের,—বয়ান ভাসে নয়ন-জলে

তাইতে তো পাগল কাঁদে

তার হৃ'দে যে কাঁদা-ঠাকুর আছে—তাইতে তো পাগল কাঁদে

এ-কান্না তো আর কা'রো নয়

সেই সে পরাণ-নাথে পাইনু—এ-কান্না তো আর কা'রো নয়
বিনা গৌর মহাভাবময়—এ-কান্না তো আর কা'রো নয়

তাইতে এ-কান্না দেখা দিছে

এ-হৃদয়ে সে-লীলা হ'তেছে—তাইতে এ-কান্না দেখা দিছে
এ-হৃদয়ে গৌরকিশোরী কাঁ'দ্‌ছে—তাইতে এ-কান্না দেখা দিছে

যে দেখেছে তার অনুভব আছে

পূর্ব্বলীলা ভোগ ক'রেছে—যে দেখেছে তার অনুভব আছে

হা,—"প্রাণনাথ পাইনু বলি' কাঁদে।
যত নীলাচলবাসী,"

সেই নটন-রঙ্গ দেখি'

"যত নীলাচলবাসী, কিবা গৃহী কি উদাসী,
যে হেরে সে পড়ে প্রেম-ফাঁদে ॥"

বলে,—এ কি করে লুকাচুরি

অদ্ভুতভাবের বিকার হেরি'—বলে,—এ কি করে লুকাচুরি
এ কি অদ্ভুত-ভাব হেরি—বলে,—এ কি করে লুকাচুরি
রঙ্গিয়া রসিয়া—বলে,—এ কি করে লুকাচুরি

তার শোনা-কথা মনে পড়ে

ভাবাবিষ্ট-কীর্ত্তন-নটন হে'রে—তার শোনা-কথা মনে পড়ে

বলে,—এ আবার কে এল রে
এ যে তে'ম্নি ক'রে কাঁদে

জগন্নাথে চেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে—এ যে তে'ম্নি ক'রে কাঁদে

একদিন একজন কেঁদে গেছে

শুনেছি আমরা পূরবে—একদিন একজন কেঁদে গেছে
ভাবিনীর ভাবে বিভোর হ'য়ে—একদিন একজন কেঁদে গেছে

এ যে তে'ম্নি ক'রে কাঁদে
বুঝি বা বিরাজে

সেই কাঁদা-গৌর এর হৃ'দে—বুঝি বা বিরাজে

দে'খ্‌তে পাই নাই দুঃখ ছিল মনে

রথের আগে সেই নটন-পরে—দে'খ্‌তে পাই নাই দুঃখ ছিল মনে
তার কথা কেবল শুনেছিলাম কানে—দে'খ্‌তে পাই নাই দুঃখ ছিল মনে

আমাদের হিয়া গেল জুড়ায়ে

এ-স্বরূপে সে-খেলা দে'খে—আমাদের হিয়া গেল জুড়ায়ে

বুঝি এসেছে পাগল-সেজে

নিতাই-গৌর-বিলাস ভোগ করাতে—বুঝি এসেছে পাগল-সেজে
যা' দেখি নাই তা' দেখাইতে—বুঝি এসেছে পাগল-সেজে

ভাবের প্রভাব প্রকট করে

গৌর-সুন্দর হৃ'দে ধ'রে—ভাবের প্রভাব প্রকট করে

সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

পাগলের কান্না শু'নে—সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে
হা নিতাই গৌর ব'লে—সবাই ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

"যে হেরে সে পড়ে প্রেম-ফাঁদে ॥
কি সুন্দর-রূপঠাম,"

হৃ'দে ধরি' গৌর-গুণধাম

অখিল-লাবণ্যামৃতধাম—হৃ'দে ধরি' গৌর-গুণধাম

হৃ'দে ধ'রে গৌর-রূপের খনি

আমার,—রাধারমণ গুণমণি—হৃ'দে ধ'রে গৌর-রূপের খনি

"কি সুন্দর রূপঠাম, যত,—নীলাচলবাসী-প্রাণ,
সদাই বিহরে নীলাচলে ।"

পাগল হ'য়ে বেড়ায় পাগল

গৌরলীলা ভোগে কেবল—পাগল হ'য়ে বেড়ায় পাগল

নীলাচলে পাগল-বিহার

প্রকট-বিহার বুকে ধ'রে—নীলাচলে পাগল-বিহার
চিতচোর প্রাণগৌরাঙ্গের—নীলাচলে পাগল-বিহার

কাঁদে প্রভু নিশিদিনে

প্রাণগৌর-লীলা অনুশীলনে—কাঁদে প্রভু নিশিদিনে
নীলাচলচারী হৃ'দে ধ'রে—কাঁদে প্রভু নিশিদিনে

"কভু নদীয়া-নগরে, কখনও বা ব্রজপুরে,
সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে সদা ফিরে ॥"

হৃ'দি বিহার হৃ'দে ধ'রে
ভাবনিধির বিহার হৃ'দে ধ'রে
যায়, গৌরাঙ্গেরে সঙ্গে ক'রে

কভু নদীয়ায় কভু ব্রজপুরে—যায়, গৌরাঙ্গেরে সঙ্গে ক'রে

ব্যর্থকাল নাহি যায়

পাগলা প্রভু রাধারমণের—ব্যর্থকাল নাহি যায়

ব্যর্থকাল যায় না রে
নিতাই-গৌর-স্মরণ বিনে—ব্যর্থকাল যায় না রে
নিতাই-গৌর-গুণ গান বিনে—ব্যর্থকাল যায় না রে

"গৌরাঙ্গ-বিলাস-স্থান, যত যত তীর্থধাম,
ভারতের নানাস্থানে বুলে ॥"

আমার,—নিতাই গৌর ভজ ব'লে
তোদের,—পাপতাপের বোঝা আমায় দিয়ে—আমার,—নিতাই
গৌর ভজ ব'লে
ভজ,—আমার নিতাই গৌর ব'লে
আমি,—বিকাইব বিনামূলে—ভজ,—আমার নিতাই গৌর ব'লে
ওরে,—ভাই রে তোদের পায়ে ধরি
বলে,—কাতরে তোদের মিনতি করি—ওরে,—ভাই রে তোদের পায়ে ধরি
ভজ,—প্রাণের নিতাই গৌরহরি—ওরে,—ভাই রে তোদের পায়ে ধরি

"ভারতের নানাস্থানে বুলে ॥"

সঙ্কীর্ত্তন-বিহারী হৃ'দে ধ'রে

"করি হরি-সঙ্কীর্ত্তন, মাতাইলা জগজন,
ডুবাইল প্রেমের সাগরে ॥"

না হবে বা কেন রে
আপনি যেমন সঙ্গী তেমন—না হবে বা কেন রে
সে যে,—প্রেমে জগত মাতাতে পারে
প্রেমদাতা নিতাই হৃ'দে ধ'রে—সে যে,—প্রেমে জগত মাতাতে পারে
জগজনে মাতাল প্রেমে
প্রেমদাতা-নিতাই হৃ'দে ধ'রে—জগজনে মাতাল প্রেমে
নিতাই-গৌর-নাম-প্রসঙ্গে—জগজনে মাতাল প্রেমে
সে কখনও ভুলতে নারে
যে,—নাম শুনে তাঁর শ্রীমুখে—সে কখনও ভুলতে নারে
মনে মনে গণে রে
এ মত্ততা পেল কোথায়
বুঝি,—এর ভিতরে খেলে মাতা-নিতাই—নৈলে,—এ মত্ততা পেল কোথায়

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

প্রতি নিতাই-কিঙ্করে—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

"ডুবাইল প্রেমের সাগরে ॥"

পাগলা-প্রভুর মূরতিখানি

গৌরাঙ্গ-বিহার-ভূমি—পাগলা-প্রভুর মূরতিখানি

তাই,—"ডুবাইল প্রেমের সাগরে ॥

সুখভোগ তেয়াগিয়ে, পথের ভিখারী হ'য়ে,"

সাধে কি পথের ভিখারী হয়

তারেই পথের ভিখারী করে

প্রেমের ভিখারী যার হৃ'দে বিহরে—তারেই পথের ভিখারী করে

প্রেমভোক্তায় ভোগ করাবার তরে—তারেই পথের ভিখারী করে

"ফিরে প্রভু নগরে নগরে ।"

তাইতে ফিরে কাঙ্গাল-বেশে

প্রভু-আমার,—নিতাই-গৌর-প্রেমের কাঙ্গাল

প্রেমে ধনী হ'য়েও প্রেমের কাঙ্গাল

এ তো দান নয় গ্রহণ বটে

এ নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—এ তো দান নয় গ্রহণ বটে

আমার প্রভু-নিত্যানন্দের—এ তো দান নয় গ্রহণ বটে

ভোক্তায় ভোগ করাবার তরে—এ তো দান নয় গ্রহণ বটে

তাই,—"ফিরে প্রভু নগরে নগরে ।"

বলে আমায় নাম-রস দে রে

ভোগ করাব রসভোক্তারে—বলে আমায় নাম-রস দে রে

যারে দেখে বলে তারে

গলবাসে দন্তে তৃণ ধ'রে—যারে দেখে বলে তারে

তাই,—"ফিরে প্রভু নগরে নগরে ।"

প্রভুর যে স্বভাব দাসেরও সে স্বভাব

ঐ আবেশে ত' নিতাই বিহরে

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে

আবেশে নিতাই বিহরে—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে
হৃ'দে ধরি' দ্বারোদ্‌ঘাটে—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে

তারে' হৃ'দে ধ'রে তাই দাসও বিহরে
মনোভাব লুকায়ে রা'খ্‌তে নারে

"আচণ্ডালে দিয়ে কোল"

পাগল-নিতাই-স্বভাবেতে

সেই,—প্রেমের পাগল ধরি' হৃ'দে—পাগল-নিতাই-স্বভাবেতে

প্রেমবাহু পসারিয়ে

প্রেমদিঠে চেয়ে আয় আয় ব'লে—প্রেমবাহু পসারিয়ে

"আচণ্ডালে দিয়ে কোল, বলে নিতাই গৌর বোল,
বিকাইয়া যাব বিনামূলে ॥"

আমি,—বিকাইব বিনামূলে

আমার,—নামের পাগল কেঁদে বলে—আমি,—বিকাইব বিনামূলে
'আমার,—নামের পাগল কেঁদে বলে'—
প্রেমে নিতাই-গৌর বলে—আমার,—নামের পাগল কেঁদে বলে

আমি,—বিকাইব বিনামূলে

আমায়,—কিনে নে রে গৌর ব'লে—আমি,—বিকাইব বিনামূলে

আমি,—বিকাইতে এসেছি রে

নিতাই-গৌর বুকে ধ'রে—আমি,—বিকাইতে এসেছি রে

গৌর ভ'জে কিনে নাও আমাকে

পাগল আমার,—গলবাসে কেঁদে বলে,—গৌর ভ'জে কিনে নাও আমাকে
তোদের,—পাপ-তাপ নিয়ে যাব নরকে—গৌর ভ'জে কিনে নাও আমাকে

আমি,—"বিকাইয়া যাব বিনামূলে ॥
অসাধনে গুণনিধি, আনি' মিলাওল বিধি,
জীব-লাগি কাঁদয়ে সদাই।"

তার কেন এ-স্বভাব ভাই

জীবের লাগি কাঁদে সদাই—তার কেন এ-স্বভাব ভাই

এই মনে অনুমান হয়

তার,—বুকে নিতাই বিলসয়—এই মনে অনুমান হয়

তার বুকেতে বিলসে নিতাই

সে যে,—নিতাই-বিলাসের তনু ভাই—তার বুকেতে বিলসে নিতাই

হৃ'দে বিহরে জীববন্ধু নিতাই

তাই,—"জীব-লাগি' কাঁদয়ে সদাই।"

ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বলে

জীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে—ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বলে

হা-নিতাই প্রভু-নিতাই

আমার এই কথা রাখ

যদি আমার প্রভু হও—আমার এই কথা রাখ

কুড়ায়ে ল'য়ে দাও আমারে

জগজ্জীবের ভোগ-জ্বালা—কুড়ায়ে ল'য়ে দাও আমারে

গৌরপ্রেমে মাতাও জগতে

নরকভোগ দাও আমাকে—গৌরপ্রেমে মাতাও জগতে

আমি একা থা'কৃব নরকে

আমি বহু রূপ ধ'রে—আমি একা থা'কৃব নরকে

সব-কর্ম্মফল ভোগ-করিতে—আমি একা থা'কৃব নরকে

গৌর ল'য়ে তুমি থাক ম'জে—আমি একা থা'কৃব নরকে

নরকেতে না'চ্‌ব সুখে

গৌর-নামের ধ্বনি তুলে—নরকেতে না'চ্‌ব সু'খে

গরব ক'রে ব'ল্‌বো

-আমার প্রভু নিত্যানন্দ—গরব ক'রে ব'ল্‌বো

'আমার প্রভু নিত্যানন্দ'—

গৌর-নাম-প্রেমে মাতাল ব্রহ্মাণ্ড—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

গরব ক'রে ব'ল্‌বো

"জীব-লাগি' কাঁদয়ে সদাই।
মহা-পাপী-তাপী দেখি', সদা সকরুণ আঁখি,
কোল দিয়ে বলে ভয় নাই॥"

বলে,—আর কোন ভয় নাই

জীবের বন্ধু আছে নিতাই—বলে,—আর কোন ভয় নাই

নিতাই গৌর ভজ ভাই

আমি নিব পাপ-তাপের বালাই—নিতাই গৌর ভজ ভাই

কি ব'ল্‌ব করুণ-স্বভাবের কথা

আমার গুণের পাগলা-প্রভুর—কি ব'ল্‌ব করুণ-স্বভাবের কথা

ব'ল্‌তে বুক্ ফেটে যায়

নিজগুণে দেখালেন আমায়—ব'ল্‌তে বুক ফেটে যায়

অদ্ভুত চরিত্র ভাই

আমার পাগলা-প্রভুর—অদ্ভুত চরিত্র ভাই

প্রত্যক্ষ দেখা দূরের কথা

পাপী-তাপীর দুঃখ—প্রত্যক্ষ দেখা দূরের কথা

একদিন নরকের চিত্র দে'খে

প্রত্যক্ষ নরক-ভোগ অনুভব করে

চিত্রকে সাক্ষাৎ মে'নে—প্রত্যক্ষ নরক-ভোগ অনুভব করে

নরকের জীবের দুর্দ্দাশা—প্রত্যক্ষ নরক-ভোগ অনুভব করে

প্রাণে প্রাণে ভোগ করিলেন

আমাদের মত দেখা নয়—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিলেন

নরকবাসী-জীবগণের দুঃখ—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিলেন

দে'খ্‌তে দে'খ্‌তে কেঁ'দে উ'ঠ্‌লেন

বলে,—হা নিতাই কোথা তুমি

ব্যাকুল হ'য়ে বলে রে

ব্যাকুল হ'য়ে অভিমানে বলে

নিতাই,—কে বলে তোমায় পতিত-পাবন

জীবের যদি হয় এত পীড়ন—নিতাই,—কে বলে তোমায় পতিত-পাবন

তুমি যদি হও পতিত-পাবন

তবে কেন পতিতের এত দুঃখ—তুমি যদি হও পতিত-পাবন

তবে,—জীবের কেন নরকে গমন—তুমি যদি হও পতিত-পাবন

কেন,—নরকে তার এত যাতন—তুমি যদি হও পতিত-পাবন

কেন জীবের এ দুর্গতি হবে

তুমি পতিত-পাবন থা'কৃতে—কেন জীবের এ দুর্গতি হবে

পতিত-পাবন কেমনে বলি তোমায়

জীব যদি দুঃখই পায়—পতিত-পাবন কেমনে বলি তোমায়

থা'কৃতে প্রভু প্রেমদাতা

জীব,—কেন পাবে ত্রিতাপ-ব্যথা—থা'কৃতে প্রভু প্রেমদাতা

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে পাগল আমার

ব্যাকুল হ'য়ে আবেশে বল্‌লেন

হা-নিতাই,—অঙ্গীকার ক'রেছ মোরে

নিজগুণে,—গুরুরূপে হা-নিতাই,—অঙ্গীকার ক'রেছে মোরে

নিতাই আমি ঘোর-নারকী

আমায় উদ্ধারিতে পার কি—নিতাই আমি ঘোর-নারকী

তোমার,—মনে যদি সাধ থাকে

আমা-পতিত উদ্ধারিতে—তোমার,—মনে যদি সাধ থাকে

যদি আমায়,—উদ্ধারিতে সাধ থাকে

আমার সঙ্কল্প শুন তবে

যাব না আমি তোমার কাছে

ও পতিতের বন্ধু-নিতাই—যাব না আমি তোমার কাছে

একজনও পতিত বাকী থা'কৃতে—যাব না আমি তোমার কাছে

'একজনও পতিত বাকী থা'কৃতে'—

তোমার,—গৌর-নাম-প্রেম পেতে—একজনও পতিত বাকী থা'কৃতে

যাব না আমি তোমার কাছে

পতিত হ'য়ে রব পড়ে—যাব না আমি তোমার কাছে

যদি,—একজনও আমার মত থাকে

তোমার কৃপায় বঞ্চিত হ'য়ে—যদি,—একজনও আমার মত থাকে

থা'কৃব আমি তার কাছে

আমায় স্বগণ বা স্বজাতি ব'লে—থা'কৃব আমি তার কাছে

তার সঙ্গ ক'র্‌ব সতত

আমি লব না তোমার মত—তার সঙ্গ ক'র্‌ব সতত

তোমার কাছে নাহি যাব

তোমার,—পতিত-পাবন-নামে কলঙ্ক রটাব—তোমার কাছে নাহি যাব

আমরা,—তোমার সঙ্কল্প ভঙ্গ ক'র্‌বো

যদি একজনও পতিত থাকে—আমরা,—তোমার সঙ্কল্প ভঙ্গ ক'র্‌বো

তোমার কলঙ্ক রটা'বো

তারি ত' সঙ্গ ক'র্‌ব—তোমার কলঙ্ক রটা'বো

যদি ধ্বজা উড়াতে চাও

পতিত-উদ্ধারণ-নামের—যদি ধ্বজা উড়াতে চাও

যদি,—পতিত-পাবন-বাণা উড়াতে চাও

আমার মত পতিতে উদ্ধারিয়ে—যদি,—পতিত-পাবন-বাণা উড়াতে চাও

তবে,—জীবের নরক-ভোগ ঘুচাও—যদি,—পতিত-পাবন-বাণা উড়াতে চাও

গৌর-নাম-প্রেমে আগে জগত মাতাও—যদি,—পতিত-পাবন-বাণা উড়াতে চাও

যদি,—ঘুচাতে চাও নামের কলঙ্ক

পতিত-পাবন-নাম ধর—যদি,—ঘুচাতে চাও নামের কলঙ্ক

জগভরি' ভজাও প্রাণগৌরাঙ্গ—যদি,—ঘুচাতে চাও নামের কলঙ্ক

পতিত উদ্ধার কর আগে

পতিত শূন্য কর আগে

যদি,—এ-পতিত উদ্ধারে সাধ থাকে—পতিত-শূন্য কর আগে

যদি,—করাও গৌর-প্রেম ভোগে—পতিত-শূন্য কর আগে

যখন,—খুঁজে দে'খ্‌ব জগমাঝে

আর কেউ বাকী নাই প্রেম পেতে

সবাই,—তোমার কৃপায় গৌর ভ'জ্‌ছে—আর কেউ বাকী নাই প্রেম পেতে

জগতে আর পতিত নাই

ওহে নিতাই তোমার কৃপায়—জগতে আর পতিত নাই

তখন,—যাব আমি তোমার ঠাঁই

যখন,—দাঁড়াতে আর ঠাঁই না পাব

তখন,—আমি তোমার কাছে যাব

সেই দিন আমি হব তোমার

যে-দিন,—প্রেম দিয়ে জগত ক'র্বে উদ্ধার—সেই দিন আমি হব তোমার

বিকাইব তোমার পদতলে

ডা'কৃতে হবে না ব'লতে হবে না—বিকাইব তোমার পদতলে

গরব ক'রে ব'ল্‌বো

পতিত-উদ্ধার অবতার—গরব ক'রে ব'ল্‌বো

গরব ক'রে ব'ল্‌বো সদাই

পতিতের বন্ধু নিতাই—গরব ক'রে ব'ল্‌বো সদাই

পতিত-উদ্ধার অবতার

প্রভু-নিত্যানন্দ আমার—পতিত-উদ্ধার অবতার

নিতাই,—প্রেম-বিতরণ-ধাতা

একমাত্র পতিত-ত্রাতা—নিতাই,—প্রেম-বিতরণ-ধাতা

কি অপূর্ব্ব চরিত রে

আমার,—পাগলা প্রভু শ্রীরাধারমণের—কি অপূর্ব্ব চরিত রে

"কোল দিয়ে বলে ভয় নাই ॥"

পাপী-তাপীর ভয় কি আছে

পতিত-পাবন নিতাই আছে—পাপী-তাপীর ভয় কি আছে

"কেন জ্বালায় জ্বলে মর,"

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি

আমার,—পাগল কেঁদে কেঁদে ব'লে—ভাইরে তোদের পায়ে পড়ি

কেন মর জ্বালায় জ্বলে

এমন,—করুণাসিন্ধু-অবতারে—কেন মর জ্বালায় জ্বলে

এই-ধন্য-কলিযুগে—কেন মর জ্বালায় জ্বলে

নিতাই-গৌর না ভজিয়ে—কেন মর জ্বালায় জ্বলে

"কেন জ্বালায় জ্বলে মর, মোর নিবেদন ধর,

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।"

গলবাসে কেঁদে বলে

আমার,—নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—গলবাসে কেঁদে বলে

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি

ভজ নিতাই গৌরহরি—ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি

কেন জ্বল ত্রিতাপেতে

এমন,—তাপ-জুড়ান নাম থাকিতে—কেন জ্বল ত্রিতাপেতে

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

ত্রিতাপ-জ্বালার হবে বিরাম—ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

প্রভু-নিতাই-পদে লহ শরণ

এ ত' নয় ত্রিতাপ-ভোগের জনম—প্রভু-নিতাই-পদে লহ শরণ

লাভ হবে গৌর-প্রেমধন—প্রভু-নিতাই-পদে লহ শরণ

নিতাই-গৌর ভ'জে থাক সুখে

নিতাই-গৌর-নাম বল মুখে—নিতাই-গৌর ভ'জে থাক সুখে

"সকল সন্তাপ যাবে, ব্রজে যুগল-সেবা পাবে,"

গৌর-গোবিন্দ-সেবা পাবে

'হরে কৃষ্ণ' নাম জ'পে—গৌর-গোবিন্দ-সেবা পাবে

নামের স্বরূপ দে'খ্‌তে পাবে

'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' জ'পে —নামের স্বরূপ দে'খ্‌তে পাবে

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—নামের স্বরূপ দে'খ্‌তে পাবে

"জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

প্রভু মোর নিজ-গুণে, পতিত-পাষণ্ডী-জনে,

অবিচারে প্রেম দান করে।"

কেন দান ক'র্‌বে না

তার,—হৃ'দে বিহরে নিতাই-সোণা—কেন দান ক'র্‌বে না

প্রেম দেন অবিচারে

অদোষ-দরশী-নিতাই হৃ'দে ধ'রে—প্রেম দেন অবিচারে

"কি বলিব অদ্ভুত,"

অনুভব কর ভাই রে

নিত্যানন্দ-দাসের শকতি—অনুভব কর ভাই রে

তারা,—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

প্রভু-নিতাই হৃ'দে ধ'রে—তারা,—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

পতিতের,—বন্ধু-নিতাই হৃ'দে ধ'রে—তারা,—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

প্রতি নিতাই-কিঙ্করে—তারা,—ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে

"কি বলিব অদভুত, পশু-পাখী-শিশু কত,
নাচাইলা প্রেমের হিল্লোলে ॥"

পাগলা-নিতাই হৃ'দে ধরি'

গৌরপ্রেমে মত্ত মহাবলী—পাগলা-নিতাই হৃ'দে ধরি'

স্থাবর জঙ্গম প্রেমোন্মত্তকারী—পাগলা-নিতাই হৃ'দে ধরি'

বাহু পসারি,'—বুকে ধ'রে স্বভাব দিয়ে

"নাচাইলা প্রেমের হিল্লোলে ॥"

নিত্যানন্দ-দাসের স্বভাবে

নিত্যানন্দ-দাসের প্রভাবে—নিত্যানন্দ-দাসের স্বভাবে

"নাচাইলা প্রেমের হিল্লোলে ॥"

এখনও ত' দে'খ্‌তে পাও

নাচে বালক-বালিকা সবাই—এখনও ত' দে'খ্‌তে পাও

সবে,—নাচে কত রঙ্গভঙ্গে

আরতিকালে শ্রীমূর্ত্তি-আগে—সবে,—নাচে কত রঙ্গভঙ্গে

কেবা এ নাচ শিখা'ল

তাদের শিক্ষা-গুরু কে বল—কেবা এ নাচ শিখা'ল

"নাচাইলা প্রেমের হিল্লোলে ॥
বৈষ্ণব কি অবৈষ্ণব, কি নিন্দুক কি বান্ধব,
কিবা যোগী জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত।"

তার,—কিসে থা'কবে আত্ম পর

যাঁর,—হৃ'দে নিতাই বিহরপর—তার,—কিসে থা'কবে আত্ম পর

"কিবা যোগী জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত।"

সে তো কখনও আন্ দেখে না

সে তো আন দেখে না নয়নে

সে তো,—আমার নিতাই-কিঙ্কর বিনে—সে তো আন্ দেখে না নয়নে

খোসা দেখে না ভিতর দেখে

কিবা যোগী জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত—খোসা দেখে না ভিতর দেখে

নিত্যানন্দ-দাস-স্বভাবে—খোসা দেখে না ভিতর দেখে

"কি ভিখারী কিবা ধনী, মূরখ বিদ্বান মানি,
গৃহী কিম্বা বিষয়-বিরক্ত ॥
কি হিন্দু ম্লেচ্ছ যবন, কি ভক্ত অভক্তাধম,
সবা-প্রতি সম ব্যবহার।"

সবারে ভাবে আপনার

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জানি'—সবারে ভাবে আপনার

তাই সকলই তার

ভিতর দেখা স্বভাব তার

নিত্যানন্দদাস-স্বভাবে—ভিতর দেখা স্বভাব তার

দেখে নিত্যানন্দ দেখে একাকার

নিত্যানন্দদাস-স্বভাবে—দেখে নিত্যানন্দ দেখে একাকার

খোসা দেখা স্বভাব নয় তার

আরও আনন্দ ভোগ করে

আবৃত দেখি' নিতাই-চাঁদের—আরও আনন্দ ভোগ করে

"সবা-প্রতি সম ব্যবহার।"

একদিন এক-যবন-বালকে

কেন্দ্রাপাড়ায় লীলাকালে—একদিন এক-যবন-বালকে

আয় ভাই বলি' ক'র্লেন কোলে

যবন-বালক স্তম্ভিত

ঠাকুর আমায় ক'র্লেন কোলে

আমি অস্পৃশ্য-যবনের ছেলে—ঠাকুর আমায় ক'র্লেন কোলে

কেঁদে বালক আকুল হ'ল

চরণেতে বিকাইল—কেঁদে বালক আকুল হ'ল

"সবা-প্রতি সম ব্যবহার।"

তাইতে তার এই স্বভাব

জগত দেখে নিতাই-এর প্রকাশ—তাইতে তার এই স্বভাব

দেখে,—নিতাইচাঁদের গণ সবাই

নিতাই জগতের আশ্রয়—দেখে,—নিতাইচাঁদের গণ সবাই

তাইতে তার এই উদার-ব্যবহার

নিতাইদাসের এই স্বভাব বটে

ঔদার্য্যমুরতি-নিতাই হৃ'দে ধ'রে—নিতাইদাসের এই স্বভাব বটে

তাই,—পাগল আমার মহা-উদার

তার,—হৃ'দে নিতাই করে বিহার—তাই,—পাগল আমার মহা-উদার

সবাই আপনার জন মনে করে

তার প্রীতি-ব্যবহারে—সবাই আপনার জন মনে করে

সেই ত' আপন মনে বাসে

যখনই যার সঙ্গ করে—সেই ত' আপন মনে বাসে

আমারে অধিক ভালবাসে—সেই ত' আপন মনে বাসে

"সবা-প্রতি সম ব্যবহার।

সুমধুর-সম্ভাষণে,"

পাগলের আমার,—চলন বলন সকলই মধুর

হৃ'দে ধ'রে গৌরকিশোর—পাগলের আমার,—চলন বলন সকলই মধুর

"সুমধুর-সম্ভাষণে, তোষে সদা প্রতিজনে,"

আগে তারে বেঁধে ফেলে

যে আসে তার পাশে—আগে তারে বেঁধে ফেলে

বয়স-অনুরূপ-সম্বন্ধ ক'রে—আগে তারে বেঁধে ফেলে

বাঁধে সম্বন্ধের বন্ধনে

বয়স-অনুসারে তারে—বাঁধে সম্বন্ধের বন্ধনে

বাবা, দাদা, ভাই ব'লে—বাঁধে সম্বন্ধের বন্ধনে

পাগলের আমার এই ত' স্বভাব

সে যে ভালবাসার আধার—পাগলের আমার এই ত' স্বভাব

সম্বন্ধ বিনে রইতে নারে

দে'খ্‌বা মাত্র সম্বন্ধ করে—সম্বন্ধ বিনে রইতে নারে

পিছে বলে গৌরকথা

আগে সম্ভাষে,—পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা—পিছে বলে গৌরকথা

আর বল কে যাবে কোথা

অমনই সবাই পড়ে বাঁধা—আর বল কে যাবে কোথা

পাগলা,—"প্রভু মোর দয়ার আধার ॥"

ভিতরে বাইরে তারি ব্যবহার

অদোষ-দরশী নিতাই আমার—ভিতরে বাইরে তারি ব্যবহার

করুণাসিন্ধু-অবতার—ভিতরে বাইরে তারি ব্যবহার

তাই,—"প্রভু মোর দয়ার আধার ॥"

রূপ সঙরি' মনে হয়

আইলা পাগল রূপ ধরি'

নিতাই করুণা-মূরতি-ধারী—আইলা পাগল-রূপ ধরি'

দয়া করাই স্বভাব তার

পতিত-পাবন করে হৃ'দে বিহার—দয়া করাই স্বভাব তার

"প্রভু মোর দয়ার আধার ॥

সর্ব্ব-শাস্ত্র-নিরূপণ, কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন,

বিনা জীবের অন্যগতি নাই।

ইহা দেখাবার তরে, ব্রজে কৃষ্ণ হলধরে,

ন'দে হ'ল গৌরাঙ্গ-নিতাই ॥

ন'দে হ'ল প্রকট গৌরাঙ্গ-নিতাই ॥

জীব-ত্রাণ-কারণ, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
জীবে বুঝাইতে গৌরহরি।
আপনি সন্ন্যাসীবেশে,"

আচরি' ধর্ম্ম শিখাবে ব'লে

ভোগ করি ভোগ করাইতে—আচরি' ধর্ম্ম শিখাবে ব'লে

আপনি সে ছন্নবেশে

নিত্যানন্দ-বেশ আবরণে

"আপনি সন্ন্যাসী-বেশে, ফিরে প্রভু দেশে দেশে,
প্রাণের,—ভাই-নিত্যানন্দ সঙ্গে করি' ॥"

নাম-প্রেম-ধন বিতরে

অভিন্নতনু-নিতাই-দ্বারে—নাম-প্রেম-ধন বিতরে

"সেই হরি-সঙ্কীর্ত্তন, ভুলে ছিল জগজন,
নানামতে মুগ্ধ হইয়া।"

বহিরঙ্গ ক'রে রেখেছিল

হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—বহিরঙ্গ ক'রে রেখেছিল

"প্রভু মোর রাধারমণ, সদাই দুঃখিত মন,
জীবের ঐ দুর্দ্দশা দেখিয়া ॥"

তাইতে তার প্রাণ কাঁদে

করুণানিধি তার হৃ'দে জাগে—তাইতে তার প্রাণ কাঁদে

নিশিদিশি কাঁদে রে

পাগল আমার,—জীবের এ-দশা দে'খে—নিশিদিশি কাঁদে রে

হা,—প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌর

নামপ্রেমে জগতে মাতা'লে

ল'য়ে নিজগুণ সকলে—নামপ্রেমে জগত মাতা'লে

নামে সর্ব্বশক্তি দেখাইলে

ভুলে গেছে কলিজীব

কলিজীবের ধর্ম্ম নাম—ভুলে গেছে কলিজীব

প্রাণে প্রাণে ভোগ কর্'তে না'র্ছে

নামে সর্ব্বশক্তি আছে—প্রাণে প্রাণে ভোগ ক'র্‌তে না'র্‌ছে
মুখে কেবল ব'ল্‌ছে—প্রাণে প্রাণে ভোগ ক'র্‌তে না'র্‌ছে

একবার এস প্রভু
তেমনি ক'রে আবার মাতাও

নামের সর্ব্বশক্তি দেখাও—তেমনি ক'রে আবার মাতাও
জীবের দুর্গতি ঘুচাও—তেমনি ক'রে আবার মাতাও

এই প্রার্থনা হৃ'দে ধ'রে

"তাই প্রভু কাঙ্গালবেশে, ফিরি ফিরি দেশে দেশে,
নাম প্রচার কৈলা ঘরে ঘরে।"

দন্তে তৃণ গলবাসে
যারে দেখে পায়ে ধ'রে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি-নরনারী—যারে দেখে পায়ে ধ'রে
শৃগাল-কুক্কুর-আদি ক'রে—যারে দেখে পায়ে ধ'রে

"নাম প্রচার কৈলা ঘরে ঘরে।
কীর্ত্তনে অদ্ভুতশক্তি, যাতে মিলে প্রেমভক্তি,
সাক্ষাৎ দেখাইলা এ-সংসারে॥
কিবা অপরূপলীলা, সঙ্কীর্ত্তনে গলে শিলা",

অনেকের অনুভব ছিল
লীলাতেই শিলা গলে

জগজনে জানে সকলে—লীলাতেই শিলা গলে

লীলায় শিলা গলেছিল
নীলাচলে তার নিদর্শন আছে

পাষাণেতে পদচিহ্ন—নীলাচলে তার নিদর্শন আছে
'পাষাণেতে পদচিহ্ন'—
জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে—পাষাণেতে পদচিহ্ন

নীলাচলে তার নিদর্শন আছে
অনেকে বিশ্বাস করে না

গৌর-লীলায় শিলা গলেছে—অনেকে বিশ্বাস করে না
নিদর্শন দর্শন ক'রেও তবু—অনেকে বিশ্বাস করে না

সেই দুঃখ প্রাণে প্রাণে

পাগলা প্রভু রাধারমণের—সেই দুঃখ প্রাণে প্রাণে

তাইতে,—নামে শিলা গলাইলা

নামীর শক্তি ভোগ করাবার তরে—নামে শিলা গলাইলা

লীলায় শিলা গলেছিল

পাগল আমার,—নামে শিলা গলাইল—লীলায় শিলা গলেছিল
'নামে শিলা গলাইল'—
শিলা-গলান-প্রভু হৃ'দে ধ'রে—নামে শিলা গলাইল

এবার কিবা অপরূপলীলা
তার,—নামেতে গলাইল শিলা

যার,—পরশ পেয়ে গলেছিল শিলা—তার,—নামেতে গলাইল শিলা

এবার,—নূতন-খেলা খেলিল

লীলাকারী গৌরহরি—এবার,—নূতন-খেলা খেলিল
'লীলাকারী গৌরহরি'—
রাধারমণ-হৃ'দে বিহরি'—লীলাকারী গৌরহরি

এবার,—নূতন-খেলা খেলিল
অনুভব ছিল না ভাই রে

নামেতে যে অধিক শকতি—অনুভব ছিল না ভাই রে

নামেও শিলা গলাইতে পারে

পাগলা প্রভু দেখাইলা—নামেও শিলা গলাইতে পারে
"কিবা অপরূপ লীলা, সঙ্কীর্ত্তনে গলে শিলা,"

কেন বা পা'র্‌বে না

যদি,—নাম নামী অভেদ হয়—কেন বা পা'র্‌বে না
"পদচিহ্ন তাহে পড়িয়াছে।"

অনেক ভাগ্যবানে দেখেছে

নামে শিলা গলেছে—অনেক ভাগ্যবানে দেখেছে

"কৃষ্ণ-নগরেতে যাই, প্রত্যক্ষ দেখহ ভাই,
এখনও তার,—সাক্ষীলোক বিদ্যমান আছে ॥"

যাদের সৌভাগ্য হ'য়েছিল

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে তারা

সে-লীলা দেখেছে যারা—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদের তারা

বলে,—আর কি আমরা দে'খ্‌ব না

নামে শিলা-গলান-ঠাকুর—বলে,—আর কি আমরা দে'খ্‌ব না

আর কি আমরা দে'খ্‌তে পা'ব

নামে পাষাণ-গলান-পাগল—আর কি আমরা দে'খ্‌তে পা'ব

এখনও,—"সাক্ষীলোক বিদ্যমান আছে ॥
দিগ্‌নগরে সঙ্কীর্ত্তনে, বৃক্ষ পঞ্চবটী বনে,
ডাল-পালা পুলকেতে নাচে।
সঞ্চারিলা নিজ-শক্তি,"

হৃ'দে ধরি' নিতাই-মূরতি

স্থাবর-জঙ্গম-প্রেমোন্মত্তকারী—হৃ'দে ধরি' নিতাই-মূরতি
নিতাই সদা তার হৃদ্‌বিহারী—হৃ'দে ধ'রি নিতাই-মূরতি

"সঞ্চারিলা নিজ-শক্তি,"

সঞ্চারি' নিত্যানন্দ-শক্তি

"সঞ্চারিলা নিজ-শক্তি, স্থাবরে দিলা প্রেমভক্তি,
দেখি লোক কৃপা-কণা যাচে ॥"

সবে আসি' লইল শরণ

নামের শকতি করি' দর্শন—সবে আসি' লইল শরণ
লীলা-ভূমির কত পাষণ্ডী যবন—সবে আসি' হইল শরণ

এখনও ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

নাম-প্রসঙ্গে গেলে সেখানে—এখনও ব্যকুল হ'য়ে কাঁদে
প্রতিবাসী যবনগণে—এখনও ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে
'প্রতিবাসী যবনগণে'—
যারা সেই-লীলা দেখেছে—প্রতিবাসী যবনগণে

এখনও ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে

জিজ্ঞাসিলে আবেশে বলে

এখনও সেই যবনগণ—জিজ্ঞাসিলে আবেশে বলে

অবিশ্বাস ক'রেছিলাম মোরা

প্রথমদিন গাছ না'চ্‌লে—অবিশ্বাস ক'রেছিলাম মোরা

দ্বিতীয়-দিন দেখালে মোদের

আমাদের সন্দেহ ঘুচাবার তরে—দ্বিতীয়-দিন দেখালেন মোদের
গাছ আবার না'চ্‌ল নামে—দ্বিতীয়-দিন দেখালেন মোদের

এই-তরু নামে না'চ্‌ল

পঞ্চবটী দেখায়ে বলে—এই-তরু নামে না'চ্‌ল
প্রত্যক্ষ দেখেছি মোরা—এই-তরু নামে না'চ্‌ল

ব্যাকুল হ'লে কেঁদে বলে

সেই,—পাগল-ঠাকুর কোথা গেল

যে নামে এই-তরু নাচাইল—সেই,—পাগল-ঠাকুর কোথা গেল

হ'বে কি মোদের নয়ন-গোচর

নামপ্রেমে গাছ নাচান ঠাকুর—হ'বে কি মোদের নয়ন-গোচর
প্রাণ নাচান গাছ নাচান ঠাকুর—হ'বে কি মোদের নয়ন-গোচর

হায়,—কি ব'ল্‌ব দুর্দ্দৈবের কথা

প্রত্যক্ষ দেখাইলা

পাগলা প্রভু রাধারমণ—প্রত্যক্ষ দেখাইলা

প্রত্যক্ষ দেখাইলেন

নামেতে যে 'মরা' বাঁচে—প্রত্যক্ষ দেখাইলেন
নামে সর্ব্ব-শক্তি আছে—প্রত্যক্ষ দেখাইলেন

নামে পাষাণ গলা'ল

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—নামে পাষাণ গলা'ল
তরু নাচা'ল মরা বাঁচা'ল—নামে পাষাণ গলা'ল } [মাতন]

পাষাণ গলিয়া যায়

তরু নাচে মরা বাঁচে—পাষাণ গলিয়া যায় [মাতন]

এই চোখে দে'খ্‌লাম

কিন্তু বিশ্বাস ক'র্‌তে না'র্‌লাম

কি ব'ল্‌ব দুর্দ্দৈবের কথা—কিন্তু বিশ্বাস ক'র্‌তে না'র্‌লাম

বিশ্বাস ত' হ'ল না

প্রত্যক্ষ দেখাইল—বিশ্বাস ত' হ'ল না

নামে সর্ব্বশক্তি আছে—বিশ্বাস ত' হ'ল না।

পরিচয় দিতে লজ্জা ক'রে

তার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে—পরিচয় দিতে লজ্জা করে

পরিচয় তো দেই না

তার সম্বন্ধ আছে ব'লে—পরিচয় তো দেই না

তার,—নামে কলঙ্ক হবে ব'লে—পরিচয় তো দেই না

"দেখি' লোক কৃপা-কণা যাচে ॥"

দেখাইলা জগজনে

আমার,—নিতাই কত বলবান্

যারে তারে করেন প্রেমদান—আমার,—নিতাই কত বলবান্

তরুকে কৈল প্রেমদান—দেখাইলা আমার,—নিতাই কত বলবান্ [মাতন]

"দেখি' লোক কৃপা-কণা যাচে ॥

নরোত্তমের প্রাণকান্ত, শ্রীশ্রীরাধা রাধাকান্ত,

ঝাঁজ পিটায় পুনঃ সংস্থাপন।

আনি' বন্দীশালা হ'তে, সেবা করে কত-মতে,

যাহা দেখি' মুগ্ধ সর্ব্বজন ॥

আর এক অপরূপ, রসময় রসভূপ,

শ্রীল রাধাবিনোদ-ঠাকুর।"

ছিলেন যিনি চিত্রকূটে

সন্ন্যাসীর সেব্য হ'য়ে—ছিলেন যিনি চিত্রকূটে

"ব'লেছিল স্বপ্নচ্ছলে, ল'য়ে চল নীলাচলে,"

তার নিজ-সেবকে

ব্রহ্মচারী-বেশধারী—তার নিজ-সেবকে

"বলেছিল স্বপ্নচ্ছলে, ল'য়ে চল নীলাচলে,
সেবা-সুখ ভুঞ্জিব প্রচুর ॥
আমার হৃদয়ের ধন, প্রাণ শ্রীরাধারমণ,
আমি,—"সর্ব্বদা থাকিব তার কাছে।"

অদ্যাপিও বিরাজিছে

শ্রীল রাধাবিনোদ-ঠাকুর—অদ্যাপিও বিরাজিছে

নীলাচলে ঝাঁজপিটা-মঠে—অদ্যাপিও বিরাজিছে

দরশনেতে প্রাণ কাঁদে

তুমি ত' আছ রাধারমণ

নিতি নিতি সেবা দিছ

তুমি ত' আছ রাধাবিনোদ

যে এনেছে সে কোথায় লুকাল—তুমি ত' আছ রাধাবিনোদ [মাতন]

আমি,—"সর্ব্বদা থাকিব তার কাছে।
করিবে সে নিতি নিতি, প্রেমসেবা পরিপাটী,
বহুদিন এই সাধ আছে ॥
স্বপ্নাদেশে ব্রহ্মচারী, অনেক যতন করি,'
নীলাচলে কৈল উপনীত।"

চিত্রকূট-পর্ব্বত হ'তে

বিগ্রহের স্বপ্নাদেশ পেয়ে—চিত্রকূট-পর্ব্বত হ'তে

"নীলাচলে কৈল উপনীত।
এ সমস্ত বিবরণ, শুনি' প্রভু রাধারমণ,
বিনোদ-সেবা করিল স্থাপিত ॥"

এখনও আছেন বিরাজিত

ঝাঁজপিটামঠে সেই-স্মৃতি—এখনও আছেন বিরাজিত

এখনও স্মৃতি বিরাজিত

শ্রীপুরীধামে ঝাঁজপিটায়—এখনও স্মৃতি বিরাজিত

এখনও ধামে বিরাজিত

সে মূরতি অদভুত—এখনও ধামে বিরাজিত

সে মূরতি দে'খে প্রাণ কাঁদে

কোথা প্রাণ-রাধারমণ ব'লে—সে মূরতি দে'খে প্রাণ কাঁদে

"শ্রীটোটা-গোপীনাথে, হরিদাস-সমাধিতে,

কৈলা বহু সেবার বিধান।"

কেবল প্রকটলীলায় নয়

অপ্রকটেও অনেক খেলা

ঠাকুর,—হরিদাসের সমাধি উদ্ধারিলেন

যবনের হাত হ'তে—ঠাকুর,—হরিদাসের সমাধি উদ্ধারিলেন

আগে,—প্রকটেতে ব'লেছিলেন

কোন-ভাগ্যবতীকে—আগে,—প্রকটেতে ব'লেছিলেন

কাজ হ'বে তোমার দ্বারে

আমার প্রভুর প্রিয় কোন—কাজ হ'বে তোমার দ্বারে

স্বপ্নাদেশে জানাইলেন

অপ্রকটে সেই প্রিয়জনে—স্বপ্নাদেশে জানাইলেন

হরিদাসের সমাধি উদ্ধার কর

সামান্য অর্থদানে—হরিদাসের সমাধি উদ্ধার কর

তার দ্বারে হইল রক্ষা

শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধি—তার দ্বারে হইল রক্ষা

কৈলেন মোরে মহাকৃপা

দিয়ে,—হরিদাসের সমাধি-সেবা—কৈলেন মোরে মহাকৃপা

আমার,—নাই কোন অধিকার

মায়াগুরুর্ সেবা ক'র্‌বার—আমার,—নাই কোন অধিকার

মায়ার,—লাথি খাওয়া স্বভাব আমার—আমার,—নাই কোন অধিকার

আমি মায়ার ক্রীতদাস

মায়া-গুরু হরিদাস—আমি মায়ার ক্রীতদাস

সেই হরিদাসের,—সেবায় কৈলে অধিকারী

তোমার কৃপার যাই বলিহারি—সেই হরিদাসের,—সেবায় কৈলে অধিকারী

[মাতন]

অযোগ্যেরে কৈলে দান

এ কি অহৈতুকী-কৃপার দান—অযোগ্যেরে কৈলে দান [মাতন]

তোমার সেবা তুমি করো

আমি জানি আমি অযোগ্য—তোমার সেবা তুমি করো

তোমার,—প্রাণের সেবা তুমি রেখো

নিজগুণে দিয়েছ—তোমার,—প্রাণের সেবা তুমি রেখো

করো হরিদাসের সেবা

ক'র্‌ছ,—রাধাকান্ত-রাধাবিনোদের সেবা—করো হরিদাসের সেবা

'ক'র্‌ছ,—রাধাকান্ত-রাধাবিনোদের সেবা'—

যারা এলো,—তোমার সেবা করি' আশা—ক'র্‌ছ,—রাধাকান্ত-

রাধাবিনোদের সেবা

করো হরিদাসের সেবা

"কৈলা বহু সেবার বিধান।

জগতের হিতকারী, জগজন-তাপহারী,

প্রভু মোর জগতের প্রাণ॥

কটকনগরে যে'বা, শ্রীরাসবিহারী-সেবা,

দীনভাবে ছিল অবিদিত।

নিজে প্রভু সেবা-দ্বারে, জানাইলা এ-সংসারে,

সেবারীত যাহে ভক্তহিত॥

নদীয়ার হরিসভা, যথা জগজন-লোভা,

প্রেমে নাচে গৌর নটরাজ।

ভেটপ্রথা করি' নাশ, পুরাল সবার আশ,

তুষ্ট কৈলা ভকত-সমাজ॥

হিতব্রতী দানবীর, কৃপালু বিনয়ী ধীর,

গুণ যত কি বলিতে পারি।"

প্রাণ ত' গ'ল্‌ল না রে

এমন-গুণের প্রভু পেয়েও—প্রাণ ত' গ'ল্‌ল না রে

তা হ'লে কি এ-দশা হ'ত

পাগলের গুণে যদি প্রাণ কাঁ'দ্‌ত—তা হ'লে কি এ-দশা হ'ত

সবে কর এই কৃপা করি'

যেন,—গুণ সঙরি' ঝুরে ম'র্‌তে পারি—সবে কর এই কৃপা করি'

কি জানি কত ব'ল্‌ব আর

পাগলের অপরূপ ব্যবহার—কি জানি কত ব'ল্‌ব আর

তোমরা ত' শুনেছ

এই-মধুর-নদীয়াবাসী—তোমারা ত' শুনেছ

কুকুরের মহোৎসবের কথা—তোমরা ত' শুনেছ

ভাগ্যবতী এক কুকুর ছিল

নামের সঙ্গে সঙ্গে ফি'র্‌ত

তার,—দু'নয়নে বারি ঝ'র্‌ত—নামের সঙ্গে সঙ্গে ফি'র্‌ত

আর কিছু খে'ত না

অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল—আর কিছু খে'ত না

একমাত্র প্রসাদ বিনে—আর কিছু খে'ত না

করিত উপবাস

একাদশীর দিনে—করিত উপবাস

প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন

পাগলা প্রভু রাধারমণ—প্রাণে প্রাণে জান্'লেন

এ নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ

কুকুর-দেহধারী—এ নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ

নাম দিলেন ভক্তিদাসী

কোথাও ত' যায় না

সদাই কাছে প'ড়ে থাকে—কোথাও ত' যায় না

তার প্রাণ অন্ত হ'লে

মনে মনে গ'ণ্‌লেন

এ ত' কোন মহাপুরুষ
মহোৎসব ক'র্‌তে হ'বে
শ্রীমুখে আজ্ঞা ক'র্‌লেন

প্রাণপ্রিয় নবদ্বীপে—শ্রীমুখে আজ্ঞা ক'র্‌লেন

যাও নবদ্বীপ-দাস
যাও নগরে নগরে
সংবাদ দাও যত কুকুরে

সবারে আসিবার তরে—সংবাদ দাও যত কুকুরে
'সবারে আসিবার তরে'—
ভক্তিদাসীর উৎসবে—সবারে আসিবার তরে

সংবাদ দাও যত কুকুরে
নবদ্বীপদাস আজ্ঞা পেয়ে
যা'রে যা'রে দে'খ্‌লেন কাছে

কুকুর-দেহধারী—যা'রে যা'রে দেখ্‌লেন কাছে

বলিলেন কর-জোড়ে
আজ,—ভক্তিদাসীর মহোৎসব

কৃপা করি' যাবে সব—আজ,—ভক্তিদাসীর মহোৎসব

সেই মহোৎসব হ'ল

নবদ্বীপ-বড়ালঘাটে—সেই মহোৎসব হ'ল

আসিলেন সব ভক্তগণ

কত শত কুকুর-দেহধারী—আসিলেন সব ভক্তগণ

বসিলেন সারি সারি
কোনও চাঞ্চল্য নাই

আর কুকুরের স্বভাব নাই—কোনও চাঞ্চল্য নাই

বসিলেন সারি সারি
প্রসাদ খাইলা সন্তোষে

প্রসাদ বণ্টন হলে—প্রসাদ খাইলা সন্তোষে

যত সব নবদ্বীপবাসী
যারা,—আগে ক'রেছিলেন কটাক্ষ

কুকুরের আবার উৎসব হ'য়—যারা,—আগে ক'রেছিলেন কটাক্ষ
তাদের দুন'য়নে বইল ধারা

দেখি' পাগলের এই লীলা—তাদের দুনয়নে বইল ধারা
তা'রা,—পরস্পর ব'ল্‌তে লা'গ্‌ল
এ কি তাই হয় কখনও

কুকুরের এত গম্ভীরতা—এ কি তাই হয় কখনও
দেখাইলেন পাগল আমার
অন্য-বুদ্ধি ক'রো না

ধামবাসী-কুকুরে—অন্য-বুদ্ধি ক'রো না
নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হ'বে

আনে কেন থা'ক্‌বে ধামে—নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হ'বে
কুকুর-রূপে বিহরিছে—নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হ'বে
তাই এই কথা ব'ল্‌তো

"ব্রাহ্মণ-আচণ্ডাল-কুক্কুরান্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥"

আচরিয়ে শিখাইতে

ধামবাসী বৈষ্ণব সবে—আচরিয়ে শিখাইতে
বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম—আচরিয়ে শিখাইতে
করিলেন কুকুরের মহোৎসব

"গুণ যত কি বলিতে পারি॥
বিষয় সৎকুল ছিল, জীব-লাগি তেয়াগিল,
ভ্রমে পথে হইয়া ভিখারী॥

রাধারমণ-দাসে কয়, সাধ যেন পূর্ণ হয়,
সবার চরণে নিবেদন।
আমার অন্তিমকালে, হা রাধারমণ ব'লে,
সুখে যেন যায় এ-জীবন ॥"

এই কৃপা কর সবে মিলি
সবে মিলি এই কৃপা কর
এই কৃপা কর সকলে

যেন,—প্রাণ যায় গুরু-রাধারমণ ব'লে—এই কৃপা কর সকলে [মাতন]
যেন আমি ম'র্তে পারি
শ্রীরাধারমণ-চরণ হৃ'দে ধরি'—যেন আমি ম'র্তে পারি [মাতন]
'শ্রীরাধারমণ-চরণ হৃ'দে ধরি'—
নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—শ্রীরাধারমণ-চরণ হৃ'দে ধরি'
যেন আমি ম'র্তে পারি
নিতাই-গৌর-নাম মুখে বলি'—যেন আমি ম'র্তে পারি
হা-প্রভু রাধারমণ বলি'—যেন আমি ম'র্তে পারি
আয় ভাই সবাই মিলে কাঁদি
আজ আমাদের কাঁ'দ্বার দিন—আয় ভাই সবাই মিলে কাঁদি
'আজ আমাদের কাঁ'দ্বার দিন'—
আজ,—শ্রীগুরু-সঙ্গ ছাড়া হ'য়েছি—আজ আমাদের কাঁ'দ্বার দিন
আয় ভাই সবাই মিলে কাঁদি

"জয় জয় রাধারমণ করুণানিধান।
হেন প্রভু কোথা গেলা করিয়া অনাথ ॥"

হায়,—বিধি মোরে কি করিলা
হা রাধারমণ কোথা গেলা—হায়,—বিধি মোরে কি করিলা
প্রাণরাধারমণ কোথা গেলা—হায়,—বিধি মোরে কি করিলা
হায় রে,—রাধারমণ কোথা লুকাইলা—হায়,—বিধি মোরে কি করিলা

"হেন প্রভু কোথা গেলা না দেখিয়ে আর।
এবে শূন্য ভেল মোর সকল সংসার ॥"

আঁধার দেখিয়ে দিনে

পাগল। প্রভু রাধারমণ বিনে—আঁধার দেখিয়ে দিনে

আর কি দেখা দিবে না

দুঃখের কথা কারে ব'ল্‌ব—আর কি দেখা দিবে না
হা রাধারমণ তুমি—আর কি দেখা দিবে না

"কে মোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।"

কেন কি হয়েছে ব'লে

কে আর ব'ল্‌বে—কেন কি হয়েছে ব'লে

কে ডাকিবে মধুর-স্বরে

প্রেমদিঠে চেয়ে আয় ভাই ব'লে—কে ডাকিবে মধুর-স্বরে

ক'রেছিলেন সম্বোধন

প্রথম যে-দিন দরশন—ক'রেছিলেন সম্বোধন
ও ভাই 'রাম' ব'লে—ক'রেছিলেন সম্বোধন

সেই হ'তে ঐ সম্বোধন
আর কে'বা ডা'ক্‌বে

আয় ভাই 'রাম' ব'লে—আর কে'বা ডা'ক্‌বে

আর কে'বা শুধাবে

মুখ মলিন দে'খ্‌লে পরে—আর কে'বা শুধাবে

কি হ'য়েছে ভাই বল দেখি

কেন মুখ মলিন দেখি—কি হ'য়েছে ভাই বল দেখি

কে আর ক'র্‌বে কোলে

প্রেমদিঠে চেয়ে বাহু পশারিয়ে—কে আর ক'র্‌বে কোলে
কি হ'য়েছে আমার কাছে আয় ব'লে—কে আর ক'র্‌বে কোলে

আর কি কোলে নিবে না

প্রেমস্বরে আয় রাম আয় ব'লে—আর কি কোলে নিবে না

আর কি কোলে নিবে না

স্বতন্ত্রতা ক'রেছি ব'লে—আর কি কোলে নিবে না

এম্‌নি ক'রে ভেসে বেড়া'ব

আপন-স্বভাব ল'য়ে—এম্‌নি ক'রে ভেসে বেড়া'ব

"কার সঙ্গে দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া ॥"

বেড়া'ব আর কার সঙ্গে

নিতাই-গৌর ব'লে দেশবিদেশে—বেড়া'ব আর কার সঙ্গে

নিতাই-গৌর-নাম-প্রসঙ্গে—বেড়া'ব আর কার সঙ্গে

বাহু পসারি' ক'র্‌বে কোলে

প্রেমদিঠে চেয়ে আয় আয় ব'লে—বাহু পসারি' ক'র্‌বে কোলে

হায়—"কার সঙ্গে করিব আর তীর্থ পর্য্যটন।

কে মোরে লইয়া যাবে শ্রীবৃন্দাবন ॥"

আর কি আমি পাব না

কুণ্ডতীরে বিনোদকুঞ্জে—কার কি আমি পাব না

সেই দুর্ল্লভ-সঙ্গ-প্রসঙ্গ—আর কি আমি পাব না

আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

ভক্ত-চূড়ামণিগণ-সঙ্গে—আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

রামহরি-হরিচরণ-সনে—আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

'রামহরি-হরিচরণ-সনে'—

মাধবদাস-শ্যামদাস—রামহরি-হরিচরণ-সনে

আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

নিকুঞ্জ-রহস্যের পরিণতি-প্রসঙ্গে—আর কি আমি দে'খতে পাব

আর কি কীর্ত্তন করাবে না

রাধাবিনোদের মন্দিরে বসি'—আর কি কীর্ত্তন করাবে না

নিগূঢ়-গৌরলীলা-রহস্য—আর কি কীর্ত্তন করাবে না

সঙ্কীর্ত্তনে আজ্ঞা দিয়ে—আর কি কীর্ত্তন করাবে না

তোমার,—প্রভু-রামহরির দ্বারে—আর কি কীর্ত্তন করাবে না

আর,—গৌর-কীর্ত্তন করাবে না

মনোবৃত্তি সঞ্চারিয়ে—আর,—গৌর-কীর্ত্তন করাবে না

'মনোবৃত্তি সঞ্চারিয়ে'—

তোমার প্রভু-রামহরির—মনোবৃত্তি সঞ্চারিয়ে

আর,—গৌর-কীর্ত্তন করাবে না

আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

সেই ভাবাবিষ্ট-মূরতি—আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

'সেই ভাবাবিষ্ট-মূরতি'—

তোমার প্রভু-রামহরির—সেই ভাবাবিষ্ট-মূরতি

আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

গৌরকথা-প্রসঙ্গে—আর কি আমি দে'খ্‌তে পাব

পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বেন

দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উ'ঠ্‌লে—পাগল হ'য়ে ছু'টবেন

'দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উ'ঠলে'—

গৌরকথা কইতে কইতে—দাস-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উ'ঠ্‌লে

পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বেন

তোমার পূজ্য-রামহরি—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বেন

'তোমার পূজ্য-রামহরি'—

গোরারসে অতিভারি—তোমার পূজ্য-রামহরি

পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বেন

কোথা রঘুনাথ ব'লে—পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বেন

'কোথা রঘুনাথ বলে'—

এই সেই কুণ্ডতীর—কোথা রঘুনাথ ব'লে

পাগল হ'য়ে ছু'ট্‌বেন

আর কি তা দেখাবে না

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

কুসুম-সরোবরে অপরূপ-রঙ্গ—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

'কুসুম-সরোবরে অপরূপ-রঙ্গ'—

তোমার প্রভু-রামহরির—কুসুম-সরোবরে অপরূপ-রঙ্গ

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-কীর্ত্তনে—আর কি দে'খ্‌তে পাব না

'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-কীর্ত্তনে'—

গৌর-সম্ভোগে মাতা-মূরতি—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-কীর্ত্তনে

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

সে সম্মিলনী কি আর দে'খ্‌ব না

কুসুম-সরোবরে বকুলতলে—সে সম্মিলনী কি আর দে'খ্‌ব না

'কুসুম-সরোবরে বকুলতলে'—

শ্রীদাউজীর অগ্রভাগে—কুসুম-সরোবরে বকুলতলে

সে সম্মিলনী কি আর দে'খ্‌ব না

হরিচরণ-মাধবাদি-সনে—সে সম্মিলনী কি আর দে'খ্‌ব না

পরস্পরের অঙ্গে প'ড়্‌বে ঢলি'

গৌরকথা কইতে কইতে—পরস্পরের অঙ্গে প'ড়্‌বে ঢলি'

"কে মোরে লইয়া যাবে শ্রীবৃন্দাবন ॥"

কোথা,—লুকায়ে আছ রাধারমণ

কবে ল'য়ে যাবে বৃন্দাবন—কোথা,—লুকায়ে আছ রাধারমণ

"আর কি দেখিব সেই চরণ দু'খানি।
আর কি শুনিব সেই শ্রীমুখের বাণী॥"

আদর ক'রে কে'বা ডা'কৃবে

প্রেমদিঠে চেয়ে—আদর ক'রে কে'বা ডা'কৃবে

আয় রাম আয় ব'লে—আদর ক'রে কে'বা ডা'কবে

আর কে বু'ঝ্‌বে প্রাণের ব্যথা

আর কি শুনিব অমিয়া-মাখান-কথা—আর কে বু'ঝ্‌বে প্রাণের ব্যথা

আর কি জুড়াবে মনের ব্যথা

ব্যথাহারী মধুর-কথায়—আর কি জুড়াবে মনের ব্যথা

অমিয়া-মাখান-মধুর-কথায়—আর কি জুড়াবে মনের ব্যথা

আর কি শুনিবে শ্রবণ

হৃদ্‌-কর্ণ-রসায়ন-বচন—আর কি শুনিবে শ্রবণ

কথা-শুনা বাদ প'ড়েছে

সেই কথা শুনা অবধি—কথা-শুনা বাদ প'ড়েছে

আর,—কা'রো কথা লাগে না ভাল

সে কথা শুনে কর্ণ হ'য়েছে বধির—আর,— কা'রো কথা লাগে না ভাল

"আর কে লইয়া মোরে যাবে নীলাচল।"

কিছুই ত' জা'নৃতাম না

কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ—কিছুই ত' জা'নৃতাম না

নীলাচলে গৌরের কি-বা লীলা—কিছুই ত' জা'নৃতাম না

নিজগুণে ল'য়ে গেলে

শ্রীরথযাত্রা-কালে—নিজগুণে ল'য়ে গেলে

সেই লীলা ভোগ করা'লে

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-রঙ্গে—সেই লীলা ভোগ ক'রালে

গৌর-নটন ভোগ করা'লে

রথাগ্রে আপনি নে'চে—গৌর-নটন ভোগ করা'লে

সকল-আশা পূরণ কৈলে

গৌরলীলারস সিঞ্চনে—সকল-আশা পূরণ কৈলে

আর কে'বা ভোগ করা'বে

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে গৌরবিলাস—আর কে'বা ভোগ করা'বে

আর কে আমাকে ল'য়ে যাবে

হাতে ধ'রে আদর ক'রে—আর কে আমাকে ল'য়ে যাবে

কে,—নীলাচলে ল'য়ে যাবে

গৌরলীলা ভোগ করা'বে—কে,—নীলাচলে ল'য়ে যাবে

'গৌরলীলা ভোগ করাবে'—

ভাবাবেশে কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে—কে,—গৌরলীলা ভোগ করা'বে

কে,—নীলাচলে ল'য়ে যাবে

মূরতি কি আর দে'খ্‌তে পাব

আইটোটার দ্বারে ভাবাবিষ্ট—মূরতি কি আর দে'খ্‌তে পাব

'আইটোটার দ্বারে ভাবাবিষ্ট'—
প্রাণবঁধু আ'সূবে ব'লে—আইটোটার দ্বারে ভাবাবিষ্ট
মূরতি কি আর দে'খ্‌তে পাব

"আর কে দেখাবে আমায় শ্রীগৌড়মণ্ডল ॥"

আর কে দেখাবে

শ্রীগৌড়মণ্ডল আমায়—আর কে দেখাবে

আর কি ল'য়ে যাবে না

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায়—আর কি ল'য়ে যাবে না

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

ভাবাবেশে নদীয়ায় ভ্রমণ—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
'ভাবাবেশে নদীয়ায় ভ্রমণ'—
গৌরলীলা-প্রসঙ্গে—ভাবাবেশে নদীয়ায় ভ্রমণ

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

কুক্কুরের পায়ে লুটান—আর কি দে'খ্‌তে পাব না
'কুক্কুরের পায়ে লুটান'—
নিতাই গৌর ভজ ব'লে—কুক্কুরের পায়ে লুটান

আর কি দে'খ্‌তে পাব না

"যার কথা শুনে ভাই পাষাণ গলয়।
হেন প্রভু কোথা গেলা ছাড়িয়া আমায় ॥
মোরে দয়া কর প্রভু রাধারমণ-রায়।
দয়ার ঠাকুর তুমি ভুবনেতে গায় ॥"

আজ সেই ফাল্গুনী শুক্লা-দ্বিতীয়া

প্রাণ রাধারমণ কোথা লুকাইলা—আজ সেই ফাল্গুনী শুক্লা-দ্বিতীয়া

হায় রে দারুণ-বিধি

এ তোমার কি কঠোর রীতি—হায় রে দারুণ-বিধি

কেন বল হঠ্‌ ক'র্‌লে

নিধি দিলে যদি কৃপা ক'রে—কেন বল হঠ্‌ ক'র্‌লে

কেন নিধি হ'রে নিলে

সুখ-লাগি' যদি দিলে—কেন নিধি হ'রে নিলে

এই ত' স্বভাব তোমার

দেখাও ভোগ ক'র্‌তে না দাও

দ্বিতীয়া-তিথিতে চাঁদ—দেখাও ভোগ ক'র্‌তে না দাও

আজ,—আমাদের ভাগ্যে তাই ঘটা'লে

নিবিয়ে দিলে ভোগ ক'র্‌তে না দিলে—আজ,—আমাদের ভাগ্যে তাই ঘটা'লে

বড় মনে সাধ হ'য়েছিল

চাঁদ উদয় হ'ল দেখে—বড় মনে সাধ হ'য়েছিল
ষোলকলা ভোগ করিব—বড় মনে সাধ হ'য়েছিল

প্রাণভ'রে ভোগ করিব

বড় সৌভাগ্যে চাঁদ মিলেছে—প্রাণভ'রে ভোগ করিব

কি ব'ল্‌ব বিধি তোমার ব্যবহার
কেন হঠাৎ কেড়ে নিলে

ভোগ ক'র্‌তে না দিলে—কেন হঠাৎ কেড়ে নিলে
দেখাইয়ে মুগ্ধ ক'র্‌লে—কেন হঠাৎ কেড়ে নিলে

যদি চাঁদের উদয় ক'রালে

আমাদের ভাগ্যে কৃপা ক'রে—যদি চাঁদের উদয় ক'রালে
হৃদিতম বিনাশের তরে—যদি চাঁদের উদয় করা'লে

কেন তবে কেড়ে নিলে

চাঁদের প্রকাশ হ'তে না হতে—কেন তবে কেড়ে নিলে
দ্বিতীয়ার চাঁদের মত—কেন তবে কেড়ে নিলে

কারো ভাগ্যে ভোগ হ'ল না
ভাল-ক'রেও দেখা হ'ল না

ভোগকরা ত' দূরের কথা—ভাল-ক'রেও দেখা হ'ল না
কেউ দে'খ্‌ল কেউ দে'খ্‌ল না—ভাল-ক'রেও দেখা হ'ল না

কে'বা বাধ সা'ধ্‌লে

ভোগ ক'র্‌তে না দিলে—কে'বা বাধ সা'ধ্‌লে

না,—তোমার কোন দোষ নাই

সকলই আমাদের কপালের দোষ

চাঁদ পেলাম ভোগ হ'ল না—সকলই আমাদের কপালের দোষ

নিশিদিশি প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে

সেই চাঁদের অদর্শনে—নিশিদিশি প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

আজ,—চাঁদের অস্ত-যাবার দিন—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

আর আমাদের উপায় নাই

দগ্ধ হৃদয় জুড়াইবার—আর আমাদের উপায় নাই

একমাত্র,—নামাশ্রয় বিনে ভাই—আর আমাদের উপায় নাই

আয় কাঁদি সবাই মিলে

প্রাণ-রাধারমণের নাম ল'য়ে—আয় কাঁদি সবাই মিলে

পাগলা প্রভু রাধারমণ

প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ

আমার হৃদয়ের ধন—প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ

অনুভব না থা'ক্‌লেও সত্য বটে

পাগল আমার হৃদয়ের ধন—অনুভব না থা'ক্‌লেও সত্য বটে

আমি ত,—যাই নাই তার কাছে

সে ত,—যেচে এসে হাত ধরেছে—আমি ত,—যাই নাই তার কাছে

যদিও হই স্বতন্ত্রী—আমি ত,—যাই নাই তার কাছে

গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি

সে যে আমার হৃ'দ্‌বিহারী—গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি

হা প্রাণ রাধারমণ

আমার হৃদয়ের ধন—হা প্রাণ রাধারমণ

কোথা লুকায়ে ক'র্‌ছ খেলা

কোথাও ত' যাও নাই
লীলা ক'র্‌ছ গোপনে
তোমার,—প্রাণ-নিতাই-গৌর-সনে-- লীলা ক'র্‌ছ গোপনে
ত্রিকাল-সত্য-লীলায়—লীলা ক'র্‌ছ গোপনে
তোমার,—বিহারভূমি এই উদ্যানে—লীলা ক'র্‌ছ গোপনে
প্রবেশিলে এই উদ্যানে
শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-দিনে—প্রবেশিলে এই উদ্যানে
কৈলে কত উৎসব-আনন্দ
সঙ্কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—কৈলে কত উৎসব-আনন্দ
তার পরেই ব্যাধির ছল কৈলে
একদিন তুমি বিদায় নিলে
তোমার শ্রীগুরুদেবের কাছে—একদিন তুমি বিদায় নিলে
প্রভু আমায় বিদায় দাও
একস্থানে ত' রইতে নারি
বহুদূর যেতে হ'বে—একস্থানে ত' রইতে নারি
এ বড়ই সুসময় বটে
একে শ্রীধাম নবদ্বীপ
তাতে হয়েছেন সম্মিলিত
বহু-দেশের ভক্ত যত—তাতে হয়েছেন সম্মিলিত
সকলেই উনমত
নিতাই-গৌর-গুণ-গানে—সকলেই উনমত
বড়ই সুসময় বটে
প্রভু আমায় বিদায় দাও
গুরুদেবের কাছে বিদায় নিয়ে
ফাঁকি দিয়ে পলাইলে
কোথাও ত' যাও নাই
লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা
জানাইছ নিজগুণে

কত-ভাগ্যবতী-ভাগ্যবানে—জানাইছ নিজগুণে
কোথাও,—যাও নাই তুমি আছ এখানে—জানাইছ নিজগুণে

দেখা দিয়ে কোথা লুকালে
যদি,—মনে ছিল লুকাইবে
কেন,—দেখা দিয়ে মাতাইলে—যদি,—মনে ছিল লুকাইবে

একবার এস হে
কতদিন থা'ক্‌বে লুকায়ে—একবার এস হে

তাই বলি আজ একবার এস
আমাদের জন্য নয়—তাই বলি আজ একবার এস

এসেছেন,—কত কত মহাজন
তোমার শ্রদ্ধার পাত্র—এসেছেন,—কত কত মহাজন
নিতাই-সীতানাথের গণ—এসেছেন,—কত কত মহাজন
ঠাকুর-নরহরির গণ—এসেছেন,—কত কত মহাজন
তোমার প্রীতি-আকর্ষণে—এসেছেন,—কত কত মহাজন

আমরা ত' জানি না
তাদের আদর সম্ভাষণ—আমরা ত' জানি না
'তাদের আদর সম্ভাষণ'—
আত্ম-সুখে মত্ত মোরা—তাদের আদর সম্ভাষণ
আমরা ত' জানি না

কর আদর সম্ভাষণ
এস প্রাণের রাধারমণ—কর আদর সম্ভাষণ

আজ একবার দেখা দাও
তাদের মর্য্যাদা ক'র্‌বার তরে—আজ একবার দেখা দাও
হা,—মহান্ত সন্তান-মহান্তগণ

এই কৃপা কর সবে
আমায় পদধূলি শিরে দিয়ে—এই কৃপা কর সবে

যেন,—অবিচারে বিকাতে পারি
শ্রীগুরু-চরণে যেন—অবিচারে বিকাতে পারি
যেন কলঙ্ক রটে না
আমার ব্যবহারে তার নামে—যেন কলঙ্ক রটে না
এই কৃপা ভিক্ষা করি
নদীয়াবাসী-নরনারী—এই কৃপা ভিক্ষা করি
যেন,—প্রাণ ভ'রে গাইতে পারি
শ্রীগুরু রাধারমণ ব'লে—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
হা,—পাগলা প্রভু রাধারমণ
নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—হা,—পাগলা প্রভু রাধারমণ

সমাধি-সম্মুখে

একবার দেখা দাও
তুমি ত' এইখানে ব'সে আছ—একবার দেখা দাও
সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা
তখন জনম পেলাম না
যখন হ'ল প্রকট-বিহার—তখন জনম পেলাম না
'যখন হ'ল প্রকটবিহার'—
প্রভু-নিতাই-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—যখন হ'ল প্রকট-বিহার
তখন জনম পেলাম না
কা'রো দেখা পেলাম না
প্রাণগৌর-গৌরপরিকর—কা'রো দেখা পেলাম না
যাও পেলাম তাও হারাইলাম
শ্রীগুরুরূপে সুখময়-সঙ্গ—যাও পেলাম তাও হারাইলাম
তুমিও ত' লুকাইলে
আমাদের দুর্ভাগ্য-দোষে—তুমিও ত' লুকাইলে

আমাদের দোষে দে'খ্‌তে না পাই

তোমার কোন দোষ নাই—আমাদের দোষে দে'খ্‌তে না পাই

তোমার কোন দোষ নাই

নিরন্তর ক'রছ বর্ষণ

তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে —নিরন্তর ক'র্‌ছ বর্ষণ

অহৈতুকী-কৃপা —নিরন্তর ক'র্‌ছ বর্ষণ

প্রাণে প্রাণে অনুভব করি

তোমার কৃপা অনুভব করি

কিন্তু,—দে'খ্‌তে ত' পাই না

প্রাণ ত' মানে না

কৃপা ভোগ করি বটে —প্রাণ ত' মানে না

একবার দে'খ্‌তে দাও

কৃপা ভোগে আশ মিটে না—একবার দে'খ্‌তে দাও

একবার দেখা দাও

প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ—একবার দেখা দাও

অনেকদিন ত' দেখি নাই

সেই,—হাসিমাখা রসের বদন—অনেকদিন ত' দেখি নাই

বহুবর্ষ হ'ল গত

একবার দেখা দাও

নবদ্বীপ-গোবিন্দ-গোকুল-চৈতন্য-সঙ্গে —একবার দেখা দাও

একবার দে'খ্‌ব মোরা

সঙ্গে ললিতাদাসী সেবাপরা—একবার দে'খ্‌ব মোরা

একবার দেখ চেয়ে

তুমি ত' তোমার,—গৌর-ভোগে আছ মেতে —একবার দেখ চেয়ে

তোমার,—দাস-দাসী এসেছে সবে— একবার দেখ চেয়ে

তাদের কি দুর্গতি,—আজ তোমায় হারাইয়ে—একবার দেখ চেয়ে

আজ আমাদের কি দুর্দ্দশা

তুমি কেমনে সইছ তা—আজ আমাদের কি দুর্দ্দশা

তোমার ত' এই স্বভাব
কা'রো,-- মলিন মুখ দে'খ্‌তে নার
বাহু পসারি' কোলে কর
কা'রো দুঃখ সইতে নার—বাহু পসারি' কোলে কর

তেম্‌নি ক'রে এস হে
তেম্‌নি ক'রে কোলে লও
তাই বুঝি দেখা দিছ না
অভিমান ক'রেছ

বড় অভিমানী তুমি—অভিমান ক'রেছ
আজ্ঞা পালন করি নাই ব'লে—অভিমান ক'রেছ
'আজ্ঞা পালন করি নাই ব'লে'—
স্বতন্ত্রতা-দোষে—আজ্ঞা পালন করি নাই ব'লে

কতবার ব'লেছ

অহৈতুকী-কৃপা-স্বভাবে—কতবার ব'লেছ
প্রদর্শিত-পথে চ'ল্‌তে—কতবার ব'লেছ

কথা ত' শুনি নাই

নিজ-স্বতন্ত্রতা-দোষে—কথা ত' শুনি নাই

আবার কাছে ডেকে নিয়েছ
বাহু পসারি' কোলে ক'রেছ
কত উপদেশ ক'রেছ

এই পথে চল ব'লে—কত উপদেশ ক'রেছ
নিজ-গুণে কৃপা ক'রে—কত উপদেশ ক'রেছ

পুনঃ পুনঃ ব'লেছ

প্রদর্শিত-পথে চল—পুনঃ পুনঃ ব'লেছ
'প্রদর্শিত-পথে চল'—
পরাণ-গৌরাঙ্গ—প্রদর্শিত-পথে চল

পুনঃ পুনঃ ব'লেছ
কথা ত' শুনি নাই

তাইতে অভিমান ক'রেছ

মনে ব্যথা পেয়েছ —তাইতে অভিমান ক'রেছ

মৌন হ'য়ে বুঝি আছ তাই

বড় দুঃখ দিতেছি তোমায় —মৌন হ'য়ে বুঝি আছ তাই

'বড় দুঃখ দিতেছি তোমায়'—

তোমার আজ্ঞা পালন না করিয়ে—বড় দুঃখ দিতেছি তোমায়

মৌন হ'য়ে বুঝি আছ তাই

জেনেই ত' ক'রেছ গ্রহণ

অশেষ-দোষের দোষী মোরা—জেনেই ত' ক'রেছ গ্রহণ

স্বতন্ত্রতার মূরতি মোরা—জেনেই ত' ক'রেছ গ্রহণ

অদোষ-দরশী-স্বভাবে—জেনেই ত' ক'রেছ গ্রহণ

অপরাধ করাই স্বভাব মোদের

ক্ষমা করাই ত' স্বভাব তোমার—অপরাধ করাই স্বভাব মোদের

আমরা ত' ছাড়ি নাই

আমাদের স্বতন্ত্রতা স্বভাব —আমরা ত' ছাড়ি নাই

তুমি কেন ছা'ড়বে

তোমার কোলে নেওয়া স্বভাব—তুমি কেন ছা'ড়্বে

সেই ভরসায় করি আশা

অদোষ-দরশী তোমার স্বভাব—সেই ভরসায় করি আশা

'অদোষ-দরশী তোমার স্বভাব'—

আমাদের চোখে আছে দেখা—অদোষ-দরশী তোমার স্বভাব

সেই ভরসায় করি আশা

তোমায়,—দে'খ্‌বার নাই আর কোন ভরসা—সেই ভরসায় করি আশা

তাই করি দে'খ্‌বার আশা

কেবল তোমার কৃপা ভরসা—তাই করি দে'খ্‌বার আশা

অভিমান ত্যাগ কর

অপরাধ ক্ষমা কর—অভিমান ত্যাগ কর

তেম্‌নি ক'রে কোলে লও

অদোষ-দরশী প্রভু—তেম্‌নি ক'রে কোলে লও
সকল দোষ ক্ষমা ক'রে—তেম্‌নি ক'রে কোলে লও

তুমি,—উপেখিলে আর গতি নাই

কেউ আমাদের দিবে না ঠাঁই—তুমি,—উপেখিলে আর গতি নাই

তাইতে ত' তুমি ক'রেছ কোলে

আমরা,—অশেষ-দোষের দোষী ব'লে—তাইতে ত' তুমি ক'রেছ কোলে
কেউ আমাদের ছোঁবে না জে'নে—তাইতে ত' তুমি ক'রেছ কোলে

যদি আমাদের উপেক্ষা কর
তোমার নামে যে কলঙ্ক হবে

তোমার,—অদোষ-দরশী নাম ঘোষেছে—তোমার নামে যে কলঙ্ক হবে

অভিমান ক'রে লাভ কি তোমার
তুমি ত' ছা'ড়্‌তে না'র্‌বে
যেচে এসে হাত ধ'রেছ

আপন-গরজে—যেচে এসে হাত ধ'রেছ
সত্য-সঙ্কল্প ক'রে—যেচে এসে হাত ধ'রেছ
'সত্য-সঙ্কল্প ক'রে'—
অভাব ঘুচায়ে স্বভাব দিয়ে—সত্য-সঙ্কল্প ক'রে
গৌর-গোবিন্দ-সেবার যোগ্যতা দিবে—সত্য-সঙ্কল্প ক'রে

যেচে এসে হাত ধ'রেছ
অঙ্গীকার ক'রেছ
তুমি ত' বাঁধা প'ড়েছ

আমরা ত' বাঁধা পড়ি নাই—তুমি ত' বাঁধা প'ড়েছ

তোমার ত' শান্তি নাই

আমাদের যোগ্যতা না দেওয়া অবধি—তোমার ত' শান্তি নাই
'আমাদের যোগ্যতা না দেওয়া অবধি'—
নিতাই-গৌর-গোবিন্দ-পা'বার—আমাদের যোগ্যতা না দেওয়া অবধি

তোমার ত' শান্তি নাই

যদি ছেড়ে দাও আমাদের
তোমার নামে যে কলঙ্ক হবে
তোমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হবে—তোমার নামে যে কলঙ্ক হবে

তুমি ত' দায় ঠেকেছ
আমরা ত' ঠেকি নাই—তুমি ত' দায় ঠেকেছ

যতই উপেক্ষা করিবে
ততই চলে যাব দূরে
তোমায় ভুলে স্বতন্ত্রতা-দোষে—ততই চলে যাব দূরে

তাতে,—তোমার দুঃখ যাবে বেড়ে
তাই বলি,—অভিমান ক'রে কি ফল বল
আমাদের প্রতি তোমার—তাই বলি,—অভিমান ক'রে কি ফল বল

একবার চেয়ে দেখ
অভিমান পরিহর—একবার চেয়ে দেখ
তোমায় ভুলে আমাদের কি দুর্দ্দশা—একবার চেয়ে দেখ

ঘুরিয়া বেড়াই সদাই
বাসনার তাড়নায়—ঘুরিয়া বেড়াই সদাই

সকল অভাব দূর কর
বাহু পসারি' কোলে কর—সকল অভাব দূর কর
তাদের,—কেড়ে লও আমাদের কাঁদায়ে
যারা হৃদয়ে আছে লুকায়ে—তাদের,—কেড়ে লও আমাদের কাঁদায়ে
'যারা হৃদয়ে আছে লুকায়ে'—
দুর্ব্বাসনা-কপট-কুটিনাটী—যারা হৃদয়ে আছে লুকায়ে
তাদের,—কেড়ে লও আমাদের কাঁদায়ে
ক'রে লও তোমার ক'রে

স্বতন্ত্রতা ঘুচাইয়ে—ক'রে লও তোমার ক'রে
নিজ-দত্ত-ধন দাও ফিরায়ে—ক'রে লও তোমার ক'রে

সব হারা'য়ে ফেলেছি
তুমি,—সকলই ত' দিয়েছিলে—সব হারা'য়ে ফেলেছি

তুমি,—আচরিয়ে দেখাইলে

নামে সর্ব্ব-শক্তি আছে—তুমি,—আচরিয়ে দেখাইলে

প্রত্যক্ষ দেখাইলে

নামে,—তরু নাচে মরা বাঁচে

পাষাণ গলিয়া যায়—নামে,—তরু নাচে মরা বাঁচে

প্রত্যক্ষ দেখাইলে

কি ব'ল্‌ব দুর্দ্দৈবের কথা

প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস হ'ল না

তুমি,—আচরিয়ে দেখাইলে

শ্রীবিগ্রহে ভগবদ্বুদ্ধি—তুমি,—আচরিয়ে দেখাইলে
শ্রীবিগ্রহে নিত্যবুদ্ধি—তুমি,—আচরিয়ে দেখাইলে
অবিচারে মহাপ্রসাদ ব্যবহার—তুমি,—আচরিয়ে দেখাইলে

আচরণ ক'রে দেখাইলে

মহাপ্রসাদে বিশ্বাস—আচরণ ক'রে দেখাইলে
কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়—আচরণ ক'রে দেখাইলে
'কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়'—
শ্রীবৈষ্ণব-সেবা—কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়

আচরণ ক'রে দেখাইলে

দিয়েছিলে এই চারিধন

নাম বিগ্রহ প্রসাদ বৈষ্ণব—দিয়েছিলে এই চারিধন
তোমার চরিতে করি' আচরণ—দিয়েছিলে এই চারিধন
যা' মিলে না ক'রে সাধন—দিয়েছিলে এই চারিধন

বিচার ত' কর নাই

পাত্র কি অপাত্র—বিচার ত' কর নাই
ধনের আদর জানি কি না—বিচার ত' কর নাই

দিয়েছিলে নিজ-উদারতা-গুণে

হারায়ে ফেলেছি তোমার ধনে—দিয়েছিলে নিজ-উদারতা-গুণে

সদাই ত' দেখায়েছ

সে ব্যবহার ভুলে গেছি
যেন,—সর্ব্বদাই মনে বিচার
সব হারায়ে ফেলেছি

তোমার দানের দোষ নাই—সব হারায়ে ফেলেছি

নামের শকতিতে বিশ্বাস নাই
শ্রীবিগ্রহে নিত্যবুদ্ধি নাই
মহাপ্রসাদে বিশ্বাস নাই
গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা নাই
সব হারায়ে ফেলেছি
আর কি উপায় ক'র্‌বে বলো

পেয়ে ধন হারাইলাম—আর কি উপায় ক'র্‌বে বলো

পরিচয় দিতে লজ্জা করে

তোমার সম্বন্ধ ধরি ব'লে—পরিচয় দিতে লজ্জা করে
আমি হ'লাম বিশ্বাস-শূন্য—পরিচয় দিতে লজ্জা করে

তোমার,—পরিচয় দিতে পারি না

আচরণ করি না—তোমার,—পরিচয় দিতে পারি না
'আচরণ করি না'—
তোমার পরিচয় দিবার মত—আচরণ করি না

তোমার,—পরিচয় দিতে পারি না
প্রাণ কেঁদে কেঁদে উ'ঠ্‌ছে
কিন্তু,—সবাই ত' জে'নেছে

যদিও হই স্বতন্ত্তরী—কিন্তু,—সবাই ত' জে'নেছে
আমরা তোমারই ব'লে—কিন্তু,—সবাই ত' জে'নেছে
প্রাণে প্রাণে তোমার হই বা না হই—কিন্তু,—সবাই ত' জে'নেছে
অঙ্গীকার ক'রেছ ব'লে—কিন্তু,—সবাই ত' জে'নেছে

যদি করি অন্য-ব্যবহার

অঙ্গুলী দিয়ে দেখাবে

বহির্ম্মুখ লোক যত—অঙ্গুলী দিয়ে দেখাবে

তোমার,—নামে কলঙ্ক র'টবে

আমাদের ব্যবহারে—তোমার,—নামে কলঙ্ক র'টবে

বঞ্চিত হই দুঃখ নাই

আমাদের যা হয় হো'ক্

কর্ম্মফল ভোগ করি—আমাদের যা হয় হো'ক্

কিন্তু,—মনে বড় বেদনা

তোমার নামে কলঙ্ক হবে— এই,—মনে বড় বেদনা

ঘুচাও বেদনা ঘুচাও

ওহে বেদনাহারী—ঘুচাও বেদনা ঘুচাও

কলঙ্করূপে মোদের রেখো না

তোমার অকলঙ্ক-নামে—কলঙ্করূপে মোদের রেখো না

তোমার নামের কলঙ্ক ঘুচাও

ঘুচাও কলঙ্ক ঘুচাও

তোমার,—নামে যদি কলঙ্ক হয়

আমাদের স্বতন্ত্রতা-দোষে—তোমার,—নামে যদি কলঙ্ক হয়

সে কলঙ্ক কে মুছাবে

তুমি বিনে আর কে আছে—সে কলঙ্ক কে মুছাবে

ঘুচাও কলঙ্ক ঘুচাও

তেমি ক'রে কোলে লও—ঘুচাও কলঙ্ক ঘুচাও

কোথা আছ নবদ্বীপ-দাদা

একবার দেখ চেয়ে

নামে যে কলঙ্ক হ'ল

তোমার প্রাণ-রাধারমণের—নামে যে কলঙ্ক হ'ল

আমাদের স্বতন্ত্রতা-দোষে—নামে যে কলঙ্ক হ'ল

তুমি কি তা সইতে পা'রবে

একবার ব'লে দাও

তোমার প্রাণ-রাধারমণে—একবার ব'লে দাও

আছেন বুঝি উদাস হ'য়ে

আপন-ভোগেতে মেতে—আছেন বুঝি উদাস হ'য়ে

'আপন-ভোগেতে মেতে'—

তার নিতাই-গৌরাঙ্গ ল'য়ে—আপন-ভোগেতে মেতে

আছেন বুঝি উদাস হ'য়ে

বুঝি তিনি শু'ন্‌তে পান না

আমাদের কাতর-কান্না—বুঝি তিনি শু'ন্‌তে পান না

বুঝি,—তার কাছে পৌঁছে না

তার,—ভাবের ঘোর ভেদ ক'রে—বুঝি,—তার কাছে পৌঁছে না

চিরকাল স্বভাব তোমার

আমাদের হ'য়ে বলা—চিরকাল স্বভাব তোমার

ব'লে দাও ব'লে দাও

তোমার,—পাগলেরে ব'লে দাও

পূরব,—স্বভাবেতে আলিঙ্গীতে—তোমার,—পাগলেরে ব'লে দাও

অভিমান ক'রে কোন ফল নাই—তোমার,—পাগলেরে ব'লে দাও

হা,—পাগলা প্রভু রাধারমণ

তেমনি ক'রে কোলে লও

দোহাই তোমার নবদ্বীপের

তেমনি ক'রে কোলে লও

অদোষ-দরশী-স্বভাবে—তেমনি ক'রে কোলে লও

সকল-দুর্দ্দৈব ঘুচাও

আজ্ঞা-পালনে শকতি দাও—সকল-দুর্দ্দৈব ঘুচাও

দাও আনুগত্য দাও

স্বতন্ত্রতা কেড়ে লও—দাও আনুগত্য দাও

বল দাও শক্তি দাও

দাও দাও শক্তি দাও

শ্রীবিগ্রহে ভগবদ্-বিশ্বাস দাও—দাও দাও শক্তি দাও

নামে বিশ্বাস শকতি দাও

বৈষ্ণবেতে শ্রদ্ধা দাও

প্রাণে প্রাণে,—মহাপ্রসাদে বিশ্বাস দাও—বৈষ্ণবেতে শ্রদ্ধা দাও

আমাদের সব গেল

গুরু-বৈষ্ণব-অপরাধে—আমাদের সব গেল

নামের কালিমা ঘুচাও

তোমার জনে তুমি রাখো

দাও দাও শকতি দাও

দাও তাদের শকতি দাও

যারা,—তোমার পরিচয়ে পরিচিত—দাও তাদের শকতি দাও

এ ত,—দান নয় গ্রহণ করে

ভোক্তায় ভোগ করাবার তরে—এ ত,—দান নয় গ্রহণ করে

প্রাণে প্রাণে গরব করে

আমাদের পাগলা-দাড় ব'লে—প্রাণে প্রাণে গরব করে

একবার চাও কৃপাদিঠে

শক্তি দাও স্বভাব জাগাও

তোমার আজ্ঞা-পালনে—শক্তি দাও স্বভাব জাগাও

তোমার,—আজ্ঞা-পালনে শকতি দাও

অনুগত-জনে আনুগত্যাদি—তোমার,—আজ্ঞা-পালনে শকতি দাও

দাও প্রাণে শকতি দাও

সেই পথে চালাও হে

মহাজনের অনুমোদিত—সেই পথে চালাও হে

সোজা-পথে চলি মোরা

প্রভু তোমায় হৃদে ধ'রে—সোজা-পথে চলি মোরা

তোমার চরণ হৃ'দে ধরি

তোমার,—দাস-নাম সার্থক করি—তোমার চরণ হৃ'দে ধরি

আর এক নিবেদন

আমায়,—দেখা না দাও দুঃখ নাই

আমি,—মহাস্বতন্ত্রী অপরাধী—আমায়,—দেখা না দাও দুঃখ নাই

আপন-মনকে বুঝাব

তোমার দেখা না পেয়ে—আপন-মনকে বুঝাব

স্বতন্ত্রতার ফলভোগ—আপন-মনকে বুঝাব

আমার জন্য নাই বা এলে

তাদের লাগি' একবার এস

তাদের একবার দেখা দাও

যারা,—চোখে তোমায় দেখে নাই—তাদের একবার দেখা দাও

'যারা,—চোখে তোমায় দেখে নাই'—

নাম মাত্র শুনেছে—যারা,—চোখে তোমায় দেখে নাই

তাদের একবার দেখা দাও

যারা,—লীলা-কথা পড়েছে

তোমার চরিত-সুধায়—যারা,—লীলা-কথা পড়েছে

যারা,—নাম-গুণ শুনে মজেছে

প্রাণে প্রাণে প্রাণ সঁপেছে

গুণ শু'নে মুগ্ধ হ'য়ে—প্রাণে প্রাণে প্রাণ সঁপেছে

নিশিদিশি ঝু'র্‌ছে

আমাদের পাগলা দাদু ব'লে—নিশিদিশি ঝু'র্‌ছে

তারা,—তোমা ছাড়া জানে না

আমার মত স্বতন্ত্রী নয়—তারা,—তোমা ছাড়া জানে না

একবার দেখা দাও

তাদের অনুরাগে তুমি—একবার দেখা দাও

তারা,—শুনেছে নিজ-গুরুর মুখে

তুমি,—যাও নাই কোথায় আছ এখানে—তারা,—শুনেছে নিজ-গুরুর মুখে

তারা,—বড় আশা ক'রে এসেছে

তাইতে তোমায় দে'খ্‌বার তরে—তারা,—বড় আশা ক'রে এসেছে
নানাদিক-দেশ হ'তে—তারা,—বড় আশা ক'রে এসেছে
কতশত নরনারী—তারা,—বড় আশা ক'রে এসেছে

তাদের সকলেই মনে সাধ

তোমার গুণের কথা শু'নে—তাদের সকলেরই মনে সাধ
শ্রবণ-নয়নের মিটাতে বিবাদ—তাদের সকলেরই মনে সাধ

অনুভব ক'র্‌বে তারা

একবার তাদের দাও দেখা—অনুভব ক'র্‌বে তারা

তার,—মূরতি কত শকতি ধরে

যার,—নাম গানে পাগল করে—তার,—মূরতি কত শকতি ধরে

এই অনুভব ক'র্‌তে এসেছে
এস তাদের বাসনা পূরাও
আমার ব'ল্‌বার শকতি নাই

মহাস্বতন্ত্ররী আমি—আমার ব'ল্‌বার শকতি নাই
তাদের দেখা দাও ব'লে—আমার ব'ল্‌বার শকতি নাই

বড় মনে গরব তাদের

তোমার সম্বন্ধ ধ'রে—বড় মনে গরব তাদের

তারা যে গরবে ফুলে

দাদু,—আমরা তোমার নাতি ব'লে—তারা যে গরবে ফুলে

একবার দেখা দাও

তাদের গরবে তুমি—একবার দেখা দাও

রাখ তাদের গরব রাখ

তাদের প্রেমে হও বদ্ধ—রাখ তাদের গরব রাখ

তাদের পিরীতে দেখা দাও
বড়,—আব্দার ক'রে এসেছে

আমাদের দাদু ব'লে—বড়,—আব্দার ক'রে এসেছে

তাই বলি দেখা দিতে

একবার তাদের প্রীতে —তাই বলি দেখা দিতে

আমি তোমায় দে'খ্‌ব

তাদের আনুগত্যে—আমি একবার দে'খ্‌ব

তাদের পিছে দাঁড়ায়ে দে'খ্‌ব

আমার দে'খ্‌বার অধিকার নাই—তাদের পিছে দাঁড়ায়ে দে'খ্‌ব

যদিও না দেখা পাই

দেখা দাও ব'ল্‌বার মুখ নাই—যদিও না দেখা পাই

তাদের,— গরব দে'খে সুখী হ'ব

তারা তোমায় দে'খ্‌তে পেলে

কোন দুঃখ থা'কবে না তাদের—তারা তোমায় দে'খ্‌তে পেলে

তাই দে'খে সুখী হব

তোমায় দেখে সুখী তারা—তাই দে'খে সুখী হব

সম্বন্ধ ধ'রে ডাক তাদের

প্রেমদিঠে চেয়ে তেম্‌নি ক'রে হে'সে—সম্বন্ধ ধ'রে ডাক তাদের

এস দাদা দিদি ব'লে—সম্বন্ধ ধ'রে ডাক তাদের

কর প্রীতি-সম্ভাষণ

তাদের পানে চেয়ে প্রেমস্বরে—কর প্রীতি-সম্ভাষণ

তাদের প্রাণে ভরসা দাও

তারা কে কি পাবে বল

আমাকে আশ্রয় ক'রে—তারা কে কি পাবে বল

আমি ত' বিশ্বাস শূন্য

কে কি পাবে বল

আমার কাছে এসে তারা—কে কি পাবে বল

তাদের আশা কি বিফল হবে

পাব ব'লে আশ্রয় নিল—তাদের আশা কি বিফল হবে

তাদের বাসনা পূরাও

আমার যা হয় হোক্—তাদের বাসনা পূরাও

এই অভয়-বাণী বল

তাদের পানে চেয়ে—এই অভয়-বাণী বল

ভয় কি ভাই আমি আছি

ভয় কি দিদি আমি আছি

আয় আমার কাছে আয়

এই অভয়-বাণী বল

কৃপাশক্তি কর সঞ্চার

তাদের অভাব আমায় দিয়ে—কৃপাশক্তি কর সঞ্চার

তাদের অভাব আমায় দাও

তোমাকে ভোগ করিবার—তাদের অভাব আমায় দাও

তোমার আজ্ঞা-পালন ক'র্‌বার—তাদের অভাব আমায় দাও

আমি একাই পড়ে থাকি

নিজ-স্বভাব-বলে অভাব ল'য়ে—আমি একাই পড়ে থাকি

দাও তাদের বিশ্বাস দাও

নামে সর্ব্বশক্তি আছে—দাও তাদের বিশ্বাস দাও

অবিচারে গ্রহণ করুক্

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট—অবিচারে গ্রহণ করুক্

মহাপ্রসাদ নষ্ট হয় না ব'লে—অবিচারে গ্রহণ করুক্

মহা-মহা-পাবন ব'লে—অবিচারে গ্রহণ করুক্

বৈষ্ণবের সেবা করুক্

গৌরগোবিন্দ-বিহার-ভূমি জে'নে—বৈষ্ণবের সেবা করুক্

নিতাই-চাঁদের-গণ জে'নে—বৈষ্ণবের সেবা করুক্

সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি হোক্

শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে তাদের—সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি হোক্

প্রাণে প্রাণে ভোগ করুক্

বিগ্রহরূপে নিত্যলীলা—প্রাণে প্রাণে ভোগ করুক্

সেবা করুক্ প্রাণে প্রাণে

তোমার সেবা-বিগ্রহে—সেবা করুক্ প্রাণে প্রাণে
নিতাই-গৌর-রাধা-শ্যামে—সেবা করুক্ প্রাণে প্রাণে
প্রেম-প্রীতির বন্ধনে—সেবা করুক্ প্রাণে প্রাণে

অনায়াসে কাল কাটাক্

এই দুঃখময়-সংসারে—অনায়াসে কাল কাটাক্
দুঃখের পাথারে সাঁতার দিয়ে — অনায়াসে কাল কাটাক্

তাদের আচরণ দে'খে

তোমার কৃপাশক্তি পেয়ে—তাদের আচরণ দে'খে

আমার প্রাণ যাক্ জুড়ায়ে
তাদের ল'য়ে নাচ তুমি

তেমনি ক'রে নটন-রঙ্গে—তাদের ল'য়ে নাচ তুমি

তারা,—প্রাণভ'রে গান করুক্

তোমার কৃপাশীর্ব্বাদ-বলে—তারা,—প্রাণভ'রে গান করুক্
তোমার মোহন-মূরতি হে'রে—তারা,—প্রাণভ'রে গান করুক্
তোমায় সবে ঘিরে ঘিরে—তারা,—প্রাণভ'রে গান করুক্

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" } [মাতন]

গরব ক'রে বলুক্ সবাই

তোমার সম্বন্ধ হৃ'দে ধ'রে—গরব ক'রে বলুক্ সবাই
শুনে আমি শ্রবণ জুড়াই—গরব ক'রে বলুক সবাই

পাগলা-দাদা রাধারমণ

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—পাগলা-দাদা রাধারমণ [মাতন]

তারা,—গান ক'র্বে প্রেমভ'রে

আমার,—শো'ন্বার বড় সাধ হয়েছে—তারা,—গান ক'র্বে প্রেমভ'রে

পাগলা-দাদা রাধারমণ

কাঙ্গাল-রামের সর্ব্বস্বধন—পাগলা-দাদা রাধারমণ [মাতন]

এই কৃপা কর হে

যেন কলঙ্ক হয় না

আমাদের ব্যবহারে তোমার নামে—যেন কলঙ্ক হয় না

তেম্‌নি ক'রে শক্তি দাও

বাহু পশারি' হৃ'দে ধ'রে—তেম্‌নি ক'রে শক্তি দাও

তোমার,—কৃপাদত্ত-নাম-গানে—তেম্‌নি ক'রে শক্তি দাও

প্রাণে প্রাণে সবাই জানুক্

যেখানে নাম সেখানে তুমি

'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—যেখানে নাম সেখানে তুমি

যেখানে নাম সেখানে পাগল

এই,—নাম যেখানে পাগল সেখানে

'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—এই,—নাম যেখানে পাগল সেখানে

তবে কেন প্রাণ কাঁদে

এই,—হরিনাম শুনিলে তোমায় দে'খ্‌বার লাগি'—তবে কেন প্রাণ কাঁদে

নাম নিলে কেন প্রাণ কাঁদে

'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—এই,—নাম নিলে কেন প্রাণ কাঁদে

নৈলে কেন প্রাণ কাঁদে

নামের সঙ্গে তুমি নিশ্চয় আছ—নৈলে কেন প্রাণ কাঁদে

এই,—নাম তোমার সঙ্গে আছে—নৈলে কেন প্রাণ কাঁদে

তাই বুঝি প্রাণ কাঁদে

নিশ্চয়,—নাম যেখানে পাগল সেখানে—তাই বুঝি প্রাণ কাঁদে

এই,—হরিনাম শুনিলে তোমায় দে'খ্‌বার লাগি'—তাই বুঝি প্রাণ কাঁদে

এই,—নাম তোমার সঙ্গে আছে

'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম',—নামের মূরতি সম্মুখে আছে—এই,—নাম

তোমার সঙ্গে আছে

প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

এই,—নাম যেখানে তুমি সেখানে—প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও

এই কৃপা কর হে

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—এই কৃপা কর হে

পাগল হ'য়ে বেড়াই সবে

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হ'য়ে বেড়াই সবে

গরব ক'রে বলুক সবে

গরব ক'রে বেড়াবে

হা,—পাগলা-দাদু রাধারমণ ব'লে—গরব ক'রে বেড়াবে

হা,—পাগলা-দাদু রাধারমণ

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—হা,—পাগলা-দাদু রাধারমণ

গরব ক'রে বল সবাই—হা,—পাগলা-দাদু রাধারমণ

আর একটি কথা আছে

নিজ-মুখে ব'লেছিলে

করুণা-স্বভাবেতে—নিজ-মুখে ব'লেছিলে

নরকের চিত্র দে'খে—নিজ-মুখে ব'লেছিলে

নিতাই আমি ঘোর-নারকী

আমায় উদ্ধারিতে নার কি—নিতাই আমি ঘোর-নারকী

যদি আমায়,—উদ্ধারিতে ইচ্ছা কর

আগে,—জগৎ পতিত-শূন্য কর—যদি আমায়,—উদ্ধারিতে ইচ্ছা কর

আমি তোমার হব তবে

যে দিন,—জগৎ পতিত-শূন্য হবে—আমি তোমার হব তবে

যে দিন,—পতিত পতিতপাবন হবে—আমি তোমার হব তবে

'যে দিন,—পতিত পতিতপাবন হবে'—

তোমার অহৈতুকী-কৃপা-বলে—যে দিন,—পতিত পতিতপাবন হবে

আমি তোমার হব তবে

সেই কথা মনে জা'গ্‌ছে

আর কা'রে জানাব

শুনেছি তোমার শ্রীমুখে

প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন গৌরহরি

বিশ্বম্ভর নাম ধরি'—প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন গৌরহরি
প্রেমে বিশ্ব ভ'র্‌বে লি'—প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন গৌরহরি

হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছেন

অভিন্নতনু-নিতাইচাঁদে—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছেন
বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ ক'র্‌তে—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছেন

সে দিনের আর ক'দিন বাকী

বল বল পাগলা-প্রভু—সে দিনের আর ক'দিন বাকী
নিতাইচাঁদে শুধা'বে না কি—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

কবে ভ'জ্‌বে গৌরহরি

ম্লেচ্ছ-যবনাদি করি'—কবে ভ'জ্‌বে গৌরহরি

তাপিত-হিয়া জুড়াবে তবে

জগৎ,—গৌর-অনুরাগে মত্ত হবে—তাপিত-হিয়া জুড়াবে তবে

সেই আশা পূরণ কর
গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও

তোমার দাসানুদাসগণে—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও
তোমার সম্বন্ধে ধ'রে—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও
তোমার কৃপা অনুভব ক'রে—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও

আমাদের প্রাণ রাধারমণ

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—আমাদের প্রাণ রাধারমণ [মাতন]

হা,—পাগলা দাদু রাধারমণ

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—হা,—পাগলা দাদু রাধারমণ [মাতন]

জয় আমাদের রাধারমণ

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—জয় আমাদের রাধারমণ
শুনে আমি শ্রবণ জুড়াই—জয় আমাদের রাধারমণ

——০——

(আম্রবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া)

নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

পাগলের প্রাণারাম—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

প্রাণ-ভ'রে বলুক্ তারা—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

"ভজ নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" } [মাতন]

গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল । [মাতন]

—— ০ ——

'প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয় !
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !
করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয় !
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !
শ্রীখোল-করতালকী জয় !
শ্রীনবদ্বীপধামকী জয় !
শ্রীনীলাচলধামকী জয় !
শ্রীবৃন্দাবনধামকী জয় !
চারিধামকী জয় !
চারিসম্প্রদায়কী জয় !
অনন্তকোটি-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয় !
পরম করুণ-শ্রীগুরুদেবকী জয় !
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন—
শিশুপশুপালক-বালকজীবন-শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণকী জয় !

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

—— ০ ——

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের সূচক-কীর্ত্তন

(ভাদ্র-পূর্ণিমা তিথি)

——(*)——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

———०———

"জয় রে জয় রে জয়, প্রভু জগদ্বন্ধু জয়,

প্রেমদাতা পতিতপাবন।

আমার,—প্রভু জগদ্বন্ধু জয়

প্রেমদাতা পতিতপাবন—আমার,—প্রভু জগদ্বন্ধু জয় [মাতন]

"প্রেমদাতা পতিতপাবন।

আহা কি মোহন মূর্ত্তি,"

যে দেখেছে তার অনুভব আছে

"আহা কি মোহন-মূর্ত্তি, কাঞ্চন-বরণ-দ্যুতি,

সুখময় রসের সদন ॥

রসে ঢর ঢর তনু, বিধি নিরমিল জনু,

ভবসিন্ধু মথিয়া নবনী।

না জানি,—ধাতা কতকাল বসি,' গড়িল সে মুখশশী,

অপরূপ শ্রীঅঙ্গ-লাবণী ॥

ধরা-ভাগ্যে প্রকটিলে, ডাহাপাড়া-গঙ্গাকূলে,

ঘুচিল জীবের অমঙ্গল।

শুক্লপক্ষ-চন্দ্র-সম, বাড়ে রূপ-গুণ-ধর্ম্ম,

যে দেখে তাঁর নয়ন সফল ॥"

যে দেখেছে সে ভু'লতে নারিছে

মোহন-মূরতি-খানি—যে দেখেছে সে ভু'ল্‌তে নারিছে
তার,—হৃদিপটে আঁকা আছে—যে দেখেছে সে ভু'ল্‌তে নারিছে
মূর্ত্তি,—"যে দেখে তার নয়ন সফল ॥
জগচ্চন্দ্র পূর্ব্ব-নাম, পিতা,—দীননাথ ন্যায়রত্ন,
মাতা পতিব্রতা-শিরোমণি।
শিশুকাল হৈতে ভক্তি, সর্ব্বশাস্ত্র হৈল স্ফূর্ত্তি,
পৌগণ্ডে করিল নানা-লীলা।
নবীন-যৌবন-কালে, রূপ হেরি' কাম ভুলে,
প্রবল-বৈরাগ্য জনমিলা ॥
ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ়ব্রত, করি' করায় অবিরত,
কঠোর নিয়ম সদাচারে।
নদে ব্রজ উপাসনা, রাত্রিদিন অন্তর্ম্মনা,
'রা' ভাবিতে ধৈর্য্য পাশরে ॥
শ্রী'রাধা' নাম যদি শুনে, অচেতন সেইক্ষণে,
দিবানিশি ভাবে ডুবি' রয়।
পরীক্ষা করিতে তাঁরে, দুষ্টলোক পদ্মা-নীরে,
ল'য়েছিল ভুলাইয়া নৌকায় ॥
অতল-অতুল-জল, পদ্মাগর্ভ সে বিশাল,
তার মাঝে সবে মিলে বলে।
জয় জয় রাধা শ্যাম,"

সকলে এক বুলি বলে

রাধা-নামে সুবলিত হয় জেনে—সকলে এক বুলি বলে
"জয় জয় রাধা শ্যাম, শুনিয়া সে সুধানাম,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে পদ্মাজলে ॥"

'রাধা' নামশুনে পাগল হ'য়ে

"ঝাঁপ দিয়া পড়ে পদ্মা-জলে ॥
তখন,—হারাইয়া সেই ধনে, কাঁদয়ে সে-সব-জনে,
হায় চির-অন্তর্দ্ধান হ'লে।"

বুঝি আর দে'খ্‌তে পাব না

চিতচোরা-বদন-খানি—বুঝি আর দে'খ্‌তে পাব না

বলে,—"হায় চির-অন্তর্দ্ধান হ'লে।
শুনি' সে ক্রন্দন-ধ্বনি, ক্ষমাশীল গুণমণি,
আচম্বিতে আসি' দেখা দিলে ॥"

নিজ,—প্রিয়গণের দুঃখ জেনে

"আচম্বিতে আসি' দেখা দিলে ॥
মহাপুরুষের চিহ্ন, দেহে শোভে ভিন্ন ভিন্ন,
ভাবাবলি অঙ্গে শোভা পায়।
মহাভাগবতোত্তম, ভক্তিরসে সদা মগ্ন,
প্রেমদানে অবনী ভাসায় ॥"

বৃথা-কাল যায় না

নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন করয়—বৃথা-কাল যায় না
'নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন করয়'—
গৌর-গোবিন্দ-কথা—নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন করয়

বৃথা-কাল যায় না

"প্রেমদানে অবনী ভাসায় ॥
সে-দেশের যত লোক, দেখি' ভুলে দুঃখ-শোক,
সব ত্যজি' আত্ম সমর্পিলা।"

সবাই পড়ে চরণ-তলে

আমায় দয়া কর ব'লে—সবাই পড়ে চরণ-তলে

অনুভবি-জনে বলে

তাঁর,—"রূপ দেখি' সবে ভোর, বলে আইলা চিতচোর,
কিবা প্রেমদাতা পুনঃ আইলা ॥"

কে ক'রেছে একঠাঁই

তাঁর 'রূপ' দেখি বলে—কে ক'রেছে একঠাঁই
সকল সৌন্দর্য্য আনি—কে ক'রেছে একঠাঁই

বলে,—"কিবা প্রেমদাতা পুনঃ আইলা ॥
আহা কি কণ্ঠের ধ্বনি, কোকিলা লজ্জিত শুনি,'

যে শুনেছে তার অনুভব আছে

অমিয়া-মাখান-বোল—যে শুনেছে তার অনুভব আছে

"আহা কি কণ্ঠের ধ্বনি, কোকিলা লজ্জিত শুনি,
ঢালে কিবা সুধাতরঙ্গিণী।
আহা সে-মধুর-হাসি, উগারে অমিয়া-রাশি,
কথা শু'নে বিকায় পরাণী ॥
প্রেমরস ঘনাবর্ত্ত, বিধাতা করি' একত্র,
গড়ি' কি পাঠাল ধরাতলে।
একবার যেই হেরে, তার মন-প্রাণ হরে,
ভাসে সদা সে প্রেমের হিল্লোলে ॥
পাণ্ডিত্য-কবিত্ব-সার, প্রেমামৃত-পারাবার,
নদেলীলা ব্রজলীলা বর্ণে।
ভাবাবেশে মাতি চলে, ফুটে কি স্থল-কমলে,"

চ'লে গেলে দেখে মনে হয়

বুঝি স্থলকমল ফুটল—চ'লে গেলে দেখে মনে হয়

"কি আবেশ হরি-সঙ্কীর্ত্তনে ॥
তার ভালবাসা-রীতি, অসীম গুণ-সম্পত্তি,
মনে হ'লে হৃদয় বিদরে।
মোর অধ্যয়নকালে, আকর্ষিয়া কৃপাবলে,"

তা'রে,—দে'খ্ব ব'লে যাই নাই

লোক-সঙ্ঘট্ট দে'খ্তে যাসা—তা'রে,—দে'খ্ব ব'লে যাই নাই

দূর হ'তে দে'খ্তে পেলাম
অসংখ্য-লোক হয়েছে জড়

মুগ্ধ হ'য়ে দে'খ্ছে—অসংখ্য-লোক হয়েছে জড়

তারে কখনও,—দেখি নাই জানি নাই
অকস্মাৎ লোকসঙ্ঘট্ট,—দে'খ্ব ব'লে গিয়েছিলাম

"মোর অধ্যয়নকালে, আকর্ষিয়া কৃপাবলে,
ডুবাইলা অমিয়া-পাথারে ॥
তাঁরই বাৎসল্য-স্নেহ, সোহাগে লালিত দেহ,
তাঁহারই হৃদয় মন-প্রাণ।"

নদীয়া ব্রজ দেখা'ল ভোগ করা'ল

সংসার-কূপ হ'তে তুলে—নদীয়া ব্রজ দেখা'ল ভোগ করা'ল
ভাবময় নদীয়া-পুরী—নদীয়া ব্রজ দেখা'ল ভোগ করা'ল

ব্রজবনে পাঠাইলা

নদীয়ার স্বরূপ ভোগ করা'য়ে—ব্রজবনে পাঠাইলা
'নদীয়ার স্বরূপ ভোগ করায়ে'—
আবেশ-ভারাবেশ-ময়—নদীয়ার স্বরূপ ভোগ করায়ে

ব্রজবনে পাঠাইলা
লীলা-রহস্য ভোগ করা'ল

নিগম-নিগূঢ়-মধুর-ব্রজ—লীলা-রহস্য ভোগ করা'ল
অনুকুল সঙ্গ দিয়া স্বভাব দিল—লীলা-রহস্য ভোগ করা'ল

প্রাকৃত এ-দেহ ভুলায়েছিল

লীলারসে ডুবাইয়ে—প্রাকৃত এ-দেহ ভুলায়েছিল

"তাঁর মুঞি ক্রীতদাস, সেই পদ সদা আশ,
সেই মোর ভজন সাধন ॥
সঙরি' তাঁহার কথা, হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা,"

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উ'ঠ্ছে
কে মোরে পাঠাইত
কে আমায়,—ব্রজবনে পাঠাইবে

সংসার-কূপ হ'তে তুলে—কে আমায়,—ব্রজবনে পাঠাইবে

"কে মোরে পাটাবে বৃন্দাবনে।
কে জানে তোমার সঙ্গ, অল্পদিনে হবে ভঙ্গ,"

দুঃখের কথা কা'রে ব'ল্ব

"কে জানে তোমার সঙ্গ, অল্পদিনে হবে ভঙ্গ,
ভাবিয়া না ছিনু যা স্বপনে ॥
পরাণ-শারিকা ব'লে, কে ডাকিবে প্রেমস্বরে,"

আর কি সে ডাক্ শু'নতে পাব
আর কি,—আদর ক'রে ডা'কবে না

ওরে ও শারিকা ব'লে—আর কি,—আদর ক'রে ডাকবে না

"পরাণ-শারিকা ব'লে, কে ডাকিবে প্রেমস্বরে,
কেবা সঙ্গে ল'বে ন'দে-পুরে।
হরিসভায় সে মিলন, সে মহাপুরুষগণ
কৃপা যত কে বর্ণিতে পারে ॥"

সবার সঙ্গ দিয়েছিলে

সেইকালে যত গৌর-কৃপার মূর্ত্তি—সবার সঙ্গ দিয়েছিলে

বুঝি,—তিথি নক্ষত্র দিন এক হয়েছিল
সকলে আসি' মিলেছিলে

যেখানে আছে যত কৃপাশক্তি—সকলে আসি' মিলেছিলে
মধুর নদীয়াপুরে—সকলে আসি মিলেছিলে

একঠাঁই হ'য়েছিলে

হরিসভায় গৌর-মূরতি দেখে'—একঠাঁই হ'য়েছিলে

সে সঙ্গ মোরে দিয়েছিলে

তেরশত-এক-সালে—সে সঙ্গ মোরে দিয়েছিলে

"কৃপা যত কে বর্ণিতে পারে ॥"

অনায়াসে পেয়েছিলাম

প্রভু-জগদ্বন্ধু দরশন—অনায়াসে পেয়েছিলাম
মহাপুরুষগণের দরশন—অনায়াসে পেয়েছিলাম

সকলে দেখা দিয়েছিল

প্রাণের প্রভু বিজয়কৃষ্ণ—সকলে দেখা দিয়েছিল
হরিসভায় গৌরের কাছে—সকলে দেখা দিয়েছিল

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে দেখা দিলেন

সগণে শ্রীপ্রেমানন্দ—কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে দেখা দিলেন

বহুদিন ভোগ হয়েছিল

সুখময়-সঙ্গ—বহুদিন ভোগ হ'য়েছিল

"তোমা সনে ব্রজবনে"

প্রাণ,—কেঁদে কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

সুখময়-সঙ্গ সঙরি'—প্রাণ,—কেঁদে কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

"তোমা-সনে ব্রজবনে, শ্রীকুণ্ড-গিরি-গোবর্দ্ধনে,"

আর কি দেখা পাব হে

প্রেমময়-কুসুম-সরোবরে—আর কি দেখা পাব হে

"সেই সঙ্গে সে সুখ-বিলাস।
ব্রজরস গৌররস, নিঙ্গাড়ি তার নির্য্যাস,"

কি ব'ল্‌ব কৃপার কথা

প্রাণের ঠাকুর জগদ্বন্ধু—কি ব'ল্‌ব কৃপার কথা

"ব্রজরস গৌররস, নিঙ্গাড়ি তার নির্য্যাস,
পিয়াইলে মিটাইয়া আশ॥"

আশ-মিটা'য়ে পান করা'লে

দেহ-স্মৃতি ঘুচাইয়ে—আশ-মিটা'য়ে পান করালে

"পিয়াইলে মিটাইয়া আশ॥
শ্রীরাধাপদ-সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।
তোমা-সঙ্গ হারাইলে, শতযুগ একতিলে,
কৈলে না হয় বিপরীত॥
দেখি তব চাঁদ-মুখ, জনক-জননী-সুখ,
সব ভুলি ছিনু তব কোলে।
হায় প্রভু কি করিলে, ফেলি' মোরে অকালে,
দুঃখের সায়রে ডারি' গেলে॥

আমার বিদায়-কালে, হায় পত্র লিখিলে,
কেমনে সহিব ত্যজিব রে।
সে লিপি পড়িয়া নিতি, বিদরে কঠিন ছাতি,
কেমনে বেঁচেছি সহ্য ক'রে ॥
সমর্পিলে যাঁর পাশে,"

আমি,—তোমার সঙ্গ হারাইয়া
যে'য়ে—তোমারই যে আনুগত্যে
সে যে,—নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল

সমর্পিলে যাঁর পাশে, তিঁহ গেলা অন্য-দেশে,
পহুঁ মোর শ্রীরাধারমণ।
আঁচলে মাণিক ছিল, কোন ছলে কে'বা নিল,
দুঃখে প্রাণ করে আনচান ॥
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তোমা সঙ্গ পাই যেন,
নহে জন্ম বিফল আমার।
অন্ন-জল-বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
মিছা দেহ বহি লাগে ভার ॥
যে মোর মনের দুঃখ, কারে বা দেখাব বল,
কে মুছাবে মোর আঁখি-জল ।
হাহা প্রভু জগদ্বন্ধু, তুমি পতিতের বন্ধু,
দেখাইলে ও-পদ-কমল ॥
এই,—ভাদ্র-পৌর্ণমাসী-দিনে, ছাড়ি গেলা মো অধমে,
এ-জগৎ আঁধার করিলে।
এ-দেহ অন্তিমকালে, শ্রীরাধারমণ-সঙ্গ মিলে,
দেখা দিয়া লইও নিজ-কোলে ॥"

প্রাণ,—জগদ্বন্ধু রাধারমণ

পাগল হ'য়ে করি কীর্ত্তন—প্রাণ,—জগদ্বন্ধু রাধারমণ

দুঃখের কথা কা'রে ব'ল্ব

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর রে।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর রে ॥

কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ শ্রীজীব জীবন ॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ॥"

কোথা লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

এই মধুর-শ্রীনীলাচলে —কোথা লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

আশ মিটায়ে না'চ্‌ছ

অপূর্ণ-বাসনা পূর্ণ হ'ল—আশ মিটায়ে না'চ্‌ছ
ঠাকুর, —হরিদাসে বুকে ধ'রে—আশ মিটায়ে না'চ্‌ছ

সবে বলে একদিন নেচেছিলে

এখন বুঝি নাচ না—সবে বলে একদিন নেচেছিলে

ত্রিকাল-সত্য তোমার লীলা

এখনও ত' না'চ্‌ছ

ত্রিকাল-সত্য-লীলা প্রকট ক'রে—এখনও ত' না'চ্‌ছ

তার নিদর্শন রেখেছ

এখনও যে না'চ্‌ছ —তার নিদর্শন রেখেছ
ঠাকুর,—হরিদাসের সমাধি—তার নিদর্শন রেখেছ

নিশিদিশি প্রাণ কাঁদে

তোমার—অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—নিশিদিশি প্রাণ কাঁদে

ঠাকুর-হরিদাসের—সমাধি-সেবা দিলে তায়

মায়ার,—লাথি খাওয়া স্বভাব যার—ঠাকুর-হরিদাসের,—

সমাধি-সেবা দিলে তায়

শ্রীগুরু-সেবা দিলে তায়

যে,—নিশিদিশি মায়ার লাথি খায়—শ্রীগুরু-সেবা দিলে তায়

যাই,—তোমাদের কৃপার বলিহারি

হা,—জগদ্বন্ধু রাধারমণ—যাই,—তোমাদের কৃপার বলিহারি

বিষয়-বিষকূপ হ'তে তুলিলে

নিজ-গুণে কেশে ধ'রে—বিষয়-বিষকূপ হ'তে তুলিলে
ঠাকুর,—হরিদাসের সেবা দিলে—বিষয়-বিষকূপ হ'তে তুলিলে

হায় রে,—"যখন গৌর নিত্যানন্দ, শ্রী,—অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখনে না হৈল জন্ম, এবে দেহে কি'বা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥"

——○——

আহা,—"**শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর,**" ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ কীর্ত্তন।

নিশিদিশি কাঁদ রে

ওরে রে কৃতঘ্ন পরাণ—নিশিদিশি কাঁদ রে
সঙ্গ-সুখ সঙরিয়ে—নিশিদিশি কাঁদ রে
'সঙ্গ-সুখ সঙরিয়ে'—
জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধুর—সঙ্গ-সুখ সঙরিয়ে
অযাচিত করুণা আর—সঙ্গ-সুখ সঙরিয়ে

নিশিদিশি কাঁদ রে

এমন বন্ধু আর কে আছে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব বিনে—এমন বন্ধু আর কে আছে

প্রত্যক্ষ বুঝায়ে দিলে

অন্ধকূপ হ'তে তুলে এনে—প্রত্যক্ষ বুঝায়ে দিলে
গৌর-গোবিন্দ-ভজন—প্রত্যক্ষ বুঝায়ে দিলে

শুধু বুঝায়ে দেওয়া নয়
গৌর-গোবিন্দ ভজাইল

কৃপা-শক্তি প্রেরণ ক'রে—গৌর-গোবিন্দ ভজাইল
সংসার-কূপ হ'তে তুলে—গৌর-গোবিন্দ ভজাইল

মধুর-নদীয়া দেখাইল

কৃপা-রজ্জু কেশে বেঁধে—মধুর-নদীয়া দেখাইল

প্রকট স্বরূপ দেখাইল

মধুর-শ্রীনবদ্বীপের—প্রকট স্বরূপ দেখাইল
আবেশ-ভাবাবেশময়—প্রকট স্বরূপ দেখাইল
'আবেশ-ভাবাবেশময়'—
সঙ্কীর্ত্তন-নটনরঙ্গে—আবেশ-ভাবাবেশময়

প্রকট-স্বরূপ দেখাইল
প্রাণে প্রাণে ভোগ করা'ল

নবদ্বীপের প্রকট-স্বরূপ—প্রাণে প্রাণে ভোগ করা'ল

ব্রজবনে পাঠাইল

নদীয়ার স্বরূপ দেখাইয়ে—ব্রজবনে পাঠাইল

যুগল-রহস্য জানাইল
ডুবায়ে দিল লীলারসে

অহৈতুকী-কৃপাবলে—ডুবায়ে দিল লীলারসে
যুগল,—রহস্য ভোগের স্বভাব জাগায়ে—ডুবায়ে দিল লীলারসে

বাহ্য-স্মৃতি দূর কৈল

যুগল,—লীলারসে ডুবায়ে দিল—বাহ্য-স্মৃতি দূর কৈল

প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্ছে

সেই,—কৃপার কথা সঙরিয়ে—প্রাণ কেঁদে উ'ঠ্ছে

আর কি আমি পাব না

সেই সুখময়-সঙ্গ—আর কি আমি পাব না
'সেই সুখময়-সঙ্গ'—
শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে—সেই সুখময়-সঙ্গ
দাসগোস্বামীর সমাধিতে—সেই সুখময়-সঙ্গ

আর কি আমি-পাব না

কুসুম-সরোবরে সেই সুখময় সঙ্গ—আর কি আমি পাব না

প্রসঙ্গ কি করা'বে না

প্রতি-নিশায় রাসলীলা—প্রসঙ্গ কি করা'বে না

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়ায়

সেই লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়ায়

জুড়াইবার আর উপায় নাই

একমাত্র নামাশ্রয় বিনে—জুড়াইবার আর উপায় নাই

প্রাণভ'রে গাও রে

ওরে রে নিলাজ পরাণ—প্রাণভ'রে গাও রে

"যদি বন্ধু না হ'ত, কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিতু দে।
সংসার-কূপ হ'তে, টানিয়া তুলিয়া,
নদীয়া দেখা'ত কে ॥
নদীয়ার প্রকট, স্বরূপ দেখাইয়া,
ব্রজে পাঠাইত কে'বা।
কে'বা জানাইত, যুগল-মাধুরী,
সে লীলায় ডুবা'ত কে'বা ॥"

প্রাণভ'রে গাও রে

জয় নিত্যানন্দ রাম

জয় জয় জয় জগদ্‌গুরু—জয় নিত্যানন্দ রাম

জগতের একমাত্র বন্ধু—জয় নিত্যানন্দ রাম

জয়,—জগদ্‌গুরু জগদ্বন্ধু—জয় নিত্যানন্দ রাম

প্রাণভ'রে গাও ভাই

শ্রীগুরু-গৌরগণের নাম—প্রাণভ'রে গাও ভাই

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ রাম—প্রাণভ'রে গাও ভাই

জয় জগদ্বন্ধু রাধারমণ

রামহরি মাধব হরিচরণ—জয় জগদ্বন্ধু রাধারমণ [মাতন]

হা,—প্রাণের প্রাণ জগদ্বন্ধু

প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ—হা,—প্রাণের প্রাণ জগদ্বন্ধু

এই কৃপা কর দু'জনে

জগদ্বন্ধু রাধারমণ —এই কৃপা কর দু'জনে

যেন,—নিশিদিশি থাকি মেতে

যতদিন বেঁচে থাকি পৃথিবীতে—যেন,—নিশিদিশি থাকি মেতে
নিতাই-গৌর-নাম গানে —যেন,—নিশিদিশি থাকি মেতে

এই কৃপা কর সবে

যতদিন এ-দেহে প্রাণ থাকে—এই কৃপা কর সবে

এই কৃপা কর হে

পরম-করুণ শ্রীগুরু-স্বরূপ—এই কৃপা কর হে

যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

তোমাদের,—কৃপা-সঙ্গ সঙরি'—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
তোমাদের,—কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি
ভাই ভাই একপ্রাণে—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

যেন,—কণ্ঠহার হ'য়ে থাকে

তোমাদের,—কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—কণ্ঠহার হ'য়ে থাকে

পাগল হ'য়ে বেড়াইব

তোমাদের,—কৃপাদত্ত নাম গানে—পাগল হ'য়ে বেড়াইব

যারে দেখি তা'রে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

———o———

শ্রীশ্রীভৈরবচন্দ্র গোস্বামীর সূচক–কীর্ত্তন

(বৈশাখী কৃষ্ণাদশমী)

——(*)——

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"
"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

——✠——

যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি-ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া-নগরে অবতার।
তখনে না হৈল জন্ম, এবে দেহে কি'বা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥"

——o——

হা,—"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর," ইত্যাদি মহাজনী আক্ষেপ-কীর্ত্তন।

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে

ওরে রে নিলাজ পরাণ—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে
অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে
'অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'—
অদোষ-দরশী শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী-কৃপা সঙরি'

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ রে
হা শ্রীগুরুদেব
মনোবাঞ্ছা পূরণ কৈলে
সকল-আশা পূরণ কৈলে

জগদ্গুরু নিত্যানন্দ—সকল-আশা পূরণ কৈলে
শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে—সকল-আশা পূরণ কৈলে
'শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে'—

জগদ্বন্ধু ভৈরব রাধারমণ—শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে
'জগদ্বন্ধু ভৈরব রাধারমণ'—
প্রাণবন্ধু পিতা দাদা হ'য়ে—জগদ্বন্ধু ভৈরব রাধারমণ

সকল-আশা পূরণ কৈলে
এই কৃপা কর হে

যদি,—অঙ্গীকার ক'রেছ—এই কৃপা কর হে
'যদি,—অঙ্গীকার ক'রেছ'—
নিজগুণে দেখা দিয়ে—যদি,—অঙ্গীকার ক'রেছ

এই কৃপা কর হে
যেন,—নাম গান ক'র্‌তে পারি

অভিমান গৌরব শূন্য হ'য়ে—যেন,—নাম গান ক'র্‌তে পারি

যেন,—কলঙ্ক রটে না

আমা হ'তে নামে যেন—কলঙ্ক রটে না

যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি

তোমাদের কৃপা সঙরি'—যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি
পাগলের চরণ হৃ'দে ধরি'—যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি
তাঁর,—কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—পাগল হ'য়ে গাইতে পারি

যারে দেখি তারে বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"
নিতাই-গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

——*——

শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ-শ্রীরাধারমণবাগে

শ্রীমতী ললিতাসখী দাসীর সূচক-কীর্ত্তন

(কার্ত্তিক-কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী)

—(*)—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

—o—

"শ্রীগুরু-চরণাশ্রিতা, জয় দাসী শ্রীললিতা,
শ্রীগুরুনিষ্ঠা-সেবার মূরতি।"

প্রাণভ'রে জয় দাও

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে—প্রাণভ'রে জয় দাও

শ্রীগুরুসেবার মূরতি সঙরিয়ে—প্রাণভ'রে জয় দাও

জয়,—জয় দাসী শ্রীললিতা

জয় জয় জয় জয়—জয়,—জয় দাসী শ্রীললিতা

শ্রীগুরু-চরণাশ্রিতা—জয়,—জয় দাসী শ্রীললিতা [মাতন]

"শ্রীগুরুনিষ্ঠা-সেবার মূরতি।"

যেন,—মূরতি ধ'রে এসেছিল

শ্রীগুরু-সেবা-নিষ্ঠা—যেন,—মূরতি ধ'রে এসেছিল

"শ্রীগুরুনিষ্ঠা-সেবার মূরতি।

"শ্রীরাধারমণ যাঁর"

যাঁর,—'শ্রীচরণদাস' খ্যাতি

সেই,—"শ্রীরাধারমণ যাঁর, সর্ব্বারাধ্য-সেবা-সার,
সাধ্য তাঁর শ্রীচরণে রতি ॥"

সেই সে উত্তমা গতি

ঠাকুর-নরোত্তম ব'লেছেন—সেই সে উত্তমা গতি

শ্রীগুরু-চরণে রতি—সেই সে উত্তমা গতি [মাতন]

আর কিছু জা'নৃত না

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে—আর কিছু জা'নৃত না

যা করিত শ্রীগুরু-সুখের লাগি'

"সাধ্য তাঁর শ্রীচরণে রতি ॥

সর্ব্বোত্তম সাধন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবন,

আজীবন কায়-বাক্য-মনে।

শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তমা গতি,

শিখাইলা আচরি' আপনে ॥"

শ্রীগুরুচরণে রতি পাবার লাগি'

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা সাধন যাঁ'র—শ্রীগুরুচরণে রতি পাবার লাগি'

শ্রীগৌর-গোবিন্দ-বিহার-ভূমি—শ্রীগুরুচরণে রতি পাবার লাগি'

সাধ্য,—শ্রীগুরুচরণে রতি

সাধন,—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রীতি—সাধ্য,—শ্রীগুরুচরণে রতি

দেখাইলা নিজ-জীবনে

শ্রীগুরুদেবের কৃপা বলে—দেখাইলা নিজ-জীবনে

শ্রীগুরুচরণে রতি মিলে

নিজ-জীবনে আচরি' শিখাইলা—শ্রীগুরুচরণে রতি মিলে

অকপটে,—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা কৈলে—শ্রীগুরুচরণে রতি মিলে

অকপটে,—গৌর-গোবিন্দ-সেবার ফলে—শ্রীগুরুচরণে রতি মিলে [মাতন]

আচরণ ক'রে শিখাইলা

বড়,—ভাগ্যবতী দাসী-শ্রীললিতা—আচরণ ক'রে শিখাইলা

শ্রীগুরুচরণে রতি উত্তমাগতি—আচরণ ক'রে শিখাইলা

নৈলে,—কে'বা জা'নৃত রে

শ্রীগুরু-সেবার ক্রম—নৈলে,—কে'বা জা'নৃত রে

সে কেন,—গৌর-গোবিন্দ-সেবা করে

গুরুপদ-সেবা সার যার—সে কেন,—গৌর-গোবিন্দ-সেবা করে

তাঁর,—যা'তে সুখ হয় সেবক তাই ত' করে

শ্রীগুরু-মুখপানে চেয়ে থাকে—তাঁর,—যাতে সুখ হয় সেবক তাই ত' করে

"শিখাইলা আচরি' আপনে ॥"

শ্রীগুরু-স্বরূপ-খানি

আমার,—গৌর-গোবিন্দ-বিহার-ভূমি—শ্রীগুরু-স্বরূপ-খানি

"জনমি' উত্তমকুলে, কৌলিন্য পাণ্ডিত্য ভুলে,
সুদুস্ত্যজ ধন-জন-মান।
তেয়াগিয়া মন-সাধে, শ্রীরাধারমণ-পদে,
বিকাইলা হইয়া অকিঞ্চন ॥"

শ্রীগুরু-ভজন-বলে অবাধে

"তেয়াগিয়া মন-সাধে, শ্রীরাধারমণ-পদে,
বিকাইলা হইয়া অকিঞ্চন ॥"

ঝাঁপ দিতে কি পারাযায়

সর্ব্বস্ব ত্যাগ না হইলে—ঝাঁপ দিতে কি পারাযায়

"প্রাণ শ্রীরাধারমণ, জানি' কৃপা-যোগ্য-জন,
পূর্ণ-কৃপাশক্তি সঞ্চারিলা।"

জগজ্জীবে দেখাইতে

সেবা-নিষ্ঠা কারে বলে—জগজ্জীবে দেখাইতে

সুযোগ্য আধার জে'নে

কৃপা-গ্রহণের আধার জে'নে

"পূর্ণ-কৃপাশক্তি সঞ্চারিলা।
অপার কৃপার দান,"

আ'মরি,—ধারণা ত' করা যায় না

প্রাকৃত-মন-বুদ্ধিতে যা—ধারণা ত' করা যায় না

শ্রীগুরুদেবের অপার করুণা—ধারণা ত' করা যায় না

যাঁর—সৃষ্টি-বিপরীত-ক্রিয়া—ধারণা ত' করা যায় না

"অপার কৃপার দান, পুরুষ-দেহ অভিমান,"

যে অভিমানে জগত মত্ত

যে অভিমানে,— জগত বাঁধা পড়ে আছে

যা ব্রহ্মার সৃষ্টি এই,—পুরুষ-দেহ-অভিমান

"অপার কৃপার দান, পুরুষ-দেহ-অভিমান,

তাহা,—ভুলাইয়া কৈলা ব্রজবালা ॥

তারই ত' অনুভব আছে

যে তার সঙ্গ ক'রেছে—তারই ত' অনুভব আছে

এ ত,—সাধনের ফল নয় ভাই

সাধনের ত' ক্রম আছে

কয়-জনার বা ভাগ্যে ঘটে—সাধনের ত' ক্রম আছে

এ যে সৃষ্টি-ছাড়া-কথা

পুরুষ-অভিমান ভুলে দাসী-অভিমান—এ যে সৃষ্টি-ছাড়া-কথা

তাহা,—"ভুলাইয়া কৈলা ব্রজবালা ॥

নীলাচলে লীলাকালে,"

শ্রীগুরু শ্রীরাধারমণ

"নীলাচলে লীলাকালে, শ্রীরাধারমণ-কুঞ্জে মিলে,

জয়গোপালে গোপীভাব দিলা।"

সে' ত' বটে সংসারের নাম

যার,—জয়গোপাল নাম ছিলা

তা'রে—ললিতাদাসী-স্বভাব দিলা—যার,—জয়গোপাল নাম ছিলা [মাতন]

"জয়গোপালে গোপীভাব দিলা।

সখী-সাজে সাজাইয়া,"

এ ত' শুধু সাজা নয়

সাজ ত' অনেকেই সাজে—এ ত' শুধু সাজা নয়

স্বভাব জাগায়ে দিলা

বাইরে কেবল সাজ-সাজা নয়—স্বভাব জাগায়ে দিলা

গোপীভাব-যাজন, রাগানুগা-ভজন,
জানাইলা শ্রীললিতা-আলি ॥
গুরু-কৃপা অনুক্ষণ, রাধাদাস্যে মগ্ন মন,
আত্ম-সুখ-ইচ্ছা পরিহরি'।
নিষ্কাম-গোপীভাবে, দাসী-ভাবে সদা সেবে,
সর্ব্বজীবে গুরুজ্ঞান করি' ॥"

করযোড়ে প্রার্থনা করে
তারে,—প্রণতি করি' প্রার্থনা করে
সম্মুখেতে যারে হেরে—তারে,—প্রণতি করি' প্রার্থনা করে
এই কৃপা কর সবে
গৌর-পদাঙ্কিত-ভূমি-নিবাসী—এই কৃপা কর সবে
যেন,—আজ্ঞা-পালন করিতে পারি
অকপটে শ্রীগুরুদেবের—যেন,—আজ্ঞা-পালন করিতে পারি

"সর্ব্বজীবে গুরুজ্ঞান করি' ॥
বৈষ্ণব কৃষ্ণ অভিন্ন, অবিচল নিষ্ঠা ধন্য,
গুরুকৃপায়,—"বেশোচিত স্বভাব উদার।
স্বপনেও নাহি আন, আপনাকে—গোয়ালিনী অভিমান,
তদবস্থা তদ্গত হৃদয় ॥"

শুধু কি,—মুখের কথায় ভাব মিলে
কায়মনোবাক্যে না ভজিলে—শুধু কি,—মুখের কথায় ভাব মিলে
এ-ত,—ব'লে বুঝাবার কথা নয়
এ-ত,—ব'লে বুঝান যায় না
যে,—সঙ্গ করেছে তার অনুভব আছে—এ-ত,—ব'লে বুঝান যায় না
যার,—অনুভব হয়েছে সে বুঝেছে—এ-ত,—ব'লে বুঝান যায় না

"তদবস্থা তদ্গত হৃদয় ॥
সম্মুখে যাহারে হেরে, তাহারই চরণে পড়ে,
করযোড়ে কৃপাকণা যাচে।"

যেন রক্ষা করিতে পারি

শ্রীগুরু,—কৃপাদত্ত-স্বভাব-ধন—যেন রক্ষা করিতে পারি

'শ্রীগুরু,—কৃপাদত্ত-স্বভাব-ধন'—

শ্রী,—রাধাদাসী এই অভিমান—শ্রীগুরু,—কৃপাদত্ত-স্বভাব-ধন

যেন রক্ষা করিতে পারি

"করযোড়ে কৃপাকণা যাচে।
লঘু গুরু নাহি জানে, সবাকারে পূজ্যমানে,
যোগ্যাযোগ্য-জন নাহি বাছে ॥"

কেমন ক'রে বিচার ক'র্‌বে বল

যোগ্য কি অযোগ্য—কেমন ক'রে বিচার ক'র্‌বে বল

যার,—কৃপাবলে স্বভাব জেগেছে—কেমন ক'রে বিচার ক'র্‌বে বল

সবাকারেই যোগ্য মানিছে

নিজে অযোগ্য মনে জানিছে—সবাকারেই যোগ্য মানিছে

'যোগ্যাযোগ্য-জন নাহি বাছে ॥"

শ্রীগুরু-কৃপা-লাভের এই ত' দশা

সকলেই যোগ্য মানে

আপনারে অযোগ্য মানে—সকলেই যোগ্য মানে

তাই,—"যোগ্যাযোগ্য-জন নাহি বাছে ॥
ধনী গুরু-কৃপাধনে, শ্রীবিগ্রহ নিত্যজ্ঞানে,
অষ্টকালে অপূর্ব্ব সেবন।"

কেউ ত' প্রকাশক নয়

শ্রীবিগ্রহের—কেউ ত' প্রকাশক নয়

স্বপ্রকাশ স্বরূপ বটে—কেউ ত' প্রকাশক নয়

"ধনী গুরু-কৃপা-ধনে, তাই,—শ্রীবিগ্রহ নিত্যজ্ঞানে,
অষ্টকালে অপূর্ব্ব সেবন।"

স্বভাব দিয়েছেন শ্রীগুরুদেব

শ্রীবিগ্রহরূপে,—নিত্য-লীলায় সেবা করিতে—স্বভাব দিয়েছেন শ্রীগুরুদেব

তাই জেনে,—"অষ্টকালে অপূর্ব্ব সেবন।
রসরাজ রসবতী,"

প্রাণ রাধা রাধারমণ

"রসরাজ রসবতী, যুগল-পিরীতি-রীতি,
রতিরস-বিলাসে মগন ॥"

নিশিদিশি মগ্ন থাকেন

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে—নিশিদিশি মগ্ন থাকেন
যুগল-পিরীতি-রসে—নিশিদিশি মগ্ন থাকেন

"রতিরস-বিলাসে মগন ॥
প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী, প্যারো প্যারী মেরি,"

মধুর-স্বরে আহ্বান করে

"প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী, প্যারো প্যারী মেরি,
কিশোর কিশোরী মন-ধন।
সেবনে জীবন ধন্য, স্বপনে নাহিক অন্য,
প্রাণ রাধা শ্রীরাধারমণ ॥"

কখনও কাণে শুনে না

নিজ-জনে মানা ক'রেছে—কখনও কাণে শুনে না

কখনও ত' ব'লবে না

নিজ-স্বভাবেতে বাধা পড়েছে—কখনও ত' ব'লবে না
পুরুষ-অভিমানের কথা—কখনও ত' ব'লবে না

"সেবনে জীবন ধন্য, স্বপনে নাহিক অন্য,
বিনা,—প্রাণ রাধা শ্রীরাধারমণ ॥"

তাদের,—লীলানুশীলনেই সদাই মগ্ন

"জলকেলি ঝুলন-লীলা,"

নিত্য আর নৈমিত্তিক লালা

"জলকেলি ঝুলন-লীলা, মহারাস রসমেলা,
হোলি-খেলা অতুল ভুবনে।"

যে দেখেছে তার অনুভব আছে

সেই-দেশে চ'লে গেছে—যে দেখেছে তার অনুভব আছে

"নৃত্যরঙ্গ-মাধুরীতে, স্বরূপ বেকত তাতে,
লীলা প্রকট হয় সঙ্কীর্ত্তনে ॥"

দে'খ্‌লে কেউ,—আন্ মনে করিতে পা'র্‌ত না
বরজ-গোপীকা বিনা—দে'খ্‌লে কেউ,—আন্ মনে করিতে পা'র্‌ত না
নৃত্যরঙ্গ-মাধুরী দেখে—দে'খ্‌লে কেউ,—আন্ মনে করিতে পা'র্‌ত না
কত'—অনুভবী-জনে মনে করিত
শ্রীগুরু-কৃপা-বলে বলী—কত,—অনুভবী-জনে মনে করিত
এবার,—তারাই বুঝি ফিরে এ'ল
দেখি' সে-ভাবাবেশে মধুর-নটন—এবার,—তারাই বুঝি ফিরে এ'ল
যাতে,—"লীলা প্রকট হয় সঙ্কীর্ত্তনে ॥

রাসবিলাসের পরিণতি, রাই কানু একাকৃতি,
মোহন-মূরতি চিতচোরা।
রসরাজ মহাভাব, দুয়ে এক অভিনব,
নিতাই-গৌরাঙ্গ-রূপে ভোরা ॥"

ঐ মূরতি দেখেই ভোগ করে
এই,—নিতাই-গৌরাঙ্গ-স্বরূপ—ঐ মূরতি দেখেই ভোগ করে

"নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম, সাজাইয়া প্রাণারাম,
শোভা হেরি' হিয়া গরগর।"

শ্রীবিগ্রহেতে ভোগ করিত
বিগ্রহ দেখে ভোগ করিত
নিতাই-গৌরাঙ্গ-যুগল—বিগ্রহ দেখে ভোগ করিত
নাগরী-নাগর সাজাইয়ে—বিগ্রহ দেখে ভোগ করিত
প্রাণে প্রাণে ভোগ করিত
অনুরূপ-সাজে সাজাইয়ে—প্রাণে প্রাণে ভোগ করিত
"শোভা হেরি' হিয়া গরগর।"

বলে,—আ'মরি মরি কি মাধুরী
প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বর হেরি'— বলে,—আ'মরি মরি কি মাধুরী

আনন্দ আর ধরে না

বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গ দেখে—আনন্দ আর ধরে না

"শোভা হেরি' হিয়া গরগর।
প্রেম রস মূর্ত্তি দু'টী, প্রেমসেবা পরিপাটী,
অভিনব নাগরী নাগর॥
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
যেন,—নামমালা প্রকট প্রকাশ।
নিতি নিতি নব নব, সেবা সঙ্কীর্ত্তনোৎসব,
অতুলন সেবন-পিয়াস॥"

নিতি নিতি,—নব নব সাধ উঠিত

প্রাণ-যুগল-সেবার লাগি'—নিতি নিতি,—নব নব সাধ উঠিত

"অতুলন সেবন-পিয়াস॥
এই,—মধুর-নবদ্বীপ-ধামে,"

এ যে,—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

যেখানে,—গৌর-স্বরূপ ব'নে ছিল

মহারাস-বিলাসের পরিণতিতে—যেখানে,—গৌর-স্বরূপ ব'নে ছিল

আমি তুমি ভুলে গিয়ে—যেখানে,—গৌর-স্বরূপ ব'নে ছিল

"মধুর-নবদ্বীপ-ধামে, 'রাধারমণ-বাগ' নামে,
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে নিত্যস্থিতি।"

শ্রীগুরু-কৃপা ধরি' হৃদি

আশ্রমেতে সদাই স্থিতি—শ্রীগুরু-কৃপা ধরি' হৃদি

তাই,—"ত্যজিয়া আশ্রম-চত্বরে, নাহি গতি স্থানান্তরে,
অলঙ্ঘ্য-নিয়ম-নিষ্ঠাবতী॥"

তাঁর,—এই মনে সঙ্কল্প ছিল

একপদও যায় নাই কোথায়

কখনও বাহিরে যেত না

শ্রীবিগ্রহের আনুগত্য বিনা—কখনও বাহিরে যেত না

শ্রীগুরুধাম তেয়াগিয়ে—কখনও বাহিরে যেত না

যাই রে নিষ্ঠার বলাই যাই

"অলঙ্ঘ্য-নিয়ম-নিষ্ঠাবতী ॥
সমাগত সর্ব্বজনে, সুমধুর আপ্যায়নে,"

আপন পর জ্ঞান ছিল না

"সমাগত সর্ব্বজনে, সুমধুর আপ্যায়নে,
স্নেহডোরে বাঁধি' চিরতরে।"

অনেকেই বাঁধা পড়েছিল

এই সুমধুর-আপ্যায়নে—অনেকেই বাঁধা পড়েছিল

সে কখনও ভু'ল্‌তে পারে নাই

যারে ডেকে সম্বন্ধ ক'রেছে—সে কখনও ভু'লতে পারে নাই

"স্নেহডোরে বাঁধি' চিরতরে।
দুর্ল্লভ গুরুভক্তিধন, গৌর-গোবিন্দ ভজন,
স্বশকতি সবারে সঞ্চারে ॥"

যেন অনুগত হয় রে

আমি তোমার হ'লাম বলে—যেন অনুগত হয় রে

ভাগ্যবান্ তার আধারে ধরে

অন্য-জন বিচার ক'রে মরে—ভাগ্যবান্ তার আধারে ধরে

"স্বশকতি সবারে সঞ্চারে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র তুণ্ডে স্ফুরে,"

এ ত' নহে পাণ্ডিত্যের বল

এ যে শ্রীগুরুকৃপা কেবল—এ ত' নহে পাণ্ডিত্যের বল

কি ব'লব তার গুণের কথা

তার,—ভাব-রাজ্যের কি অনুভব আছে

"সর্ব্বশাস্ত্র তুণ্ডে স্ফুরে, সুসিদ্ধান্ত-সুধাধারে,
সবাকার সংশয় নাশয়।"

এ ত' নয় পাণ্ডিত্যের বল

কেবল,—গুরুনিষ্ঠ-কৃপার ফল—এ ত' পাণ্ডিত্যের বল

"সবাকার সংশয় নাশয়।
পরম-পাণ্ডিত্য-প্রভা"

সে জানে না প্রকাশ হ'য়েছে

ভক্তিরাজ্যের এই ত' স্বভাব—সে জানে না প্রকাশ হ'য়েছে

সে,—মনে প্রাণে এই ত' জানে

যে লাভ করে গুরু-কৃপাধনে—সে,—মনে প্রাণে এই ত' জানে
বিজ্ঞ হয়েও আপনাকে অজ্ঞ মানে—সে,—মনে প্রানে এই ত' জানে

"পরম-পাণ্ডিত্য-প্রভা, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা,
সঙ্গ-গুণে অজ্ঞ বিজ্ঞ হয়॥"

তারই ত' অনুভব আছে

যে অকপটে সঙ্গ করেছে—তারই ত' অনুভব আছে

"সঙ্গ-গুণে অজ্ঞ বিজ্ঞ হয়॥"

কি ব'ল্‌ব সে স্বভাবের কথা
প্রাণ যে কেঁদে উ'ঠ্‌ছে

"পতিত দুঃখিত দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
বলে,—জয়গুরু শ্রীগুরু রসনায়।"

প্রাণে প্রাণে প্রার্থনা করে

আনন্দময়-শ্রীগুরুচরণে—প্রাণে প্রাণে প্রার্থনা করে

ওগো শ্রীগুরু দয়াময়
যোগ্যতা দাও ইহায়

নিজগুণে,—অযোগ্যতা ঘুচাইয়ে—যোগ্যতা দাও ইহায়

তাই বলে,—"জয়গুরু শ্রীগুরু রসনায়।
কত কলিহত জন, হইল ভক্ত মহাজন,
কটাক্ষ-ঈক্ষণ-করুণায়॥
জীবের বৈমুখ্য বাধা, ঘুচাইতে 'চরিত-সুধা,'
বিতরিলা জীবের কল্যাণে।"

'চরিত-সুধা' বর্ণন কৈলা

সুসিদ্ধান্ত জানাইতে—'চরিত-সুধা' বর্ণন কৈলা

সকল সন্দেহ ঘুচাইতে—'চরিত-সুধা' বর্ণন কৈলা

'চরিত-সুধা' প্রকাশ কৈলা

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায় —'চরিত-সুধা' প্রকাশ কৈলা

তারই ত' অনুভব আছে

যে,—আনুগত্য ল'য়ে পাঠ করেছে—তারই ত' অনুভব আছে

এখনও শু'ন্‌তে পাই কাণে

যারা,—'চরিত-সুধা' অনুশীলন করে—তাদের কাছে,—

এখনও শু'ন্‌তে পাই কাণে

এমন,—অপূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত দেখি নাই

সকল সংশয় দূরে যায়

'চরিত-সুধা' পাঠ করিলে—সকল সংশয় দূরে যায়

তাই,—"বিতরিলা জীবের কল্যাণে ।
'সঙ্গীত-মাধব' টিপ্পনী, 'সুরত-কথামৃত' খনি,

যা,—সুরসিক-জনে আলাপন করে

সেই,— "'সঙ্গীত-মাধব' টিপ্পনী, 'সুরত-কথামৃত' খনি,
অতুলন দান জগজনে ॥"

যে,—রসিক-জন সেই ত' জানে

আনে বা বল জা'নবে কেমনে—যে,—রসিক-জন সেই ত' জানে

"অতুলন দান জগজনে ॥
'পদামৃত' 'স্তবাবলী', 'অষ্টক' যুগল-কেলি,
লীলারস-বিলাস বর্ণন ।
অবিচারে অভাজনে, ধন্য কৈলা কৃপাগুণে,
দীনে দিলা অমূল্য রতন ॥"

আমাদের অনুভব হ'ল না

সম্বন্ধের পরিচয় দেই বটে—আমাদের অনুভব হ'ল না

অপূর্ব্ব কৃপার দান—আমাদের অনুভব হ'ল না

যে যোগ্য সেই জেনেছে

সেই অপূর্ব্ব-দানের কথা—যে যোগ্য সেই জেনেছে

সে,—প্রাণে প্রাণে লুকায়ে রেখেছে—যে যোগ্য সেই জেনেছে

"দীনে দিলা অমূল্য রতন ॥
যুগল-পিরীতি-ঘন, নিকুঞ্জে নিতি ভিয়ান,
পরিবেশন নদীয়া-নগরে।
রাধারমণ-মহোৎসবে, সবে সে প্রসাদ সেবে,
শ্রীললিতা সগণে বিতরে ॥"

সেই আশ্চর্য্য মেনেছে

প্রসাদ বিতরণ যে দেখেছে—সেই আশ্চর্য্য মেনেছে

প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রেছে

বিতরণের চতুরতা—প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রেছে

প্রাণে প্রাণে অনুভব হয়েছে

যে অনুভবী-জন তার—প্রাণে প্রাণে অনুভব হয়েছে

নিজ-শক্তি সঞ্চার করে

মহাপ্রসাদ-পরিবেশন-ছলে—নিজ-শক্তি সঞ্চার করে

"শ্রীললিতা সগণে বিতরে ॥
ভাবাবেশে একদিনে, কৃষ্ণকথা আলাপনে,
কৃষ্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ দেখায়।
আসন ছিল সম্মুখে, বিস্ময়ে সকলে দেখে,
যুগল-পদচিহ্ন-পড়ে তায় ॥"

যুগলের পদ-চিহ্ন পড়েছে

যুগল রহস্য ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—যুগলের পদ-চিহ্ন পড়েছে

ভাগ্যে দর্শন ঘটেছে

যুগল-পদ-চিহ্নময়—ভাগ্যে দর্শন ঘটেছে

"যুগল-পদ-চিহ্ন পড়ে তায় ॥"

আর কিবা ব'ল্‌ব ভাই

তার কৃপার চরিত্রের কথা—আর কিবা ব'ল্‌ব ভাই

কিবা বলিব কিবা জানি

শ্রীললিতা-দাসীর গুণের কথা—কিবা বলিব কিবা জানি

"গুরুনিষ্ঠা কৃষ্ণে রতি, বৈষ্ণব-সেবনে প্রীতি,
নাম-মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।"

শুধু,—শ্রীগুরু-কৃপা ব'লে নয়

এ যে,—অকপটে সেবার ফল হয়—শুধু,—শ্রীগুরু-কৃপা ব'লে নয়

"নাম-মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
জগজীবে উদ্ধারিতে, মূর্ত্তিমতী অবনীতে,
শ্রীললিতারূপে পরকাশ॥"

ব'লে বুঝাবার কথা নয়

সেই ত' জানে প্রাণে প্রাণে

যে অকপটে সঙ্গ করেছে—সেই ত' জানে প্রাণে প্রাণে

আমার ভাগ্যে মিলিল না

সেই,—সেবার স্বরূপ চলে গেল—আমার ভাগ্যে মিলিল না
অপূর্ব্ব কৃপার দান—আমার ভাগ্যে মিলিল না

যে ভাগ্যবান্ তার ভাগ্যে মিলিল

অনেকেই বঞ্চিত হ'ল—যে ভাগ্যবান্ তার ভাগ্যে মিলিল

আনের কথা কিবা ব'ল্‌ব

আমরাই ত' বঞ্চিত হ'লাম

মনে সদা বিচার কৈলাম—আমরাই ত' বঞ্চিত হ'লাম

"শ্রীললিতারূপে পরকাশ॥
গোবিন্দ-কৃপারখনি, নবদ্বীপ-আশ্রয়িণী,
চৈতন্য-সেবন-ধন-ধনী।"

এই তিন ধ'নে ধনী ছিল

শ্রীমুখে বলেছেন শুনেছি

ললিতা-দাসীর এই ধন মিলেছে

চৈতন্যের অকপট-সেবার ফলে—ললিতা-দাসীর এই ধন মিলেছে

"কুসুম রসরঙ্গিনী, কিশোরী প্যারী সঙ্গিনী,
রাধারমণ-সেবন-জীবনী॥

রাধারমণ বিনোদিনী, সর্ব্বগুণ-স্বরূপিণী,
কি জানি গুণ কত বা বাখানি।
না কি জানি কি ভাগ্যগুণে, পেয়েছিনু তোমা-ধনে,
গুণ-স্মরি' বিদরে পরাণী ॥
দয়ালের শিরোমণি, শ্রীরাধারমণ দানী,
দিয়াছিলেন ললিতা-রতন।
তেরশ তিপ্পান্ন-সনে, কেশব-পঞ্চম-দিনে,
হরিলেন হইয়া অকরুণ ॥"

গুণনিধি শ্রীরাধারমণ

অহৈতুকী-কৃপার ধন—গুণনিধি শ্রীরাধারমণ

অহৈতুকী-কৃপার বশে দিয়েছিলেন

আমাদের দোষে কেড়ে নিলেন—অহৈতুকী-কৃপার বশে দিয়েছিলেন

জা'নলাম না বু'ঝ্‌লাম না

অকপটে সেবা করলাম না—জা'নলাম না বু'ঝলাম না

তাই,—"হরিলেন হইয়া অকরুণ ॥"

এ ত' অকরুণা নয় ভাই রে

ললিতাদাসীকে গোপন করেছে

সে,—সেবা ছেড়ে কোথায় গেছে—ললিতাদাসীকে গোপন করেছে

কোথাও ত' যায় নাই

কেমন ক'রে যাবে বল

যুগল-সেবা-বিগ্রহ ছেড়ে—কেমন ক'রে যাবে বল

লুকাইয়ে রেখেছে

আমাদের আর্ত্তি বাড়াবার লাগি'—লুকাইয়ে রেখেছে

"সর্ব্বসিদ্ধ ত্রয়োদশী, অন্তে আসি চতুর্দ্দশী,
নিশি ষষ্ঠ-দণ্ড সুসময়।
কৃষ্ণপক্ষ গুরুবারে, কৃষ্ণপক্ষে অভিসারে,
সুলগন মিথুন উদয় ॥
বরজ-প্রেমিক-মিথুনে, মিলাইবেন সঙ্গোপনে,
অনঙ্গানন্দদা-কুঞ্জে তায়।

শ্রীগুরু মঞ্জরী অনঙ্গ, যূথেশ্বরী-ললিতা-সঙ্গ,
শ্রীললিতাদাসীর বিজয় ॥"

কৃষ্ণসেবায় প্রবেশিলা

এই সুমঙ্গল দিনে কৃষ্ণসেবায় প্রবেশিলা।

তাই,—গুরুবারে লুকাইলা

শ্রীগুরুপদে একান্ত আশ্রয়—তাই, গুরুবারে লুকাইলা

এই সুসময়ে সুলগনে

করিলেন আত্ম গোপনে—এই সুসময়ে সুলগনে

কেউ ত' কোথায় যায় নাই
যেতে ত' পারে না

যদি শ্রীবিগ্রহ নিত্য হয়—যেতে ত' পারে না।

কোথাও ত' যায় নাই
অদ্যাপিও ভোগ করিছে

যুগল-সেবা-রহস্য—অদ্যাপিও ভোগ করিছে
অনঙ্গানন্দদা-কুঞ্জে—অদ্যাপিও ভোগ করিছে
রতি-মঞ্জরীর আনুগত্যে—অদ্যাপিও ভোগ করিছে

সেই ত' অনুভব করিছে

যে অনুগত হয়েছে—সেই ত' অনুভব করিছে

প্রাণভ'রে জয় দাও
জয় সখী শ্রীললিতা

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা—জয় সখী শ্রীললিতা

[মাতন]

এই কৃপা কর গো

যদি সম্বন্ধ ক'রেছ—এই কৃপা কর গো

যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি

যতদিন এই দেহ থাকে—যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি
পরমকরুণ-শ্রীগুরুদেবের—যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি
তোমার গুরুসেবা হৃদে সঞ্চরি'—যেন,—আজ্ঞা-পালন ক'র্‌তে পারি

যেন,—কলঙ্ক রটাই না

শ্রীরাধারমণ অকলঙ্ক নামে—যেন,—কলঙ্ক রটাই না

নিজ-স্বতন্ত্রতা-দোষে—যেন,—কলঙ্ক রটাই না

প্রাণভ'রে জয় দাও

জয় সখী শ্রীললিতা

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা—জয় সখী শ্রীললিতা

[মাতন]

এই কৃপা কর গো

যেন,—কণ্ঠহার ক'র্‌তে পারি

শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত-নামমালা—যেন,—কণ্ঠহার ক'র্‌তে পারি

যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত-নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

নিতাই-গৌর-হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥

১। প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—প্রভুনিতাই-শ্রীচৈতন্য-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীরাধারাণী কী জয়!

২। প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদ কী জয়!

৩। করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়!

৪। শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন কী জয়!

৫। শ্রীখোল-করতাল কী জয়!

৬। শ্রীনবদ্বীপ ধাম কী জয়!

৭। শ্রীনীলাচল ধাম কী জয়!

৮। শ্রীবৃন্দাবন ধাম কী জয়!

৯। চারিধাম কী জয়!

১০। চারি সম্প্রদায় কী জয়!

১১। অনন্ত কোটী বৈষ্ণব কী জয়!

১২। আপন আপন শ্রীগুরুদেব কী জয়!

১৩। প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শিশুপশু-পালক-বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণ কী জয়!

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই-গৌর-হরিবোল ॥"

—o—

শ্রীগুরু-কৃপার দান গ্রন্থের

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ

—*—